HISTORY.

OF

BENGAL,

TRANSLATED INTO BENGALI,

BY

GOBINDCHUNDRA SEN

বাঙ্গালার ইতিহাস।

ইংরাজি হইতে অনুবাদিত হইয়া

কলিকাতা সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত
হইল

বাং সন ১২৪৮ শাল

ইং ১৮৪২ শাল

শুদ্ধিপত্র ॥

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠ	পঁক্তি
খোদিত	ক্ষোদিত	৩	২৪
বাঙ্গালি	বাঙ্গালি	৪	১০
পুর্ব্ব	পূর্ব্ব	৫	৩
অশীতিবষ	অশীতিবর্ষ	৭	১৬
ঘণারসহিত	খণারসহিত	১০	২৭
সালে	শালে	১১	৭
সোনারগাঁ	সোণারগাঁ	১৩	৩
সোনারগাঁ	সোণারগাঁ	১৩	৬
বাঙ্গাকাদেশে	বাঙ্গালাদেশে	১৩	৮
সোনারগাঁর	সোণারগাঁর	১৩	১৫
ক্ষীণতা	ক্ষীণতা	১৩	১৯
সোনারগাঁয়	সোণারগাঁয়	১৩	২০
সোনারগাঁ	সোণারগাঁ	১৪	১৪
সোনারগাঁয়	সোণারগাঁয়	১৪	২১
সোনারগাঁর	সোণারগাঁর	১৪	২২
জোয়ানপর	জোয়ানপুর	১৭	২
অহষ্কত	অহঙ্কৃত	১৭	২৭
দুইএক	দুইএক	২৭	২৬
ক্রমে	ক্রমে	২৮	১১
আজিম্খাকে	আজিমখাঁকে	৩১	২
সেরপরে	সেরপুরে	৩২	২৭
স্বদেশীষ	স্বদেশীয়	৩৩	৬
আকর্যণ	আকর্ষণ	৩৫	২৭
রাঙ্গালার	বাঙ্গালার	৩৭	১৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
পনর্বার	পুনর্বার	৩৭	২৭
জীবজুমলা	মীরজুমলা	৫১	১৭
নিবারণার্থে	নিবারণার্থে	৫৩	১৪
ষে সকল	যে সকল	৫৩	২৭
হস্তী	হস্তী	৫৬	৫
ইউরোপীষ	ইউরোপীয়	৫৬	২৬
সাইস্তখাঁ	সাইস্তখাঁ	৫৭	১৪
সম্মত	সম্মত	৫৯	[illegible]
লুঠ	লুঠ	৭৬	১১
কুলিখাঁ	কুলিখাঁ	৭৯	৮
মুদ্রা	মুদ্রা	৮১	৯
আবদল্লা	আবদুল্লা	৮৩	২৭
লিখিয়াছেন ষে	লিখিয়াছেন যে	৯৬	১১
অধিকারণ	অধিকার	১০২	১৫
সম্ভোগ	সুম্ভোগ	১০৭	২৭
মারাট্টা	মারহাট্টা	১১৫	১২
লুঠ	লুঠ	১১৭	২৬
মহারাষ্ট্রীয়	মহারাষ্ট্রীয়	১১৭	২৬
দুবঙ্গ	দুর্বঙ্গ	১১৯	৪
মহাষ্ট্রীয়েরা	মহারাষ্ট্রীয়েরা	১২২	১
সিপাহি	সিপাই	১৪৭	২৫
করীলেন	কারলেন	১৪৮	২
নিদায়	নিদ্রায়	১৪৯	২৮
দষ্টিপাত	দৃষ্টিপাত	১৫০	২৭
র্ম্মনিষ্পাদক	কর্ম্মনিষ্পাদক	১৫২	২৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠ	পংক্তি
মনস্থ	মনঃস্থ	১৫৫	২৩
সমপণ	সমর্পণ	১৫৬	২৬
নিজভত্য	নিজভৃত্য	১৫৭	২৭
অন্তঃপূরে	অন্তঃপুরে	১৬২	২২
আত্মবৰ্ত্তি	আত্মানৰ্ত্তি	১৬৩	৯
[illegible]যোপযুক্ত	ব্যয়োপযুক্ত	১৬৫	৩
ম[illegible]সল	মাংসল	১৬৬	১২
নিবারণার্থে	নিবারণার্থে	১৬৯	১৭
[illegible]	প্রাপ্য	১৭১	৬
[illegible]	প্রাপ্য	১৭১	৯
[illegible]	শ্বেতাবরায়	১৮৩	১৫
[illegible]	বনশিটার্ট	১৮৩	২১
ভারতবর্ষে	ভারতবর্ষে	১৯০	১১
অহংঙ্কার	অহঙ্কার	১৯১	৭
পক্ষীয	পক্ষীয়	১৯৪	১৫
সমুদার	সমুদায়	২০২	৫
প্রতিভু	প্রতিভূ	২০৪	১৭
বিচারর্থে	বিচারার্থে	২০৬	২২
ক্লৌবিলন্ড	কেৃবিলণ্ড	২০৭	২৬
সমুদ্রে	সমুদ্রে	২০৭	২৭
উনত্রিশ	ঊনত্রিশ	২০৮	১
চক্তি	চুক্তি	২১২	২৭
বৃদ্ধি	বৃদ্ধি	২১৪	২৪
পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত	২১৫	১২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠ	পঁক্তি
লাডময়রা	লোর্ডময়রা	২২১	২৫
হইয়াছিল	হইয়াছিল	২২৬	[illegible]
মূদ্রা	মুদ্রা	২২৯	৭
লাঘব	লাঘব	২৩০	[illegible]
পুনর্ব্বিচাথে	পুনর্ব্বিচারার্থে	২৩২	৭

অশুদ্ধশুদ্ধি পত্র সমাপ্ত হইল ॥

ভূমিকা ॥

দেশহিতৈষি বিজ্ঞব্যক্তি মহাশয়দিগের প্রতি গ্রন্থকারের বিনয়পূর্ব্বঃসর এই নিবেদন যে সন্তানাদির স্মরণার্থে এদেশীয় পুরাবত্ত লিপিবদ্ধ না থাকাতে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, এবং যেকোন বৃত্তান্তের মৌখিক শ্রবণ মাত্র আছে, তাহাতে স্থানেং এমত মিথ্যা ও বৈপরীত্য হইয়াছে যে সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য হয়, এবং অন্যান্য ভাষায় এ বিষয়ের যে সকল লিখিত আছে তাহাও শ্রেণীমতে ও সম্পূর্ণরূপে নাই, অতএব মার্সমান সাহেবঅনেকপরিশ্রমে ইংরাজি ভাষায় এদেশীয় ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি অনেক লোক ইংরাজিভাষায় অজ্ঞ থাকাতে তাঁহাদের উপকারার্থে আমি ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত করিলাম, ইহাতে ভ্রমবশত বা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত যদি, কোনং স্থানে ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা বিজ্ঞমহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বকশোধন করিবেন, এবং এক অঙ্গের হানি প্রযুক্ত সমুদয় ত্যাজ্য করিবেন না, যেহেতুক হস্তপদাদি কোন অবয়বের হানি হইলে সমুদায় শরীর ত্যাজ্য হয়না ।

নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট।

ইংরাজী		পৃষ্ঠা
১৭৫৯	ওলন্দাজেরা বাঙ্গালায় প্রভুত্বার্থে সৈন্যপ্রেরণ করেন	১৫৪
	ক্লাইব তাঁহাদের জাহাজহরণ ও সৈন্যদিগের পরাজয়করেন	১৫৬
১৭৬০	ক্লাইবসাহেব ইংলণ্ডে যাত্রাকরেন	ঐ
	মহারাজের পুত্র পুনর্ব্বার বেহার আক্রমণকরেন	১৫৭
	ইংরাজেরা ও মীরজাফরের পুত্র মীরণ তাঁহার প্রতি গমনকরেন	ঐ
	মীরণের দৌরাত্ম্য	ঐ
	সাহ্ আলম পর্ব্বতীয় পথ দিয়া ঝটিতি মুরসিদাবাদে আসেন	১৫৮
	তিনি পুনর্ব্বার পাটনায় যাইলে পূরণীয়ার শাসনকর্ত্তা তাঁহার সহিত মিলিতহইলেন	১৫৯
	কাপ্তান নক্সসাহেব অতি সাহসপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করেন	ঐ
	কর্ণেল কালিয়দ ও মীরণ পূরণীয়ার শাসন কর্ত্তার অনুসন্ধান করেন	১৬০
	মীরণ বজ্রাঘাতে মারাপড়েন	ঐ
	অর্থাভাবে মীরজাফরের ও ইংরাজদিগের দুঃখ	ঐ
	বন্‌শিটার্ট সাহেব মীরকাশিমকে বাঙ্গালার নায়েব করিতে স্থির করিলেন	১৬১
	মীরকাশিম তিনদেশের নবাব হইলেন	১৬২
	মীরকাশিমের রাজনীতি	ঐ
	তিনি ইংরাজদিগের অনধীন হইবার আশায় মুঙ্গেরে রাজধানী করিয়া সৈন্যবৃদ্ধি করেন	১৬৩

শ্রীগুরুঃ।

শরণং।

বাঙ্গালা ইতিহাস॥

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুরাজ্য।

ভারতবর্ষের যে প্রদেশ বাঙ্গালাভাষা লিখনে ও কথনে চলিত আছে তাহাকে বাঙ্গালা দেশ বলা যায়, ইহার দক্ষিণে সমুদ্র উত্তরে এবং পূর্ব্বে অনেক পর্ব্বত ও বন আছে, আর পশ্চিমপ্রদেশে হিন্দুধর্ম্মবহিষ্কৃত অনেক বন্য ও পর্ব্বতীয় জাতিরা বাস করিতেছে ইহাতে প্রায় তিন কোটি মনুষ্য আছে।

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় এবং এ স্থানে কোন কালে হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ হয় তাহা আমরা স্থির বলিতে পারি না. কিন্তু ইহা বোধ হইতেছে যে অতি পূর্ব্বকালে এস্থানে হিন্দু ছিল না কেবল পশ্চিমদেশস্থ পর্ব্বতীয় জাতির ন্যায় একজাতি বসতি করিত। মুসলমানেরা যেরূপে এত দেশে আসিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন সেই রূপে ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশে আগমন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এইক্ষণে চলিত যে বাঙ্গালাভাষা তাহা কোন সময়ে আরম্ভ হয় ইহা স্থির বলিতে পারি না। অপর ঐ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ও আরবীয় ও পারসীক ভিন্ন অনেক কথা পাওয়া যায়, অতএব

বোধ হইতেছে যে ইহার আদিভূত কোন ভাষা প্রাচীনেরা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু এইক্ষণে তাহা নষ্ট হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালা অক্ষর প্রায় নাগরের তুল্য কেবল কোন২ স্থলে আকৃতির কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে।

বোধ হয় যে বাঙ্গালার মধ্যে গৌড় অতি প্রাচীন নগর ছিল, এবং কেহ২ কহেন যে ঐ নগর দুই সহস্র পঞ্চশত বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, এইহেতু সমুদায় দেশকে কখন২ গৌড় বলা যায়। ঐ গৌড়নগর বাঙ্গালার উত্তরাংশে আছে, বাঙ্গালার পূর্ব্বদেশে সুবর্ণ গ্রাম অথবা সোণার গাঁ নামক যে স্থান তাহাতে রাজধানী ছিল, ঐ গ্রাম আধুনিক ঢাকা শহর হইতে চারি ক্রোশ দূরে আছে, অনেক কালাবধি বাঙ্গালার ঐ অংশ উত্তম কার্পাস বস্ত্র নিমিত্তে খ্যাত আছে। অষ্টাদশ শত বৎসরের অধিক হইল ইউরোপের মধ্য দিয়া গিয়া তাহার প্রান্ত রোম নামক মহানগরে ঐ সকল বস্ত্র নীত হইত এবং রোমানেরা ঐ বস্ত্র বহুমূল্যরূপে কল্পিত করিত, ও তাহার নাম তাহারা কাপাস কহিত, বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে তুলা বলা যায়, এবং ইহাও সপ্রমাণ বোধ হইতেছে যে এই বাণিজ্যে নিযুক্ত নৌকা সকল ঐবস্ত্র ক্রয়ের নিমিত্ত মহানদ উত্তীর্ণ হইয়া সোণার গাঁতে গমন করিত।

বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমস্থ হুগলির অতিনিকট উত্তরাংশে প্রধান নগর সাত গাঁ ছিল, রোমানেরা ইহা জানিত, এবং পুরাণেতেও সপ্তগ্রাম নামে নির্দ্দেশ আছে, এবং ঐ স্থলেই সামুদ্রিক বাণিজ্যদ্রব্য আনীত হইত, সম্প্রতি গৌড় ও সোণার গাঁ ও সাত গাঁ এই তিন নগর সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ মগধনামক মহারাজ্যের এক অংশ ছিল, ঐ রাজ্য সম্প্রতি দক্ষিণ বেহার নামে খ্যাত আছে ঐ মহারাজ্যের রাজধানী বোধ হয় পালিবথ অথবা পাটলিপুত্র ছিল, যাহাকে কেহ২ পাটনা বোধ করেন। মগধরাজ্য

নাশানন্তর বৌদ্ধ মতাবলম্বি পালবংশোদ্ভব অনেক রাজা ছিলেন তাঁহারা বাঙ্গালাদেশের রাজা ছিলেন, কিন্তু সমুদায় স্থান শাসন করিয়াছিলেন কি না তাহা স্থির করা যায় না। এই বংশের আদি পুরুষের রাজ্যের স্মরণার্থক চিহ্ন দিনাজপুর অঞ্চলে এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে. যাহাকে সকলে মহীপালদীঘী বলিয়া থাকে। অনুমান হইতেছে যে পালবংশীয়দিগের রাজত্বের পর বৈদ্যজাতি সেন বংশীয়েরা রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহারদিগের ইতিহাস অতি দুজ্ঞেয় এবং তদনন্তর আর কেহ হিন্দু রাজা হন নাই।

হিন্দু মতানুসারে [সেনবংশের আদিপুরুষ] আদিশূর, তিনি ইংরাজী ১০৬৩ শালে রাজত্ব করিয়াছিলেন অর্থাৎ এই ক্ষণে অষ্টশত বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে, বাঙ্গালাদেশস্থ ব্রাহ্মণেরা নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম না জানাতে তিনি তাহারদিগের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন. কেহ২ কহেন যে পালবংশীয় বৌদ্ধ মতাবলম্বি ভূপতিদিগের রাজ্যকালে ব্রাহ্মণ সকলেরা লুপ্ত হইয়াছিলেন, আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ নৃপতির নিকটে উত্তম শাস্ত্রজ্ঞ পঞ্চব্রাহ্মণ প্রাপ্তির প্রার্থনায় দূতপ্রেরণ করিয়াছিলেন, কান্যকুব্জ রাজও তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং ঐ পঞ্চব্রাহ্মণেরা পঞ্চ ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন, ও তাঁহারদিগের সন্তানেরা উত্তমকুলীন ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, আর তাঁহাদের ভৃত্যবর্গের সন্তানেরা কায়স্থ হইয়াছেন।

কেহ২ বল্লালসেনকে আদিশূর রাজার পুত্র বলিয়া থাকেন, কিন্তু অতি অল্পকাল হইল পূর্ব্বদেশে মৃত্তিকা খনন করিতে২ তাহার মধ্যহইতে এক তাম্রফলক প্রাপ্ত হইয়াছে যাহা ঐ বৈদ্য রাজাদিগের সময়ে খোদিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে লিখিত আছে যে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন ছিলেন, অপর আইন আকবরীতে বলে যে বল্লালসেনের পিতা শুকসেন ছিলেন, কিন্তু ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে আদিশূর বল্লালসেনের পিতা

নহেন, কারণ কান্যকুব্জরাজ্য হইতে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ঐ ব্রাহ্মণদিগের সন্তানেরা যখন নানাস্থানে বিস্তৃত হইলেন, তখন বল্লালসেন তাঁহাদিগের ধারামতে শ্রেণী ও কৌলীন্য স্থাপিত করিলেন, একব্যক্তির রাজ্যকালের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের এমত অধিকবংশ কিপ্রকারে হইতে পারে, অতএব আমরা স্থির করিতে পারি যে আদিশূর বল্লালসেনের পিতা নহেন, কিন্তু কোন পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, এবং বিজয়সেন বল্লালসেনের পিতা ও ঐ রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন।

এবিষয়ে এক মিথ্যা জনশ্রুতি আছে যে ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বল্লালসেনের জন্ম দিয়াছিলেন, বাঙ্গালি রাজার মধ্যে বল্লালসেন অতি পরাক্রমশালী হইয়া পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি সোণারগাঁর নিকট বিক্রমপুরে প্রায় থাকিতেন, এবং কদাচিৎ গৌড় নগরে কার্য্যবশতঃ স্থিতি করিতেন, ঐ নগরকে সকল লোকে রাজধানী জ্ঞান করিতেন, বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন সে ভাগ অদ্যাপি তাঁহারদিগের মধ্যে চলিত আছে, তাহার মধ্যে উত্তমধার্ম্মিকদিগকে তিনি কুলীন করিয়াছেন, কিন্তু ঐ কৌলীন্য মর্য্যাদা তাঁহারদিগের সন্তানাদি ক্রমে রক্ষা করাতে এদেশের অতিশয় দুরবস্থা হইয়াছে কারণ এইক্ষণকার কুলীন মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষের তুল্য সম্মান আছে, কিন্তু সেরূপ গুণ কিছুমাত্র নাই, বল্লালসেনের রাজত্ব সময়ে এদেশ ৫ অংশে বিভক্ত হয়।

১ বরেন্দ্র, যাহার পশ্চিম ভাগে মহানন্দা নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্ব্বাংশে করতোয়া নদী, এবং উত্তর ভাগে অন্যরাজ্য আছে।

২ বঙ্গ, করতোয়া হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বভাগে আছে. বাঙ্গালা দেশের রাজধানী বিক্রমপুর নামক স্থান বঙ্গের মধ্যে ঢাকার সমীপে আছে।

৩ বগ্রীদ্বীপ, অথবা উপদ্বীপ, ঐ দ্বীপ ত্রিকোণভূমি. ইহার

পশ্চিম ভাগে ভাগীরথী নদী, পূর্ব্ব দিগে পদ্মা নদী এবং দক্ষিণাংশে সমুদ্র আছে।

৪ রাঢ় যাহার উত্তর এবং পূর্ব্বভাগে ভাগীরথী ও পদ্মানদী এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে অন্য রাজ্য আছে।

৫ মিথিলা, যাহার পূর্ব্বভাগে মহানন্দা নদী ও গৌড় দেশ দক্ষিণে ভাগীরথী নদী এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে অন্যান্য দেশ আছে।

ইংরাজী ১১১৬ শাকে বল্লালসেনের রাজ্যানন্তর তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এবং গৌড়নগরকে উত্তমরূপে সুশোভিত করিয়া নিজ নামানুসারে লক্ষ্মণাবতীনাম দিয়াছিলেন তাহার পরে মধুসেন রাজা হইয়াছিলেন, তদনন্তর কেশবসেন সর্ব্বপশ্চাৎ সুষেণ হিন্দুরা কহেন যে সুষেণের পর তদ্বংশীয় আর কেহ রাজা হন নাই কিন্তু মুসলমান জাতীয় ইতিহাস কর্ত্তারা নুজ ও লক্ষ্মণীয় নামক দুই অধিক রাজার বর্ণনা করিয়াছেন. এবিষয়ে আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ইংরাজী ১২০৩ শালে যখন মুসলমানেরা বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিলেন. তখন লক্ষ্মণীয় অথবা লক্ষ্মণ নামক রাজার বিচারস্থান নবদ্বীপ ছিল।

মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালাদেশের জয়।

এইক্ষণে আমরা মুসলমান দিগের জয় বর্ণনা করি। তাঁহারদিগের আদি ধর্ম্মস্থাপক মহম্মদ অবধি তাঁহারদের রাজ্য আরম্ভ হয়. ঐ মহম্মদ ইংরাজী ৬৪০ শালে লোকান্তরগত হয়েন, তাঁহার মরণের কিঞ্চিৎকাল পরে মুসলমানেরা ইউরোপ ও আসিয়া এবং আফ্রিকার অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, এবং তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, ইংরাজী শাকের ১০০০ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহারা সিন্ধুনদীর পশ্চিম সমস্ত

দেশ জয় করিয়াছিলেন, সিন্ধুনদীর ত্রিশক্রোশ পশ্চিমে গজনেন নগর আছে, তাহার রাজা মহামুদ ঐ বৎসরে অনেক সৈন্যের সহিত হিন্দুস্থানে আগমনপূর্ব্বক অনেক উপদ্রব ও লুঠ করিয়া স্বীয় নগরীতে প্রস্থান করেন। পরে হিন্দুদিগের জয় করণ অতি সহজ দেখিয়া পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে দ্বাদশ বার ঐ দেশে আসিয়া সহস২ তদ্দেশবাসিদিগের প্রাণে আঘাত করত হিন্দুদিগের মন্দির ও দেবতা সকল খণ্ড২ করণপূর্ব্বক ঐ দেশ লুঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু সিন্ধুনদীর নিকটবর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন দেশ অধিকার করেন নাই, এবং তাহার রাজধানী ও তদবধি সিন্ধুনদীর পশ্চিমাংশে গজনেনে ছিল। তাহার উত্তরাধিকারিরা ক্রমে২ দুর্ব্বল হওয়াতে হিন্দুরা প্রবল হইয়া তাহার জিত অনেক দেশ, পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিলেন।

অবশেষে মুসলমান জাতীয় এক প্রধান ব্যক্তি ঐ রাজত্ব বিনষ্ট করিয়া সিন্ধুনদীর পশ্চিমাংশে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। ইনিই গোরীয় মহম্মদ ছিলেন; মুসলমানদিগের ২ শত বর্ষ রাজ্য ভোগানন্তর গজনেন রাজ্যের উচ্ছেদে গোর রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, ইংরাজী ১১৯১ শালে অতি প্রবল সৈন্যের সহিত ঐ গোরীয় মহম্মদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তৎকালে উত্তরাংশের হিন্দুরাজারা ও আজমের, গুজরাট, দিল্লী, এবং কান্যকুব্জ দেশের রাজারা পরস্পর বিবাদ করিয়া মুসলমানদিগের বাধা দিতে ঐক্য হন নাই। মহম্মদ তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সমুদায় উত্তরাংশ জয় করিয়া তথাকার প্রাচীন ও পরাক্রমশালী হিন্দু রাজ্য সকল একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে যদ্যপিও মুসলমানেরা এদেশে পুনঃ২ আক্রমণ করিতেন, তথাপি দিল্লী নগরীতে হিন্দু রাজা ছিলেন, মহম্মদ আপনার জিত দেশ রক্ষণার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ সৈন্যাধ্যক্ষ কুতবউদ্দিনাকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে

আজ্ঞা দিলেন যে সমুদায় দেশ জয় করিতে সৈন্য প্রেরণ করুন। কিন্তু প্রভুর মরণানন্তর কুতবউদ্দিন স্বাধীন হইলেন, ইনিই যথার্থ রূপে ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমানদিগের প্রথম মহারাজ ছিলেন।

পরে কুতবউদ্দিন নিজরাজ্যবৃদ্ধি করণার্থ ইচ্ছুক হইয়া বেহার দেশ জয় করিতে তাহার সৈন্যাধ্যক্ষ বখতিয়ার খিলিজীকে প্রেরণ করিলেন. এবং ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ ঐদেশ অনায়াসে জয় করাতে কুতবউদ্দিন বাঙ্গালাদেশ জয় করিতে তাহাকে আজ্ঞা করিলেন। যখন ঐ আজ্ঞা হইল তখন প্রাচীন বৈদ্যবংশোদ্ভব লক্ষ্মণসেনই বাঙ্গালা দেশের রাজা ছিলেন, যাহাকে মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা লক্ষ্মণীয় বলিয়া থাকেন। এবং তাহারপর বাঙ্গালাতে অন্য হিন্দু রাজা হয়েন নাই। লক্ষ্মণসেন প্রায় নবদ্বীপে কদাচিৎ গৌড় নগরে থাকিতেন। তাহার পিতার মরণের পর তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, অতএব জন্মাবধি রাজা ছিলেন। যখন মুসলমানেরা এইদেশ আক্রমণ করেন, তখন ঐ রাজা দান ও সদ্বিচার দ্বারা সর্বজন সমীপে প্রচুর প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তখন অশীতি বর্ষ বয়স্ক হইয়াছিলেন, ইংরাজী ১২০৩ শালে বখতিয়ার আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়া বাঙ্গালারমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন, যে শাস্ত্রে অগ্রে কথিত আছে, যে তুরকী জাতীয়েরা বাঙ্গালাদেশ জয় করিবে, সেই জাতীয়েরা এইক্ষণে আসিয়াছে অতএব মহাশয় নিজ সম্পত্তি ও পরিবারের সহিত পলায়ন করুণ, তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন, যে আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি এইক্ষণে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিবনা। তাহাতে অমাত্যবর্গ ও ব্রাহ্মণেরা বৃদ্ধ রাজার সাহায্য না করিয়া আপন২ সম্পত্তি লইয়া উড়িষ্যাতে পলায়ন করিলেন. বখতিয়ারকে বাধা দিতে কোন উদ্যোগ না করাতে তিনি অনায়াসে সৈন্যের সহিত বাঙ্গালার মধ্য দিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। নগ

য়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া এক বনমধ্যে সকল সৈন্য স্থাপন করিয়া সপ্তদশ অশ্বারূঢ়ের সহিত রাজবাটীতে আপনি প্রবেশ করিলেন। ঐ রাজা ভোজন করিতে২ বিপক্ষের আগমন শ্রবণ করিয়া এক পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বহির্ভূত হইয়া নৌকারোহণ পূর্ব্বক উড়িষ্যা দেশে পলায়ন করিলেন, কিন্তু কেহ২ বলেন, যে ঢাকার নিকট বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরে গমন করিয়াছিলেন, নবদ্বীপস্থ লোকেরা বখতিয়ারের অধীন হইলেন, ও তদবধি হিন্দু রাজার শেষ হইল। ইংরাজী শালের ১২০৩ বৎসরে নবদ্বীপের পরাজয় অবধি ১৭৫৭ বৎসরে পলাশির যুদ্ধ পর্য্যন্ত সার্দ্ধ পঞ্চ শত বৎসর হইল, ও অধিককাল বাঙ্গালা দেশস্থ হিন্দুরা মুসলমানদিগের অধীন ছিলেন, তাহাতেও স্বাধীন হইতে কোন চেষ্টা করেন নাই। বখতিয়ার নবদ্বীপ হইতে গৌড় নগরে যাত্রা করিয়া অনায়াসে তাহা জয় করিলেন, এবং হিন্দুদিগের মন্দির সকল ভাঙ্গিয়া সেই দ্রব্যদ্বারা মসিদ নির্ম্মাণ করিলেন এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে সমুদায় বাঙ্গালা দেশ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন, কিন্তু কোন২ লোকেরা কহেন, যে সোণার গাঁ প্রভৃতি প্রথমত অধিকৃত হয় নাই, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। এবং ইহাও বোধহইতেছে যে সম্মুখস্থ কতক দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশ পরাজয়ের এক বৎসর পরে বখতিয়ার সসৈন্য হইয়া আসাম দেশ জয় করিতে যাত্রা করিলেন। এবং দশ দিনের মধ্যে বৃহ্মপুত্র নদের বামপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বাইস কুকুরে পাষাণময় সাঁকো নির্ম্মিত করিয়া পার হইলেন, সেই সাঁকো অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পরে তিনি পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পরাজিত হইলেন, অতএব লজ্জিত ও ভগ্নচিত্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া বাঙ্গালাদেশ জয়ের তিন বৎসর পরে লোকান্তরগত হইলেন। এই তিন বৎসর মধ্যে দিল্লী হইতে অধিক দূরে থাকাতে তাহার যে রূপ ইচ্ছা হইল তদনুসারে

কর্ম্ম করিলেন. তিনি অস্তঃপরে স্বাধীন হইলেন, এবং আপনার নামে খুতবা পড়িলেন, ও হিন্দুদিগের যে সকল ভূমি জয় করিয়াছিলেন তাহা আপনার খিলিজীবংশীয় লোকদিগকে দান করিলেন, এইরূপে তাহারা এমত পরাক্রমশালী হইল যে যেজন তাহারদের মনোনীত হইত তাহাকেই বাঙ্গালাদেশের অধ্যক্ষ করিত।

বখতিয়ার লোকান্তরগত হইলে তাহার সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ আপনারদিগের মধ্যে এক জনকে অধ্যক্ষ করিলেন, এবং তিনি আপনিই রাজাবন্যায় মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন, দিল্লীর মহারাজ এই সংবাদ শুনিয়া কতক গুলিন সৈন্য প্রেরণ করিলেন, যাহার দ্বারা বাঙ্গালাদেশ পুনর্ব্বার জয় করিলেন, এবং আলিমর্দ্দনকে শুবাদার করিলেন। কিন্তু কিঞ্চিৎকালপরেতে দিল্লীর মহারাজ কুতবউদ্দিন মরাতে আলিমর্দ্দন স্বাধীন হইলেন। তাঁহার অত্যন্ত অহঙ্কার প্রযুক্ত খিলিজীবংশীয় প্রধান লোকেরা তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিয়া গ্যাসউদ্দিনকে শাসনকর্ত্তা করিল। গ্যাসউদ্দিন নানাবিধ উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণদ্বারা গৌড় নগর সুশোভিত করিয়া সেখানে বিচারস্থান করিলেন, তিনি ঐ দেশের নানাপ্রকার উপকার করিয়াছিলেন, বীরভূমের রাজধানীনগর হইতে গৌড়ের পূর্ব্বদিকস্থ দেবকোত পর্য্যন্ত দশ দিনের গমনার্হ বিস্তৃত এক পথ প্রস্তুত করিলেন, এবং ঐ পথদিয়া বর্ষাকালেও লোকেরা অনায়াসে গমনাগমন করিতে শক্ত হইল। তিনি বিচার করিতে কোন মতে পক্ষপাত করিতেন না, এবং তাঁহার নিকটে হিন্দু ও মুসলমানদিগের কিছু বিশেষ ছিলনা, অপর তিনি এমত পরাক্রমশালী ছিলেন যে আসাম, ত্রিহুত, এবং ত্রিপুরার রাজাদিগকে নিজ করপ্রদ করিয়াছিলেন; এইরূপে দশবৎসর রাজত্ব করিয়া দিল্লীস্থ মহারাজের বিদ্রোহ করাতে মহারাজ কতিপয় সৈন্য প্রেরণ করি

লেন, তাহার দ্বারা আলিমর্দ্দন পরাজিত হইয়া ইংরাজী শালের ১২২৭ বৎসরে রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

ত... ...বৎসরের মধ্যে তিনজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পরে ১২৩৭ শালে তঘানখাঁ শুবাদার হইয়াছিলেন। ছয় বৎসর পরে তিনি উড়িষ্যায় যাত্রা করিয়া হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে হিন্দুরা তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ আসিয়া তাঁহার রাজধানী গৌড় দেশ, ও বীরভূমের মধ্যে আছে, যে নগর এতদুভয় বেষ্টন করিলেন। তাহাদিগের আক্রমণ হেতু তঘানখাঁ অতিশয় কাতর হইয়া মহারাজের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করাতে মহারাজ কতিপয় সৈন্যের সহিত তৈমূরখাঁকে তাঁহার সহায়তা করিতে পাঠাইলেন। তৈমূরখাঁ বাঙ্গালাদেশ অতিশয় আনন্দজনক দেখিয়া আপনার অধীন রাখিতে মানস করিলেন, তন্নিমিত্তে তঘানখাঁর সহিত তাঁহার এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল, হিন্দুরা দুই মুসলমান অধ্যক্ষকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তৈমূরখাঁ তঘানকে পরাজয় করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে আপন সম্পত্তি লইয়া এদেশ হইতে যাত্রা করহ। তিনি বাঙ্গালা দেশ দুই বৎসর শাসন করিয়াছিলেন। পরে তৈমূর অযোধ্যার শুবাদার হইলেন।

১২৫৩ শালে মল্লীকযজবেক বাঙ্গালার অধ্যক্ষ হইয়া উড়িষ্যার রাজার প্রতি প্রতিহিংসা করিতে স্থির করিয়া ক্রমিক দুইবার যুদ্ধে জয়ী হইয়া তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার হস্তিসকল বিনষ্ট হইল, মল্লীকযজবেক তথাহইতে গৌড়রাজ্যে আগমনোত্তর শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়া বহু সম্পত্তি পাইলেন। পরে দিল্লীর মহারাজকে দুর্ব্বল শুনিয়া আপনি স্বাধীন হইলেন। অনন্তর আসাম দেশ জয় করণার্থে যাত্রা করিয়া তথায় পরাজিত হইলেন, এবং অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন, অতএব মুসলমানদিগের আসাম আক্রমণ করিয়া ঘৃণার সহিত পলায়ন দ্বিতীয়

বার হইল। মল্লীকের মরণানন্তর বাঙ্গালা শাসন করিতে দিল্লী হইতে জেল্লাল নিযুক্ত হইলেন। যখন জেল্লাল কতিপয় স্বাধীন হিন্দুরাজাদিগের জয় করিতে ব্যগ্র ছিলেন তখন করার শাসনকর্ত্তা আসিয়া গৌড় নগর লুট ও অধিকার করিলেন। এবং জেল্লাল যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহার শত্রুই দিল্লীতে অনেক উপঢৌকন পাঠাইয়া বাঙ্গালার শুবাদার হইলেন।

১২৭৭ সালে অল্লীনতগরল এদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া ত্রিপুরা দেশ আক্রমণ করিয়া অনেক ধন ও এক শত হস্তী লুট করিয়া আনিলেন পরে দিল্লীর মহারাজ মরিয়াছেন এইরূপ শুনিয়া তিনি আপনি বাঙ্গালার রাজা হইলেন তৎকালে দিল্লীর মহারাজ অতিবৃদ্ধ কিন্তু জীবদ্দশায় ছিলেন অতএব তিনি ঐ রাজবিদ্রোহি দুরাচারিকে জয় করিতে ক্রমে২ দুই প্রস্তুত সৈন্য পাঠাইলেন তাহাতে সমুদায় সৈন্যেরা পরাজিত হওয়াতে মহারাজ অত্যন্তক্রোধান্বিত হইয়া অধিক সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক ঐ শুবাদারকে জয়করিতে স্বয়ং যাত্রা করিলেন তাঁহাতে তগরল নিজ সৈন্য সম্পত্তির সহিত উড়িষ্যাতে পলায়ন করিলেন তাহাতে মহারাজ পশ্চাদ্গামী হইয়া তাঁহার নিকটে কিছু দিন তাঁবু ফেলিয়া রহিলেন। এক দিবস মহম্মদসাহ নামক অতি সাহসী এক মহারাজের সৈন্যাধ্যক্ষ চল্লিশ জন অশ্বারূঢ়ের সহিত তগরলের তাঁবুমধ্যে প্রবেশ করিয়া বালিন রাজার জয়হউক এই ধ্বনি করিয়া সম্মুখে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই কাটিয়া ফেলিলেন কিন্তু ঐ বিদ্রোহি শুবাদার নিকটস্থ নদীতে পলায়ন করাতে মহম্মদ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া স্রোতোমধ্যে তাহাকে নিমগ্ন করিয়া মস্তকচ্ছেদ করিলেন।

তগরলের সৈন্যেরা প্রভুর মৃত্যু শুনিবামাত্রে সকলে পলায়ন করিল। মহারাজ অনেক সম্পত্তি লুটে পাইয়া গৌড়দেশে আসিলেন এবং ১২৮২ শালে নিজপুত্র নাজিরউদ্দিনকে বা-

ঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিলেন ইহার চারিবৎসর পরে নাজিরের পুত্র কেইকোবাদ দিল্লীর মহারাজ হইলেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা আনন্দে নিযুক্ত থাকাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন যে তিনি আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মে মনোযোগ করেন তাহাতে ঐ পত্রের ফল না হওয়াতে তিনি কিছু সৈন্যের সহিত দিল্লীযাত্রা করিলেন, কেইকোবাদও সুসজ্জীভূত হইয়া বহির্ভূত হইলেন। যখন পরস্পর উভয় পক্ষের সৈন্যেরা দৃষ্টিগোচর হইল তখন নাজিরপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রার্থনা করাতে কেইকোবাদ তাহাতে সম্মত হইলেন কিন্তু দুষ্টমন্ত্রিদিগের পরামর্শানুসারে এই আজ্ঞা করিলেন যে যখন তাহার পিতা সিংহাসনের নিকটে আসিবেন তখন তিন বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবেন, পরে ঐ বৃদ্ধ মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াতে তাঁহার পুত্র ঐ অবস্থা দেখিতে অসহিষ্ণু হইয়া সিংহাসন হইতে লম্ফ দিয়া পিতার ঘাড়ের নিকটে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎকাল পরে সান্ত্বনা হইল। নাজিরউদ্দিন পুত্রের সহিত অনেক দিবস বাস করিয়া তাঁহাকে উত্তমোত্তম বহু পরামর্শ দিলেন কিন্তু যখন তাঁহার পুত্র পুনর্ব্বার দিল্লীর সুখভোগে নিযুক্ত হইলেন তখন সমুদায় বিস্মৃত হইলেন এবং কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে তাঁহার নিজমন্ত্রী তাহাকে প্রাণে নষ্ট করিল। এই সকলদুঃখের সময়ে নাজিরউদ্দিন বাঙ্গালাতে স্বাধীন ছিলেন।

১২৯৩ শালে দিল্লীর সিংহাসনে আলাউদ্দিন নামক এক নূতন রাজা হইলেন, তিনি দক্ষিণদেশীয় লোকদিগের জয় করিতে স্থির করিলেন। নাজিরউদ্দিন মহারাজের নিকটে অধীনতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার অসঙ্গত স্বভাব হইতে ভীত হইয়া স্বকীয় অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিলেন তাহাতে মহারাজদ্বারা তিনি পুনর্ব্বার তৎপদে স্থাপিত হইয়াছিলেন। আলাউদ্দিন

বাঙ্গালাদেশকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া বাহাদুরখাঁকে দক্ষিণ পূর্ব্বভাগের শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলেন যিনি পুরাতন নগর সোনার গাঁকে নিজরাজধানী করিলেন। বাহাদুর অতি অল্প কালের মধ্যে দৌরাত্ম্যপ্রকাশ করিয়া স্বাধীন হইলেন, তাহাতে দিল্লীর মহারাজ মহম্মদ তুগলক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে-যাত্রা করিলেন তাহাতে মহারাজের সোনারগাঁ যাত্রাকালে নাজির অনেক উপঢৌকন দিয়া সাক্ষাৎ করিলেন তৎকালে ও মহারাজ বাঙ্গালাদেশে অধ্যক্ষতার দৃঢ়তা করিলেন নাজিরউদ্দিন ৪৩ বৎসর বাঙ্গালাদেশ শাসন করিয়া ১৩২৫ শালে লোকান্তর গত হয়েন। বাহাদুর মহারাজার সহিত যুদ্ধেতে অসমর্থ হইয়া শরণাগত হইলেন তাহাতে মহারাজ তাহার সমুদায় সম্পত্তি প্রদান করণে স্বীকার করাইয়া প্রাণে রক্ষা করিলেন পরে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় দুইজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন কিন্তু যখন মহম্মদ তুগলক মহারাজ সকল প্রজার নিকটে ঘৃণিত হইলেন তখন ফকীরউদ্দিন নামক এক জন সোনারগাঁর শাসনকর্ত্তার যুদ্ধের সজ্জাবাহক ছিলেন, সেই ব্যক্তি সৈন্য দিগের বশীভূত করিয়া বাঙ্গালার প্রভু হইলেন, তিনি আপন নামে খুতবা পড়িলেন ও টাকা মুদ্রিত করিলেন কিন্তু মহারাজ অত্যন্ত ক্ষীণত্বাপ্রযুক্ত কিছুই করিতে পারেন না। ফকীর উদ্দিন প্রায় সোনারগাঁয় থাকিতেন, অনন্তর সমুদায় দেশের লোভে গৌড়দেশ জয় করিতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু [পথিমধ্যে ধৃত হইয়া মারা পড়িলেন, তাঁহার রাজ্য ১ সমুদায়ে দুই বৎসর হইয়াছিল, তাহার পর মবারিকআলি রাজা হইয়া সপ্তদশ মাসের পরে সমসউদ্দিনদ্বারা মারা পড়িলেন তাহাতে সমসউদ্দিন সমুদায় রাজ্য অধিকার করিলেন, সুতরাং মুসলমানদিগের মধ্যে যথার্থরূপে প্রথমে তিনি বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা ছিলেন। এইরূপে ১২০৩ শালে মুসলমানদিগের

এদেশ জয়করণ অবধি এক শত চাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ দিল্লীর অধীনে থাকিয়া পরে স্বাধীন হইল এবং ১৩৪৩ শাল অবধি ১৫৭৬ শাল পর্য্যন্ত সমুদায়ে দুই শত ত্রয় ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দেশ স্বদেশীয় স্বাধীন মুসলমানদিগের অধীনে ছিল পরে দিল্লীর মোগল মহারাজ শ্রীযুত অকবরসাহদ্বারা পরাজিত হইয়া দিল্লীরাজ্যের এক শুবা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালার স্বাধীন রাজারদিগের ইতিহাস।

সমসউদ্দিন সিংহাসনে স্থির হইয়াই ত্রিপুরার রাজার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন এবং তথাহইতে অনেক ধন ও হস্তি লুঠ করিয়া আনিলেন। বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগস্থ শ্রীহট্ট হইতে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বনেতে অনেক হস্তি পাওয়া যাইত। সমসউদ্দিন সোনারগাঁ হইতে গৌড়ের নিকটবর্ত্তি পেরুয়াগ্রামে রাজধানী লইয়া গেলেন। তাঁহার রাজত্ব প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে মহারাজদ্বারা নিযুক্ত বেহারদেশীয় অধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করাতে ফেরোজনামক দিল্লীর মহারাজ তাঁহার দণ্ড করিতে এবং বাঙ্গালা দেশ পুনর্ব্বার জয় করিতে স্থির করিয়া এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত আগমন করিলেন। সমসউদ্দিন নিজপুত্রকে পেরুয়া রক্ষা করিতে ভার দিয়া আপনি সোনারগাঁয় প্রত্যাগমন করিলেন, মহারাজ অনায়াসে পেরুয়া জয় করিয়া সোনারগাঁর নিকটস্থ আকদল্লানামক এক বৃহৎগড় জয় করিতে গমন করিলেন, সেখানে বাঙ্গালার রাজা লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। মহারাজ ঐ গড় পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া বর্ষারম্ভ প্রযুক্ত সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ১৩৫৭ শালে বাঙ্গালার রাজা দিল্লীতে অনেক

উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। মহারাজ ঐ দেশ জয়করণ দুঃসাধ্য জানিয়া উহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন এবং সীমা নিরূপণ করিলেন। ইহার পরে সমসউদ্দিন নিশ্চিন্ত হইয়া পাটনার সম্মুখে হাজিপুর নগর নির্ম্মাণ করিলেন যাহা এইক্ষণে মেলার নিমিত্তে খ্যাত আছে। তিনি ষোড়শ বৎসর বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়া লোকান্তরগত হইলে তাঁহার পুত্র সেকন্দর ১৩৫৮ শালে ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

সমসউদ্দিনের মৃত্যু সমাচার পাইয়া মহারাজ এক প্রস্তুত সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বাঙ্গালা দেশে আসিলেন, পিতার রীত্যনুসারে সেকন্দর আকদল্লানামক দুর্গে লুক্কায়িত হইলেন, মহারাজের সৈন্যেরা ইহা আক্রমণ করিলেন কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে তাঁহাদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল এবং মহারাজও কতিপয় হস্তি ভেট পাইয়া তথাহইতে গমন করিলেন। ১৩৬১ শালে পেরুয়ার নিকটে সেকন্দরআদিনা নামক এক বৃহৎ মসজিদ করিয়াছিলেন যাহার অদ্যাপি কতিপয় চিহ্ন আছে এবং ঐ চিহ্নদ্বারা বোধ হয় যে সে মসজিদ অতি চমৎকৃত ছিল। তাঁহার দুই পত্নীর মধ্যে একেতে সপ্তদশ পুত্র হয় অপরেতে এক পুত্র মাত্র। ঐ সহোদর রহিত পুত্র তাঁহার বিমাতা তাহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা জানিয়া রাজবাটী হইতে পলায়ন করিয়া এক প্রস্তুত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন তাহাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে নিজসৈন্য লইয়া গমন করিলেন, কিন্তু এক যুদ্ধেতেই বৃদ্ধরাজা মারা পড়িলেন। গ্যাসউদ্দিননামক পুত্র রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইবা মাত্র অন্য ভ্রাতারদিগের চক্ষুরুৎপাটন করিলেন, কিন্তু তাহারপর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত যথার্থ বিচারদ্বারা ঐ দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি অতি খ্যাত্যাপন্ন পারসীক কবি হাফিজকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া ছিলেন কিন্তু

অতিশয় দূরতাপ্রযুক্ত তিনি আসিলেন না। ১৩৭৩ শালে মহা রাজের মরণানন্তর তাঁহার পুত্র তদনন্তর তাঁহার পৌত্র রাজা হইলেন কিন্তু বিটোরিয়া নগরের শুবাদার গনেশনামক এক হিন্দু তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। অতএব মুসলমানদিগের মধ্যে এক হিন্দু রাজা হইলেন তাহাতে তাঁহার দেশস্থ মনুষ্যরা সুতরাং আশা করিলেন যে তিনি তাঁহারদিগের ও হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে অনেক উপকার করিবেন কিন্তু মুসলমানদিগকে অতিশয় প্রবল দেখিয়া পাঠান জমিদারদিগের সম্মতি তাঁহাকে ফিরিয়া দিতে হইল তথাপি পেরুয়া নগরে তিনি অনেক হিন্দুদেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সর্ব্বজাতীয় প্রজারা তাঁহার প্রতি এমত অনুরক্ত ছিল যে তাঁহার মরণানন্তর মুসলমানেরা তাঁহার শরীরকে গোর দিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এবং হিন্দুরা দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র চৈতমল রাজা হইয়া হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং পেরুয়া হইতে গৌড় নগরে রাজধানী নাড়িয়া উত্তমোত্তম গৃহ নির্ম্মাণ দ্বারা ঐ নগরকে এমত শোভিত করিলেন যে পূর্ব্ব২ রাজারা কেহ সেরূপ করেননাই। তাঁহার আজ্ঞানুসারে অপূর্ব্ব মসজিদ স্নানঙ্গগু, চৌবাচ্চা, সরাই প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। তিনি যথার্থ বিচারপূর্ব্বক শাসন করিয়া ১৪০৯ শালে লোকান্তর গমন করিলেন পরে তাঁহারপুত্র মহম্মদসাহি ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ইহার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে তৈমূর অথবা তামরলেন নামক এক ব্যক্তি অতি বৃহৎ এক প্রস্তুত মোগল সৈন্য লইয়া সিন্ধুনদী পার হইয়া দিল্লী জয় করিলেন এবং সহস্র২ লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনি মহারাজ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এক বৎসর থাকিয়া গমন করিলেন পুনর্ব্বার তাহার প্রত্যাগমন হয় নাই। তৈমূরের উপদ্রোহপ্রযুক্ত দিল্লীররাজ্য অনেক অংশে বিভক্ত হইল। এক২ অধ্যক্ষেরা স্বা

ধীন হইলেন। মালবা, গুজরাট, খণ্ডেশ এবং জোয়ানপুর পৃথক২ রাজ্য হইল এই কএক নূতন রাজ্যের মধ্যে জোয়ানপুর রাজ্য বাঙ্গালার অতিনিকট ছিল, অতএব ইহার রাজা ইব্রাহিম্ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া অনেক লোককে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার রাজা অহম্মদ সাহ্ শক্তিতে তাঁহার অযোগ্য হইয়া হিরাতের রাজা তৈমূরের পৌত্র সাহ্‌রোচের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র পাঠাইলেন তাহাতে ঐ রাজা ইব্রাহিমকে শীঘ্র লিখিলেন যে যদ্যপি তিনি না নিবৃত্ত হয়েন তবে স্বয়ং আসিয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবেন তদনন্তর ইব্রাহিমের বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ বিষয়ে আর কিছুই আমরা শুনিতে পাইনা। ১৪২৬ শালে অহম্মদ নিরপত্য হইয়া মরাতে তাঁহার সহিত এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজত্বের শেষ হইল। এই রাজত্ব কেবল দৈবঘটনায় স্থাপিত হইয়াছিল, এবং ঐ সাম্রাজ্যে হিন্দু ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন জন্যে কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নাই। কারণ তাহার পরে দ্বিতীয় রাজা মুসলমানধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া অনেক হিন্দু প্রজাদিগকে স্বীয় ধর্ম্মাবলম্বি করিয়াছিলেন।

১৪২৬ শালে মুসলমান কুলীনেরা নাজির সাহকে রাজা করিলেম তিনি একত্রিশবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারদ্বারা গৌড়নগরের চতুর্দ্দিগে এক গড় হয় এবং অতিসুদৃশ্য গোপুর অর্থাৎ(ফটক)হয় এতদ্ব্যতিরিক্তআর কিছুই স্মরণীয় নাই.তদনন্তর তাঁহার পুত্র বারেকসাহ রাজা হইলেন তিনিই ঐ সকল আবিসিনিয়া দেশস্থ ও কাফ্রি ভৃত্যদিগকে রাজসভায় প্রথম আনয়ন করেন যাহারা পশ্চাৎ এরাজ্যের বিস্তর অপকার করিল তিনি সপ্তদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া লোকান্তরগত হইলে তাঁহার পুত্র সপ্ত বৎসর রাজত্বের পরে নিরপত্যহইয়ামৃত হইলে কুলীনেরা ফতেসাহকে রাজাকরিলেন। এই রাজ্যকালে আবিসিনিয়ানেরা অতি সাহঙ্কৃত ও শক্তিমান্ হইল, অতএব রাজা তাহাদিগকে শাসন করিতে

চেষ্টা করাতে তাহারা তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিল। তাহার পরে প্রধান বণ্ড (অর্থাৎ খোজা) রাজা হইয়া সুলতান্ সাহজাদা নাম পাইলেন, আটমাস পরে মলকআন্দিল নামক এক জন অতি ক্ষম তাপন্ন আবিসিনিয়ান জাতীয় যিনি প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন রাজাকে মারিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার রাজা হইলেন। তিনি গৌড় নগর মধ্যে অনেক নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের রাজ্য সমুদায়ে চারি বৎসরের অধিক হয় নাই, তাঁহার পুত্রের পরে মজফর সাহ নামক এক অতিদুরাত্মা রাজা হইয়া সকল প্রজার নিকটে ঘৃণিত হইয়াছিলেন পরে তাঁহার উ-জীর হুস্বিনসাহ যিনি তৎকালে মক্কার নায়েব ছিলেন, রাজার বিপক্ষ হইয়া রাজধানীতে তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন তাহাতে রাজা বহির্ভূত হইয়া যুদ্ধকরাতে গৌড়নগরের নিকটে রণস্থানে বিংশতি সহস্র মনুষ্য মারাগেল, এবং তাহার মধ্যে স্বয়ং রাজাও মারাপড়িলেন।

সৈয়দ হুস্বিন সাহ ১৪৮৯ শালে বাঙ্গালার রাজা হইলেন তিনি বাঙ্গালার যাবদীয় রাজার মধ্যে নিশ্চিতরূপে অতিশয় পরাক্রমশালী এবং ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদের বংশোদ্ভব ছিলেন। তি-নি যখন প্রথম বাঙ্গালায় আসিলেন তখন অতি ক্ষুদ্র পদে ছিলেন, কিন্তু চাঁদপুরের কাজি তাঁহার উজ্জ্বল বংশ জ্ঞাত হইয়া তাঁ-হার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন তিনি ক্রমে২ প্রধান মন্ত্রী হইয়া অবশেষে বাঙ্গালার রাজা হইলেন। যে যুদ্ধে তাঁহার প্রভু মজফর সাহ মরিলেন সেই যুদ্ধের পরে হুস্বিন সাহ তাহার সৈন্যদিগকে গৌড়নগর লুঠ করিতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু কতিপয় দিনের পরে নিবৃত্ত হইতে আজ্ঞাদিলেও তাহারা না শুনাতে তিনি বার হাজার লোক হত্যা করিলেন। তিনি রাজ্য প্রাপ্তহইয়া রাজকীয় ব্যাপার শুধরিতে স্থির করিয়া প্রথমত ঐ সকল প্রহরিদিগকে বহিষ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, যাহারা

সর্ব্বদা রাজার রাজ্যচ্যুতিতে সাহায্য করিত; পরে আবিসিনিয়ান দিগের বহিভূর্ত করিতে উদ্যোগ করিলেন। তাহারা উত্তর হিন্দুস্থান হইতে তাড়িত হইয়া দক্ষিণে গিয়া সিদ্দিন নামে খ্যাত্যাপন্ন হইল।

এই প্রকারে রাজকার্য্যের নিয়ম করিয়া চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সদ্বিচার পূর্ব্বক শাসন করিলেন। তিনি পণ্ডিতলোকদিগের অত্যন্ত উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার অতি নিকটবর্ত্তি আসাম দেশের কিয়দংশ ও উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে জোয়ানপুরের স্বাধীন রাজাদিগের শেষবর্ত্তী হুসং আপন রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া বাঙ্গালায় বসতি করিতে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে ঐ রাজা তাঁহাকে রাজপুত্রের উপযুক্ত মাসিক স্থির করিয়া দিলেন. দিল্লীর মহারাজ হুসঙের অনুবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালার নিকটে আসিলেন, তাহাতে তাঁহার সহিত ঐ রাজার সন্ধি হইল, এবং ঐ সন্ধিদ্বারা বেহার তিরহুৎ সরকার ও সারন এই কএক দেশ মহারাজকে দত্ত হওয়াতে তিনি বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন নাই। ১৫২০ শালে হুষিন সাহ মরাতে তাহার পুত্র নস্বরিত সাহ রাজা হইলেন, তাঁহার রাজ্যকালে কাবল হইতে সুলতান বাবর আসিয়া দিল্লীজয় করিয়া ১৫২৬ শালে ভারতবর্ষে মোগল রাজ্য স্থাপন করিলেন, নস্বরিত সাহ বেহার জয় করিলেন, এবং দিল্লীরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত মহারাজ মহম্মদলদিকে সাহায্য করাতে বাবর তাহার সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন তাহাতে বাঙ্গালার রাজা বিবেচনা পূর্ব্বক অধীনতা স্বীকার করিলেন। তিনি রাজবাটীর খোজাদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করাতে তাহাদিগের দ্বারা হত হইলেন। তিনি গৌড়নগরে ঐ উত্তম স্বর্ণময় মসজিদ করেন যাহা অদ্যাপি সোণামসজিদ নামে খ্যাত আছে। তাঁহার পুত্র মহম্মদ

সাহ রাজা হইলেন, কিন্তু অতি প্রসিদ্ধ সেরসাহ্ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া রাজ্যচ্যুত করিলেন।

বাঙ্গালায় এপর্য্যন্ত যত মুসলমানদিগের বর্ণনা করা গিয়াছে সেসকল অপেক্ষা সেরসাহ অতি প্রধান মনুষ্য ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার নাম ফরিদ ছিল পরে এক সিংহের সহিত একাকী যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করাতে তাঁহার নাম সের হইল সের অর্থাৎ সিংহ। তিনি পাঠানজাতীয় ছিলেন, তাঁহার পিতামহ কর্ম্মাকাংক্ষী হইয়া ভারতবর্ষে আসিলে দিল্লীর মহারাজ বেললিলদী তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অবশেষে বেহার দেশের মধ্যে সাসরম জিলার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। পিতার মরণানন্তর সেরসাহ পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া আত্মবন্ধুদিগের বাধা প্রযুক্ত দুইবার হারাইলেন, ঐ সময়ে প্রসিদ্ধ বাবর দিল্লীর মহারাজ হওয়াতে সেরসাহ্ তাহার সভায় প্রবিষ্ট হইয়া রাজার নিকট পরিচিত হইলেন, সেই উপলক্ষে পরিশ্রম পূর্ব্বক মোগলদিগের ব্যবহার ও শক্তি শিক্ষা করিয়া পরে দেখিলেন যে মোগলদিগকে সহজেই ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করা যায়, এবং বিবেচনা করিলেন যে তিনি ইহা করিতে পারেন। সেরসাহ রাজসভা ত্যাগ করিয়া বেহারে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নিজবুদ্ধি ও নানা উপায় দ্বারা সেখানকার শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইতিমধ্যে সিংহাসনচ্যুত মহারাজ সেকন্দরলদির পুত্র মহম্মদ বেহারে আসাতে তথাকার কুলীনেরা তাঁহাকে রাজা করিলেন; সেরসাহ্ তাহাতে বাধাদিতে অসামর্থ্য প্রযুক্ত তাঁহার অধীন হইয়া দিল্লীর মহারাজ বাবরেরপুত্র হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। যখন সৈন্যেরা যুদ্ধ করিতে লাগিল তখন তিনি মোগলদিগের পক্ষে হইয়া তাহাদিগকে জয়ী করিলেন, হুমায়ুন গুজরাটেযাওয়াতে সেরসাহ্ বেহার অধিকারকরিয়া বাঙ্গালা পরাজয় করিতে যাত্রার্থে উদ্যোগ করিলেন তাহাতে বাঙ্গালার

রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া ১৫৩৭ শালে গোওয়াদেশে পোর্ত্তুগিসদিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করাতে তথাকার প্রধান অধ্যক্ষ তাঁহার সাহায্যার্থে নয় খান যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাহাদের আসিতে অতিশয় বিলম্ব হইল। খ্রীষ্টিয়ানেরা অস্ত্র ধারণ করিয়া বাঙ্গালাদেশে এই সময়ে প্রথমে আসিলেন। সেরের আগমনে বাঙ্গালার রাজা মহম্মদ গৌড়নগরের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অতিশয় অপ্রতুল হওয়াতে নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক প্রথমত হাজিপুরে পলায়ন করিয়া সেস্থান হইতে চুনারে গমন করিলেন তৎকালে ঐ চুনারে হুমায়ুন সসৈন্য হইয়া ছিলেন সেরের আগমনে গৌড়স্থ সকল লোকে তাঁহাকে দ্বার খুলিয়া দিলেন কিন্তু হুমায়ুন তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আসাতে তাঁহাকে সাসরমদেশে পলায়ন করিতে হইল এবং ঐ সময়ে তিনি ধূর্ত্ততা করিয়া রতাস অধিকার করিয়াছিলেন ঐ স্থান এক উচ্চ পর্ব্বতের উপরিস্থিত যে স্থান হইতে শোণনদ স্পষ্টরূপে দৃশ্য হয় এবং ঐ স্থানকে ভারতবর্ষের মধ্যে এক দৃঢ় গড় বলা যাইত। যখন রতাসে থাকিয়া সেরসাহ সবল হইতেছিলেন তখন গৌড়দেশ লুঠ করিতে হুমায়ুন তিন মাস যাপন করিলেন। পরে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে সুতরাং তাঁহাকে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিতে হইল। প্রত্যাগমনকালে মহারাজের যে পথে অবশ্য যাইতে হইবে সেইপথে কর্ম্মনাশা নদীরতীরে সেরসাহ নিজসৈন্য স্থাপনকরিয়া তাঁহার আগমন রোধ করিলেন। মহারাজের সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে বা পশ্চাৎ গমন করিতে অসমর্থ হইয়া। তিন মাস পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্ম হইয়া তাঁবুতে রহিল অবশেষে হুমায়ুন সেরের নিকটে সমাচার পাঠাইলেন, যে যদি তিনি পথ ছাড়িয়াদেন তবে মহারাজ বাঙ্গালা ও বেহার দেশ তাঁহাকে দিবেন। সের তাহাতে সম্মত হইয়া কোরান স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে তিনি মোগলদিগের অপকার

করিবেন না। কিন্তু সেইদিন রাত্রি কালে যখন বিপক্ষেরা নিজ তাঁবুতে সুখভোগ করিতেছিল তখন সেরসাহ হঠাৎ ত্বরায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের অষ্টসহস্র মনুষ্যকে নষ্টকরিলেন কেবল মহারাজ কতিপয় বন্ধুবর্গের সহিত পলায়ন করিলেন ১৫৩৯ শালে এই ঘটনা হইয়াছিল। সেরসাহ তৎক্ষণাৎ সত্বরে গৌড় দেশে আসিয়া আগমনোত্তর দিনেই বাঙ্গালা ও বেহার দেশের রাজকীয় শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা হইলেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মের নিয়ম করিয়া পঞ্চাশৎ সহস্র পাঠান সমভিব্যাহারে মহারাজের প্রতি আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন কনজের নিকটে এক যুদ্ধেই হুমায়ুন পরাজিত হইবাতে সেরসাহ দিল্লীর মহারাজ হইলেন এবং তাঁহার নাম সের সাহ হইল।

যুদ্ধস্থান হইতে সেরসাহ বাঙ্গালায় আসিয়া বহুঅংশে বাঙ্গালাকে বিভক্ত করিলেন। তিনি এমত উত্তমরূপে রাজত্ব দৃঢ় করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজত্ব কালপর্য্যন্ত বিরোধের রোধ হইয়াছিল। ১৫৪১ শালে তিনি আগ্রায় গিয়া মহারাজের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১৫৪৫ শালে এক গোলা ফাটিয়া পড়াতে তিনি মারাপড়িলেন, তিনি পঞ্চদশ বৎসর রাজ্যের নিমিত্তে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু পঞ্চবৎসর মাত্র ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি গত হইলেও অনেক কীর্ত্তি রহিল। বাঙ্গালার অন্তর্গত সোনারগাঁহইতে সিন্ধুনদীর তীরপর্য্যন্ত সহস্রক্রোশ দূর হইবে কেবল সর্ব্বসাধারণ উপকারের নিমিত্তে ইহার মধ্যে২ প্রতি আড্ডায় এক২ সরাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং এক২ ক্রোশ অন্তরে এক২ কূপ খাত করিয়াছিলেন। এবং আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে প্রতি সরাইতে যে কোন জাতি হউক সকল পথিকদিগের সেবা তাঁহার নিজ ব্যয়ে হইবে, এবং নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা ঐ পথ সুশোভিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে তিনিই যানের ডাক করিয়াছিলেন তাঁহার রাজ্যকালে রাজপথে ডাকাইতি

ছিলনা। সাসরম গ্রামে অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘে ও অর্দ্ধক্রোশ বিস্তারে এমত এক দীর্ঘিকার মধ্যে অতি চমৎকৃত তাঁহার গোরস্থান আ-ছে। তাঁহার মসজিদকে ভারতবর্ষীয় প্রধান অট্টালিকার মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু এইক্ষণকার রাজত্বের অধীন হও য়াতে ক্রমে২ নষ্টহইতেছে।

সেরসাহের মৃত্যুর পরে মোগল কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশ জয় পর্য্যন্ত ১৫৪৫ শাল হইতে ১৫৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত একত্রিশ বৎস রের মধ্যে ঐ সিংহাসনে চারিজন রাজা হন, সেরের পুত্র সেলিম নিজ কুটুম্ব মহম্মদখাঁসরকে বাঙ্গালাদেশের অধ্যক্ষ করিলেন তি-নিও প্রভুর জীবদ্দশাপর্য্যন্ত অধীন থাকিয়া পরে স্বাধীন হইলেন, এবং জোয়ানপুর অঞ্চলে অনেক২ স্থান জয়করিয়া ১৫৫৫ শালে মহারাজের সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা পরাজিত হইলেন। তাঁহার পুত্র বাহাদুর সাহ তাঁহার পশ্চাৎ রাজা হইয়া দ্বিতীয় বৎসরে দিল্লীর মহারাজের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রাকরিয়া মুঙ্গেরদেশে এক যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া নষ্টকরিলেন। তদবধি মৃত্যুকাল প-র্য্যন্ত বাহাদুরের বাঙ্গালা ও বেহার দেশের রাজত্বে দৃঢ়তাহওয়া-তে সচ্ছন্দতারূপে শাসন করিয়া ১৫৬০ শালে তিনি মৃত হইলে তাঁহার ভ্রাতা রাজা হইয়া তিন বৎসর পরে গৌড়ে থাকিয়া লোকান্তর গত হইলেন। তাঁহার পুত্র যদ্যপিও অতি বালক ছি-লেন তথাপি ঐ সিংহাসনে সকলে তাঁহাকে রাজা করিলেন; কি-ন্তু কিঞ্চিৎকাল পরে তাঁহার প্রাণে আঘাত করিল। কার্সানি বংশীয় সলিমান নামক একজন খ্যাত্যাপন্ন পাঠান ১৫৬৪ শালে ঐ সিংহাসন আক্রমণ করিয়া মহারাজের প্রতি যথার্থ মর্য্যাদা ও আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে নানা প্রকার বহুমূল্য উপঢৌকনে-র সহিত একজন নিজলোক প্রেরণ করিলেন, এই সুন্দর উপায় দ্বারা সলিমান বাঙ্গালা দেশ নির্ব্বিরোধে রাখিয়া অন্যান্য স্থান জয় করিতে শক্ত হইলেন।

ইহার পূর্ব্বে উড়িস্থার রাজারা তাঁহাদিগের রাজ্যের সীমা বাঙ্গালা পর্য্যন্ত আনিয়া ছিলেন এবং তন্নিমিত্তে উড়িয়ারা অহঙ্কার করিয়া থাকে যে তাহাদের রাজ্য একবার ভাগিরথীর তীরবর্ত্তি ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৫৫০ শালে মুকুন্দদেব নামক একজন তৈলঙ্গী উড়িস্থার সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন কিন্তু তিনিই ঐ দেশের স্বাধীন রাজার মধ্যে শেষবর্ত্তী ছিলেন এবং তিনি অতিশয় সাহসী ও গুণবান্ রূপে বর্ণিত আছেন তাঁহার রাজ্যের প্রথমকালে সাধারণ লোকের উপকার জনক কর্ম্ম অথবা কাল্পনিক ধর্ম্ম স্থাপিত অন্য অন্যান্য অট্টালিকার মধ্যে তিনি ত্রিবেণী তীর্থে এক মন্দির ও এক ঘাট নির্ম্মাণ করেন ঐ স্থান তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল। বাঙ্গালার রাজা সলিমান্ উড়িস্থা জয় করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মুকুন্দদেবকে আক্রমণ করিতে এক প্রস্তুতসৈনা পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম উদ্যম নিষ্ফল হওয়াতে কালাপাহাড় নামক তাঁহার অতি ভয়ানক সৈন্যাধ্যক্ষকে তথায় পাঠাইলেন। এতদ্দেশীয় লোকেরা কহেন যে তাঁহার লৌহময় জয়ঢক্কার ধ্বনিতে দেববিগ্রহ দিগের হস্তপদাদি বহুক্রোশ দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণের কুলে জন্মিয়াছিলেন কিন্তু গৌড় নগরের কোন যবন রাজের কন্যা তাঁহার প্রতি কামাতুরা হওয়াতে তিনি মসলমান হইয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং তৎপরে ইতিহাসে বর্ণিত নিষ্ঠুর যেসকল হিন্দুদিগের অপকারি ব্যক্তিরা ছিল তাহাদিগের মধ্যে তিনি প্রধান হইলেন। তিনি নিজ প্রভুর কারণ এক প্রস্তুত পাঠান অশ্বারূঢ় সৈন্যের সহিত উড়িস্থা প্রবেশ করিয়া তথাকার রাজাকে পরাজয় করিয়া ঐ দেশের স্বাধীনতা একেবারে নষ্ট করিলেন। মুসলমান ইতিহাসলেখক দিগের মতে ইহা ১৫৬৮ শালে হয় কিন্তু উড়িস্থার লিখনানুসারে ১৫৫৮ শালে হয়।

কালাপাহাড় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে উড়িষ্যার মধ্যে কোন হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নও রাখিবেন না। তিনি অতিশয় ক্রোধ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দিগের অপকার করিলেন ও সকল দেবালয় ভগ্ন এবং বিগ্রহ সকল নষ্ট করিলেন। এবং সকল অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধ জগন্নাথের মূর্ত্তির প্রতি বিশেষত হইল। ইহার পূর্ব্বে দুইবার যখন ভিন্নদেশীয় শক্ররা উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিল তখন তথাকার পুরোহিতেরা ঐ বিগ্রহ লইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু যখন কালাপাহাড় মন্দিরের নিকটে আসিলেন তখন পুরোহিতেরা তাঁহাদের ঈশ্বরকে আচ্ছাদিত করিয়া এক শকট দ্বারা চিলক নামক দীর্ঘিকার তীরে একগর্ত্তে পুতিয়া রাখিলেন। তথাপিও ঐ বিজয়ী ঐ বিগ্রহ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পরে ঐ গুপ্ত স্থান জানিতে পারিয়া ঐ বিগ্রহকে খননকরিয়া তুলিলেন যাঁহাকে উড়িয়ারা শ্রীজিউ কহেন পরে কালাপাহাড় পুরীর মধ্যে সকল বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া এক হস্তিপৃষ্ঠে জগন্নাথকে গঙ্গাতীরে আনিয়া অধিক কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক একচিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিয়া ঐ বিগ্রহকে তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন। উহার নিকটস্থিত এক ব্যক্তি ঐ দগ্ধ বিগ্রহকে অগ্নি হইতে আকর্ষণ করিয়া নদীমধ্যে ক্ষেপকরাতে যেমন ঐ অর্দ্ধদগ্ধ বিগ্রহ স্রোতোমধ্যে ভাসিতে২ চলিল জগন্নাথের এক দৃঢ়ভক্ত তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া যখন বিরল দেখিলেন তখন উহার মধ্য হইতে ঈশ্বরীয় ভাগ অর্থাৎ বিষ্ণুপঞ্জর লইয়া যত্ন পূর্ব্বক উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন। অতএব গজপতি ও গঙ্গাবংশীয় রাজারা যে স্বাধীনতা এমত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা একেবারে নষ্ট হইল*। কালাপাহাড়ের জয়ের পরে একবিংশতি বৎসর ঐ রাজ্য অরাজক ছিল পরে উড়িয়ারা এক্ষণকার খুর্দ রাজের পূর্ব্বপুরুষকে ঐ সিংহাসনে স্থা-

পিত করিলেন কিন্তু ঐ দেশে মুসলমান দিগের সম্পূর্ণশক্তি থাকাতে ঐ রাজা কেবল জমিদার মাত্র হইলেন।

১৫৭৩ বৎসরে সলিমান্ লোকান্তর গত হন। মহারাজ আকবরের অতি বুদ্ধিশীল সামর্থ্য থাকাতে তিনি কদাচ স্বাধীন রাজা হইতে পারেন নাই তিনি দিল্লীতে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া আপনি অতিকৃতজ্ঞ প্রজা ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্তে তাঁহাকে ঐদেশ অধিকারে রাখিতে অনুমতি হই য়াছিল। তাঁহার পুত্র দাউদ্ খাঁ ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে ভাণ্ডারে অধিক ধন আছে এবং তাঁহার সৈন্য তৎ কালে ১৮০০৭০ ছিল এবং জনশ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার ২০,০০০ কামান ছিল তিনি আপনার শক্তি পরীক্ষা করিতে নিকটস্থিত মহারাজের সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহারাজ আকবর এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জোয়ান্পুরের অধিপতি মোনাইম্ খাঁকে একপ্রস্তুত সৈন্যের সহিত বাঙ্গালা ও বেহার দেশে পাঠাইলেন। তোদরমল নামক এক হিন্দু রাজা তাঁহার অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। দাউদ খাঁ পাটনায় স্থিতিকরাতে মহারাজের সৈন্যাধ্যক্ষেরা বেষ্টন করিলেন এবং আকবর আপনি তাঁবুতে আসিলেন পরে হাজীপুর হইতে বিপক্ষের সৈন্যেরা খাদ্যদ্রব্য পায় এমত দেখিয়া অগ্রে ঐস্থান আক্রমণ করিয়া নিজঅধীনকরিলেন যাহারা ঐস্থানের রক্ষক ছিল তাহারা সকলে মারাপড়িল। উহার মধ্যে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও ছিলেন। সকল মৃতব্যক্তি দিগের মস্তক এক নৌকায় আরোপণ করিয়া ঐ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের মস্তকের সহিত দাউদ খাঁকে ভীতকরিতে তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইল তাহাতে তিনি যথার্থ রূপে ভীত-হইয়া দ্রুতগামি নৌকায় আরোহণ করিয়া বাঙ্গালায় পলায়ন করিলেন পাটনা সুতরাং মহারাজের হস্তগত হইল। মহারাজ তেরিয়াগলিদ্বারা সসৈন্যে যাত্রাকরিলেন যেপথ দাউদের সৈ

নোয়া হাজীপুরের রক্ষক দিগের মত হইবার ভয়ে পরিত্যাগ করিল। দাউদ্ এই নূতন উপদ্রোহ শুনিয়া আপনার ধন ও সৈন্যের সহিত উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন তথায়আকবরের মোগলসৈন্য দিগের সহিত দাউদের পাঠান সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল তাহাতে মোগলদিগের পক্ষেজয় হইল। কিন্তু দাউদ কটকে পলায়ন করিয়া সর্ব্বতোভাবে জয়ের আশা রহিত হইয়া মহারাজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন মহারাজ ও অনুগ্রহ করিলেন তাহাতে তিনি মোগল দিগের তাঁবুতে আসিয়া পুনর্ব্বার কদাচ আকবরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না এইমত প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া নিজমুদ্রাঙ্কিত করিলেন এবং এইসন্ধিদ্বারা তাঁহার সম্পত্তি সকল উড়িষ্যায় রাখিতে মহারাজ অনুমতি করিলেন। মোনাইম খাঁ মহারাজেরসৈন্যের সহিত গৌড়নগরে আসিয়া স্বয়ং তথায় বাসকরিতে মানস করিলেন। ১৫৭৫ শালে কোন অজ্ঞাত কারণ বশত অতিশয় মরকউপস্থিত হইল প্রতিদিন সহস২ মনুষ্য মরাতে অবশিষ্টেরা গোর দিতে অক্ষম হইয়া সকল শব নদীতে নিঃক্ষেপ্প করিতে লাগিলেন তাহাতে এমত দুর্গন্ধ হইল যে ক্রমে পীড়ার বৃদ্ধিহইল এবং এই পীড়াতেই তথাকার অধ্যক্ষ মহাশয় মারাপড়িলেন এইনগর তদবধি মনুষ্যশূন্য হইয়া অদ্যাপি আছে এবং ঐ স্থানে ঐ মরকের পূর্ব্বে দুই সহস্র বৎসর ভারতবর্ষের মধ্যে অতিচমৎকৃত নগরছিল উহার দৈর্ঘ ও বিস্তার অন্যান্য অপেক্ষা অধিকছিল এবং উহার মধ্যে অতি উত্তমোত্তম অট্টালিকা ও নানা প্রকার ধন ছিল এবং উহাতে একশত রাজা ক্রমে২ বসতি করিয়াছিলেন আর উহা এক পরমসুখভোগের স্থান ছিল কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে সকল ভূমিসাৎ হইয়া এইক্ষণে ব্যাঘ্র বানর প্রভৃতির বাসস্থান হইয়াছে, অতি দৃঢ়তর পাষাণময় অট্টালিকার মধ্যে দই এক অট্টালিকা অদ্যাপি আছে, কিন্তু ইষ্টকানির্ম্মিত

গৃহ সকল ভগ্ন করিয়া মুরশিদাবাদের অট্টালিকা নির্ম্মাণ হয় এবং যে বৎসরে বাঙ্গালা দেশ দিল্লী রাজ্যের এক অংশ হইল সেই বৎসর ঐ স্থানের অতি প্রাচীন ও অতি উত্তম রাজধানী নির্ম্মনুষ্য হইল।

মোনাইম খাঁর মৃত্যুর পরে বাঙ্গালা দেশ অতি অনিয়মিত হওয়াতে দাউদ খাঁ শপথ ভঙ্গ করিয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মোগল দিগকে বাঙ্গালা হইতে বহিষ্কৃত করেন পরে পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজমহলে স্থিতি করিলেন। আকবরের সৈন্য সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে একত্র হইয়া ঐ স্থান বেষ্টন করিল তাহাতে পাঠানেরা সাহস পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল কিন্তু তাহারদের অধ্যক্ষেরা ক্রমে২ মারাপড়াতে তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। দাউদ মোগল সৈন্যাধ্যক্ষদিগের হস্তে পড়াতে তাহারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিয়া আকবরের নিকটে পাঠাইল। দাউদের মৃত্যুতে যে রাজশ্রেণী স্বাধীন হইয়া এই দেশ দুইশত ছত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত শাসন করিতে ছিল তাহা একেবারে নির্ব্বাণ হইল এবং পাঠানদিগের শক্তিও দাউদের সহিত বিনষ্ট হইল বখতিয়ার খিলিজি যেবৎসরে প্রথম বাঙ্গালা জয় করিলেন তদবধি মোগল দিগের পুনর্জয় পর্য্যন্ত তিন শত পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক হইবে পাঠানেরা বাঙ্গালায় অতিশয় বল বানছিল। ১৫৭৬ শালে বাঙ্গালা ও বেহার দেশ মোগল রাজ্যের এক অংশ হইল।

পাঠানেরা যে চারি শত বৎসর বাঙ্গালায় ছিলেন তাহাতে এইরূপে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছিল। রাজা অথবা প্রধান অধ্যক্ষ নিজরাজত্বের নিমিত্তে কোন বিশেষ প্রদেশ গ্রহণ করিতেন। অন্যান্য প্রদেশ ও হিন্দুদিগের হইতে বলাৎ গৃহীত সম্পত্তি সকল তাঁহার সেনাপতি দিগের দত্ত হইত তাঁহারা ঐ ভূমি নিজ২ অধীন ব্যক্তি দিগের মধ্যে বণ্টন করিতেন ঐ সকল

ভূমি হইতে যে কর উৎপন্ন হইত তাহাহইতে সেনাপতিদিগের নিয়মিত সংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিতে হইত এবং তাহারদের নিজ২ ব্যয় করিতে হইত অবশিষ্ট রাজার কোষে প্রেরণ করিতে হইত। হিন্দু জমিদারেরা আপন২ ভূমি হারাইয়া অত্যন্ত দুঃখ দারিদ্র ভোগ করিতেন এবং সর্ব্বদা পাঠান দিগের নিমিত্তে সম্পত্তি আহরণ করিতে নিযুক্ত থাকিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

দাউদ খাঁ পরাজিত হইলে মহারাজের সৈন্যাধ্যক্ষ বেহার দেশ জয় করিয়া রৃতাসের দৃঢ় গড় স্বাধীন করিলেন এবং মৃত রাজার সম্পত্তি আটক করিতে এক প্রস্তুত সৈন্য উড়িষ্যায় প্রেরিত হইল পরে তাহারাই কূচ বেহারের রাজাকে কর দিতে বাধ্য করিলেক।

ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে বড় দুর্দশা উপস্থিত হইল মোগল সেনাপতিরা পাঠানদিগের সম্পত্তি হরণ করিয়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করিল আকবর রাজস্ব আদায় কারণ এক উত্তম রীতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া নূতন সম্পত্তি ভোগি মোগলদিগের আহ্বান করিয়া ভোগাবশিষ্ট তাঁহাকে দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং যাহারা রাজস্ব আহরণ কারক হইয়া জমিদারের তুল্য ব্যবহার করিত তাহাদিগকে ক্রমে২ পরিবর্ত্ত করিতে স্থির করিলেন ইহাতে মোগলেরা অসম্মত হইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া খেদ পূর্ব্বক নূতন প্রাপ্ত সম্পত্তি রক্ষা করিতে স্থির করিল অতএব আকবরের নিজ ত্রিশ হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা একেবারে তাঁহার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং বাঙ্গালার রাজধানী বেষ্টন করিল এবং ঐ কারণ বশত বেহারস্থিত মোগলেরা তদ্দেশ গ্রহণার্থে অস্ত্রধারণ করিল এইরূপে ১৫৮০ শালে সমুদয় বাঙ্গালা ও বেহার পুনর্ব্বার মহারাজা হইতে পৃথক হইল। এই

রাজবিদ্রোহের দ্বারা আকবরের সিংহাসন কম্পিত হইল। ঐ বিদ্রোহিরা তাঁহার নিজ সৈন্য ও নিজ জাতি ছিল একারণ সর্ব্বত্র কৃতঘ্নতা সন্দেহ করিয়া তিনি কোন আপনার লোকের উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না এই সন্দিগ্ধ বিষয়ে তোরলমল্ল নামক এক হিন্দু রাজাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া এক প্রস্তুত রাজপুতজাতীয় হিন্দু সৈন্যের সহিত ঐ বিপক্ষদিগের দেশ সকল পুনর্ব্বার জয় করিতে পাঠাইলেন। তিনি অতি সাহস পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন তিনি নিজ সৈন্যের সহিত বেহারদেশে প্রবেশ করিয়া তথাকার হিন্দুজমিদার দিগকে বিদ্রোহকারিদিগের কারণ খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিতে অস্বীকার করাইলেন তাহাতে বিদ্রোহকারি দিগের মধ্যে অনেকেই আপনারদিগকে তাঁহার সহিত যুদ্ধে অতুল্য জানিয়া ঐ দেশ পরিত্যাগ করিলেন।

কিন্তু তাঁহার অধীন মুসলমান কর্ম্মকারকেরা তাঁহার প্রতি অতিশয় ঘনিষ্ঠ না হওয়াতে সৈন্য সকল একত্র রাখা রাজা অতি দুঃসাধ্য জানিলেন ইতিমধ্যে দিল্লীর উজির উপদ্রোহকারিদিগের অনেককে আহ্বান করিয়া তাহারদিগের হইতে প্রাপ্য যে অবশিষ্ট ধন তাহা দিতে কহিলেন ইহাতে ঐ রাজার আর অধিক অসন্তোষ হইল অতএব তিনি মহারাজের নিকটে ইহা নিবেদন করাতে মহারাজ প্রধান মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিলেন। এই সময়ে আকবরের রাজকীয় কর্ম্ম সকল এমত ক্ষীণ হইল যে যেসকল বৃদ্ধ লোকেরা তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহারদিগের বাটীতে গিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার রাজসরকারে আনীতে প্রার্থনা করিলেন। আজিম খাঁ বেহারের শাসন কর্ত্তা হইয়া বিদ্রোহকারি দিগকে বিনয় দ্বারা ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে ফলোদয় না হওয়াতে আকবরকে রাজকর্ম্মের দুরবস্থা জানাইতে তিনি আগ্রায় আসিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সৈন্যাধ্যক্ষেরা মিল পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে অক্ষম

ইহা জানিয়া মহারাজ রাজা তোরলমলের পরিবর্ত্তে মাজিম খাকে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা করিলেন এবং তৎকালে যে সকল সৈন্যেরা অনিযুক্ত ছিল তাহাদিগকে তাঁহার সহিত নিযুক্ত হইতে আজ্ঞা করিলেন। ঐ নূতন শুবাদার উপদ্রোহ কারি দিগের মধ্যে পরস্পর হিংসা উত্থাপন করিয়া একেং সমুদায়কে দুর্ব্বল করিতে পারক হইলেন কিঞ্চিৎকাল পরেই তন্দানামক রাজধানী তাঁহার অধীন হইল পরে ১৫৮২ শালে সমুদয় দেশ পরাজিত হইল এবং বিবাদের ও শেষ হইল।

বোধ হয় রাজা তোরলমল সৈন্য দিগের আজ্ঞা দানে ক্ষান্ত হইয়া ভাণ্ডারে স্থিত হইলেন কারণ তাঁহাকে সর্ব্বদা সকলে দেওয়ান তোরলমল বলিতেন ১৫৮২ শালে তিনিই বাঙ্গালার জমিদারির নূতন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ছিলেন প্রথমে ঐ হিন্দু রাজাদ্বারা মোগল রাজ্যের অধীনে বাঙ্গালার রাজস্বের স্থিরতা হইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। বাঙ্গালার সকল খোলাশা ও দত্ত ভূমির খাজনাকে ওয়াসিল তুমর জমা কহাযাইত কেবল এই একদেশ হইতে প্রায় এক কোটী সাতলক্ষ টাকা খাজনা আদায় হইত।

যদ্যপিও বাঙ্গালাদেশ পরাজিত হইল তথাপি নির্ব্বিরোধ হইল না উড়িষ্যায় পাঠানেরা বারম্বার রাজবিদ্রোহী হইত ১৫৮৯ শালে আকবর মানসিংহ নামক একজন খ্যাত্যাপন্ন রাজপুতকে বাঙ্গালা ও বেহার দেশের শাসনকর্ত্তা করিলেন ঐ মানসিংহের ভগিনীর সহিত রাজপুত্র সেলিমের বিবাহ হয় যিনি পরে জেহাঙ্গির মহারাজ হইলেন। মানসিংহ শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া পাঠান দিগের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন, পাঠান দিগের প্রধান কত্তলখাঁ এই সময়ে মরাতে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল পরে তাহারা মহারাজের নামে মুদ্রা মুদ্রিত করিতে স্বীকার করিলে মানসিংহ

তাহারদিগের সম্পত্তি তাহাদিগকেই দিলেন কিন্তু তাহারা দুই বৎসরের মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া জগন্নাথের মন্দির বেষ্টন করিল মানসিংহ অবিলম্বে ঐ দেশে গিয়া সুবর্ণ রেখানদীর তীরে এক যুদ্ধ করিলেন তাহাতে পাঠানেরা সংপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার সন্ধি প্রার্থনা করিল তাহাতে এইরূপে সন্ধি হইল যে তাহারদিগের সমুদয় হস্তী ও রাজস্ব দিবে। মানসিংহ তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজমহলে রাজধানী করিলেন ঐ নগর পূর্ব্বকালে রাজাদিগের ও শাসন কর্ত্তাদিগের আবাস স্থান ছিল কিন্তু মুসলমানদিগের আগমনাবধি অপরিষ্কারতা প্রযুক্ত নষ্ট হইয়াছিল ইহা এইক্ষণে পুনর্ব্বার উজ্জ্বল ও খ্যাত্যাপন্ন হইল। ঐ রাজা এক উত্তম পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দিগে ইষ্টকা ও পাষাণ দ্বারা দুর্গ করিলেন পরবৎসরে পাঠানেরা উড়িষ্যাতে তৃতীয়বার রাজবিদ্রোহী হইয়া এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত বাঙ্গালার মধ্যে তৎকালেও প্রধান বাণিজ্যেরস্থান সাতগা আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ লুট করিয়া লইল কিন্তু মহারাজের সৈন্য আসিবামাত্রে অধীনতা স্বীকার করিল ১৫৯৫ শালে কুচ বেহারের রাজা মহারাজের প্রজাত্ব স্বীকার করাতে তাঁহার নিজ কুটুম্বেরা তাঁহাকে এক দুর্গমধ্যে রুদ্ধকরেন তাহাতে তিনি মানসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি সসৈন্যে তথায় যাত্রা করিয়া ঐ দেশকে করপ্রদ করিলেন মোগলদিগের কুচ বেহারে এই প্রথম গমন হইল। ১৫৯৮ শালে আকবর দেকানে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে স্থির করিয়া মানসিংহকে তাঁহার সহিত যাইতে আজ্ঞা করিলেন। উড়িষ্যার পাঠান দিগের মধ্যে তৎকালে প্রধান ও সমান ইহা শুনিবামাত্রে পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে দৃশ্য হইলেন তিনি মহারাজের সৈন্যদিগের জয় করিয়া বাঙ্গালার অনেক অংশ জয় করিলেন মানসিংহ অতিত্বরায় সের পরে শত্রুদিগের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করি

লেন। মানসিংহ পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত যথার্থ রূপে ও সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক বাঙ্গালা শাসন করিয়া ১৬০৪ শালে নিজকর্ম্ম ত্যাগ করণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, পরবৎসরে তাঁহার প্রভু ঐ মহান্ আকবর মৃত হইলেন এবং জেহাঙ্গির তৎসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এই সময়ে মানসিংহ ঐ রাজ্যের প্রজার মধ্যে অতিশয় বলবান ছিলেন। তিনি অর্থদ্বারা স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় অতি সাহসী ২০ হাজার রাজপুত সৈন্য রাখিয়াছিলেন এবং তাহারা তাঁহার কর্ম্মে নিতান্ত রত ছিল অতএব এই রাজ্যের হিন্দুদিগের মধ্যে তিনি সকলের প্রধান ছিলেন মানসিংহ যদ্যপিও নূতন মহারাজের শ্যালক ছিলেন তথাপি তিনি ইহাঁহইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া ভাবিবিপদ নিবারণার্থে তাঁহাকে রাজসভা হইতে বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন।

আট মাসের মধ্যে জেহাঙ্গির তাঁহাকে পুনরাহ্বান করিয়া অতি সুখ্যাত সেরখাঁকে নষ্ট করিতে কহিলেন তাহাতে মানসিংহ এমত কর্ম্মে সাহায্য করিতে অস্বীকার করাতে কুতুব উদ্দিনকে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা করিলেন সেরমেহরুলের স্ত্রী নিসমা ভারত বর্ষের মধ্যে তৎকালে অতি পরমা সুন্দরী ছিলেন এবং তাঁহার স্বামী সেরও অতিউচ্চপদস্থ ভদ্রলোক ছিলেন। এবং এই বিবাহের পূর্ব্বে যুবরাজ জেহাঙ্গির ঐ রমণীর দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পিতা আকবরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে ঐ রমণীর বিবাহের সম্বন্ধের অন্যথা করিলে তাঁহার সহিত বিবাহ হইতে পারে কিন্তু মহারাজ নিজ পুত্রের নিমিত্তে অবিচার করিতে অস্বীকার করাতে ঐ সুন্দরী সেরের পত্নী হইলেন তাঁহাকে নষ্ট করিতে জেহাঙ্গির যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন সেরের অত্যন্ত সাহস ও বলদ্বারা সেসকল অন্যথা হইয়াছিল সের রাজসভায় নিজ রক্ষা অসম্ভব ভাবিয়া পত্নীর সহিত বাঙ্গা-

লায় আসিয়া বর্দ্ধমানের প্রধান হইলেন আকবরের পরলোক হইলে জেহাঙ্গির ভারত বর্ষের প্রভু হওয়াতে ঐ সুন্দরীর কারণ তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বাসনা হইল সকল আপদ ভোগ করিতে হইলেও তিনি ঐ নারীকে গ্রহণ করিবেন ইহা স্থির করিয়া কুতুবকে বাঙ্গালার শুবাদার করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি সেরের মৃত্যু যাহাতে হয় এমত করিবেন কুতুব বর্দ্ধমানে আসাতে সের দুইজন অশ্বারূঢ়ের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বহিরাগমন করিলেন ঐ শুবাদার মর্য্যাদা পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা না করিয়া হস্তির উপরে আরোহণ করিলেন। একজন পিয়াদা যাহার প্রতি পূর্ব্বে উপদেশ ছিল শুবাদারের পথে সেরের অশ্ব আসিয়াছে এইকথা বলিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল ইহাতে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইল সের দেখিলেন যে তাহারা তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিতে চাহে এ কারণ সাহসি ব্যক্তির ন্যায় মরিতে স্থির করিলেন। যেমন তাঁহার স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী ছিল তেমনি তাহাকে সকলে ভারতবর্ষের মধ্যে অতিশয় বলবান জানিত। তিনি সাহস পূর্ব্বক হস্তির প্রতি আক্রমণ করিলেন এবং শুবাদার তথা হইতে নীচে পড়াতে তিনি তাহাকে দুইখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন অন্য পঞ্চজন ভদ্রলোক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়া ঐ রূপ হইলেন অবশিষ্ট লোকেরা চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিয়া দূর হইতে তাঁহার প্রতি তীর ও গুলী ক্ষেপ করাতে তিনি ক্ষত বিক্ষত শরীর হইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিলেন তাঁহার পত্নী তাঁহার মৃত্যুতে খিদ্যমানা না হইয়া শীঘ্র জেহাঙ্গিরের ভার্য্যা হইলেন পরে সর্ব্বলোকে সুবিদিত নুরজেহান নাম ধরিয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ঐ নারী ভারত বর্ষের রাজ্য শাসন করিলেন।

১৬০৮ শাকে সেক ইজলাম খাঁ বাঙ্গালার শুবাদার হইয়া রাজধানী দক্ষিণে আনিয়া ঢাকা শহর নির্ম্মাণ করিলেন কারণ

বাঙ্গালার নদীর ধারে পোর্ত্তুগিস জাতীয় নাবিক তস্করেরা অতি শয় দুঃখ দায়ক ছিল। ভারত বর্ষে বাণিজ্যার্থ সমুদ্র দ্বারা ইউরোপিয়ানদিগের মধ্যে প্রথমে পোর্ত্তুগিসেরা আইসেন। ১৪৯৬ বৎসরে বেস্কোডিগমা নামক সামুদ্রিক সৈন্যাধ্যক্ষ জাহাজদ্বারা উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারত বর্ষের পশ্চিম তীরে কালিকত নামক নগরে প্রথমে উপস্থিত হইলেন। পোর্ত্তুগিসেরা তথায় বাণিজ্যে বহুলাভ দেখিয়া ধারাবাহী জাহাজ পাঠাইতে লাগিলেন অবশেষে স্থান পাইয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন তাঁহারা লঙ্কা উপদ্বীপ জয় করিয়া পূর্ব্ব সমুদ্রের উপদ্বীপে কারখানা স্থাপনা করিলেন ভারতবর্ষে প্রথমে আগমন অবধি পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা বাঙ্গালায় আইসেন নাই এমত বোধ হইতেছে কিন্তু কোন সময়ে তাঁহারা প্রথমে হুগলিতে বসতি করিয়াছেন তাহা সহজরূপে নিশ্চয় করা যায় না কিন্তু ১৫৯৯ শালে তাঁহারা যে দুই গিরিজা তথায় নির্ম্মাণ করেন তাহার একটা দেবত্রকরযুক্ত ছিল ইহাতে বোধ হয় যে ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালে তাহারা তথায় বসতি করিয়াছিলেন তাঁহারদের আবাস স্থান অতি দৃঢ়রূপে বেষ্টিত ছিল চতুর্দিগে ভিত্তির উপরে কামান সকল সজ্জিত ছিল এবং তাহাতে ইউরোপীয় গোলন্দাজ অনেক নিযুক্ত ছিল। তাঁহাদিগের শক্তি ও বাণিজ্যেতে এদেশে তাহাদিগের অধিক সমাদর জন্মিয়াছিল এই সময়ে সপ্তগ্রামে রাজকীয় বাণিজ্যস্থান অতি উজ্জ্বল ছিল ইহার তুল্য বাণিজ্যের নগর বাঙ্গালায় আর ছিল না পোর্ত্তুগিসেরা ইহার অতি নিকটে গোলিন কিম্বা গোলা নামক স্থানে বসতি করিতেন এই স্থান অন্য দেশীয় লোকের বাণিজ্যদ্বারা বৃদ্ধিশীল হইয়া পরে হুগলি নামে খ্যাত হইল।

পোর্ত্তুগিসেরা সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্যের অনেক অংশ আকর্ষণ করাতে ঐ নগর অতি শীঘ্র ক্ষীন হইতে লাগিল এবং ঐ নগ

রের ক্ষয়ের প্রতি অন্য কারণ পশ্চাৎ লিখা যাইতেছে। অতি পূর্ব্বকালে ভাগীরথীর প্রধান শাখা ঐ নগরের ভিত্তির নীচে দিয়া আমতা ও তমোলোক হইয়া সমুদ্রে যাইত এবং বোধ হয় ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পরে সপ্তগ্রামে ঐ নদী শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল এবং ইহার প্রধান স্রোত হুগলির খাল দিয়া বহিতে লাগিল যেখানে অদ্যাপি আছে। চুঁচড়ায় ওলন্দাজদিগের মধ্যে অনেককাল পর্য্যন্ত এক জনশ্রুতি ছিল যে এই নদী পূর্ব্বকালে ইহার পশ্চাৎভাগ দিয়া চলিত এইক্ষণে যেরূপ সম্মুখে আছে এরূপ ছিল না। ইহার কারণ সত্য মিথ্যা যাহা হউক ইহা নিশ্চিত বটে যে সপ্তগ্রাম ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল এবং ইহার নাশদ্বারা হুগলি বৃদ্ধিশীল হইল।

কতিপয় ভ্রমণকারী পোর্ত্তুগিসেরা চট্টগ্রাম ও আরাকান দেশে ১৬০০ শালে বসতি করিয়া তদ্দেশীয় রাজাদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইল তাহারা সমুদ্রের কর্ম্মে অতি নিপুণ ও অতি সাহসী ছিল এ কারণ প্রতিবাসিদিগের অতিশয় দুঃখদায়ক হওয়াতে ১৬০৭ শালে আরাকানের রাজা আপন রাজ্য হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে মানস করিয়া অনেককে প্রাণে নষ্ট করিলেন অবশিষ্টেরা নয় দশ খান ক্ষুদ্র নৌকায় পলায়ন করিয়া সন্দ্বীপ উপদ্বীপে উপস্থিত হইল পরে তাহারাই নাবিক তস্কর হইল। মোগল শুবাদার যে সকল পোর্ত্তুগিসদিগকে নিকটে পাইলেন তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড করিয়া নাবিক তস্করদিগের অন্বেষণে স্বয়ং যাত্রা করিলেন দক্ষিণ সবাজপুরে তাহাদিগকে নোঙ্গর করিয়া থাকিতে দেখিয়া এক নৌযুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাহাতে মোগলেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল পোর্ত্তুগিসেরা জয়পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সন্দ্বীপে আসিয়া গঞ্জালিসকে তাহাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেক যিনি মোগল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া আঘাত করিলেন এবং প্রতিহিংসা করিতে

তাহারদিগের সহস্র ব্যক্তিকে প্রাণে নষ্ট করিলেন গঙ্গালিক হঠাৎ এক শক্তিমান রাজা হইলেন তাঁহার অধীনে এক সহস্র ইউরোপীয় সৈন্য ও দুই সহস্র এতদ্দেশীয় সৈন্য ছিল আর দুইশত অশ্বারূঢ় সৈন্য ও অশীতি জাহাজ ছিল। পদ্মানদীর সম্মুখে যে সকল উপদ্বীপ ছিল তাহা তিনি সকলি অধিকার করিলেন তাঁহার নিকটবর্ত্তি প্রধানলোকেরা তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ১৬১০ শালে আরাকানের রাজা তাঁহার সহিত মিল করিয়া উভয়ে জল ও ভূমি উভয় দ্বারা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে ঐকমত্য করিলেন তাঁহারদিগের মিলিত সৈন্যেরা ভুলুয়া ও লক্ষ্মীপুর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল। কিন্তু অতিবলবৎ এক প্রস্তুত মোগলদিগের সৈন্য যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া আরাকানের সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। পোর্ত্তুগিসদিগের কামানযুক্ত নৌকা দ্বারা সমুদ্রতীরে রক্ষা করিতে অপহেলা হওয়াতে মোগলেরা চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত তাহারদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া ছিল। এই সকল উপদ্রোহের নিমিত্ত বাঙ্গালার শুবাদার রাজধানী ঢাকায় লইয়া যান যে তিনি ঐ আক্রমণকারিদিগকে তথা হইতে তাড়াইতে পারেন। আরাকানদিগের পরাজয়দ্বারা ও শুবাদারের সতর্কতাদ্বারা পূর্ব্বদেশে বিরোধ রহিত হইল কিন্তু পশ্চিম দেশে তৎক্ষণাৎ নূতন বিরোধ উপস্থিত হইল। চিরবিরোধী উড়িষ্যাস্থিত পাঠানেরা তাহারদিগের পূর্ব্ব প্রভুর পুত্র ওসমানের অধীনে পুনর্ব্বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে স্থির করিলেক ঐ শুবাদার প্রথমে তাহাদিগকে কারণ দেখাইতে এক দূত প্রেরণ করিলেন। ঐ দূত গিয়া কহিলেক যে পাঠানেরা প্রায় চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছেন কিন্তু পরমেশ্বর এইক্ষণে ঐ দেশ মোগলদিগকে দিয়াছেন ও যদি তোমরা পুনর্ব্বার যুদ্ধ করহ তবে আপনার দিগের সর্ব্বনাশ আপনারাই

করিবে। অহঙ্কারী ওসমান আপন অধীনে বিংশতি সহস্র পাঠান দেখিয়া যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন মোগলেরা সুবর্ণ-রেখার তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল তথায় অতি সাহস পূর্ব্বক এক যুদ্ধ হওয়াতে পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হইল। এই যুদ্ধ ১৬১১ শালে হয় এবং বাঙ্গালা উদ্ধার করিতে তাহা-দিগের এই উদ্যম শেষ হইল পরে পাঠানেরা নির্ব্বিরোধী হইয়া ঐ দেশের প্রধান২ গ্রামে বাস করিলেন তাঁহাদিগের এইক্ষণে অসংখ্যাক সন্তানেরা পাঠান নামে খ্যাত আছেন।

শুবাদারদ্বারা পোর্ত্তুগিস ও আরাকানদেশীয়েরা পরা-জিত হইলে পরে গঞ্জালিস আরাকান জাহাজ সকলের কর্ত্তা-দিগকে আপন জাহাজে আহ্বান করিয়া বিনাপরাধে প্রাণদণ্ড করিলেন তদনন্তর তিনি তাহারদিগের সমুদয় জাহাজ লইয়া কিনারা দিয়া লুঠ করিতে২ চলিলেন পরে আরাকানের শহর অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে পরাজিত হই-লেন। আরাকানের রাজা এই বিশ্বাস ঘাতকতাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে যে গঞ্জালিসের ভাগিনেয় প্রতিভূ ছিল তাহাকে পোর্ত্তুগিসদিগের চক্ষুর্গোচর হয় এমত এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি ফাঁসি দিলেন এই সময়ে গঞ্জালিস গোয়াবাসি পোর্ত্তুগিসদিগের যে শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাঁহাকে পত্র লিখিলেন যে এইক্ষণে অনায়াসে আরাকান জয় করা যাইতে পারে তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ কতিপয় নৌকা প্রস্তুত করিয়া আরাকানের নিকটে পাঠাইলেন তাহার আজ্ঞাদায়ক গঞ্জালিসের অপেক্ষা না করিয়া নদী মধ্য দিয়া যেখানে আরাকানীয়েরা সুরক্ষিত ছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন গঞ্জালিস তাঁহার সহিত পরে মিলিয়া উভয়ে একত্র হইয়া আরাকান নগর আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাহাতে বিলক্ষণ আঘাত পাইলেন পোর্ত্তুগিস দিগের নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষ ও দুইশত তাঁহার লোক মারাপড়িল

এবং অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিল এই পরাজয়েতে পর্ত্তু-গিসের সর্ব্বনাশ হইল তাঁহার প্রতি সকলের বিশ্বাস একেবারে ভগ্ন হইল তিনি সন্দ্বীপে আসিলেন কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তিরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেক। আরাকানের রাজা তাঁহার অনু-সন্ধানে এক প্রস্তুত সৈন্য ও কতিপয় রণতরি লইয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং তদ্দেশ ও তাহার নিকটস্থ তীর সকল অধিকার করিয়া ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র লুট করিলেন পরে শহর ও গ্রাম সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া তত্রস্থিত লোকদিগকে দাস করিয়া আনিলেন ইহা উত্তম কারণ বশত বোধ হইতেছে যে এই ও ইহার উত্তরোত্তর আরাকানীয়দিগের উপদ্রোহেতে সুন্দরবন হয় ঐ স্থানে পূর্ব্বকালে অনেক ধনী ও পাশ্চুনী লোকের বসতি ছিল। যেসকল মুদ্রা খননে পাওয়া যায় ও অনেককালের বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবিভাগ এবং যেসকল উত্তমোত্তম সরোবর ঐ বনমধ্যে দৃষ্ট হয় তাহাতে বিলক্ষণরূপে জানা যাইতেছে যে তথায় পূর্ব্বকালে বসতি ছিল কিন্তু যখন মনুষ্য রহিত হইল তখনি বনময় হওয়াতে বন্যজন্তু সকলের বসতি স্থান হইল।

১৬১৮ সালে মহারাণী নুরজেহানের ভগিনীপতি ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার শুবাদার হইলেন এবং তাঁহার অধিকার কালেই ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন।

১৬০০ শালে ইলিজাবেথ নামে ইংলণ্ডের রাণী পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে লাণ্ডনের কতিপয় বণিকদিগকে এক অনুমতি পত্র দেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মূল এই যে কোম্পানিতে ভারতবর্ষের এই মহারাজ্য এইক্ষণে শাসন করিতেছেন। প্রথমত তাঁহারা সুরতে এক কারখানা স্থাপনা করিলেন তথা হইতে বাণিজ্যার্থে আগ্রায় গমন করিলেন তৎকালে ঐ স্থানে মহা রাজের বসতি ছিল। পরে বেহারদেশে বহুমূল্য বাণিজ্য দ্রব্য

অনেক২ আছে ইহা শুনিয়া ১৬: . শালে তাহারা দুইজন প্রতি নিধি পাটনায় পাঠাইলেন যে সকল দ্রব্য ঐ প্রতিনিধিরা ক্রয় করিতেন তাঁহা তরণিদ্বারা এই নদী দিয়া আগ্রায় পাঠাইতেন পরে তথা হইতে ভূমিপথে সুরতে প্রেরিত হইত এবং সে স্থানে জাহাজেরদ্বারা ইংলণ্ডে সংস্থাপিত হইত দূরদেশ বহন জন্য ব্যয় এমত অধিক বোধ হইল যে তাঁহারা এরূপ বাণিজ্যের মানস শীঘ্র পরিত্যাগ করিলেন।

ইব্রাহিমের অধিকারের প্রথম পাঞ্চ বৎসর বাঙ্গালায় নির্বিরোধ ও সৌভাগ্য হইল আসামদেশীয়েরা ও আরাকানদেশীয়েরা দূরীভূত হইয়া ছিল এবং উড়িষ্যায় পাঠানেরা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়াছিল বাণিজ্যের পুনর্বার উন্নতি হইতে লাগিল ঢাকার বস্ত্র এবং মালদার রেসম সম্পূর্ণরূপে উত্তম হইতে লাগিল ইতিমধ্যে এক দৈবঘটনায় এই দুর্ভাগ্যদেশ পুনর্ব্বার দুঃখে মগ্ন হইল জেহাঙ্গির মহারাজের তৃতীয় পুত্র সাজাহান দেকানদেশে এক দ্রোহনিবারণার্থে প্রেরিত হইয়া সুসিদ্ধ হইলেন জেহাঙ্গির তৎকালে তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন তাঁহার পত্নী ঐ সর্ববিদিতা নুরজেহান ইচ্ছা করিতেন যে মহারাজের চতুর্থ পুত্র মহারাজের পরে রাজা হয়েন যে রাজকুমার তাঁহার প্রথম স্বামী সেরনামক পাঠানদ্বারা জাতা কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। মহারাণী সাজাহানের সৌভাগ্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন ঐ রাজকুমার বুঝিলেন যে তাঁহার ভ্রাতারা জীবদ্দশায় থাকিতে তিনি আত্মচেষ্টা ব্যতিরেকে কদাচ রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন না অতএব অতিশয় চেষ্টা করিতে স্থির করিলেন ইতিমধ্যে পারসীকেরা হঠাৎকার রাজ্য আক্রমণ করাতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে তাঁহাকে দেকান হইতে যাত্রা করিতে আজ্ঞা হইল সে আজ্ঞা না মানিয়া তিনি স্পষ্টরূপে বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর প্রতি যাত্রা করিলেন এবং অহঙ্কার

পূর্ব্বক পিতার নিকটে যে সকল দাওয়া করিলেন তাহাতে জেহাঙ্গির তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন এক যুদ্ধ হওয়াতে সাজেহান পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার দেকানে পলায়ন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নর্ম্মদানদীপর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ যাওয়াতে তিনি হঠাৎ ফিরিয়া বাঙ্গালায় যাত্রা করিয়া উড়িষ্যার মধ্যদিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন।

সাজেহান বর্দ্ধমানে আসিবামাত্রে হুগলিস্থিত পোর্তুগিসদিগের শাসনকর্ত্তা (মাইকেল) রদ্রিগেস (তাঁহাকে) আহ্বান করিলেন এবং ঐ রাজকুমার যুদ্ধার্থে তাঁহারি নিকটে গোলন্দাজের সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিলেন কিন্তু সাজেহান তাঁহার প্রতিজ্ঞারক্ষা করিতে পারিবেন না এমত মনে বুঝিয়া ঐ শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করিলেন রাজকুমার এবিষয় মনে রাখিলেন এবং যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন তখন এই নগরকে তাঁহার প্রতিহিংসা ভোগ করাইলেন। সাজেহান এইক্ষণে বাঙ্গালায় উত্তীর্ণহইয়া রাজমহলে উপস্থিত হইলেন তথাকার শুবাদার ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়া এক যুদ্ধকরিলেন তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া মারা পড়িলেন ঐ বিজয়ী সাজেহান পরে ঢাকায় গিয়া তথাকার কোষ হইতে চল্লিশলক্ষ মুদ্রা লইয়া তদ্দেশীয় কর্ম্মের নিয়ম করিয়া দিল্লীর প্রতি যাত্রা করিলেন পথিমধ্যে ক্রমেং মুঙ্গের পাটনা এবং রোতস অধিকার করিলেন এবং নিরাপদে রাখিতে রোতসে তাঁহার পরিবার প্রেরণ করিলেন পরে বারাণসী গমন করিয়া শুনিলেন যে মহারাজের সৈন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আসিতেছে একারণ তম্সনদীর তীরে নিজসৈন্য স্থাপন করিলেন তথায় এক কাটাকাটি যুদ্ধ হওয়াতে সাজেহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং যে পথদ্বারা তিনি বাঙ্গা

লায় আসিয়াছিলেন সেই পথদ্বারা যেপর্য্যন্ত তিনি দেকানে গমন না করিয়াছিলেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ২ মহারাজের সৈন্য গমন করিয়াছিল তথা হইতে তিনি পিতাকে এক খেদ প্রকাশক পত্র লিখিলেন তাহাতে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জন হইল তিনি যে দুই বৎসরপর্য্যন্ত নিজ অধীনে বাঙ্গালাদেশ রাখিয়াছিলেন তাহার কোন চিহ্ন রহিল না।

সাজেহানের উপদ্রোহ নিবারণের পরে খাঁনেজাদ খাঁ শুবাদার নিযুক্ত হইলেন তাঁহার অল্প শাসনকালের মধ্যে অন্য কোন বিষয় লিখনের যোগ্য নাই কেবল তিনি বাইশলক্ষ মুদ্রা রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ করেন, অনেক বৎসরের পরে এই টাকা প্রেরণ হয় কারণ আরাকানদেশীয়দিগের ও পোর্ত্তুগিসদিগের উপদ্রোহ দ্বারা ও রাজকুমারের বিদ্রোহ দ্বারা সমুদয় রাজস্ব ব্যয় হইয়াছিল বাঙ্গালাদেশ এমত নির্লাভ হইল যে ১৬২৭ শালে কেদাই খাঁ এই নিয়মে শুবাদার হইয়া বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন যে তিনি প্রতি বৎসরে পঞ্চলক্ষ নগত টাকা মহারাজকে ও পঞ্চ লক্ষ মহারাণীকে প্রেরণ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

১৬২৮ শালের প্রথমে জেহাঙ্গিরের মৃত্যু হইলে সাজেহান মহারাজ হইলেন তিনি তৎক্ষণাৎ কসিম্‌খাঁকে বাঙ্গালার শুবাদার করিয়া পাঠাইলেন তাহার ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের পরে দুই এক বৎসরের মধ্যে মহারাজকে লিখিলেন যে কতিপয় ইউরোপীয় পৌত্তলিকেরা অর্থাৎ পোর্ত্তুগিসেরা যাহাদিগকে বাণিজ্যার্থে হুগলিতে থাকিতে অনুজ্ঞা হইয়াছে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিয়া অতি অহঙ্কারী হইয়াছে তিনি আরো লিখিলেন যে যেসকল নৌকা তাহাদিগের কারখানায় যায় তাহা হইতে তাহারা মাসুল গ্রহণকরে ও নদীর সম্মুখে সকল নৌকা

হইতে লুঠ করে এবং সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্য আকর্ষণ করিয়া আপনারদিগের হস্তগত করিয়াছে ও তাহাকেও কর্ত্তব্যকর্ম্মে ব্যাঘাতকরে। মহারাজ স্মরণ করিলেন যে মাইকেল রড্রিগেস বর্দ্ধমানেতে তাঁহাকে যুদ্ধোপযোগিদ্রব্য প্রদান করেন নাই এবং পোর্ত্তুগিস দিগকে তাঁহার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে শুবাদারের প্রতি আজ্ঞা করিলেন।

কসিম খাঁ ১৬৩১ শালে পোর্ত্তুগিস দিগকে আক্রমণ করিতে এমত গুপ্তভাবে উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন যে তাহারা উহাঁর কল্পনা কিছুমাত্র বোধ করিতে পারেনাই। তিনি এইদেশের ভিন্ন২ স্থানে তিন প্রস্তুত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন সেরপুরে কিম্বা যথার্থরূপে শ্রীরামপুরে নদীর উপরে নৌকাদ্বারা একসাঁকো করিলেন ১৬৩২ শালে মহারাজের সৈন্যেরা হুগলি নগরের চতুর্দিগে বেষ্টনকরিল তিনমাস ঐরূপ বেষ্টনের পরে পোর্ত্তুগিসেরা লক্ষটাকা করদিতে স্বীকার করিল কিন্তু তাহা এপক্ষে তুচ্ছ করিল। গোওয়াহইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় পোর্ত্তুগিসেরা দৃঢ়তাপূর্ব্বক রক্ষা করিল এবং বন্দুকেরদ্বারা মোগল দিগকে অতিশয় বিরক্ত করিতে লাগিল অবশেষে ঐ স্থান স্বাধীন করিতে মোগলেরা অক্ষম হইয়া উহারনীচে এক সুড়ঙ্গ কাটিয়া বারুদদ্বারা পোড়াইতে স্থির করিলেন যখন ঐ গর্ত্ত প্রস্তুত হইল তখন উহাতে অগ্নিপ্রদান করিয়া ঐ দুর্গ ও তত্রস্থিত লোক দিগকে পোড়াইয়া মারিলেন এইরূপে এক বৃহৎ পথ করিয়া মোগলেরা উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দয়রূপে তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন। জাহাজদ্বারা অনেকে পলায়ন করিল এবং কথিত আছে যে এক বৃহৎ জাহাজছিল তাহাতে দুই সহস্র মনুষ্য উঠিল পরে উহার প্রতি মুসলমানেরা আক্রমণ করাতে তাহার কর্ণধার অধীন না হইয়া নিজ অস্ত্রাগারে অগ্নি প্রদান করিয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন। অন্যান্য অনেক জাহাজে

তাহাদিগের নিজলোকেরা ও অনেক জাহাজে শত্রুরা অগ্নি দিল এবং ঐ সকল জাহাজ নদীতে ভাসিতে২ নৌকার সাঁকোকে পোড়াইল। ছোটোয় বড়োয় তিনশত হইতে অধিক হইবে যেসকল নৌকা ঐনগরের প্রান্তভাগে নোঙ্গর করিয়াছিল তাহার মধ্যে তিন খানি মাত্র রক্ষা পাইল ঐ বিজয়ি ব্যক্তিরা ঐ স্থান লুঠকরিয়া তাহাদিগের গিরিজা ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংসকরিলেন। সহস্র পোর্ত্তুগিসেরা ঐ বেষ্টনে মরিলেন এবং স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকা সমুদায়ে চারি সহস্র চারি শত বদ্ধ হইলেন পুরোহিতেরা রাজসভায় প্রেরিত হইলেন এবং পরমসুন্দরীরা সাজেহানের দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল হুগলিনগর এই প্রকারে মোগলদিগের হস্তগত হইয়া বাঙ্গালার মধ্যে রাজকীয় বাণিজ্য স্থান হইল এবং সপ্তগ্রাম হইতে সরকারি দপ্তরখানা ও কাগজ পত্র আনীত হইল এবং ঐ স্থান পঞ্চদশশত বৎসর পর্য্যন্ত সৌভাগ্যভোগ করিয়া অবশেষে পল্লিগ্রামের দুরবস্থায় মগ্ন হইল। একজন ফৌজদার অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ হুগলিতে নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার দোষবিষয় বিচার করিতে ভার থাকাতে তদবধি বিচারস্থানে যাহাতে দোষের সম্বন্ধ আছে তাহাকে ফৌজদারী বলাযায়। ঐ ১৬৩২ শালে কসিমখাঁ শুবাদার মরিলেন।

হুগলি ধ্বংসহওনের দুই বৎসর পরে ইংরাজেরা সমুদ্রদ্বারা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে মহারাজ হইতে অনুজ্ঞাপত্র পাইলেন। ইহা কেবল বোটন সাহেবের মাহাত্ম্যদ্বারা সম্পন্ন হয়। ১৬৩৪ শালে মহারাজ সাজেহান দেকানদেশে তাঁবুতে ছিলেন তৎকালে তাঁহার এক কন্যা বস্ত্রে অগ্নিলাগাতে অত্যন্তরূপে দগ্ধা হইয়াছিলেন একারণে সুরতে ইংরাজদিগের কারখানায় তাঁহাদিগের চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনায় সংবাদ প্রেরিত হইল কোম্পানির এক জাহাজের চিকিৎসক বোটন সাহেব তথায়

প্রেরিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে রাজকন্যাকে সুস্থ করিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে ঐ কৃতজ্ঞ মহারাজ তাঁহাকে কহিলেন যে তিনি যে পুরস্কার প্রার্থনা করিবেন তাহাই প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে ঐ মহাশয় আপনার নিমিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র প্রার্থনা না করিয়া এই মাত্র যাচ্ঞা করিলেন যে ইংরাজ জাতিদিগকে মাসুল ব্যতিরেকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে ও কারখানা স্থাপনা করিতে অনুজ্ঞা করুন মহারাজ তাহা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি পোর্ত্তুগিসদিগের বিষয়ে দেখিয়াছেন যে ইউরোপীয় লোকদিগকে এদেশের মধ্যে বসতি করিতে দিলে কিরূপ বিপদ হইতে পারে একারণ বালেশ্বরের নিকটে পিপ্পলী গ্রামে তাঁহাদিগকে কারখানা করিতে স্থির করিয়া দিলেন ঐ সূত্রে ইংরাজেরা ১৬৩৪ শালে প্রথম জাহাজ নোঙ্গর করিলেন যাঁহারা এক্ষণে ভারতবর্ষীয় এই মহারাজ্য শাসন করিতেছেন। বোটন সাহেব অনুজ্ঞা পত্রের সহিত এই দেশের মধ্য দিয়া আসিবার কালে অনায়াসে দ্রব্যক্রয়ের নিয়ম করিয়া আসিলেন ইংরাজেরা পিপ্পলীতে কারখানা করিলে চারি বৎসর পরে ওলন্দাজেরাও তথায় কারখানা স্থাপনা করিতে অনুজ্ঞা পাইলেন।

১৬৩৮ শালে ইজলাম খাঁ মুসমেদীনামক একজন প্রাচীন ও বিজ্ঞ মনুষ্য বাঙ্গালায় শুবাদার হইলেন। তাঁহার অধিকারের প্রথম বৎসরে চট্টগ্রামস্থিত আরাকানের রাজার নায়েব মুকুট রায় প্রভুর বিদ্রোহাচারী হইয়া ঐ স্থান মোগলদিগকে প্রদান করিলেন ঐ স্থান পূর্ব্বকালে ত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্যের এক অংশ ছিল পরে মুসলমানেরা জয় করিয়াছিলেন কিন্তু মোগল ও পাঠানদিগের পরস্পর বিরোধকালে ইহা আরাকানরাজের হস্তগত হইয়াছিল ঐ বৎসরে যিনি তথাকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানকে ইজলামাবাদ বলাযায় ঐ সময়ে আসামদেশের রাজা ব্রহ্মপুত্র নদে পঞ্চশত নৌকা

প্রস্তুত করিয়া তদারোহণ দ্বারা প্রতিগ্রাম ও নগর লুঠকরিয়া স্রোতোবৎ বেগে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গালার শুবা দার কামান যুক্ত যুদ্ধার্থ নৌকার সহিত তাঁহার অগ্রে বিগ্রহার্থে গমন করিলেন। আসামীয়েরা তাঁহার শক্তিতে পরাজিত হইলেন তাঁহাদিগের জাহাজে অগ্নিপ্রদান করাতে কিয়ৎ লোক তীরে আসিয়াছিল কিন্তু তাঁহাদিগের চারি সহস্র লোকেরা প্রাণ হারাইলেন। ইজলাম খাঁ তাঁহাদিগের স্বদেশ পর্য্যন্ত পশ্চাৎগামী হইয়া পঞ্চদশ দুর্গ অধিকার করিয়া অনেক লুঠকরিয়া লইলেন। ইজলাম খাঁর অধিকার এক বৎসরের অধিক ছিলনা কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যে ঐ রূপে মুসলমানেরা কুচবেহার আক্রমণ করিয়াছিলেন।

সুলতান সাসুজা।

১৬৩৯ শালে মহারাজসাজেহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতানসুজা চতুর্ব্বিংশতি বর্ষবয়সে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা হইয়া প্রায় বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অতি বিবেচনাপূর্ব্বক এইস্থান শাসন করিলেন। কোন ভবিষ্যৎ বিবেচনাদ্বারা বেহার দেশ স্বতন্ত্র রাজ্যাংশ কৃত হইল। সুজা প্রথমতঃ রাজধানী ঢাকা হইতে রাজমহলে আনিলেন ও ঐ স্থান নানাপ্রকার উত্তম অট্টালিকাদ্বারা সুশোভিত করিলেন। ঐ স্থানের রক্ষাকারণ যে সকল উপায় মান সিংহ করিয়াছিলেন তাহা ইনি বর্দ্ধিত করিলেন কিন্তু অনন্তর বৎসরে অগ্নিলাগিয়া ঐ নগরের উত্তমোত্তম অংশ নষ্ট হইল এবং গঙ্গার স্রোত অন্যদিগে বহিতে লাগিল ঐ স্রোত পূর্ব্বে গৌড়নগরের ভিত্তির নিকট দিয়া যাইত কিন্তু তৎকালে অতি বেগে রাজমহলের ধারদিয়া যাইতে আরম্ভহইল এবং ঐ নগরের অনেক অট্টালিকা স্রোতে নিমগ্নকরিল। গৌড়নগর হইতে রাজসভা পূর্ব্বেই স্থানান্তর হইয়াছিল সম্প্রতি নদীসম্বন্ধ নষ্ট হওয়াতে তৎস্থান একেবারে বন হইল অগ্নি ও নদীদ্বারা রাজমহল

নগরের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা শুধরিবার কারণ সাসুজা অতিশয় যত্নকরাতে ঐ নগর পূর্বাপেক্ষা উত্তম হইল।

সুজা রাজমহলে আসিলে পরে বোটন সাহেব তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে একজন রাণীর অতিশয় পীড়া হইয়াছিল বোটন সাহেবের সুখ্যাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে সুজা ঐ পীড়ার ব্যবস্থা করিতে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। এবিষয়েও বোটনসাহেব সুসিদ্ধ হওয়াতে তিনি রাজসভায় অতিশয় প্রিয় হইলেন এবং এতদ্দেশের শাসনকর্ত্তা মহাশয় বালেশ্বর হুগলি ও পিপ্পলী এই তিন স্থানে কারখানা স্থাপন করিতে ইংরাজ দিগকে তাঁহা দ্বারা অনুমতি করিলেন। আটবৎসর পর্য্যন্ত অতি সম্মান পূর্ব্বক সুজা বাঙ্গালাদেশ শাসন করিলেন পরে তাঁহার পিতা হিংসা ও ভয় প্রযুক্ত তাঁহাকে পুনরাহ্বান করিয়া কাবল দেশের শাসন কর্ত্তা করিলেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে তিনি পুনর্ব্বার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া নয়বৎসর পর্য্যন্ত উত্তমরূপে শাসন করিলেন তাঁহার অধিকারকালে এদেশ অতি অসম্ভব সৌভাগ্যযুক্ত হইয়াছিল। ইহার কারখানা সকল উন্নতিশীল হইল বাণিজ্য পুনর্ব্বার বিস্তৃত হইল ইউরোপিয়ানেরা অতি বৃহৎ পরিমাণে স্বর্ণ ও রজত আনয়ন করিলেন যাহার দ্বারা রাজমহলের রাজসভা দিল্লীস্থ রাজসভার প্রতিরূপ হইল উত্তমরূপে বিচার হইতে লাগিল এবং ঐ শুবাদার বিনয় ও ধৈর্য্যদ্বারা সকলপ্রজার প্রিয় পাত্র হইলেন এইরূপ সৌভাগ্য ও নির্ব্বিরোধে নয়বৎসর গত হইল এদেশের এরূপ অবস্থা অনেক শত বৎসর পর্য্যন্ত হয় নাই।

অতঃপরে এই আনন্দ লক্ষণ একেবারে যুদ্ধ ও দুঃখে মগ্ন হইল। এই দুঃখের সময় বর্ণনার পূর্ব্বে আমাদিগের বলাউচিত হয় যে প্রায় ১৬৫৭ শালে সাসুজা এতদ্দেশের রাজস্বের নূতন

খাতা করিলেন মোগলদিগের রাজ্যকালের মধ্যে প্রথমতঃ ১৫৮২ শালে দেওয়ান তোরলমল রাজকরের নিয়ম করেন তাহাতে এককোটি সপ্তলক্ষ টাকা জমাবন্ধী হয় ইহা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। তদনন্তর ঐ রাজস্বের ক্রমে২ বৃদ্ধি হইয়া সাসুজার নূতন খাতায় এককোটি একত্রিংশ লক্ষ টাকা হইল অতএব পঞ্চসপ্ততি বৎসরের মধ্যে প্রায় চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ মুদ্রা অধিক হইল। উড়িষ্যা কুচবেহার ও ত্রিপুরা নূতন জিত এই তিন স্থান হইতে ও মুদ্রালয় হইতে চতুর্দ্দশলক্ষ উৎপন্ন হয় এবং যেসকল পুরাতন ভূমির কর তোরলমল স্থির করিয়াছিলেন তাহার দশ লক্ষ মুদ্রা বৃদ্ধি হইল। এই এককোটি একত্রিংশ লক্ষ মুদ্রা হইতে নাবিক যুদ্ধার্থে ও বিচারার্থে সমুদায় রাজকীয়ব্যয়ে চতুশ্চত্বারিংশৎলক্ষ মুদ্রা হইলেই যথেষ্ট হইত অতএব বাঙ্গালা হইতে ব্যয়াবশিষ্ট সপ্তাশীতি লক্ষ মুদ্রা উৎপন্ন হইত। ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ফেদাই খাঁ দশ লক্ষ মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিতে স্বীকার করিয়া শুবাদার হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে বোধ হইবে যে এদেশের অবস্থা অতিপ্রবৃদ্ধা হইয়াছিল এইরূপ বৃদ্ধি শুবাদারের উত্তমরূপে রাজকীয় কর্ম্মসম্পাদন হইতে ও বিশেষতঃ ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য হইতে হইয়াছিল।

১৬৫৭ শালে দিল্লীর মহারাজ সাসুজার পিতা সাজেহান আশারহিত পীড়ায় মগ্ন হওয়াতে তাঁহার চারি পুত্রেরা প্রত্যেকে ঐ সিংহাসন লইতে সচেষ্টক হইলেন। সুজা বোধ করিলেন যে যদি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা মহারাজ্য প্রাপ্ত হয়েন তবে তিনি উহাঁকে বদ্ধ রাখিবেন বা নষ্ট করিবেন এইজন্যে ঐ সিংহাসন আপনার প্রাপ্তির কারণ অতিশয় চেষ্টা করিতে স্থির করিলেন। এবিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ উপায় ছিল তাঁহার অধিক সাহসী সৈন্য ছিল এবং কোষ পরিপূর্ণ ছিল এবং আপনিও সকল প্রজাদিগের প্রিয় ছিলেন। তিনি সর্ব্ববিদিত করিলেন যে তাঁহার

পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহাতে যে সকল বিপরীত লিপি পাইতেন সে সকল তাঁহার ভ্রাতা কৃত্রিম করিয়াছেন এইরূপ প্রকাশ করিতেন। তিনি সসৈন্য হইয়া বারাণসী যাত্রাকরিলেন। দারা তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে নিজপুত্র সলিমান ও জয়সিংহ নামক রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইতে নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু জয়সিংহের প্রস্থানের পূর্বে মহারাজ তাঁহাকে আহ্বানকরিয়া কহিয়াছিলেন যে তিনি যুদ্ধ নিবারণ করুণ তিনি স্বয়ং ভ্রাতাদিগের বিরোধ ভঙ্গ করিবেন। যখন সুজা বারাণসীর নিকটস্থনদী পার হইবার কারণ এক সন্তরণ নির্ম্মাণ করিতে ছিলেন তৎকালে তাঁহার ভ্রাতার সৈন্যেরা অপর তীরে উপস্থিত হইল, জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ সুজার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিয়া পিতা ও ভ্রাতার সহিত বিরোধোদ্যমে তাঁহার নির্বুদ্ধিতা দর্শাইতে লাগিলেন, সুজা তাঁহার হেতুবাদ দ্বারা এমত বুঝিলেন যে নির্বিরোধে বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিন্তু যুবরাজ সলিমান যুদ্ধার্থে ব্যগ্র হইয়া জয়সিংহের অগোচরে নদীর যে অংশে অল্প জল আপনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন সেই স্থানদিয়া রাত্রিযোগে নিজ সৈন্য পার করিলেন, এবং সুজার প্রতি আক্রমণ করাতে সৈন্যদিগের অস্ত্রশব্দদ্বারা সুজা সতর্ক হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজহস্তিতে আরোহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা অকস্মাৎ অসম্ভব ভীত হইয়া পলায়ন করিল তিনি তাহাদিগকে সুশৃঙ্খল করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে সকল বৃথা হওয়াতে অবশেষে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইল, প্রথমত পাটনায় পরে মুঙ্গেরে আসিলেন সলিমান ঐ স্থান আক্রমণ করিতে ত্বরাকরিলেন, কিন্তু মরাদ ও আরঙ্গজেব এই দুই পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধার্থে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, আরঙ্গজেব দারাকে পরাজয় করিয়া বৃদ্ধমহারাজ

সাজেহানকে কারাগারে রাখিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন।

আরঙ্গেব ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, এই সংবাদ সাসুজার বজ্রাঘাততুল্য হইল, কারণ তিনি তাঁহাকে অতিদুর্জ্জেয় জানিতেন তথাপি এবিষয়ে আনন্দপ্রকাশ করিতে তাঁহার নিকটে বাঙ্গালায় অধ্যক্ষতার স্থিরতা প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা উত্তর করিলেন যে তিনি পিতার কেবল কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছেন, অতএব সাসুজার নিমিত্তে নূতন নিয়োগ আবশ্যক হয় না, সে যাহাহউক সাসুজা ভ্রাতার ধূর্ত্ততাদ্বারা বঞ্চিত হইবার উপযুক্তছিলেন না তিনি উত্তমরূপে জানিতেন যে আরঙ্গেব মহারাজ হইলে কোনমতে তাঁহার মঙ্গল নাই একারণ মহারাজ পদপ্রাপ্তিরনিমিত্তে পুনর্ব্বার যুদ্ধকরিতে স্থিরকরিয়া ১৬৫৯ শালে এক প্রস্তুত বিপুল সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক হিন্দুস্থানে যাত্রা করিলেন। সুজার সৈন্যদিগের মহারাজের সৈন্যের সহিত কজবাতে সাক্ষাৎ হইল যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রে আরঙ্গেবের অনেক সৈন্য তাঁহার ভ্রাতার পক্ষে আসিল তাহাতে যদি সুজা সৈন্যাধ্যক্ষতা ব্যবহার করিতে পারিতেন তবে তাঁহার জয় হইত পর দিন যৎকালে তাঁহার সৈন্যেরা যুদ্ধকরিল প্রথমত জয়ী হইল এবং সুজার হস্তী আরঙ্গেবের অতি নিকটে আনাতে উন্মাদ পূর্ব্বক এক যুদ্ধ হইল তাহাতে মহারাজের হস্তী ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে তিনি উহা পরিত্যাগ করেন, এমতসময়ে তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ মীরজুমলা কহিলেন ওহে আরঙ্গেব তুমি আসন হইতে অবতরণ কর তাহাতে মহারাজ তৎক্ষণাৎ হস্তির গতিরোধনিমিত্তে পাদবন্ধন করিতে আজ্ঞাকরিলেন, এবং অবতরণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধকরিতে লাগিলেন, সুজার সৈন্যেরা অক্ষম হইয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠপ্রদান করিল ইতিমধ্যে সুজার হস্তী অকর্ম্মণ্য হওয়াতে তিনি অতি দুঃসময়ে তাহাহইতে অবরোহণ করিয়া অশ্বোপরি আরো

হণ করিলেন তাঁহার সৈন্যেরা প্রভুর অদর্শনপ্রযুক্ত ইতস্তত পলায়ন করিল, সুতরাং তিনি একাকী প্রথমত পাটনায় তথা হইতে মুঙ্গেরে প্রস্থান করিলেন আরঙ্গেব নিজপুত্র মহাম্মদ ও সৈন্যাধ্যক্ষ্য মীরজুমলাকে সুজার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন এবং আজ্ঞাকরিলেন যে তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া কোনমতে না নিবৃত্ত হয়েন তাঁহারা আসিয়া মুঙ্গের বেষ্টন করিলেন তৎকালে সুজার সৈন্যেরা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে আসাতে ঐ নগর তাহা দিগের বেষ্টন অধিককাল সহিতে পারে এমত দৃঢ়তর রক্ষাকরি লেন, কিন্তু মীরজুমলা শুনিলেন যে সীরগতিপর্ব্বতদ্বারা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে আরএক পথ আছে একারণ এক প্রস্তুত সৈন্য সেইদিগে প্রেরণ করাতে তাহারা শীঘ্র প্রশস্তভূমিতে বিস্তীর্ণ হইল।

সুজা এই অবস্থা অবগত হইয়া তথাকার রক্ষা পরিত্যাগ করিয়া রাজমহলে পলায়নপূর্ব্বক ছয়দিন আত্মরক্ষা করিলেন, পরে অতি অন্ধকৃত প্রবল বায়ুযুত রাত্রিসুযোগে নিজসৈন্যদিগকে নৌকায় আরোপণ করিয়া নদীপারে তন্দা প্রস্থান করিলেন সেই রাত্রি অবধি বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে জীরজুমলা দেখিলেন যে রাজমহলের নিকটে বর্ষাকালপর্য্যন্ত সৈন্যদিগকে তাঁবুতে রাখিতে হইল এইকালে সুজা নিজ সৈন্য বৃদ্ধি করিলেন এবং অর্থ দ্বারা অনেক ইউরোপীয় গোলন্দাজ সংগ্রহ করিয়া সুসিদ্ধির আশা করিলেন মহারাজের পুত্র মহাম্মদ সুজার কন্যার সৌন্দর্য্যদ্বারা মুগ্ধ হইয়া নিজসৈন্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষে যুক্ত হইলেন মীরজুমলা দূরহইতে এই সংবাদ শুনিয়া বোধকরিলেন যে সমুদায় সৈন্য রাজকুমারের সহিত গিয়া থাকিবে তিনি শীঘ্র তাঁবুর নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে সমুদায় বিশৃঙ্খল হইয়াছে কিয়দংশ শত্রুপক্ষে যাইতে প্রস্তুত হইতেছে অপরাংশ বহুদ্রব্য লুঠকরিতেছে, কিন্তু তাঁহার আগমনে সমুদা

সুশৃঙ্খল হইল তিনি সৈন্যদিগকে কহিলেন যে বালক রাজপুত্র নির্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত পিতার ক্রোধের বিষয় হইলেন। তিনি বর্ষার সানে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া নৌকাসংগ্রহ করিতে আজ্ঞা করিলেন। মহাশ্মদের আগমনে সুজা অতি সন্তুষ্ট হইয়া রাজকুমার কুমারীর বিবাহ ঘটাপূর্ব্বক সম্পন্ন করিলেন তাহাতে সমুদায় রাজসভাস্থেরা আনন্দিত হইলেন অনন্তর নদী কিঞ্চিৎ শুষ্কা হওয়াতে মীরজুমলা সুতীতে অল্পজল সন্ধান করিয়া ঐ স্থানদিয়া নিজসৈন্য পার করিয়া তন্দায় উপস্থিত হইলেন সুজা অবোধপূর্ব্বক যুদ্ধের আপদে মগ্ন হইতে স্থিরকরিলেন একারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন ও তাঁহার বিষয়কর্ম্ম সকল একেবারে নষ্টহইল পরে তিনি ও তাঁহার জামাতা ঢাকায় পলায়ন করিলেন অতএব বিনা বাধায় মীরজুমলা তন্দায় প্রবেশ করিয়া প্রথমত তথাকার রাজকর্ম্ম স্থির করিলেন অনন্তর ঢাকায় গমন করিলেন তথায় সুজা পঞ্চদশশত মনুষ্যের অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই তৎকালে তিনি জগতীয়ঘৃণাস্পদ হওয়াতে মক্কাতীর্থে গিয়া যাবজ্জীব ভজনায় যাপন করিতে স্থির করিলেন চত্বারিংশৎ জন তাঁহার নিজ পরিবার ও অবশিষ্ট সম্পত্তি হস্তির উপরে লইয়া ত্রিপুরা দেশ হইয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলেন তথায় তিনি দেখিলেন যে মক্কায় গমনোদ্যত কোন নৌকা নাই এবং অতি ভয়ানক সময় প্রযুক্ত সমুদ্রে নৌকা থাকিতে পারেনা অথচ শত্রুরা তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতেছে অতএব আরাকানে পলায়ন ব্যতিরিক্ত অন্য কোন উপায় ছিল না এই প্রযুক্ত তথাকার রাজার নিকটে আপনার আগমনের সংবাদ জানাইতে এক দূত প্রেরণকরিলেন তাহাতে ঐ রাজা তাঁহাকে বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবেন এই উত্তর পাঠাইলেন তিনি সপরিবারে সুখপূর্ব্বক আরাকান নগরে রহিলেন এবং তথাকার লোকেরা প্রথমত তাঁহার প্রতি দয়ালুরূপে ব্যবহার করিয়াছিল অল্প

দিন পরে রাজা তাহার প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন অব শেষে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করাতে সুজা অতি ক্রোধপূর্ব্বক উত্তর করিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে তিনি নাস্তিকের সহিত বিবাহদ্বারা তিমির বংশের অপমান করিবেন না ইহাতে রাজা ঐ হতভাগ্য রাজাকে আক্রমণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন সুজা জীবনের শেষপর্য্যন্ত অতিশয় সাহসপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন তাঁহার পারিষদলোকের অধিকাংশ নষ্ট হইলে পরে তিনি এক গুরুতর ক্ষিপ্ত পাষাণদ্বারা আহত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া নিরস্ত্র করিয়া বন্ধন করিল অনন্তর এক ক্ষুদ্র ডোঙ্গায় আরোহণ করাইয়া নদীমধ্য দিয়া বাহিয়া চলিল এবং তথায় ঐ নাবিক ডোঙ্গার ছিপি খোলাতে সুজা ও ডোঙ্গা মগ্ন হইল অন্য নৌকাদ্বারা নাবিক লোকেরা গৃহীত হইল পরে প্যারীবানুনাম্নী সুজার পত্নীরসহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজা যাওয়াতে ঐ সাধ্বী কুলনিন্দানিবারণার্থে আপন উদরে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার দুই কন্যা নিজ হস্তদ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন কিন্তু কনিষ্ঠ কন্যা-কে রাজা বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন তাহাতে ঐ স্ত্রী ক্রমেং ক্ষীণা হইয়া মরিলেন এবং রাজা সুজার দুই পুত্রকে জলে নিম-গ্ন করিয়া মারিলেন এইরূপে হতভাগ্য সুজা সমূল সশাখ নষ্ট হইলেন যিনি বাঙ্গালায় এমত প্রিয় ছিলেন যে মুসলমান শাসন কর্ত্তাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেরূপ হয়েন নাই যখন তাঁহার পিতা বৃদ্ধ মহারাজ কারাগারে থাকিয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেন তখন কহিলেন যে এই ভ্রষ্ট নাস্তিক সুজার এক পত্রও রক্ষাকরিল না যাহারদ্বারা তাঁহার পিতামহের ক্লেশের প্রতিরূপ দণ্ড হইত।

মীরজুমলা এইরূপে শাসুজাকে নষ্ট করিয়া বাঙ্গালার সুবা-দার হইলেন যে সকল উপদ্রোহ আমরা বর্ণনাকরিয়াছি তাহার

মধ্যে অনেক নিকটস্থ রাজারা বিদ্রোহাচারী হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে কুচবেহারের রাজা স্বাধীন হইয়া আসামদেশের কিয়দংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মপুত্রনদপর্য্যন্ত এক প্রস্তুত সৈন্য পাঁঠাইয়া ঢাকাশহর লুঠ করিয়াছিলেন ১৬৬১ শালে মীরজুমলা এই সকল অপকারের প্রতিফল দিতে তাঁহার দেশে গমন করিলেন তথাকার রাজা বনমধ্যে পলায়ন করাতে মীরজুমলা ঐ রাজধানী অধিকার করিয়া আলমগীরনগর এই নামে তাহার পুরাতন নাম পরিবর্ত্ত করিলেন কিন্তু ঐ পরিবর্ত্ত বহুকাল স্থায়ী হইল না মীরজুমলা অতি ভক্ত মুসলমান ছিলেন তিনি আপন যুদ্ধাস্ত্রদ্বারা অতি প্রসিদ্ধ নারায়ণের বিগ্রহ ছেদ করিলেন এবং ঐ মন্দিরের ছাতের উপরি অনেক মুসলমান দিগকে আহ্বান করিয়া ভজনা করিতে কহিলেন পরে কুচবেহার শাসন করিতে যেজনকে নিযুক্ত করিলেন তাহার প্রতি এইরূপ উপদেশ করিলেন যে তিনি হিন্দুদিগের মন্দির ভগ্ন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে মসজীদ নির্ম্মাণ করিবেন । অন্যান্য বিষয়ে ঐ শুবাদার অতিসদ্বিচার করিতেন তাঁহার সৈন্যেরা লুঠকরিলে তাহাদিগের দণ্ড করিতেন এইরূপে প্রজাদিগকে তাঁহার অধীনে সুস্থ রাখিতে চেষ্টাকরিলেন এবং রাজার পুত্র বিষ্ণুনারায়ণকে মুসলমানহইতে প্রবৃত্তি দিলেন। পর্ব্বতীয় দেশব্যতীত সমুদায় কুচবেহার বাঙ্গালার এক অংশ করিলেন এবং তথাকার রাজস্ব দশলক্ষ মুদ্রা নির্দ্ধারিত করিয়া চতুর্দশ শত অশ্বারূঢ় ও দুইসহস্র বন্দুকধারিসৈন্য তথাকার রক্ষার্থে রাখিয়া আসামদেশজয়করিতে প্রস্থান করিলেন।

ব্রহ্মপুত্র নদপর্য্যন্ত প্রস্থান করিতে খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রাদি নৌকায় আরোপণ করিয়া রঙ্গমূর্ত্তিতে ঐ নদ পারহইয়া এক নূতন পথ নির্ম্মাণ করিয়া সসৈন্যে স্থলপথদিয়া চলিলেন সে পথের চিহ্ন অদ্যাপি আছে। এইরূপে গমন অতিক্লেশকর হইল

এবং সমস্তদিনে অর্দ্ধক্রোশ বা একক্রোশের অধিক হইত না ও আসাম দেশীয়েরা মধ্যে২ সৈন্যদিগকে পথে বিরক্ত করিত এবং নৌকাসকল আকর্ষণ করিতে সৈন্যদিগের অত্যন্ত ক্লেশকর হইত কিন্তু মীরজুমলা তাহাদিগের সহিত সমান পরিশ্রম করা-তেও প্রায় সর্ব্বদা সমস্তদিন পদব্রজে গমন করাতে সৈন্যমধ্যে কোন কথার উত্থিতি হয় নাই অবশেষে মোগল সৈন্যেরা সিমলাই উপস্থিত হইলেন যেখানে ক্ষুদ্রপর্ব্বতোপরি একদুর্গে বিংশতি সহস্র মনুষ্য ছিল ও সেস্থানে যুদ্ধোপযোগি অনেক নৌকাদ্বারা সুরক্ষিত ছিল আসামদেশীয়েরা রাত্রিমধ্যে তথাহ্-ইতে পলায়ন করিলেন অনন্তর ঐ শুবাদার গরগাঁনামক রাজ-ধানীতে উপস্থিত হওয়াতে তৎস্থান অনায়াসে তাঁহার হস্তগত হইল তথাকার রাজা পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিলেন এবং অনে-ক প্রধানলোকেরা মোগলদিগের সহিত সন্ধিকরিতে শপথ করিলেন অতএব মীরজুমলা সাহসপূর্ব্বক মহারাজকে লিখিলেন যে তিনি চীনদেশপর্য্যন্ত পথ করিয়াছেন ও আগামিবৎসরে পেকিননগরের ভিত্তিতে মুসলমানদিগের জয়পতাকা স্থাপন করিবেন মহারাজ জেঙ্গিসখাঁর তুল্য তাঁহার জয়বিবেচনা করিয়া সন্তোষপূর্ব্বক তাঁহার বিজয়ি সৈন্যাধ্যক্ষকে নূতন খ্যাতিদিলেন।

কিন্তু অতঃপর এক দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইল ১৬৬২ শাকে অতিশয় বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে ব্রহ্মপুত্রের সকল চর জলপ্লাবিত হইল একারণ অশ্বদিগের আহারের অতিকষ্ট হওয়াতে অশ্বারূঢ় সৈন্য সকল নিরর্থক হইল তথাকার রাজা পর্ব্বতের গুপ্তস্থান হইতে বহির্ভূত হইয়া মুসলমানদিগের আহার রোধের চেষ্টাকরিতে লাগিলেন এবং শিবিরমধ্যে এক-মরক উপস্থিত হইয়া অনেকলোক সংহার করিল। যাহারা অগ্রসর হইয়াছিল ও যাহারা পশ্চাৎছিল উভয়েই তুল্যরূপে মরিতেলাগিল। এই দুরবস্থায় বর্ষাকাল যাপন করিয়া বর্ষাব-

সানে পুনর্ব্বার সাহসী হইয়া শত্রুদিগকে তাড়নকরিলেন পরে রাজা সন্ধিপ্রার্থনা করাতে মীরজুমলা আনন্দপূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিলেন কারণ তিনি স্বয়ং পীড়িত হইয়াছিলেন ও তাঁহার সৈন্যেরা অবাধ্য হইয়াছিল। এই সন্ধিতে আসামদেশীয়েরা বিংশতি সহস্রতোলক সুবর্ণ লক্ষতোলক রৌপ্য ও চত্বারিংশৎ হস্তী দিলেন এবং ঐ রাজা মুসলমান রাজার এক পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে ও বার্ষিক করদিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু হিন্দুইতিহাসবেত্তারা কহেন যে মীরজুমলার সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে তিনি সমুদায় কামরূপ আসামদেশীয়দিগকে দিয়াছিলেন।

এই সময়ে মীরজুমলা কুচবেহারে যে অধ্যক্ষকে রাখিয়াছিলেন তিনি প্রজাদিগের প্রতি অতিশয় কঠিনতা করাতে সকল প্রজারা প্রাচীন রাজাকে আহ্বানকরিল যে তিনি তাহারদিগের শাসনকর্ত্তা হউন তাহাদিগের প্রার্থনায় তিনি সম্মত হইয়া বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা নির্ব্বিরোধে প্রস্থান করেন এই প্রার্থনায় এক নমদূত প্রেরণ করিলেন তাহা তিনি অস্বীকারকরাতে ঐ রাজা ও প্রজারা মোগলদিগের প্রতি আক্রমণ করাতে সুতরাং তাঁহাদিগের পলায়ন করিতে হইল মীরজুমলার প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা গোয়াহাটীতে রহিলেন যখন তিনি গরগাঁহইতে তথায় আসিলেন তখন তাঁহার সৈন্যেরা এমত পীড়িতছিল যে দশজনের মধ্যে একজনও কর্ম্মযোগ্য ছিল না তথাপি তাহাদিগের মধ্যে অতি বলবান সৈন্য ও কর্ত্তাদিগকে কুচবেহারে পাঠাইলেন এবং অবশিষ্টের সহিত স্বয়ং ঢাকায় আসিলেন পরে তথায় তাঁহার কালপ্রাপ্তি হইল। তিনি অতিমহৎ ও শক্তিমান ছিলেন নিজভাগ্য স্বয়ং বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন তাঁহার বিচার সকলে যথার্থ বলিত ও প্রজাদিগের প্রিয়ছিলেন আর যে সকল ইউরোপীয় লোকদিগের সহিত তিনি কখনং বিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারাও

তাঁহার নিমিত্তে খেদ করিয়াছিলেন এবং মহারাজ যিনি তাঁহার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু শ্রবণে অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মীরজুমলার মরণানন্তর আরঙ্গজেব সাইস্তখাঁকে বাঙ্গালার সুবাদার করিলেন তিনবৎসরকাল দুই অন্য সুবাদার তাঁহার কর্ম্ম করিয়াছিলেন তদ্ভিন্ন ১৬৬২ শাল অবধি ১৬৮৯ শাল পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় বিলক্ষণ বর্ণনার আবশ্যক কারণ এইকালে মোগল রাজ্যাধিকারীও ভিন্ন দেশীয় বনিকদিগের মধ্যে বিশেষত যেস্থানে এক্ষণে কলিকাতানগর আছে ঐস্থানে সাইস্তখার অধিকারের শেষে প্রথমত বাস করিলেন যেসকল ইংরাজলোক তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক বিবাদ হয়। সাইস্তখাঁ প্রসিদ্ধ নুরজেহানের ভগিনীপুত্র ছিলেন।

১৬৬৩ শালে তাঁহার পদপ্রাপ্তিকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মান্দ্রাজের রাজধানীর অধীনে বাঙ্গালায় প্রথমে কারখানা স্থাপন করিলেন এবং বালেশ্বর ও কাশীম্বাজারে ইহার স্বরূপ কারখানা স্থাপন করিতে উপদেশ করিলেন।

১৬৬৩ শালের প্রথমে কাশীম্বাজারে কারখানা হয় যে মহাশয় সেখানকার কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহার নাম মারসাল ১৬৭৪ শালে তিনি সংস্কৃত হইতে শ্রীভাগবতের কিয়দংশ ইংরাজী করিয়াছিলেন ইংরাজলোকের মধ্যে প্রথমে তিনি এই প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সাইস্তখাঁ প্রথমত আরাকানদেশে মনোযোগ করিলেন তথাকার রাজা দেখিলেন যে সুলতানসুজার প্রাণনাশেও মোগলেরা বিরক্ত হইলেন না এবং আসামদেশে মীরজুমলার দুর্ভাগ্য শুনিয়া অতিশয় সাহসী হইলেন তিনি নিরাশ্রয় ইউরোপীয়লোক

যাবৎ প্রাপ্ত হইলেন। নিজ কর্ম্মার্থে সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাদিগের সাহায্যদ্বারা পত্মানদীর সম্মুখস্থ উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়া ঢাকানগরের দ্বার পর্য্যন্ত লুঠ করিলেন ঐনগরস্থিত-লোকেরা মগেরনামে ভীত হইত বর্ণিয়র নামক তৎকালে ভারতবর্ষ নিবাসী একজন ইউরোপীয় ঐরূপে আরাকান ও চট্টগ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন। গোয়া কচিন মালাকা প্রভৃতি স্থান হইতে যেসকল নিরাশ্রয় পোর্ত্তুগিসেরা আরাকানে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অতি ক্ষুদ্রলোক ছিল আরাকানের রাজা মোগল হইতে আত্মরক্ষার্থে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন তিনি তাহাদিগকে চট্টগ্রামে বাসস্থান দিলেন এবং ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালা দেশ লুঠ করিতে সাহস দিলেন এইরূপে তাহারা সমুদ্রে নাবিকতস্কর হইল বিশ পাচশ ক্রোশ পর্য্যন্ত নদীদ্বারা আসিয়া সকল গ্রাম লুঠ করিত ও দগ্ধ করিত এবং প্রজাদিগকে দাস করিয়া লইয়া যাইত কিঞ্চিৎ মূল্য পাইলে বৃদ্ধব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিত যুবাদিগকে লইয়া নৌকার দাঁড়ীকরিত এবং আপনারা যেরূপ খ্রীষ্টিয়ান ছিল সেইরূপ খ্রীষ্টিয়ান তাহাদিগকে করিত তাহারা এবিষয়ে অহঙ্কার করিয়াছিল যে খ্রীষ্টিয়ান করিতে যে মহাশয়েরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা দশবৎসরে যাবৎ খ্রীষ্টিয়ান করিয়াছেন তাঁহারা একবৎসরে তাবৎ করিয়াছে।

সাইস্তখাঁ অতিবুদ্ধিমান্ ও পরাক্রমশালী ছিলেন তিনি অবিলম্বে এক প্রস্তুত বহর ও ৪৩ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরাকান দেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন তাঁহার নাবিক সৈন্যেরা উপদ্বীপ হইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করিল এবং সন্দ্বীপ অতি সুরক্ষিত ছিল তথাপি অবশেষে তাঁহার হস্তগত হইল পরে যেসকল পোর্ত্তুগিসেরা চট্টগ্রাম রক্ষা করিত তাহাদিগকে আরাকানের কর্ম্ম ত্যাগকরিয়া মোগলদিগের অধীন

হইতে আহ্বান করিলেন এবং ভয়প্রদর্শন করিলেন যে যদি তাহারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে তবে তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ম্মূল করিয়া বহিষ্কৃত করিবেন। ঐজাতিরা হুগলিতে যেপ্রকার ক্লেশভোগ করিয়াছিল তাহারা তাহা স্মরণ করিয়া শুবাদারের প্রস্তাবে সম্মত হইল পরে সকল ব্যক্তিরা তাঁহার সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট হইল এবং অবশিষ্টেরা বাল বনিতা সম্বন্ধি-ব্যাহারে ঢাকাহইতে ছয়ক্রোশ দূরে একস্থানে রাহিল ঐস্থানে তদবধি এপর্য্যন্ত ফিরিঙ্গি বাজার নামে খ্যাত আছে।

সাইস্তখাঁ ভূমিচর সৈন্যের সহিত ফেনীনদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন যে নদী পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার ঐদিগস্থ সীমা ছিল আরাকানদিগের সৈন্য নদীদিয়া আসিল কিন্তু যখন তাহারা মোগলদিগের অশ্বারূঢ় সৈন্য অধিক দেখিল তখন সত্বর হইয়া পলায়ন করিল। ঐসময়ে মোগলদিগের নাবিক সৈন্যেরা আরাকানীয়দিগের তিনশত যুদ্ধার্থ নৌকার সহিত যুদ্ধকরিয়া জয়প্রাপ্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রাম আক্রমণ করিল তৎস্থান যদ্যপিও সুরক্ষিত ছিল তথাপি তাহার রক্ষকেরা যুদ্ধনৌকা সকল ছিন্নভিন্ন দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া ঐ নগর পরিত্যাগ করিল মোগলেরা তাহাদিগের পশ্চাৎ বর্ত্তী হইয়া দুই সহস্র লোক আয়ত্ত করিয়া নিজদাস করিলেন। ইহা কথিত আছে যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বাদশ শত হইতেও অধিক কামান ঐ দুর্গ মধ্যে প্রাপ্ত হইল কিন্তু যেধন প্রাপ্তির আশা ছিল তাহা কিঞ্চিন্মাত্র দৃশ্য হইলনা। এই রূপে ১৬৬৬ শালে চট্টগ্রাম নগর ও তৎপ্রদেশ আরাকানীয় দিগের বিহস্ত হইয়া বাঙ্গালার এক অংশ হইল।

সাইস্তখাঁ ১৬৭৭ শাল পর্য্যন্ত সুসিদ্ধিপূর্ব্বক এদেশ শাসন করিয়া আগ্রার শুবাদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অধিকারের প্রথমত ইউরোপীয় বাণিজ্য বাঙ্গালায় উন্নতিশীল ছিল ইউরোপীয়দিগের প্রতি তিনি বন্ধুত্বব্যবহার না করাতে তাঁহারা

তাঁহাকে নিন্দা করিতেন কিন্তু কদাপি তাঁহার দোষ দেখাইতে পারেন নাই। মোগলেরা সন্দেহ প্রযুক্ত ইংরাজদিগকে জাহাজের সহিত হুগলি পর্য্যন্ত যাইতে দিতেন না তাঁহাদিগের নদীমুখে নোঙ্গরকরিয়া থাকিতে হইত এবং তথা হইতে সুলুপদ্বারা দ্রব্য আনয়ন ও প্রেরণ করিতে হইত ইহাতে অত্যন্ত অসুসার হওয়াতে তাঁহারা সাইস্তখাঁর নিকটে আবেদন করিলেন যে জাহাজের সহিত একেবারে কারখানায় যাইতেপারেন তিনি তাহাতে অনুজ্ঞা করিলেন একারণে কোর্ট আব ডিরেকটরেরা ১৬৬৮ শালে অনেক ভাড়াটে কর্ণধার করিতে আজ্ঞাকরিলেন এক্ষণকার নাবিক বিধানের আদি এই ছিল। ১৬৬৪ শালে ফরাসীরা কলবর্ট নামক সক্ষম মন্ত্রির উপদেশক্রমে এক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি করিলেন ১৬৭২ শালে কতিপয় ফরাসীর নৌকা হুগলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল চন্দ্রনগর বাসের সময় এই আমরা স্থির করিতে পারি। তিনবৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৭৫ শালে ওলন্দাজেরা হুগলিতে কারখানা স্থাপন করিতে অনুমতি পাইলেন ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল বালেশ্বরে ছিলেন কিঞ্চিৎকালপরে হুগলিতে নদীর ভাঙ্গন আরম্ভ হওয়াতে তাঁহারা হুগলি হইতে এক ক্রোশ দূর চুচুড়াগ্রামে বাসকরিতে আজ্ঞা পাইলেন ১৬৭৬ শালে দিনেমারেরা বাঙ্গালাতে আসিয়া বাণিজ্য করিতে অনুজ্ঞা পাইলেন যদ্যপিও তাঁহারা হুগলিতে বাণিজ্য করিতে পারিতেন ইহাস্থির বটে তথাপি তাঁহাদিগের প্রধান কারখানা বালেশ্বরেই ছিল। এইরূপে সাইস্তখাঁর অধিকার কালে ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্য পূর্ব্বকাল অপেক্ষা অতি বিপুল হইল।

সাইস্তখাঁ যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন তাবৎকাল ইউরোপীয়দিগের বন্ধু ছিলেন এমত নহে যখন তিনি স্থানান্তর কৃত হইলেন তখনও তাঁহাদিগের মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছিলেন যখন এক নূতন সুবাদার আসিতেন ইংরাজ দিগের তখনি নূতন

আজ্ঞাপত্র লইতে হইত এবং তাহাতে অধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইত ও প্রতিবারে মোগল কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে অধিক অর্থ দানকরিতে হইত যখন সাইস্তখাঁ বাঙ্গালা হইতে যাত্রা করিলেন তখন ইংরাজী কারখানার কর্ত্তা বানিজ্যার্থে চিরস্থায়ি আজ্ঞা প্রার্থনায় তাঁহার সহিত মহারাজের নিকটে এক দূত প্রেরণ করিলেন ইহা অধিক ক্লেশে কেবল সাইস্তখাঁ দ্বারা প্রাপ্ত হইল যখন ইহার সংবাদ আসিল ইংরাজেরা তাঁহার প্রতি অতিশয় আদর প্রকাশ করিতে তিনশত কামান করিলেন।

১৬৭৮ শালে আরঙ্গজেব তাঁহার তৃতীয় পুত্র মহাম্মদ আজিমকে বাঙ্গালার শুবাদার করিলেন এই সময়ে আসাম দেশীয়েরা পুনরায় পূর্ব্বদিগে বিরক্ত করিতে লাগিল নূতন শুবাদার তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিতে স্থির করিয়া ইংরাজ ও ওলন্দাজ দিগকে যুদ্ধোপযোগি মনুষ্য দিতে কহিলেন তাহাতে তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মনুষ্যের পরিবর্ত্তে অধিক মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলেন রাজকুমারও সম্মত হইলেন পরে তিনি আসামে উপস্থিত হওয়াতে রাজার সৈন্যেরা তাঁহার সম্মুখহইতে পলায়ন করাতে তিনি বোধকরিলেন যে তদ্দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং আরাকানদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থে পিতার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন তৎকালে আরঙ্গজেবের নূতন যুদ্ধ করিবার উচিত সময় ছিল না তিনি হিন্দুদিগের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাজপুতানার প্রধান লোকদিগের সহিত তথা মারহাট্টার প্রধান শিবজীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন অতএব পুত্রকে লিখিলেন যে তিনি অবিলম্বে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবেন তাহাতে মহাম্মদ আজিম ঢাকা হইতে পঞ্চবিংশতি দিনে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন তৎকালে এমত শীঘ্রগমন অতি আশ্চর্য্য বোধ হইত॥

সাইস্তখাঁ ১৬৭৯ শালে পুনর্ব্বার বাঙ্গালার শুবাদার হইলেন

আরঙ্গেব হিন্দুদিগের নিগ্রহ করিতে তাঁহার নিকটে আজ্ঞা পাঠাইলেন যদ্যপিও তাঁহার স্বভাব অতি নম্র ছিল তথাপি হিন্দুদিগকে নষ্ট করিতে তিনি বাধ্য হইলেন আগমন মাত্রে যে সকল লোকেরা হিন্দু ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন তাঁহারদিগের কর নিয়ম করিলেন তাঁহার ভৃত্যবর্গেরা হুগলিতে ইউরোপীয় লোক হইতে সেইরূপ কর প্রার্থনা করিল কিন্তু ওলন্দাজেরা ও ইংরাজেরা তাহা নিবারণ করিলেন নবাবের ব্যবহারের নিমিত্তে কতিপয় পারসীক অশ্ব উপঢৌকন দেওয়াতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে অনেক হিন্দুদিগের মন্দির নষ্ট করিতে লাগিলেন এবং শ্রীযুক্ত মল্লীকচন্দ্র রায় অতি প্রধান হিন্দু ছিলেন বলপূর্ব্বক অর্থ লইবার কারণ তাঁহার পদে বেড়ী দিলেন এইসকল কর্ম্ম দ্বারা আরঙ্গেব ও তাঁহার নায়েব অতি ঘৃণিত হইলেন।

বাঙ্গালায় কোম্পানির বাণিজ্য তৎকালে বড় উত্তম হইয়াছিল চিরকাল বাণিজ্য করিতে মহারাজ হইতে অনুজ্ঞাপত্র পাইয়াছেন একারণ কোর্ট আব ডিরেকটরেরা বাঙ্গালার মান্দ্রাজ দেশীয় অধীনতা মুক্ত করিতে স্থির করিলেন ১৬৮১ শালে তাঁহারা এক অপরাধীন কারখানা নির্ম্মাণ করিলেন ও হাজেস সাহেবকে তাহার প্রধানকর্ত্তা করিলেন এবং তাঁহারসহিত বিংশতি পদাতিক ও একজন আজ্ঞাদায়ক রক্ষার্থে পাঠাইলেন ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সেনাগমন এই প্রথমে হইল পরে ক্রমেং দুই লক্ষ পর্য্যন্ত সংখ্যা হইয়াছিল ইহার পূর্ব্বে জাহাজ সকল প্রথমে মান্দ্রাজে আজ্ঞা লইয়া বাঙ্গালায় আসিত কিন্তু অতঃপর তদ্ব্যতিরেকে গঙ্গাদিয়া আসিতে লাগিল এবং সর্ব্বাগ্রে এক জাহাজে ত্রিংশৎ কামান থাকিত।

এই সময়ে অন্যান্য গুপ্ত বণিক্‌দিগের উপদ্রোহ দ্বারা কোম্পানিতে অতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ইংলণ্ডের রাজা কোম্পানিকে যে আজ্ঞাপত্র দিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদিগের লোক

ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে ক্ষমতা ছিল না কিন্তু এখানে বাণিজ্য দ্বারা অধিকলাভ হওয়াতে অন্যান্য বণিকেরা ঐ আজ্ঞা অন্যথা করিতে ক্রমিক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কোম্পানিকে তুচ্ছ করিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতেন এইসকল উপদ্রোহ নিবারণার্থে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু সফল কিছুই হইল না অবশেষে কোর্ট আব ডিরেকটরেরা দেখিলেন যে তাহাদিগের গঙ্গায় প্রবেশ নিবারণ হইলেই বাঙ্গালায় বাণিজ্য নিবারণ হইতে পারে একারণ গঙ্গার মুখে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে নবাবের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে হুগলি স্থিত কর্ত্তাকে জানাইলেন কিন্তু সাইস্ত খাঁ বুঝিলেন যে ইহা হইলে সমুদায় নদী তাঁহাদিগের অধীনে থাকিবে একারণ অস্বীকার করিলেন। ঐসময়ে বেহারে অনেক উপদ্রোহ উপস্থিত হইল তাহাতে পাটনা স্থিত যে কোম্পানির নিযুক্তলোক তাঁহারপ্রতি এমত সন্দেহ হইল যে তিনিই এবিষয় উত্থাপন করিয়াছেন এইরূপে ইংরাজদিগের প্রতি নবাবের চিত্তভঙ্গ হওয়াতে মহারাজ যে বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে তিনি আজ্ঞা করিলেন যে কোম্পানির সকল দ্রব্যে শতকরা সার্দ্ধতিন মুদ্রা শুল্কদিতে হইবে যখন নবাবের এই অহিতেচ্ছা বিদিত হইল তখন তাঁহার ভৃত্যেরা ইংরাজদিগের বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল কাশীম্বাজারের ফৌজদার কোম্পানির নিযুক্ত জাব চার্ণক সাহেবকে অকারণে সার্দ্ধলক্ষ মুদ্রা পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন যেমুদ্রা কোম্পানিরা তন্তুবায়দিগের নিকটে ধারিতেন এবং ত্রিচত্বারিংশৎ সহস্রমুদ্রা অধিক দিতে আজ্ঞা করিলেন তিনি তাহাতে অস্বীকার করিয়া নবাবের নিকটে অভিযোগ করিলেন এবং তাঁহার ভৃত্যদিগকে উৎকোচ প্রদান করিলেন কিন্তু বিফল হইল। নবাব এই সকল বিষয় মহারাজের

নিকটে এমত স্পষ্টরূপে জানাইলেন। যে তিনি ইংরাজদিগের উপরি অত্যন্তক্রুদ্ধ হইলেন এইরূপে তাঁহাদের বাণিজ্য সংপূর্ণ ভাবে বিশৃঙ্খল হইল তাঁহাদিগের জাহাজ সকল অর্দ্ধেক হইতে ও অল্পভার লইয়া প্রত্যাগমন করিল এইবিবাদ দ্বারা ওলন্দাজ দিগের নিজবাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে অনেক উপকার হইল এই সময়ে তাঁহারা চুচুড়ায় বসতি সুরক্ষিত করিলেন ১৬৮৭ সালে ঐ দুর্গ সমাপ্ত হইল তাহাতে চারি বরুজ ছিল এবং এতদ্দেশীয় কোন আক্রমণে ভয় ছিল না ঐ দুর্গের নাম গস্তাবস রহিল ওলন্দাজেরা ঐ স্থানে দৃঢ়তর রাজকীয় কর্ম্মের নিয়ম করিলেন কিন্তু তৎকালে ইংরাজেরা বাঙ্গালায় থাকিতে পারেন কি না এমত সন্দিগ্ধ হইলেন। চুচুড়ার অধীনে ওলন্দাজদিগের আর দুই স্থান ছিল এক বরনগর অপর ফলতা ফলতাতে প্রায় তাঁহাদিগের জাহাজ নোঙ্গর করিয়া থাকিত।

অতঃপর ইংরাজেরা দেখিলেন যে তাঁহাদিগের দুই গতি আছে এক বাণিজ্য ত্যাগ করুন অথবা শক্তি প্রকাশ করুন ইহার শেষ বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের নিকটে প্রার্থনা করাতে তিনি বাঙ্গালার নবাব ও তাঁহার প্রভু মহারাজ আরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন নিকলসন্‌নামক নাবিকসৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে দশখান যুদ্ধজাহাজ প্রেরিত হইল তাহাতে ছয়শত সৈন্য ছিল এবং ঐ কর্ত্তার প্রতি আজ্ঞা ছিল যে কোম্পানির ভৃত্যগণ ও সম্পত্তি জাহাজে লইয়া চট্টগ্রামে যাইবেন ও তৎস্থান আক্রমণ করিয়া সুরক্ষিত করিবেন একারণে তাঁহার সহিত দুইশত কামান প্রেরিত হইয়াছিল তাঁহার প্রতি অপর আজ্ঞা ছিল যে মোগলদিগের চিরন্তনশত্রু আরাকানের রাজার সহিত সন্ধি করিবেন হিন্দুজমিদার দিগের সান্ত্বনা করিবেন ও কর আদায় করিবেন এবং মুদ্রালয় স্থাপন করিবেন ফলত রাজ্য আরম্ভ করিবেন।

কিন্তু এই সকল বাসনা বিপরীত হইল ইংরাজদিগের হিন্দুস্থান শাসন করিবার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই এবং তাঁহারদিগের মানস অন্যথা করিতে সকল বিষয়ের ঘটনা হইল। সমুদ্র মধ্যে এক ঝড় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নৌকা সকল ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং বিপরীত বায়ুদ্বারা কতিপয় পোত আসিতে অক্ষম হইল কিন্তু কতিপয় জাহাজ গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া হুগলি গমনোদ্যত হইল এবং ইহারি অল্পকাল পূর্বে মান্দ্রাজস্থিত কর্ত্তা মহাশয় তথায় চারিশত পদাতিক প্রেরণ করিয়াছিলেন এই সকল সমুদ্র ও ভূমিতে যুদ্ধোপক্রমদ্বারা নবাব অতিশয় ভীত হইলেন একারণ তিনি ইংরাজ দিগের সহিত মীল করিতে সচেষ্টক হইয়া মধ্যস্থতা দ্বারা তাঁহাদিগের যে বিষয় প্রাপ্য [illegible] তাহা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু তাঁহারা ষষ্টিলক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন এইরূপ সন্ধি প্রস্তাব কালে এক দৈবঘটনাদ্বারা সমুদায় তাঁহাদিগের কর্ম্ম দুষ্পরিণাম পাইল।

১৬৮৬ শালের ২৮ আকটোবর হুগলির বাজারে তিনজন ইংরাজদিগের পদাতিক নবাবের সৈন্যের সহিত বিবাদ করিয়া বিশেষরূপে প্রহৃত হইল তাহাতে তাহাদিগের সাহায্যার্থে কতিপয় সৈন্য প্রেরিত হইল এবং তৎপরে অপর এক প্রস্তুত সৈন্য প্রেরিত হইল অবশেষে সমুদায় ইংরাজী সৈন্য দিগের গমনে নগরের বহিস্থিত নবাবের সৈন্য সকল আহূত হওয়াতে বিলক্ষণ যুদ্ধ হইল। ষষ্টিজন মোগল সৈন্য মারাপড়িল এবং অনেকের কোন২ অবয়বে আঘাত হইল। এই যুদ্ধ সময়ে নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষ নিকলসন জাহাজ হইতে নগর মধ্যে কামানাঘাত করিতে লাগিলেন তাহাতে পঞ্চশত অট্টালিকা ধ্বংস হইল তাহার মধ্যে এক কোম্পানির গুদাম যাহাতে ত্রিশলক্ষ

মুদ্রার দ্রব্য ছিল তাহাও নষ্ট হইল এই সকল ঘটনায় ফৌজদার অতিশয় ভীত হইয়া যাহাতে যুদ্ধ নিবারণ হয় এমত চেষ্টা করিলেন তাহাতে ইংরাজেরা সম্মত হইয়া তাহার সাহায্যদ্বারা তাঁহাদিগের সোরা সকল নৌকায় আরোপণ করিলেন এবং ঐ ফৌজদার মহারাজ হইতে যে পর্য্যন্ত কোন আজ্ঞা প্রাপ্ত না হয়েন তদবধি ইংরাজ দিগকে পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য করিতে অনুমতি করিলেন নবাব এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া পাটনা মালদা ঢাকা এবং কাশীম্বাজার এই কয়েক স্থানে শাখাস্বরূপ কারখানা রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং এতদ্দেশ হইতে ইংরাজদিগকে বহিষ্কৃত করিতে হুগলি নগরে পদাতিক ও অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

হুগলিস্থিত অধিকৃত আপনার প্রাণ শঙ্কায় ২০ ডিসেম্বর কোম্পানির সম্পত্তি লইয়া বরনগরস্থিত ওলন্দাজ দিগের কারখানা হইতে দুইক্রোশ দক্ষিণে সুতানুটী নামক গ্রামে পলায়ন করিলেন যেস্থানে এক্ষণে কলিকাতা নগর হইয়াছে ঐমাসের মধ্যে তিনজন নবাবের মন্ত্রী হুগলিতে আসাতে চার্ণক সাহেব তাঁহাদিগের সহিত সম্প্রীতি করিতে তথায় গমন করিলেন এক সন্ধি দ্বারা ইংরাজ দিগের পূর্ব্ববৎ লভ্যপ্রাপ্ত হইল কিন্তু নবাবের মানস ছিল যে উপযুক্ত সময় পাইয়া কোম্পানিকে একেবারে নষ্টকরিবেন ১৬৮৭ শালে ফিব্রুয়ারি মাসের প্রথমে ইংরাজ দিগকে তাড়াইতে হুগলিতে অনেক সৈন্য আসিল চার্ণক সাহেব সুতানুটীতেও আত্মরক্ষা না দেখিয়া তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল নিজলোক ও সম্পত্তি জাহাজে লইয়া হিজিলীতে যাত্রাকরিলেন এবং গমনকালে তানার দুর্গধ্বংস করিয়া মোগলদিগের কতিপয় জাহাজ গ্রহণ করিলেন।

নদীমুখে হিজিলী জলদ্বীপ এমৎ কুৎসিত স্থান ছিল যে ইংরাজ দিগের কোনমতে মনোনীত নহে ঐস্থান নিম্ন জলময় ও দীর্ঘতৃণ-

দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং তথায় একবিন্দু উত্তম জল ছিল না তথাপি চার্ণক সাহেব সেই স্থানে ছাউনি করিয়া দুর্গ করিলেন তাহাতে তিনমাসের মধ্যে অর্দ্ধেক সৈন্য মারাপড়িল মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া তৎস্থানে নানামতে আক্রমণ করিলেন কিন্তু প্রতিবারে পরাভূত হইলেন তথাপি ইংরাজ দিগের সৌভাগ্যাশা এমত মসৃণ হইল যে গ্রীষ্মকালের মধ্যে তাঁ-হাদিগের বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ বোধহইল ইতিমধ্যে শুবাদার সন্ধি প্রসঙ্গ করিতে দূতপ্রেরণ করিলেন চার্ণক সাহেব আনন্দ পূর্ব্বক তাহাতে সম্মত হওয়াতে ১৬৮৭ শাকের ১৬ আগষ্ট এক সন্ধি নিষ্পত্তি হইল তাহাদ্বারা এদেশের স্থানে২ কারখানা রাখিতে ইংরাজদিগের প্রতি অনুমতি হইল এবং তাঁহাদিগেরভাণ্ডার ও জাহাজাদি মেরামত করিবার কারণ উলবেড়ে দত্ত হইল এবং শতকরা সাড়েতিন টাকা করিয়া কর দিতেন তাহা রহিত হইল। আর চার্ণক সাহেব যে সকল মোগল দিগের জাহাজগ্রহণ করিয়া ছিলেন তাঁহাকেও তাহা প্রতিদান করিতে হইল ঝটিতি ইংরাজদিগের উত্তমাবস্থা হইবার কারণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে। বাঙ্গালায় বিপদ আরম্ভাবধি কোর্ট আব ডিরেকটরেরা বলপূর্ব্বক সমুদায় নিষ্পত্তি করিতে স্থির করিয়া সুরতস্থিত অধ্যক্ষের প্রতি তথাকার কারখানা তুলিয়া মহারাজের সহিত সমুদ্রে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আজ্ঞাকরিলেন। সুরতে কোম্পানির কারখানা তৎক্ষণাৎ রহিত হইল ভারত বর্ষের তীরে যেসকল জাহাজ ছিল ও আসিতে লাগিল কোম্পানির লোকে তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণকরিতে লাগিল সুরত হইতে ধার্ম্মিক মুসলমানেরা জাহাজ দ্বারা মক্কাতীর্থে গমন করিতেন অতএব মোগলদিগের যুদ্ধার্থ জাহাজের প্রধানকর্ম্ম তীর্থযাত্রিদিগের রক্ষাই ছিল কিন্তু ইংরাজেরা ঐস্থান রক্ষাকরিয়া সমুদ্রে প্রাধান্য পাইয়া তৎপথ রোধ করিলেন। অতএব আরঙ্গজেব নিজ দর্প খর্ব্ব

করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিকরিতে বাধ্য হইলেন সন্ধি সমাপন হইলে চার্ণকসাহেব ইঙ্গ্রেলীহইতে উলুবেড়েতথাহইতে সুত্তানুটীআসিলেন

কিন্তু নবাব পূর্ব্ববৎ দুরাচার অবিলম্বে আরম্ভ করিলেন তিনি তাহাদিগকে হুগলিতে আসিতে আজ্ঞাকরিলেন এবং সুত্তানটীতে পাষাণ কিম্বা ইষ্টক দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিলেন তাঁহারদিগের দ্রব্য লুঠকরিতে নিজসৈন্যেরপ্রতি ইঙ্গিত করিলেন তথা স্বয়ং চার্ণকসাহেব হইতে এমত অধিক মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন যে তিনি নবাবকে সন্তোষকরিতে অক্ষম হইলেন, এবং সৈন্যা ভাবপ্রযুক্ত বাধাদিতেও অক্ষম হইলেন অতএব নবাবের সান্ত্বনার্থে ও সুত্তানুটীতে ক্রমাগত বাসের অনুজ্ঞার্থে নিজসভার দুই জনকে ঢাকায় পাঠাইলেন বহুক্লেশপূর্ব্বক তাঁহারা মনোবাঞ্ছা পূর্ণকরিলেন এমত সময়ে তাহারদিগের ব্যাপার পুনর্ব্বার অন্ধীকৃতহইল ।

কোর্ট আবডিরেকটরেরা হুগলির সঙ্গর তথা সৈন্যদিগের ইঙ্গিলীতে পলায়ন শ্রবণ করিয়া অধিক সৈন্যপ্রেরণ করিলেন তাঁহারা প্রতিজ্ঞাকরিলেন যে যদি তাঁহারা দুর্গ ও মুদ্রালয় স্থাপন করিতে না পারেন তবে বাণিজ্য মোচনপূর্ব্বক একেবারে এতদ্দেশ ত্যাগ করিবেন অতএব কাপ্তানহীথ সাহেবের সহিত দুইপোত পাঠাইলেন তাহার একেতে চতুঃষষ্টিকামানছিল তাঁহারপ্রতি এমত আজ্ঞা করিলেন যে যদি বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্ত না হয়েন তবে সমুদায় ভৃত্যবর্গ লইয়া মান্দ্রাজে প্রস্থানকরিবেন কাপ্তান হীথ সাহেব অতিস্বেচ্ছানুযায়ী ছিলেন আত্মবাসনামত ভিন্ন করিতেন না ১৬৮৮ শালের আকটোবর মাসে তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া কোম্পানির ভৃত্যবর্গকে সরকারি সম্পত্তি লইয়া জাহাজে আরোহণ করিতে আজ্ঞা করিলেন পরে ৮ নবম্বর বালেশ্বরে জাহাজ চালাইলেন চার্ণকসাহেব তাহার অতিত্বরা নিবারণার্থে

নিষেধ চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না যখন তিনি বালেশ্বরের পথে উপস্থিত হইলেন তথাকার শুবাদার দুইজন কোম্পানির কর্ম্মাধ্যক্ষকে প্রতিভূস্বরূপে আটক করিয়া রাখিলেন যদ্যপিও এই দুইজন বন্ধী ছিলেন এবং দুইজন নায়েব ঢাকার নবাবের হস্তগত ছিলেন তথাপি হীথসাহেব ২৯ নবম্বর বালেশ্বরে সৈন্য অবতারণ করিয়া ঐস্থান লুঠ করিলেন ঐদিবসে তথাকার শুবাদার ঢাকায় নবাবের নিকটে নায়েবেরা যে সন্ধি স্থির করিয়াছিলেন তাহার প্রতিরূপ পত্র পাইলেন যাহাতে স্থির ছিল যে মোগলদিগের আরাকান্ দেশ আক্রমণ করিতে ইংরাজেরা সাহায্য করিবেন। হীথ সাহেব তদ্দেশ লুঠকরিয়া চট্টগ্রামে চলিলেন এবং যেরূপ তিনি আশা করিয়াছিলেন তাহাতে অধিক দুর্ঘটনা দেখিলেন অতএব ইংরাজেরা যে সকল দুঃখ ভোগকরিয়াছেন তাহা ঢাকাস্থ নবাবকে লিখিতে সম্মত হইলেন কিন্তু ঐস্বেচ্ছানুযায়ী মহাশয় পত্র প্রেরিত হইলে উত্তরাগমন অপেক্ষা না করিয়া সকল জাহাজ আরাকানে চালাইলেন তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন যে যদি তিনি তাঁহার রাজ্যে ইংরাজদিগের বসতি করিতে দেন তবে ইংরাজেরা মোগলদিগের আক্রমণ করিতে তাঁহার সহিত যুক্ত হইবেন তাহার উত্তর চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত না আসাতে হীথসাহেব অধৈর্য্য হইয়া যে পঞ্চদশ পোত তাঁহারছিল তাহাতে শাসনকর্ত্তা ও সমুদায় সভাসৎ এবং কোম্পানির ভৃত্যবর্গ ও বাণিজ্যদ্রব্য সমুদায় লইয়া মান্দ্রাজে গমন করিলেন। ইংরাজেরা এতদ্দেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিলে পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসরপরে এইরূপে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিতে হইল। মান্দ্রাজ ও বোম্বেদেশ অতি সুরক্ষিত থাকাতে তৎস্থান ব্যতিরেকে নিজরাজ্যমধ্যে মহারাজ সমুদায় ইংরাজদিগের কারখানা নষ্টকরিতে ও তাঁহাদের দ্রব্য আটক করিতে আজ্ঞাকরিলেন।

নবাবসাইস্তখাঁ মহারাজার আজ্ঞাপ্রতিপালনার্থে বাঙ্গালা স্থিত কোম্পানির দ্রব্য সকল আটক করিলেন এবং কথিত আছে যে ঢাকাস্থিত দুইকর্মাধ্যক্ষের পায়ে বেড়ি দিলেন কোন২ গ্রন্থে এমত লিখিত আছে যে এই সকল বিষয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন নায়েবে করিয়াছিল। অনন্তর সাইস্তখাঁ বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত বাঙ্গালার অধ্যক্ষতা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলেন। যদ্যপিও তিনি ইংরাজদিগের সহিত কঠিন ব্যবহার করিয়াছিলেন তথাপি এতদ্দেশীয় লোকের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে এক টাকায় অষ্ট মোন চাউল বিক্রীত হওয়াতে এইসুখদায়ক সময় প্রজাদিগের চিরস্মরণীয় করিবার কারণ ঢাকানগরের দ্বার উচ্চকরিয়া তদুপরি একমুদ্রিত পট্টক স্থাপিত করিলেন তাহাতে লিখিত ছিল যে এমত সুলভ শস্য না করিতে পারিলে কোন ভবিষ্যৎ নবাব এ নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৬৮৯ শালে ইব্রাহিম খাঁ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন দিল্লীর নিকটে এক খাল করাতে যে আলি মর্দ্দনের নাম স্বর্গীয় তুল্য হইয়াছিল ইব্রাহিম তাঁহার পুত্র ছিলেন তিনি অতি নম্রতাপূর্ব্বক অপক্ষপাতে বিচার করিতেন কিন্তু যুদ্ধবিষয়ে চতুরতা না থাকাতে অতিদুর্গম বাঙ্গালার অধ্যক্ষতা কর্ম্মের উপযুক্ত ছিলেন না তাঁহার অগ্রগত শুবাদার যে দুই ইংরাজ দিগের নায়েবকে কারাগারে রাখিয়াছিলেন তিনি প্রথমত তাঁহাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন তথাপি ইংরাজ ও মোগলদিগের মধ্যে বিবাদ নিবৃত্ত হইল না ইংরাজেরা সমুদ্রে প্রভুত্ব পাইয়া ভারত বর্ষ হইতে যে সকল নৌকা যাত্রাকরিত তাহা সমুদায় বলক্রমে গ্রহণ করিতেন অতএব পুনর্ব্বার মক্কাতীর্থে গমন রুদ্ধ হইল সুতরাং আরঙ্গেব অনেক সন্ধি প্রস্তাবের পরে ইংরাজদিগের পূর্ব্ব অপ-

কার বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ বাস দিতে স্থির করিয়া বোম্বের শাসন কর্ত্তার সহিত এক সন্ধি করিলেন এবং ইব্রাহিম খাঁ যখন বাঙ্গালায় নিযুক্ত হইলেন তৎকালে তাঁহার প্রতি ইংরাজ দিগকে আহ্বান করিতে উপদেশ করিলেন অতএব ঐ মহাশয় মান্দ্রাজে চার্ণক সাহেবকে মহারাজের অভিপ্রায় অবিলম্বে লিখিলেন এবং পূর্ব্বদোষ না দেখিয়া অনেক ভাবি মঙ্গল করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন চার্ণকসাহেব ঐ লিখনানুসারে সমুদায় ভৃত্যবর্গের সহিত ১৬৯০ শালের ২৪ আগষ্ট সুতানুটীতে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন আমরা ঐ দিবস অবধি কলিকাতা নগরের উন্নতি গণনা করিতে পারি । পর বৎসরে দিল্লী হইতে মহারাজের আজ্ঞা আসিল যে ইংরাজেরা যে সকল অপরাধ করিয়াছেন তাহার ক্ষমার্থে তাঁহারা অতি নম্রতা পূর্ব্বক আবেদন করিয়াছেন অতএব মহারাজ তদনুসারে প্রজাদিগের প্রাত্যহিক অনুগ্রহমধ্যে তাহাদের ক্ষমা করিলেন এইরূপে তিন সহস্র মুদ্রা বার্ষিক করপ্রদানে বাণিজ্য করিতে ইংরাজেরা নূতন আজ্ঞা পাইলেন অনন্তর বাসস্থান সুরক্ষার নিমিত্তে ব্যগ্র হইলেন কারণ তাঁহারা দেখিলেন যে তদ্ব্যতিরেকে আপদ্ মোচন নাই অপর কোর্ট আবডিরেক্টরেরা প্রধান অধ্যক্ষের প্রতি আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে একদুর্গ নির্ম্মাণার্থে অনুমতি লইতে চত্বারিংশৎ সহস্র মুদ্রাপর্য্যন্ত দিবেন এবং কহিয়াছিলেন যদি একদুর্গ ও মুদ্রালয় স্থাপন করিতে না পারেন তবে বাঙ্গালার কর্ম্মের বাহুল্য করিতে তাঁহারদিগের যত্ন নাই কিন্তু মোগলদিগের রাজনিয়মানুসারে সন্দেহ প্রযুক্ত ইংরাজদিগকে তদুভয়ের এক ও অনুমতি হইল না । কলিকাতা নগরোপক্রমের দুইবৎসর পরে চার্ণকসাহেব লোকান্তর গমন করিলেন এসিয়া দেশের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের প্রধান নগর কলিকাতার সৃষ্টিকর্ত্তা ঐ মহাশয় এক্ষণে ঐ নগরের বড়

গিরিজার অঙ্গন মধ্যে নিখাত আছেন ঐরূপ বারাকপুরের উন্নতির আদিকারণ তিনি ছিলেন অতএব তাঁহার নামানুসারে অদ্যাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ স্থানকে চাণক বলিয়া থাকেন।

অতঃপর নির্বিবাদে কর্ম্ম চলিল বাঙ্গালায় বাণিজ্য যদ্যপিও সংক্ষিপ্ত তথাপি দৃঢ়ভাবে ছিল এই সময়ে কোম্পানিরা দেখিলেন যে যাবৎ তাঁহারা অতিক্ষুদ্র সুতানুটী গ্রামমধ্যে বদ্ধ আছেন তাবৎ কোন কর্ম্ম করিতে পারিবেন না ১৬৯৪ শালে ঐস্থানের মাসিক রাজস্ব একশত ধষ্টি মুদ্রার অধিক ছিল না অতএব তাঁহারা নিকটবর্ত্তি কতিপয় গ্রাম প্রাপ্ত হইতে এবং তথা হইতে রাজস্ব উৎপন্ন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইলেন কারণ তাহা হইলে অধিক রক্ষার সম্ভাবনা করিতে পারেন। ইতিমধ্যে কাপ্তান কিডসাহেব কোম্পানির অধীনতা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনেক ভদ্রলোকদ্বারা প্রেরিত হইয়া নাবিক তস্কর হইলেন এবং মক্কাগমনোদ্যত অনেক তীর্থ যাত্রির সহিত দুইখান মোগলদিগের জাহাজ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন ইহাতে মহারাজ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া কোম্পানি ও অন্য ইংরাজ বণিক্‌দিগের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান না করিয়া সমুদায় কোম্পানির কারখানা আক্রমণ করিতে এবং তাঁহাদের বাণিজ্য রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ কলিকাতায় ভদ্রলোকদিগকে রক্ষা করিয়া গুপ্তভাবে ক্রমাগত বাণিজ্য করিতে অনুমতি করিলেন।

১৬৯৫ শালে এক দৈবঘটনাদ্বারা ইংরাজেরা ও অপর ভিন্নদেশীয়েরা নিজ২ মানস সম্পূর্ণ করিলেন অর্থাৎ আপন২ কারখানা সুরক্ষিত করিলেন যে মানস সিদ্ধি করিতে উৎকোচ দ্বারা ও বিনয়দ্বারা অনুজ্ঞা হয় নাই। বর্দ্ধমান অঞ্চলে জেন্ম

ও বেন্দেহ নামক দুই গ্রামের অধিপতি শোভাসিংহ নামক এক হিন্দু জমিদার তথাকার রাজার সহিত অকৌশল হওয়াতে বিদ্রোহাচারী হইয়া উড়িষ্যাস্থিত পাঠানদিগের প্রধান রহিমখাঁকে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে আহ্বান করিলেন অনন্তর তাঁহাদিগের সৈন্যেরা পরস্পর মিলিত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করাতে রাজা পরাজিত হইয়া মারাপড়িলেন তাঁহার সম্পত্তি ও পরিজন ঐ উপদ্রোহকারিদিগের হস্তগত হইল তাঁহার পুত্র জগৎরায় ঢাকায় পলায়ন করিয়া নবাবের নিকটে আবেদন করাতে তিনি ঐ বিদ্রোহাচারিদিগকে জয় করিতে তিন সহস্র লোকের সহিত তথায় গমন করিতে যশোহরের ফৌজদারের প্রতি আজ্ঞা করিলেন । ইব্রাহিমের দুর্ব্বল শাসনকালে এতদ্দেশের রাজস্বকর্ম্মের নিয়ম ছিল না কারণ এমত অল্পসৈন্যও অতিক্লেশে সংগৃহীত হইল ঐ সৈন্যেরা হুগলিতে উপস্থিত হইয়া শত্রুদিগকে দেখিবামাত্রে ভীত হইয়া পুনর্ব্বার নদী সন্তরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল ঐ মহৎ ও নানাবিধধনযুক্ত নগর শীঘ্র উপদ্রোহকারিদিগের হস্তগত হইল।

ওলন্দাজ ও ফরাসীরা তৎক্ষণাৎ এবং ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ পরে সুবাদারের পক্ষে হইলেন। যখন এই উপদ্রোহ আরম্ভ হইল তাঁহারা নিজ২ সম্পত্তিরক্ষার্থে অর্থদ্বারা কতিপয় পাক সংগ্রহ করিলেন এবং কারখানা রক্ষাকরিতে সুবাদারের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তিনি তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে অনুজ্ঞা দেওয়াতে তাঁহারা তদনুসারে স্ব২ বাসস্থান দুর্গ করিলেন ইহার পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের কারখানা দুর্গদ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল এবং তৎকালে উত্তমরূপে সুধরান হইল কলিকাতায় ইংরাজেরা সুতানুটীগ্রামের সুরক্ষার্থে

যাবৎ সকল ভোলাবে দুর্গ নির্ম্মাণ না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জনকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করাইলেন এইরূপে লালদীঘী ও গঙ্গার মধ্যস্থানে প্রাচীন দুর্গ নির্ম্মিত হয় প্রায় বিংশতি বৎসর হইল তাহার চিহ্ন দূরীকৃত হইয়াছে ১৬৯৫ শালে ইংরাজেরা রক্ষোপযোগি দুর্গ করিয়াছিলেন পরে মোগলেরা সংবাদ না পায়েন এমত গুপ্তভাবে ক্রমে২ নূতন২ যোগ করিলেন।

ঐ উপদ্রোহকারিরা হুগলি আক্রমণ করিয়া অতি সাহসী হইয়া দেশ লুঠ করিতে চতুর্দ্দিগে সৈন্য পাঠাইলেন হতভাগা প্রজারা দলে২ চুচুড়ায় উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইল এই সকল উপদ্রোহের শেষ করিতে ওলন্দাজেরা দুই খান যুদ্ধ জাহাজ হুগলিতে প্রেরণ করিলেন ঐ জাহাজ হইতে এমত গোলা বর্ষণ করিল যে বিদ্রোহাচারিরা ত্বরায় তৎস্থান পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে পলায়ন করিল। শোভা সিংহ নবদ্বীপ লুঠ করিতে তথা হইতে রহিমখাঁকে প্রেরণ করিলেন।

বর্দ্ধমানের যে সকল লোক বদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঐ রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে শোভাসিংহ আত্মভোগার্থে রাখিয়াছিলেন অতএব রহিমখাঁ যাত্রাকরিলে পরে তিনি ঐ সুখভোগ করিতে স্থির করিলেন কিন্তু তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবা মাত্রে ঐ বালিকা এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বহিষ্কৃত করিয়া অগ্রে তাঁহার উদরে নিমগ্ন করিয়া পশ্চাৎ নিজোদরে প্রবিষ্ট করিলেন ঐ আঘাতে শোভাসিংহ শীঘ্র প্রাণ ত্যাগ করাতে সকল উপদ্রোহকারিরা রহিমখাঁকে প্রধান করিলেন তাহাতে তিনি এক দেশ হইতে অপর দেশ অনন্তর অন্য দেশ ক্রমে২ জয় করিতে লাগিলেন তাঁহার উপদ্রোহ শ্রবণ ব্যতিরেকে শুবাদার এক দিন যাপন করেন নাই তথাপি এবিষয়ে তাঁহার চৈতন্য হইলনা যখন তাঁহার ভৃত্যেরা যুদ্ধ

করিতে উপরোধ করিতেন তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর করি-তেন যে যদি শত্রুদিগকে কিছু না বলাযায় তাহারা স্বয়ং ছিন্ন ভিন্ন হইবে যদি যুদ্ধ করাযায় তবে পরমেশ্বরসৃষ্ট জীব সকলের হিংসা করিতে হয় এই রূপ তাঁহার আলস্যদ্বারা তাহাদিগের সাহসবৃদ্ধি হওয়াতে এক প্রস্তুত সৈন্য মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তথাস্থিত মোগলদিগের পঞ্চ সহস্র সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ঐ নগর লুট করিল অপর এক প্রস্তুত সৈন্য কলিকাতায় আসিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাড়িত হইল। ১৬৯৭ সালের মার্চ মাসে তাহারা রাজমহল অধিকার করিয়া মালদা গমনকালে বিপুল ধনযুক্ত ইংরাজদিগের কারখানা লুট করিল এই সময়ে তাঁহারা যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহার বার্ষিক রাজস্ব ষষ্টি লক্ষ মুদ্রা ছিল এবং তাহারদের দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও ত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক ছিল।

এই অদ্ভুত ঘটনার সংবাদ যখন প্রথমে মহারাজ আরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হইল তিনি সুতরাং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে নিজপৌত্র আজিম ওষানকে শুবাদার করিলেন ও ইব্রাহিমকে আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার সাহসী পুত্র জবর্দস্ত খাঁকে সৈন্য সকল দিবেন ঐ শক্তিমান্ সৈন্যাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহকারিদিগের অন্বেষণার্থে ভগবানগোলা পর্য্যন্ত আসিলেন প্রথমদিনে শত্রুদিগের কামান সকল বিফল করিলেন দ্বিতীয়দিনে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন তাহাতে রহিমখাঁ তাড়িত হইয়া মুরসিদাবাদ হইতে প্রথমত বর্দ্ধমানে অনন্তর উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন জমিদারেরা পুনর্ব্বার মোগলদিগের পক্ষ হইলেন অতএব দেশে নির্বিরোধ হইবার উপক্রম হইল।

নূতন শুবাদার আজিম ওষান পাটনায় আসিয়া জবর্দস্ত খাঁর সাহসিক কর্ম্ম শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার

করিবার কারণ কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না একারণ যুদ্ধের আপদে পুনর্ব্বার মগ্ন হইতে তাঁহাকে বারণ করিলেন জবর্দস্ত খাঁ বুঝিলেন যে এই আজ্ঞা হিংসা প্রযুক্ত হইয়াছে একারণ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন জবরদস্ত খাঁ নিজ অনুবর্ত্তী ও অধীন প্রায় ৮ সহস্র সৈন্য আপনার সহিত লইলেন এই সকল বাঙ্গালা শিক্ষিত সৈন্যের সারভাগ গমন করিলে বোধ হয় এদেশের রক্ষা প্রায় ছিল না আজিম ওষাণ বর্দ্ধমানে আসিয়া স্থিতি করিলেন এবং জমিদারদিগের ও অপর লোকের সহিত সম্প্রীতি করিলেন রহিমখাঁ জবর্দস্তকে লৌহবৎ কঠিন জ্ঞানে যেরূপ ভয় করিতেন রাজপুত্রকে রেসম তুল্য কোমল জ্ঞানে ঐরূপ তুচ্ছবোধ করিলেন অতএব রাজসভা যে সময়ে আনন্দ ভোগে মগ্ন ছিল তৎকালে তিনি হুগলি ও নদীয়া লুঠ করিয়া বর্দ্ধমানের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন।

আজিম ওষাণ বর্দ্ধমানে আসিলে ইংরাজেরা ষ্টানলি সাহেবকে তাঁহার নিকটে নায়েব পাঠাইলেন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে কলিকাতার নিকটস্থ গ্রাম ও গোবিন্দপুর গ্রহণ করিতে আজ্ঞা পায়েন একারণ রাজপুত্রের উপায়নার্থে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা এবং তাঁহার দেওয়ানের নিমিত্তে ৮ শত টাকার বনাত লইলেন। আজিম ওষাণের মানস কেবল অর্থ সংগ্রহব্যতিরেকে ছিল না অতএব উপঢৌকন বিনা কার প্রতি কোন অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি ইংরাজদিগের নায়েবকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অর্থ লইলেন ১৬৯৮ শালের জুলাইমাসে ঐসকল ভূমিক্রয় করিতে আজ্ঞাদিলেন যে স্থানে এক্ষণে নগর হইয়াছে ঐবৎসর কোর্ট আবডিরেক্টরেরা বাঙ্গালায় এক রাজ্যাংশ করিলেন এবং সরচালস আইয়র সাহেব দুর্গ সম্বদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডীয় রাজার নামানুসারে ফোর্ট উলিয়াম নাম রাখিলেন।

রহিম খাঁ পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া রাজপুত্রের অবিলম্বে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন উচিতছিল কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া এক দূত পাঠাইলেন যে দূত তাঁহার নিকটে কহিল যে যদি তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া আপনার কর্ম্ম দেখেন তবে রাজপুত্র তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন তাহাতে ঐ বিরুদ্ধাচারী উত্তর করিল যে যদি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খাওয়াজা অনাবাশকে পাঠান তবে তিনি অধীন হইবেন রাজপুত্র অল্পবুদ্ধিপ্রযুক্ত তাহাই করিলেন বিদ্রোহাচারির তাঁবুতে ঐ মন্ত্রির আগমনকালে অতি সম্মান হইল কিন্তু প্রস্থান কালে তিনি খণ্ডং রূপে কাটা পড়িলেন অনন্তর রহিম খাঁ দেখিলেন যে রাজপুত্রের কোনমতে শুভাশা নাই একারণ যখন তিনি সুরক্ষিত নাথাকেন এমত সময়ে তাঁহার সৈন্য আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন এক প্রস্তুত বৃহৎ পাঠান সৈন্য আজিম ওষাণের সৈন্যস্থান আক্রমণ করিল ভয়প্রযুক্ত তিনি দ্বিরদারোহণ করিবামাত্রে অতি প্রচণ্ডরূপে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিল। যদি হামিদ খাঁ নামক একজন সেনাপতি চতুরতা প্রকাশ না করিতেন তবে তিনি নিশ্চিতরূপে মারাপড়িতেন হামিদ খাঁ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে আমিই রাজপুত্র রহিমখাঁর সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করি তাহাতে এক তুমুল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে হামিদ খাঁ শত্রুর মস্তকচ্ছেদ করাতে তাঁহার সৈন্যেরা প্রভুর নাশ দেখিয়া চতুর্দ্দিগে পলায়ন করিল ঐ উদার হামিদ এই কর্ম্মে পারিতোষিকস্বরূপ এক উপাধি পাইয়া ফৌজদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। আজিম ওষাণ কিছুকাল বর্দ্ধমানে থাকিয়া এক নূতন বাজার করিয়া আজিমগঞ্জ তাঁহার নাম রাখিলেন তথা হুগলিতে শতকরা মুসলমানদিগের সার্দ্ধ দুই হিন্দুদিগের পঞ্চ ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের সার্দ্ধ তিন মুদ্রা মাসুল স্থির করিলেন ইংরাজেরা কিন্তু এনিয়মে বদ্ধ ছিলেন না কারণ তাঁহারা মহারাজের

আজ্ঞানুসারে তিন সহস্র মুদ্রা বার্ষিক শুল্ক দিতেন অপর কথিত আছে যে তিনি ঐরূপ স্বল্প শুল্ক স্থির করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজদিগের বাসস্থান দীর্ঘ ও পরিপাটী হইয়াছিল তাঁহারা যে তিন গ্রামের সনন্দ পাইয়া ছিলেন ঐতিন গ্রাম নদীতীরে সার্দ্ধক্রোশ দীর্ঘএবং অর্দ্ধক্রোশবিস্তৃত ছিল। নিজ২ সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে এতদ্দেশীয় অনেক ধনি হিন্দুলোকেরা তৎস্থানে আসিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে হুগলিস্থিত ফৌজদার সন্দিগ্ধ হইয়া ভয় প্রদর্শনার্থে ঐ নূতন নগরে একজন কাজি রাখিতে স্থির করিলেন কিন্তু এক উপঢৌকনদ্বারা তাহার মানস ফিরিল।

আমরা এক্ষণে মরসিদকুলি খাঁর বর্ণনা করি তাহার আর একনাম জাফর খাঁ ছিল তিনি মরসিদাবাদ নগর নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন এবং মুসলমানদিগের যে সকল শুবাদার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন সকল অপেক্ষা শক্তিমান ছিলেন তিনি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্রছিলেন হাজি সফিয়ানামক একজন মুসলমান বনিক তাহাকেবাল্যকালে ক্রয়করিয়া তাহারত্বকচ্ছেদ করিলেন এবং ইস্পাহান দেশে লইয়া উত্তমরূপে বিদ্যাব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা করাইলেন ঐ উপকারি ব্যক্তির পরলোক হইলে তিনি দেকানদেশে গিয়া বেরারের দেওয়ানের নিকটে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন তথায় তিনি কর্ম্মোপযোগি জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এমত প্রকাশ করিলেন যে মহারাজ আরঙ্গেব সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে হাইদ্রাবাদের দেওয়ান করিলেন তিনি তৎকর্ম্মেও অতি বিশ্বাসের পাত্র হইয়া ১৭০১ শালে বাঙ্গালার দেওয়ান হইলেন আকবরের রাজ্য অবধি আরঙ্গেবের ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি মহারাজদিগের রাজ্যকালে বাঙ্গালায় নাজিম ও দেওয়ান এই দুইজন পরস্পর দমনে থাকিবেন এনিমিত্তে তাহারদিগের

দপ্তরখানা স্বতন্ত্র হইয়াছিল। সৈন্যদ্বারা দেশরক্ষাকরণ বিরোধ ভঙ্গ করণ এবং কোন নিয়মকরণ এই সকল কর্ম্ম নাজিমের কর্ত্তব্য ছিল দেওয়ান সমুদায় রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিতেন নাজিম আত্মবেতন ও সৈন্যদিগের ব্যয় দেওয়ান হইতে পাইতেন কিন্তু তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অনুজ্ঞা লিখিয়া পাঠাইতে হইত। দেওয়ান নাজিম হইতে ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিতেন কিন্তু তথাপি অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

মুরসিদকুলি খাঁ কর্ম্ম প্রাপ্তি কালে রাজসভা ঢাকায় থাকাতে তথায় গমন করিলেন এবং রাজস্বের অতিশয় অনিয়ম থাকাতে শুধরিবার কারণ যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন তিনি রাজকীয় ধন ব্যয়ে এমত সাবধান ছিলেন যে রাজকুমার ও তাঁহার সভাস্থলোকেরা যাবৎধন প্রার্থনা করিতেন তিনি তাবৎ কোন মতে দিতেন না একারণ রাজপুত্র তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিলেন। একদিবস দেওয়ান সভায় যাইতেছেন এমতকালে রাজপুত্রের কতিপয় সৈন্য নিজং বেতনের আপত্তি করিয়া তাঁহার পথ রোধ করিল তিনি শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া কোষ হইতে অসি বহিষ্করণ পূর্ব্বক ভৃত্যাদিগকে বর্ত্মরোধ ভঙ্গ করিতে আজ্ঞাকরিলেন সৈন্যেরা তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল। দেওয়ান রাজবাটী উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রের সম্মুখে কহিলেন যে এই কুমন্ত্রণার মূল কারণ তিনিই হইয়াছেন অনন্তর ছোরা ধরিয়া কহিলেন যে যদি তুমি আমার প্রাণ প্রার্থনা কর আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি নতুবা এমত কর্ম্ম আর কদাচ করিবে না। রাজপুত্র মহারাজের কঠিন স্বভাব জানিয়া অতি ভীত হইলেন এবং কহিলেন যে তিনি এবিষয়ে কোন দোষী নহেন কিন্তু দেওয়ান তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া এই বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া মহারাজের নিকটে পাঠাইলেন মহারাজ রাজপুত্রকে এমত কঠিনরূপে লিখিলেন যে

যদি তিনি দেওয়ানের শরীরে কিম্বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন তবে তিনি যথোচিত দণ্ড ভাগী হইবেন এবং মহারাজ তাঁহাকে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বেহারে বাস করিতে আজ্ঞা করিলেন অতএব তিনি রাজমহালে গমন করিলেন কিন্তু তথাকার বায়ুতে শরীরের পীড়া হওয়াতে ১৭০৩ শালে পাটনায় গমন করিলেন এবং তাঁহার নামদ্বারা তদবধি ঐ স্থানের নাম আজিমাবাদ হইল।

১৭০০ বৎসরের পরে পার্লিয়ামেণ্ট নামক সমাজ দ্বারা এক নূতন ও বিপক্ষ কোম্পানি ভারতবর্ষে বানিজ্য করিতে উদ্যত হইলেন তাঁহারদের নাম ইংলিষ কোম্পানি রহিল এবং পুরাতন কোম্পানি লাণ্ডন কোম্পানি নামে বিদিত হইল। ঐ নূতন কোম্পানিরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং হুগলিতে অধ্যক্ষ প্রেরণ করিলেন এইরূপে উভয় কোম্পানির মধ্যে এমত শত্রুতা হইল যে উভয় পক্ষের অতিশয় হানি জন্মাইল এবং প্রায় পঞ্চ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডীয় রাজসভাকে উভয় পক্ষের মিল করিতে হইল। ঐ উভয় কোম্পানি তদবধি উত্তরকালে ইউনাইটেড ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে বিদিত হইল।

১৭০৩ শালে মুরসিদ খাঁ এক বৎসরের রাজস্বের হিসাব পরিষ্কার করিয়া মহারাজের সম্মুখে দেখাইতে দেকানে গমন করিলেন আরঙ্গজেব সিংহাসনোপবিষ্ট হওনাবধি বাঙ্গালা ও বেহার দেশে কদাচ এমত অধিক উৎপন্ন হয় নাই অতএব দেওয়ানের চতুরতা দ্বারা তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম করিলেন এবং অতি সম্ভ্রম জনক এক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন তাহাতে আজিমওষান অতি ক্ষুণ্ন হইলেন কিন্তু তিনি মহারাজের স্বভাব জানিতেন একারণ সুতরাং সম্মত হইলেন।

১৭০৭শালের ২১ ফিব্রুয়ারি মহারাজ আরঙ্গজেব একাধিক

নবতি বর্ষ বয়স্ক হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন. তাঁহার জীবদ্দশায় মোগলদিগের রাজ্য বৃদ্ধিশীল হইয়া তদবধি হ্রস্ব হইতে আরম্ভ হইল, তিনি তিন পুত্রের মধ্যে আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, আজিমওষাণের পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন মহারাজের মৃত্যুর পরদিনে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লী গমন করিলেন, আজিম ওষাণ পিতামহের পীড়া শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে রাজ্যের নিমিত্তে বিবাদ করিতে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিলেন, তিনি এক প্রস্তুত সুশিক্ষিত সৈন্য ও স্বয়ং সংগৃহীত অষ্ট কোটী মুদ্রা সমভিব্যাহারে লইলেন, যখন তিনি শুনিলেন যে তাঁহার পিতামহের পরলোক হইয়াছে ও পিতৃব্য একাকী রাজ্য ভোগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন পিতাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন, তিনি প্রথমত আগ্রা অধিকার করিলেন এবং বাঙ্গালা হইতে বার্ষিক রাজস্ব এক কোটী মুদ্রা দিল্লী যাইতেছিল তাহা পথিমধ্যে আটক করিলেন, অনন্তর আরঙ্গজেবের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের সৈন্যেরা আগ্রার নিকটে জাজোর বিস্তৃত ভূমিতে যুদ্ধ করিল, তাহাতে আজিম সাহ ও তাঁহার দুই পুত্র সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়িলেন, ঐ বিজয়ী বাহাদুর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, ঐ দিনের বিজয় কেবল আজিম ওষাণের চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহার পারিতোষিকস্বরূপে পিতা তাঁহাকে পুনর্ব্বার তিন দেশের সুবাদার করিলেন, এবং মুরশিদ কুলিখাঁকে বাঙ্গালায় নায়েব রাখিতে উপদেশ করিলেন. রাজকুমার ভবিষ্যৎকার সন্তান সায়দ বংশীয় দুই বন্ধু দিগকে উচ্চ করিতে এই সময় পাইয়া সায়দ আবদুল্লা খাঁকে এলাহাবাদের ও সায়দ হুসিন খাঁকে বেহারের শাসন কর্ত্তা করিলেন।

১৭১২ শালে বাহাদুর সাহ পঞ্চ বৎসর রাজত্ব করিয়া লাহোরে পঞ্চত্ব পাইলেন, তাঁহার পুত্রেরা তৎকালে তাঁহার নিকটে তাঁবুতে প্রত্যেকে রাজ্যের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন, এবং সদ্ব্যবহারে নিষ্পত্তি করিতে অশক্ত হইয়া যুদ্ধের দ্বারা এবিষয়ের সমাধা করিতে স্থির করিলেন, যে যুদ্ধ হইল তাহাতে আজিম ওষাণ এক পক্ষে; অপরপক্ষে সকল ভ্রাতারা হইলেন, ঐ যুদ্ধে আজিম ওষাণ পরাজিত হইলেন, এবং যে হস্তির উপরে তিনি আরূঢ় ছিলেন, ঐ হস্তী এক কামানের গোলায় আহত হইয়া প্রভুর সহিত রাভী নদীতে মগ্ন হওয়াতে উভয়ের প্রাণ নষ্ট হইল। মোইজউদ্দিন আজিম ওষাণের একপুত্রকে নষ্ট করিয়া জেহান্দর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস বর্ণনার পূর্ব্বে দিল্লী সংক্রান্ত বিষয় সমাপ্ত করি।

১৭০৭ শালে যখন আজিম ওষাণ পিতার সহিত যুক্ত হইতে এতদ্দেশ পরিত্যাগ করেন তখন আপনার পুত্র ফরকসেরকে অধিকৃত স্বরূপে বাঙ্গালায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, ঐ রাজকুমার পরবৎসরে মুরসিদাবাদেগিয়া রাজকীয় কর্ম্মে মনোযোগ না করিয়া শুবাদারের সহিত সৌহার্দ্দ্যপূর্ব্বক পঞ্চবৎসর বাস করিলেন, পরে ১৭১২ শালে বাহাদুর সাহ ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইলে ফরকসের দিল্লীর রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে মুরসিদ কুলিখাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ঐ নবাব তাহা অস্বীকার করিয়া সহজে বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন, ফরকসের পাটনায় উপস্থিত হইয়া এক সরাইতে রহিলেন, তাঁহার পিতা হইতে উন্নতি পাইয়াছিলেন যে সায়দ হস্সিন আলি তৎকালে তিনি বেহারের শুবাদার ছিলেন, ফরকসের সেই পিতার পুত্র হইয়া তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, হস্সিন আলি জেহান্দর সাহের শক্তিতে ভীত হইয়া তাহা অস্বীকার করিলেন, ফরকসের

তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া একবার দর্শন দিতে প্রার্থনা করাতে তিনি তাহা অস্বীকার করিতে না পারিয়া ঐস্থানেতে আসিলেন, ফরকসের তাঁহাকে এক বিরলগৃহে লইয়া কহিলেন যে লাহোরের যুদ্ধের পরে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বিনাপরাধে মারিয়াছেন অতএব মৃত্যু কিম্বা বন্ধন ব্যতিরেকে ঐ মহারাজ হইতে তাঁহার অন্য [illegible] আশা নাই। এইরূপে রাজ্যপ্রাপ্তির কারণ হস্নিন আলির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা দ্বারা হস্নিনের মানস ফিরিল না ইতিমধ্যে ফরকসেরের বালিকা কন্যা তিরস্করিণীর পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার পদে পড়িল এবং পিতা ও তাঁহার পরিবারের প্রতি দয়া প্রার্থনা করিল এবং তাঁহার পিতামহের নিকটে যে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে কহিল। এবং অপর নিবেদন করিল যে তিনি ঐ ভাবি বক্তার সন্তান যাঁহার আজ্ঞা আছে যে কদাচ কৃতোপকার ভুলিবে না অতএব সে আজ্ঞায় কি রূপে মনোযোগ না করিবেন এই আবেদনকালে আজিম ওষানের পত্নী বহির্গমন করিয়া বিনয় করিতে লাগিলেন এবং যবনিকামধ্যে অপর রমণীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হস্নিন আলি এই সকল মায়ারোধ করিতে অক্ষম হইয়া ফরকসেরের প্রতি সম্মুখ হইয়া কহিলেন আমি জীবন পর্য্যন্ত তোমাকে দিতেপারি অতএব তোমার কর্ম্মে তাহা নিমগ্ন করিলাম। হস্নিন পরদিনে তাঁহাকে পাটনায় লইয়া হিন্দুস্থানের মহারাজ বলিয়া ঘোষণা করিলেন, আলাহাবাদের শুবাদার সায়দ আবদুল্লা এবিষয় শুনিয়া চমৎকার জ্ঞান পূর্ব্বক তাঁহার উপকারির পুত্র ফরকসেরের পক্ষে সাহায্য করিতে স্থির করিলেন এইরূপে দুই ভাই তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে সচেষ্টক হইলেন ইতিমধ্যে বাঙ্গালার বার্ষিক কর আলাহাবাদে উপস্থিত হওয়াতে সায়দ আবদল্লা আটক করিলেন

সায়দ ফরুকসের রাজ্য প্রাপ্ত হইলে অনেক বৃদ্ধির সহিত দিতে স্বীকার করিয়া পাটনাস্থিত বণিক্‌লোক হইতে বহুধন ঋণ করিলেন, এই উপায়দ্বারা তিনি বারাণসী যাত্রা করিলেন, এবং তথায় ঐরূপ নিয়মদ্বারা বনিক্‌লোক হইতে কিয়ৎ মুদ্রা লইলেন, অনন্তর সৈন্য বৃদ্ধি করিতেং আলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন, তথায় আবদুল্লার সহিত মিলিত হইয়া দুই ভ্রাতায় পঞ্চবিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ় ও এক প্রস্তুত গোলন্দাজ সংগ্রহ করিলেন, পরে ১৭১৩ শালের জানুয়ারি মাসে জেহান্দর সাহের ও ফরকসেরের সৈন্যেরা আগ্রার নিকটে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, সমস্ত দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধের পর জেহান্দর সাহের সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে কিঞ্চিৎ পরে তিনি স্বয়ং মারা পড়িলেন, এবং ফরকসের সুতরাং সর্ব্বত্রে মহারাজরূপে বিদিত হইলেন, মুরসিদ কুলিখাঁর সহিত যদি বিরোধ করিতে বিশিষ্ট হেতু ছিল তথাপি পূর্ব্ব প্রাপ্তকর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত রাখিলেন, মুরসিদ পূর্ব্বগত তিন মহারাজের নিকটে যেরূপে বার্ষিক কর পাঠাইয়া ছিলেন ইহাঁর নিকটেও সেইরূপে পাঠাইলেন।

মুরসিদকুলিখাঁ সামুদ্রিক বাণিজ্যদ্বারা বাঙ্গালার অতি উন্নতি দেখিয়া মোগল দিগকে এবং আরবীয়দিগকে ঐ বাণিজ্য করিতে উৎসাহান্বিত করিলেন এবং ভিন্নদেশীয় বিশেষত ইংরাজলোক দিগের কারখানা সুরক্ষিত দেখিয়া ঈর্ষান্বিত ছিলেন, একারণ বলভিতে স্থিরতর হইবা মাত্রে ইংরাজেরা রাজকুমার সুজা হইতে ও মহারাজ আরঙ্গেব হইতে যে সকল সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাহা অমান্য করিয়া এতদ্দেশীয় লোকের ন্যায় শুল্ক বা পুনঃ২ উপায়ন প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন এই আপত্তিতে ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইয়া দুইজন প্রধান ভৃত্য ও এতদ্দেশীয় কুমন্ত্রণায় পটু আরমানিদেশীয় খুজাসরহাদ নামক একজন এবং তাঁহারদিগের চিকিৎসক স্বরূপ উলি

য়াম হ্যামিলটন সাহেব এই চারি জনকে দিল্লীস্থ মহারাজের নিকটে দৌত্যকর্ম্ম করিতে পাঠাইলেন তাঁহারা যে সকল উপায়ন দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইলেন সে বহুমূল্য এবং দুর্লভ তাহার মূল্য প্রায় তিন লক্ষ মুদ্রা ছিল কিন্তু ঐ আরমানি দেশীয় মহাশয় দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইলেন যে তাঁহারা দশলক্ষ টাকার দ্রব্য লইয়া চলিলেন, তাহাতে তাঁহাদের যে যে দেশ দিয়া যাইতে হইবে তত্তৎস্থানের শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি নিজ২ লোক দ্বারা তাঁহাদিগকে নিরুদ্বেগে পাঠাইতে মহারাজ ফররুকসেরের আজ্ঞা করিলেন। সায়দ বংশীয় যে দুই ভ্রাতা ফররুকসেরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎকালে রাজসভায় অতি প্রধান পদস্থিত ছিলেন কিন্তু মহারাজ তাঁহারদিগের দ্বারা যাদৃশ উপকৃত হইয়াছেন তাদৃশ সম্ভ্রম করিতেন না, রাজ সভায় খোজা হস্সিন নামক আর একজন মহারাজের প্রিয় পাত্র ছিলেন তাঁহাকে মহারাজ খানদৌরান অর্থাৎ অর্থব্যয়ের কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ঐ দূতেরা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া নিয়মিত মন্ত্রিদিগের নিকটে নিবেদন না করিয়া ঐ মহাশয়ের নিকটে নিবেদন করিয়াছিলেন]।

যখন ঐ দূতেরা বাঙ্গালা ও পশ্চিম দেশ দিয়া অতি প্রাগল্‌ভ্য পূর্ব্বক গমন করিলেন, তখন বাঙ্গালার শুবাদার তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন, তাঁহারদের মানস ইংরাজদিগকে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব হইতে মোচন করিবেন তিনি ইহা জানিয়া ঐ মানস বিফল করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং যদি এক দৈবঘটনা না হইত তবে ঐ প্রতিজ্ঞা সফল করিতেন, রাজপুত বংশীয় রাজা অজিত সিংহ নামক এক হিন্দুর কন্যাকে মহারাজ বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন ঐ কন্যাও দিল্লীতে আনীতা হইল ইতিমধ্যে মহারাজের গুরুতর পীড়া হইল কোন বৈদ্যেরা উপশম করিতে না পারাতে সুতরাং বিবাহ তৎকালে রহিত হইল, পরে খোজা

হুসিনের পরামর্শানুসারে ইংরাজি চিকিৎসক হামিল্টন সাহেব আহুত হইয়া মহারাজকে সুস্থ করিলেন, তাহাতে মহারাজ চিকিৎসকের ইচ্ছানুসারে পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিলেন ঐ মহাশয় বটন সাহেবের উত্তম রীতির অনুযায়ী হইয়া যে নিমিত্তে এই দূতেরা আগমন করিয়াছেন, তাহাই মহারাজের নিকটে প্রার্থনা করিলেন, মহারাজ তাহা করিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু বিবাহোৎসবে ছয়মাস যাপন হওয়াতে তন্মধ্যে তাহাদের নিবেদন পত্র শ্রুত হইল না। ইংরাজদিগের প্রার্থনা ছিল যে কলিকাতাস্থিত অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রে যেং দ্রব্য নির্দিষ্ট থাকিবে তাহা এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা রোধ বা অনুসন্ধান না করেন এবং মুরশিদাবাদস্থিত মুদ্রালয়ে তিন দিন কোম্পানির টাকা মুদ্রিত হইবে যে সকল এতদ্দেশীয় বা ইউরোপীয় লোকেরা ইংরাজদিগের ঋণী আছেন তাঁহারা কলিকাতাস্থিত অধ্যক্ষের অধীনতায় আসিবেন, এবং কলিকাতার চতুর্দিগে অষ্টত্রিংশৎ গ্রাম বা নগর ইংরাজেরা ক্রয় করিতে পারেন। মন্ত্রিরা এই সকল প্রার্থনায় প্রথমত অনেক আপত্তি করিলেন কিন্তু অবশেষে সকলি দত্ত হইল, ইংরাজদিগের আগমনকালে তাহারা কথিত হইলেন, যে ঐ সনন্দে কেবল উজির স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাতে তাহারা পুনঃ২ প্রার্থনা করিলেন, যে মহারাজ স্বাক্ষর করেন কিন্তু ঐ বিষয় নিষ্পত্তির কারণ তাহাদিগকে দুইবৎসর অপেক্ষা করিতে হইল, এবং যদি সুরতস্থিত ইংরাজদিগের অধ্যক্ষ তথাকার কারখানা ত্যাগ করিয়া বোম্বে পলায়ন না করিতেন তবে বোধ হয় ঐ সনন্দে মহারাজের মুদ্রা দুর্লভ হইত। মন্ত্রিরা ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুনর্বার যদি ইংরাজেরা মোগলদিগের জাহাজ ও তীর্থযাত্রিদিগকে রোধ করেন, একারণ ভীত হইয়া ত্বরায় সম্ভ্রম করিলেন।

ঐ দূতেরা ১৭১৭ শালে সুসিদ্ধ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন,

মুরসিদকুলিখাঁ তাঁহাদের সুসিদ্ধিতে ক্রুদ্ধ হইলেন। ইংরাজদিগকে যে অষ্টত্রিংশৎ গ্রামের অনুজ্ঞা দত্তা হইয়াছিল, তাহা কলিকাতার দক্ষিণ নদীর উভয় তীরে পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত ছিল, সুতরাং ইংরাজদিগের ঐ নদীর কর্তৃত্ব ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রভুত্ব হইতে পারে, মুরসিদ ঐ সনন্দের অন্য বিষয় দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু ভূমি বিষয়ে বাধা করিতে উদ্যত হইয়া সকল জমিদারকে লিখিলেন যে যদি তাহারা এক অঙ্গুলি ভূমি ইংরাজদিগকে প্রদান করেন তবে যথোচিত দণ্ডভাগী হইবেন, এইরূপ সমুদায় আশা বিফলা হইল, কিন্তু অন্যান্য বিষয় যাহা প্রাপ্ত হইল, তাহাতেও বিস্তর উপকার হইল। দূতদিগের প্রত্যাগমনের পর এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় কলিকাতাস্থিত লোকেরা এক প্রকার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেন, ঐ স্বাধীনতা স্থানান্তরস্থিত লোকেরা অজ্ঞাত ছিলেন, চতুর্দিগ হইতে বণিকেরা তথায় আসিয়া বাসগৃহ ও দপ্তরখানা নির্ম্মাণ করিলেন, অবিলম্বে প্রায় তিন লক্ষ মোন জাহাজে বোঝাই হইল, এইরূপে কলিকাতা ভারতবর্ষের মধ্যে চমৎকৃত বাণিজ্য স্থান হইল।

১৭১৮ শালে দিল্লীস্থ রাজসভাদ্বারা মুরসিদ কুলিখাঁ বেহার বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা এই তিন দেশের নাজিম ও দেওয়ান কৃত হইলেন, আকবরের অধিকারের পর মোগল রাজ্যমধ্যে এমত শক্তি কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত হন নাই। পরবৎসর হতভাগ্য ফরকসের কোন নিষ্ঠুর ব্যক্তি দ্বারা মারাপড়াতে মহম্মদ সাহ মহারাজ হইলেন, নূতন মহারাজের রাজ্যপ্রাপ্তিকালে যেরূপ করিতে হয় নাজিম তদনুরূপ উপায়ন ও বার্ষিক কর প্রেরণ করিয়া নিজ কর্ম্মে দৃঢ়ীকৃত হইলেন।

তিনি অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাবাধায় বাঙ্গালা শাসন করিয়া রাজস্ব আদায় বিষয়ে উপযুক্তরূপে রীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎকর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল প্রাচীন জাইগিরদার

ছিলেন, তাঁহারদিগের অধিকাংশকে তিনি পদচ্যুতকরিয়াছিলেন তিনি এতদ্দেশকে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুই চাক্‌লা উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল এবং পঞ্চ চাকলা গঙ্গার পশ্চিমভাগে অপর ছয় চাকলা পূর্ব্বভাগে ছিল, এই সকল বৃহৎ অংশমধ্যে ক্ষুদ্রং জমিদারী ভাগ ছিল, এই রূপক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিভাগের রাজস্ব আদায় করিতে জমিদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দিনাজপুর নবদ্বীপ রাজসহাই প্রভৃতি স্থানের হিন্দুরাজা সকল তাঁহার দ্বারা কৃত হইয়াছেন, তাহা দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথমত ভিন্নং চাকলার প্রদেশ হইতে রাজস্ব আদায় করিতে নিযুক্ত ছিলেন, পরে ক্রমেং ধনবান ও শক্তিমান্ হইলেন, অবশেষে ঐ অধিকার পৈতৃক বলিয়া ক্রমাগত হইল, এইরূপে ১৭২৫ শাকে রামজাননামক এক ব্রাহ্মণের হস্তে রাজসহাই অর্পিত হইল. প্রায় ঐ সময়ে রামনাথ নামক এক ক্ষুদ্র কিন্তু ক্ষমতাপন্ন জমিদারের নিকটে দিনাজপুর বিন্যস্ত হইল, রঘুরাম নামে এক ব্রাহ্মণের নিকটে নবদ্বীপ সমর্পিত হইল। বীরভূম ও বসন্তপুরে সেরূপ হইল না, সের সাহের সহিত যে পাঠান বংশীয় মুসলমানেরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের সন্তান একজনের হস্তে বীরভূম নিক্ষিপ্ত হইল, তিনি সরকারে অতি অল্প রাজস্ব দিতেন; কারণ তথাকার পাশ্চাত্য পর্ব্বতীয় দস্যুদিগকে নিবারণার্থে তাঁহার একপ্রস্তুত সেনা রক্ষা করিতে হইল। বসন্তপুর ক্ষুদ্রপর্ব্বতময় ও ক্লেশ জনক স্থান ছিল, একারণ যে পরিবারে সহস্র বৎসর হইতে অধিক কাল পর্য্যন্ত তৎস্থান শাসন করিয়াছিল, তাহাদিগের হস্তেই দত্ত হইল, নবাব প্রায় হিন্দুদিগকে রাজস্ব আদায় করিতে নিযুক্ত করিতেন, কারণ তাঁহারা সুবোধ ও উত্তম হিসাবী ছিলেন।

এই সকল বিষয় জমিদারদিগের হস্তগত করিবার পূর্ব্বে তিনি

নিজলোকদ্বারা উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলেন এবং তাঁহাদিগের বিবরণদ্বারা করের পরিবর্দ্ধ করাতে প্রায় একাদশ লক্ষমুদ্রা অধিক পাইলেন। ১৭২২ শালে তাঁহার রাজস্বের খাতাপ্রস্তুত হইল, মোগলদিগের এতদ্দেশ জয়ের পর ঐ খাতা তৃতীয় হইল, এবং তাহাতে এককোটী দ্বিচত্বারিংশৎ লক্ষ অষ্টাশীতি সহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং সনদয় হইতে ত্রয়স্ত্রিংশৎলক্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক রাজকীয় কর্ম্মার্থে অর্থাৎ দেওয়ানী ফৌজদারী ও জলস্থিত সৈন্যরক্ষা এই সকল বিষয়ে ব্যয় হইত এবং যেস্থান হইতে এই ধন উৎপন্ন হইত তাহাকে জাইগির বলা যাইত। ব্যয়াবশিষ্ট বাঙ্গালার উৎপত্তি ১০৯৬০০০০ মুদ্রাছিল এবং যে সকল স্থান হইতে এই অর্থ উৎপন্ন হইত তাহাকে খলসা বলা যাইত। মুরসিদকুলি খাঁ প্রতিবৎসর এইধন যথারূপে দিল্লীস্থ মহারাজের ভাণ্ডারে প্রেরণ করিতেন অতএব যে কেহ মহারাজ হউন তিনি এই তিন প্রদেশের শুবাদার ছিলেন। সমুদায় নগদ টাকা নিয়মমতে বৎসর অতীত হইবামাত্রে দুইশত বা অধিক গোশকটে নিবিষ্ট করিয়া নবাব স্বয়ং ও মন্ত্রিরা মুরসিদাবাদ হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত রক্ষকদিগের সহিত যাইতেন, পরে এক জন নায়েব কোষাধ্যক্ষের নিকটে অর্পিত হইত, যিনি তিনশত অশ্বারূঢ় ও পঞ্চশত পদাতিকের সহিত দিল্লীতে লইয়া যাইতেন, এইরূপে পঞ্চদশ বৎসর ও নয় মাস কালের মধ্যে তিনি যে প্রায় সার্দ্ধ ষোড়শ কোটীমুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার লিখন অদ্যাপি আছে।

দেশরক্ষার্থে ও রাজস্ব আদায় করিতে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহা দুইসহস্র অশ্বারূঢ় এবং চারিসহস্র পদাতিক হইতে অধিক নহে, তাঁহার পূর্ব্ব নাজিম নিজ রক্ষার্থে তিন সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া

বৎসরে দশ লক্ষ মুদ্রা [illegible] করিলেন, তিনি সমুদায় হিসাব আপনি দেখিতেন, কোন জনকে এবিষয়ে বিশ্বাস করিতেন না। রাজস্বের আদায়ে তিনি অতি কঠিন ছিলেন, ঐ সকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রাজ্যাংশে যে সকল জমিদারেরা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা কেহ এক টাকা বাকী রাখিতে সমর্থ হইতেন না, তাঁহার শক্তিতে সকলে এমত ভীত ছিল, যে একবার সংবাদ দিবামাত্রে সমুদায় বকেয়া আদায় হইত, যদি কোন হিন্দুলোকেরা শঠতা করিত, তিনি তাঁহাদিগকে সপরিবারে মুসলমান করিতেন, এবং রাজস্ব আদায় করিতে যে সকল ভৃত্যেরা নিযুক্ত ছিল, তাহারা প্রজার প্রতি অতিশয় ক্রূরতা প্রকাশ করিত, কিন্তু এবিষয় তাঁহার জ্ঞান পূর্ব্বক ছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ হয়, যে জমিদার দিগের বকেয়া থাকিত, তাহাদিগের প্রতি নাজির অহম্মদ নামক এক ব্যক্তি নানা প্রকার ক্লেশ জনক কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু ক্রূরতা বিষয়ে নবাবের দৌহিত্রীপতি সায়দরেজাখাঁ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন, তিনি রাজস্বের আদায় কারণ এক পুষ্করিণী খনন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র ও নানাপ্রকার অতিদুর্গন্ধ দ্রব্যদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, যে জমিদারদিগের কর বাকী থাকিত, তাঁহাদের গলায় রজ্জু দিয়া ঐস্থান মধ্যে টানাটানী করিতে আজ্ঞা করিতেন, এবং ঐ মহাশয় পরিহাস পূর্ব্বক তৎস্থানকে বৈকুণ্ঠ কহিতেন।

মুরসিদকুলিখাঁ সপ্তাহে দুইদিন বিচার করিতেন, তাঁহার বিচার এমত পক্ষপাত বিহীন ছিল, যে হিন্দুস্থান মধ্যে সুখ্যাত হইল, তিনি একমাত্র স্ত্রী বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং কদাচ পুরী মধ্যে অন্য রাখেন নাই, তিনি সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষ নিবারণে সযত্ন ছিলেন, একারণ কদাচ ধান্যাদি স্থানান্তর করিতে দিতেন না, স্বয়ং মুসলমান শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, এবং বিদ্বান্‌লোকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন, তাঁহার স্বভাব সর্ব্বলোকের প্রতি দানশীল ছিল, এবং তাঁহার ব্যবহার শঠতা শূন্য ছিল, তিনি অতি সামান্য

দ্রব্য আহার করিতেন, কদাচ সুভোগে রত হইতেন না, কেবল তাঁহার জীবন বিষয়কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে নিমগ্ন ছিল ।।

১৭২৪ শালে জীবনের শেষাবস্থা বুঝিয়া অতি সুদৃশ্যরূপে নিজ গোরস্থান নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি যে পদ স্বয়ং ভোগ করিলেন, ঐপদে নিজ দৌহিত্র সর্ফরাজখাঁকে স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঐ বালকের পিতা সুজাউদ্দিনখাঁ যিনি তৎকালে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, স্বয়ং শুবাদারী প্রাপ্ত হইতে শ্বশুরের চেষ্টা বিফল করিতে উদ্যোগ করিলেন, তাহাতে তাঁহার পরমবন্ধু দিল্লীস্থিত এক প্রধান মন্ত্রী মুরসিদকুলিখাঁর পরলোক হইলে তৎকর্ম্ম তাঁহাকে দিতে মহারাজের আজ্ঞা করাইয়া তাঁহার যত্ন সফল করিলেন। মুরসিদকুলিখাঁ পরবৎসরে ইং ১৭২৫ শালে লোকান্তর গত হইলেন, তিনি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অষ্টাদশবৎসর তাঁহার উপরি কর্ত্তৃত্ব করিবার লোক ছিল না, সুজাউদ্দিন নবাবের শারীরিক কুশলসংবাদ প্রতিদিন প্রাপ্ত হইবার কারণ মুরসিদাবাদে দূত স্থাপন করিয়াছিলেন, যখন শুনিলেন, যে তাঁহার ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার আর সম্ভাবনা নাই, তৎকালে তিনি মুরসিদাবাদে আসিতে যাত্রা করিলেন, এবং পথিমধ্যে নবাবের মৃত্যু সংবাদ ও মহারাজ হইতে তৎকর্ম্মে নিয়োগ পত্র পাইয়া ত্বরাপূর্ব্বক মুরসিদাবাদে আসিয়া দেখিলেন, যে তাঁহার পুত্র ঐ গদী অধিকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু যখন ঐ যুবা জানিলেন, যে তাঁহার পিতা দিল্লীস্থ রাজসভার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন, সুজা উদ্দিন সুতরাং ১৭২৫ শালে বাঙ্গালার নাজিম ও দেওয়ান হইলেন। মুরসিদ কুলিখাঁ যদিও ইংরাজদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন, ও তাঁহাদিগের বাঞ্ছার ব্যাঘাত সর্ব্বদা করিতেন, তথাপি তাঁহারা কোর্ট আব ডিরেক্টরের প্রতি যে পত্র লিখিয়াছেন,

তাহাদ্বারা বোধ হইতেছে, যে তাহারা তাঁহার মৃত্যুতে অতি দুঃখিত হইয়াছিলেন ॥

সপ্তম অধ্যায়।

সুজাউদ্দিন তুরকীয় খোরাসান বংশোদ্ভব ছিলেন, তাঁহার জন্ম ভূমি সেকান দেশান্তর্গত বুরহান পুর ছিল, তিনি বাল্যকালে মুরসিদ কুলিখাঁর সহিত সৌহার্দ্য করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন, যখন মুরসিদ বাঙ্গালার দেওয়ান হইলেন, তখন জামাতাকে উড়িস্যায় নায়েব করিয়া পাঠাইলেন, অনন্তর মিরজা মুরসিদ নামক একজন সুজার কুটুম্ব হাজি আহম্মদ ও মিরজা মহাম্মদ আলি এই দুই পুত্রকে সুজার নিকটে রাখিলেন, তাঁহারা দুই ভ্রাতা বিশেষত মিরজামহম্মদআলি বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে অতি সুখ্যাত হইলেন, ঐ ব্যক্তি মুরসিদকুলিখাঁর মৃত্যুর পরে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত আলিবর্দ্দি খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া রাজকীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুই ভ্রাতা সরকারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া স্বকীয়ক্ষমতাপ্রযুক্ত সুজার নিয়ম সকল সরজন মনোনীত করিতেন।

মোগল রাজ্যের নিয়ম ছিল যে সরকারের যে কোন লোক যাবৎ ধন সঞ্চয় করিবেন, তাহার মৃত্যু হইলে সমুদায় মহারাজগামি হইবে অতএব সুজা মৃতসুবাদার তাঁহার শ্বশুর যাবৎসম্পত্তি রাখিয়াছিলেন: সমুদায় গ্রহণ করিয়া একষষ্টি লক্ষমুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন, বোধ হয় তদনুরূপধন আপনিও রাখিলেন, এই বৃহৎ উপায়নদ্বারা মহারাজ তাঁহার সুবাদারী কর্ম্ম দৃঢ়তর করিলেন, কিন্তু বেহারদেশে অপর একজন সুবাদার করিলেন। সুজা নিজপুত্র সর্ফরাজখাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ান করিলেন, এবং রায় আলমচাঁদ নামক একব্যক্তিকে রায়রায়ান উপাধি দিয়া তাঁহার নায়েব করিলেন, অনন্তর সমুদায় আবশ্যক কার্য্য বিবেচনা করিবার কারণ এক সভা স্থাপন করিলেন, তাহাতে হাজিআহম্মদ

মিরজা মহাম্মদআলি আলমচাঁদ এবং মহারাজের বণিক জগৎ সেট এই কয়েক জন ছিলেন। তিনি দয়াপূর্ব্বক রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বগত শুবাদার যে সকল জমিদার দিগকে বাকী প্রযুক্ত বদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন, এইরূপ নম্র স্বভাব থাকিলেও তিনি প্রথম বৎসরে বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার রাজস্ব হইতে এককোটী অষ্টাধিক চত্বারিংশৎ লক্ষ মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু উহার মধ্যে তাঁহার শ্বশুরের ধন অবশ্যই ছিল।

মুরসিদের মৃত্যুর এক বৎসর পরে ১৭২৬ শালে বিচারার্থে মান্দ্রাজে যেরূপ নগরাধ্যক্ষের বিচার স্থানছিল, সেইরূপ কলিকাতায় হইল, তাহাতে ইংরাজ জাতীয় একজন নগরাধ্যক্ষ ও কতিপয় মণ্ডল ছিলেন। যৎকালে ঐরূপ ধর্ম্মাধিকরণ মান্দ্রাজে স্থাপিত হয়, তৎকালে কোর্ট আব ডিরেকটর দিগের ইচ্ছা ছিল, যে কতিপয় তদ্দেশীয় ও পোর্ত্তুগিস এবং আরমেনিয়ানেরা তাহাতে নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই ঐ কর্ম্ম অস্বীকার করিলেন। এবং কলিকাতাস্থ ঐ অধিকরণের বিষয়ে তাঁহারা যেং উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আজ্ঞা করিলেন, যে উহার আড়ম্বরী সহজরূপে সংক্ষিপ্ত হইবে নতুবা অধিক বিলম্ব হইলে যথার্থ বিচারে ও ঘৃণা হইবে।

সুজাউদ্দিন মুরসিদের ন্যায় পরিমিতাচার ত্যাগ করিলেন, তিনি অতি আড়ম্বরীতে ও সম্ভোগে রত ছিলেন, মুরসিদ কুলি খাঁর পুরী অতিক্ষুদ্র বোধ করিয়া তিনি এক নূতন উজ্জ্বল পুরী নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তুল্যরূপে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য পঞ্চ সহস্র হইতে পঞ্চ বিংশতি সহস্র করিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার শাসন প্রথমত এমত বিবেচনা পূর্ব্বক ছিল, যে সকল লোক কহিতেন, যে তাঁহার সৌভাগ্য উপযুক্ত বটে।

তাঁহার পদপ্রাপ্তির দুই বৎসর পরে বেহারের শুবাদার দোষী

হওয়াতে পদচ্যুত হইলেন, এবং ঐ শুবা পুনর্ব্বার বাঙ্গালার সহিত মিলিত হইল, সুজা উদ্দিন নিজপুত্র সর্ফরাজ খাঁকে ঐ শুবায় নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী পুত্রকে বিদেশে পাঠাইতে অস্বীকার করাতে মিরজা মহাম্মদ আলি তথায় প্রেরিত হইলেন, আলিবর্দ্দিখাঁ নামে তিনি সুবিদিত ছিলেন, এবং তৎসভায় তাঁহার তুল্য ক্ষমতাপন্ন জন কেহ ছিলেন না, তিনি তদবধি ১৭৪০ শাল পর্য্যন্ত একাদশ বৎসর ক্রমিক বেহার শাসন করিলেন। প্রথমত পাটনায় আসিয়া দেখিলেন, রাজকীয় কর্ম্ম সকলি নিয়ম শূন্য হইয়াছে, জমিদারেরা অবাধ্য হইয়াছেন, ও চতুর্দ্দিগে দস্যুরা দেশ লুঠ করিতেছে, অতএব অতিসাহসী আবদুল করিমখাঁর অধীনে এক প্রস্তুত পাঠান সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, পরে তাহাদের সাহায্য দ্বারা ও যে সৈন্য তিনি আনিয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্য দ্বারা দেশের সুনিয়ম করিলেন, তিনি জমিদার দিগের নিকট হইতে অধিক মুদ্রা আদায় করিয়া সৈন্য বৃদ্ধি করিলেন, পরে, যখন সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা সিদ্ধি হইল, তখন আবদুল করিমখাঁর অতিশয় অহঙ্কার হওয়াতে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন, এবং কথিত আছে, যে এই কর্ম্মদ্বারা অবাধ্য ব্যক্তিরা ভীত হওয়াতে তাঁহার শক্তি দৃঢ়তর হইল।

প্রায় এই সময়ে আষ্ট্রিয়ার মধ্যস্থ নিদরলণ্ড নিবাসি কতিপয় বণিক লোকেরা পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপনদেশে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন করিতে জর্ম্মনিস্থিত মহারাজ হইতে আজ্ঞা পাইলেন, তাঁহারা বাঙ্গালায় অনেক জাহাজ প্রেরণ করিয়া বহুলাভজনক বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে ইংরাজেরা ও ওলন্দাজেরা হিংসক হইয়া এতদ্দেশ হইতে তাঁহাদের মূলোৎপাটন করিতে চেষ্টায় রত হইলেন, ঐ নূতন বণিকেরা চন্দননগরের অন্য পারে বাঁকী বাজার নামক এক স্থানে

দুর্গ করিলেন, পরে ১৭৩৩ শালে তাঁহারা বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইলেন, এবং তাঁহাদের দুর্গভগ্ন হইয়া সমভূমি হইল।

সুজা উদ্দিন মুরসিদ কুলিনামক জামাতাকে ঢাকা অঞ্চলের নায়েব নাজিম করিলেন, তিনিও মীরহবীব নামক একজনকে নিজ দেওয়ান করিলেন, ঐজন পারসীকের অন্তর্গত সেরাজদেশে জাত এবং হুগলিতে দালালীকর্ম্ম করিতেন, তিনি লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু উৎকৃষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন, যখন তিনি ঢাকায় নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে ত্রিপুরার স্বাধীনরাজার ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের সহিত বিরোধ করিয়া একজন মুসলমান জমীদারের নিকটে আশ্রয় লইলেন, ঐ জমিদার তাঁহাকে মীরহবীবের নিকটে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে দেওয়ান ত্রিপুরা জয় করিতে উত্তম অবসর বুঝিয়া এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া রাজা সতর্ক হইবার পূর্ব্বে ঐদেশে প্রবেশ করিলেন, রাজা সুতরাং পর্ব্বত মধ্যে পলায়ন করিলেন, মীরহবীব তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে ঐসিংহাসনে স্থাপিত করিয়া তথাকার রাজস্বের অধিকাংশ বাঙ্গালার শুবাদারকে দিতে প্রবৃত্ত করাইলেন, ঐরাজ্য অতিপূর্ব্বকালাবধি স্বাধীন হইয়াছিল, কিন্তু তদবধি মুসলমান রাজ্যেযুক্ত হইল, পর বৎসর মুরসিদকুলি উড়িষ্যার নায়েব শুবাদার হইয়া মীরহবীব দেওয়ানকে সমভিব্যাহারে লইলেন, তাঁহার নিয়মদ্বারা তদ্দেশের ব্যয় হ্রাস ও রাজস্ব বৃদ্ধি হইল, এতৎ পূর্ব্বশুবাদারের অধিকারকালে খুরদার রাজার অপকার করাতে তিনি জগন্নাথ বিগ্রহ লইয়া উড়িষ্যার সীমা চিল্ক নদীর পারে গিয়াছিলেন, তাহাতে তীর্থ যাত্রিকেরা যে প্রায় নয়লক্ষ মুদ্রা কর দিতেন, তাহা রহিত হওয়াতে রাজস্বের ন্যূনতা হইল, মুরসিদকুলি ও তাঁহার দেওয়ান প্রথমতঃ উড়িষ্যায় গিয়া রাজা হইতে ঐবিগ্রহ আনিয়া পুরীতে স্থাপন করিলেন, তাহাতে তীর্থ যাত্রিকেরা পূর্ব্ববৎ তথায় আসাতে ঐ কর উৎপন্ন হইল।

মুরশিদকুলির উড়িষ্যায় পরিবর্তকালে সুজাউদ্দিন তাঁহার পুত্র সর্ফরাজখাঁকে গালিব আলিনাম দিয়া ঢাকার নায়েব করিলেন, এবং জসবন্তরায়কে তদ্দেশের দেওয়ান করিলেন, ঐ ক্ষমতাপন্ন মহাশয় পূর্ব নাজিম মুরশিদকুলিখাঁর নিকটে থাকিয়া তত্তুল্য দয়ালু দানশীল ও কর্ম্মে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তিনি সকল দোষ নিবারণ করিলেন, এবং তাঁহার নৈপুণ্য দ্বারা ঐ দেশ সনযুক্ত ও উজ্জ্বল হইল এবং অপক্ষপাতে বিচার হওয়াতে জসবন্তরায়ের ও তাঁহার প্রভুর চরিত্র সমুদায় দেশে সুখ্যাত হইল। ইহা পূর্ব্বে উক্ত আছে, যে যখন সাইস্তখাঁ ঢাকায় থাকিয়া বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন, তৎকালে ঢাকায় অষ্টমন চাউল করিয়া চিরস্মরণার্থে নগরে দ্বার নির্মাণ করিয়া তাহাতে লিখিয়াছিলেন, যে এতদপেক্ষা চাউলের ন্যূনমূল্য নাকরিয়া কোন ব্যক্তি দ্বারখুলিবে না, জসবন্ত রায় তাহা করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রতি ঐ দ্বার খুলিতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর শুবাদার সুজা উদ্দিন বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত কর্ম্মে অধিক মনোযোগদিতে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার পুত্র সর্ফরাজ অধিক মনোযোগ করিতে লাগিলেন, তিনি অধিক বিবেচনা নাকরিয়া গালিবআলিকে ঢাকা হইতে আহ্বান করিয়া মরুদআলিনামে এক জন বালক কুটুম্বকে তৎকর্ম্মে প্রেরণ করিলেন, ঐমরুদআলি রাজবল্লভকে সহিত লইয়া নিজ পেস্কার করিলেন, তাঁহারা অতিশয় দৌরাত্ম্য করাতে জসবন্তরায় ঘৃণা পূর্ব্বক তৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুরসিদাবাদে আসিলেন। মরুদআলির ও রাজবল্লভের দমনাভাব হওয়াতে তাহারা নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া দেশের দুর্দশা করিলেন॥

সুজাউদ্দিনের রাজ্যকালে ভিন্নদেশীয়েরা অর্থাৎ ইংরাজ ফরাসি ও ওলন্দাজেরা নির্বিরোধে বহুধন উপার্জন করিলেন, তাঁহারা মহারাজ হইতে ও পূর্ব্ব গত শুবাদার হইতে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাহাতে কোনবাধা করেন নাই কেবল

এক বিবাদ ঘটিয়াছিল, যে হুগলির ফৌজদার ইংরাজদিগের একখান রেসমের নৌকা আটক করাতে তাঁহারা কিয়ৎ পদাতিক প্রেরণ করিয়া তাহা উদ্ধার করিলেন, এই বিষয় সুবাদারের নিকটে মহৎ অপকার বলিয়া নিবেদন করাতে কলিকাতায় ও অন্যান্য কারখানায় এতদ্দেশীয় যে সকল লোকেরা খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিত, তিনি তাহাদিগকে তৎকর্ম্মে নিষেধ করিলেন, ইংরাজদিগের সুতরাং অধিক মুদ্রা দান করিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করিতে হইল। ঐ সময়ে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের অতিশয় বৃদ্ধি হইল, কিন্তু উত্তমরূপে নির্ব্বাহ না করাতে বৎসরে শতকরা অষ্ট মুদ্রা লভ্য হইল; কিন্তু ওলন্দাজদিগের শতকরা পঞ্চবিংশতি মুদ্রা লভ্য হইল, কোম্পানির অধ্যক্ষেরা নিজ২ বাণিজ্যে এমত রত ছিলেন, যে তাঁহাদিগের প্রভুর লভ্য বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতে পারিতেননা, কলিকাতাস্থিত প্রধান অধ্যক্ষদিগের মাসিক বেতন তিনশত টাকার অধিক ছিলনা, কিন্তু তথাপি তাঁহারা অতিশয় সুভোগে নিরত ছিলেন, তাঁহাদের নিজ বাণিজ্যের লভ্য হইতে ঐবিষয়ের নিষ্পত্তি হইত, সর্ব্বপ্রধান ও অনেক তাঁহার অধীন ব্যক্তিরাও ছয়অশ্বের শকটে আরোহণ করিতেন, এবং তাঁহাদের ভোজন কালে নানাবিধ বাদ্য হইত, অতএব কোর্টআবডিরেকটর দিগের ঐসকল ভৃত্যদিগের প্রতি তদবস্থায় থাকাপ্রযুক্ত তিরস্কার করিয়া লিখিতে হইল। ১৭৩০ শাল হইতে ১৭৪২ শালপর্য্যন্ত চন্দ্রনগরে ফরাসিদিগের কারখানার অধ্যক্ষ ডপলিকস ছিলেন, পূর্ব্বগত অধ্যক্ষ সকল অপেক্ষা তিনি অতিশয় বিষয় বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন, ঐঅধ্যক্ষতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং মহৎ বণিক ছিলেন, এবং আপনার সাহসদ্বারা বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রায় দ্বাদশ নিজ জাহাজ দ্বারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাণিজ্য করি-

তেন, তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে চন্দ্রনগরে দুই সহস্র ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হয়, এবং বাঙ্গালায় ফরাসিদিগের অতিশয় প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়।

১৭৩৭ শালের ১১ আক্‌টোবর রাত্রিকালে ভাগীরথীর মুখ অঞ্চলে অতিশয় ঝড় হয়, নদীর শতক্রোশ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ অনুভব হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকদিগের অসম্ভব ক্লেশ ভোগ করিতে হইল, এবং তৎকালে দৃঢ়তর ভূকম্প হইবাতে ঐ নগরের অপরিমিত হানি হইল, দুইশত গৃহ নষ্ট হইয়াছিল, ও অতি চমৎকৃত গিরিজার চূড়া ভগ্ন না হইয়া ভূমি মধ্যে মগ্ন হইল। জাহাজ সুলুপ ও নৌকা সমুদায়ে প্রায় বিংশতি সহস্র নষ্ট হইল, নদীস্থিত নয়খান ইংরাজদিগের জাহাজের মধ্যে অষ্টখান নাবিক লোকের সহিত নষ্ট হইল, দুই সহস্র মনি নৌকাসকল বৃক্ষোপরি উৎক্ষিপ্ত হইল, এবং নদী হইতে একক্রোশ পর্য্যন্ত দূরে ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, প্রায় তিন লক্ষ প্রাণী নষ্ট হইল, নদীর জল স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ষড় বিংশতি হস্ত উচ্চ হইয়াছিল; এই দুঃখভোগানন্তর পরবৎসরে তদনুরূপ দুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে কলিকাতাস্থিত শাসনকর্ত্তা অতি উদ্যুক্ত হইয়া এতদ্দেশীয় দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অনেক সাহায্য করিলেন, তাহাদের রাজস্ব ক্ষমা করিলেন, ভাবিকর্ম্মের আশায় অগ্রে ধন প্রদান করিলেন, চাউলের মাসুল নিবৃত্ত করিলেন, এবং সরকারি ধন হইতে অনেক খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া দীনদিগকে বিতরণ করিলেন।

সুজাউদ্দিন চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন, ঐ কাল অতি সৌভাগ্যযুক্ত ছিল, তিনি যথার্থ বিচার ও দয়া ও দাতৃত্বের মূর্ত্তিস্বরূপে বর্ণিত আছেন। যে সকল ব্যক্তিদিগের অপকার করিয়াছেন, এমত বুঝিলেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদিগ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তিনি নিয়মানুসারে এককোটী হইতেও অধিক মুদ্রা দিল্লীতে পাঠাইতেন, একারণ কর্ম্মে স্থিরতর ছিলেন,

তিনি আপনার শেষাবস্থা দেখিয়া নিজপুত্র সর্ফরাজখাঁকে আহ্বান করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন, যে তিনি হাজি আহম্মদ ও জগতসেট ও রায়রায়ান এই কয়েক ব্যক্তির পরামর্শ শুনিবেন, অনন্তর তাঁহাকে রাজত্বকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। মোগলদিগের এতদ্দেশ জয়ের পর প্রথমত ঐ শুবাদার নিজ উত্তরাধিকারী স্থির করিলেন, ঐ সময়ে পারসীকদেশীয় নাদির সাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করাতে সমুদায় মোগল রাজ্য সমূলে কম্পিত হইল, অতএব মহারাজ গৃহকর্ম্মে অতিশয় ব্যগ্র হওয়া দূর দেশীয় কর্ম্মে মনোযোগ করিতে অক্ষম হইলেন, ১৭৩৯ শালে সুজাউদ্দিন লোকান্তর গত হইলেন॥

সর্ফরাজখাঁ বিনা বাধায় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বপদের দৃঢ়তা প্রার্থনায় দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিলেন; তৎকালে নাদির-সাহ্ ঐ হতভাগ্য নগর জয় করিয়া অবশিষ্ট রাজস্ব প্রার্থনায় বাঙ্গালাতে পত্র পাঠাইলেন; সর্ফরাজখাঁ সুজাউদ্দিনের নামের পত্র পাইয়া রাজকর পাঠাইলেন; ও ঐ বিজয়ির নামে মুদ্রা মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা করিলেন. তাঁহার পিতা যে রায় আলমচাঁদ ও জগৎসেট ও হাজি আহম্মদ এই মন্ত্রিদিগকে সোপরোধ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের রাখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং বিষয় কর্ম্ম অপেক্ষা সুখভোগে অধিক রত ছিলেন, হাজি আহম্মদের ভ্রাতা আলিবর্দ্দিখাঁ তৎকালে বেহারের শুবাদার ছিলেন, এবং ঐ তিন দেশে তাঁহার তুল্যশক্তিমান্ লোক কেহ ছিল না. দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত বাঙ্গালার শুবাদার হাজি আহম্মদের পরিবারের বিদ্বেষী তিন চারি ভদ্রলোককে বিশ্বাস করিলেন, তাঁহারা তৎপরিবারের বিদ্রোহার্থে কুমন্ত্রণাদ্বারা প্রভুকে ক্রুদ্ধ করিলেন, পরে ঐ শুবাদারের ব্যবহারদ্বারা আলিবর্দ্দি ও তাঁহার পরিবারেরা স্পষ্টরূপে দেখিলেন, যে তাঁহারা আর তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইবেন না. অনন্তর সর্ফরাজখাঁ অবিলম্বে হাজিকে বিরক্ত

করিতে আরম্ভ করাতে তিনি নিয়মপূর্ব্বক পাটনায় ভ্রাতার নিকটে সমুদায় সংবাদ পাঠাইলেন, এবং জগৎসেটও তাঁহা- হইতে স্বতন্ত্র হইলেন, কারণ সর্ফরাজখাঁ কামুকতাপ্রযুক্ত একদিন জগৎসেটের পরম সুন্দরী পুত্র বধূকে দেখিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এইরূপে ঐ পরাক্রমশালি পরিবারের সকলেই তাঁহার রাজত্বের বিপক্ষ হইলেন, এবং তৎকালেই তিনি হাজি আহম্মদের পরিবার মধ্যে এক বিবাহ ভঙ্গ করিয়া ঐ কন্যাকে নিজপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলেন, অনন্তর তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে ষড়যন্ত্র হইল, আলিবর্দ্দিখাঁ দেখিলেন, যে যাবৎ সর্ফরাজখাঁ রাজত্ব করিবেন, তাবৎ তাঁহার পরিবারের পক্ষে রক্ষা নাই, অতএব তৎপদ স্বয়ং প্রাপ্ত হইবার কারণ দিল্লীতে সুযোগ করিতে লাগিলেন, তিনি সর্ফরাজখাঁর সমুদায় সম্পত্তি ও বার্ষিক কর হইতে অধিক এককোটী মুদ্রা প্রেরণ করিতে স্বীকার করিলেন, নাদিরসাহ ভারতবর্ষ হইতে গমন করিলে দশমাস পরে তথা সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর ত্রয়োদশ মাস পরে তিনি মহারাজ হইতে সনন্দ পাইলেন, পরে ভোজপুরে যুদ্ধস্থলে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, অনন্তর পদাতিকেরা কিয়দ্দূর গমন করিলে তিনি সেনাপতিদিগকে একত্র আহ্বান করিয়া মুসলমানদিগকে কোরাণ স্পর্শপূর্ব্বক ও হিন্দুদিগকে গঙ্গাজল স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করাই- লেন, যে তাঁহারা অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ধনেপ্রাণে তাঁহার পক্ষে থাকিবেন, এইরূপ দিব্য নিষ্পন্ন হইলে তিনি কহিলেন, যে তাঁহার পরিবারের প্রতি যে অপকার কৃত হইয়াছে তাহার প্রত্যপকারার্থে তিনি মুরসিদাবাদে গমন করিবেন, তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে বাঙ্গালায় গমন করিতে আজ্ঞা হইল, আলিবর্দ্দি তৎসময়ে সুবাদারের নিকটে পত্র পাঠাইলেন, যে তাঁহার পরিবার যে কয়েক জনের অপমান হইয়াছে, তাঁহাদের

স্থানান্তর করিতে তিনি আসিতেছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার আজ্ঞাবহ প্রজাই আছেন, আলিবর্দি তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আসিতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া সর্ফরাজ চমৎকৃত হইলেন, এবং অতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্যেরা একত্র হইয়া রাজধানী হইতে অনতিদূর জরিয়াতে যাত্রাকরিল; তাঁহার বিপক্ষ যত অগ্রসর হইতেছিলেন, তত পুনঃ২ লিখিতে লাগিলেন, যে যদি তিনি চারি পাঁচ প্রিয়লোক ত্যাগকরেন তবে তিনি তাঁহার অতি বশীভূত প্রজা থাকিবেন, কিন্তু যখন অস্ত্রধারি প্রজার আজ্ঞা রাজাকে শুনিতে হয়, তখন রাজ্য ত্যাগ করিতে হয়, যদি তাঁহার নূতন বন্ধুরা মৃত্যুভয়ে বিপরীত পরামর্শ না দিতেন, তবে সর্ফরাজ এমত দুর্বল ছিলেন, যে তিনি ঐ বিদ্রোহাচারির আজ্ঞা শুনিতেন, অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা পরস্পর দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রে এক ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন, দৈবাৎ এক বন্দুকের গুলিদ্বারা সর্ফরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়াতে তাঁহার সৈন্যেরা পলায়ন করিল, আলিবর্দি ক্রমেং মুরসিদাবাদে আসিয়া তাঁহার পরমোপকারির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, ঐ জরিয়ার যুদ্ধ ১৭৪১ সালে জানুয়ারিমাসে হইয়াছিল ৷৷

অষ্টম অধ্যায় ৷

আলিবর্দি খাঁ যখন বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা এই তিন দেশের শুবাদার হইলেন, তখন পঞ্চ ষষ্টি বর্ষ বয়স্ক ছিলেন. তিনি মহারাজের সনন্দদ্বারা বাঙ্গালার রাজত্ব পাইলেন, ইহা কেবল নামমাত্র, কিন্তু নিজ অস্ত্রবলদ্বারা যথার্থরূপে পাইলেন। নাদিরসাহের আক্রমণদ্বারা মহারাজ্য এমত নষ্ট হইয়াছিল, যে তৎকালে দিল্লীস্থ সিংহাসনে ছিলেন, সে দুর্বল মহাম্মদ সাহ তিনি যদি অপর শুবাদার নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেন, তথাপি তাঁহার সেরূপ করিতে উপায় ছিল না সে যাহা হউক, বাঙ্গা

দ্দার পরম সৌভাগ্য ছিল, যে এমত দক্ষ মনুষ্য সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেন, তিনি যুদ্ধ ও সন্ধি এই উভয়রাজকর্ম্মে বিংশতি বর্ষ অপেক্ষা অধিক কাল নিযুক্তছিলেন, এবং মন্ত্রণায় ও যুদ্ধশক্তিতে তুল্য রূপে পারগ ছিলেন, আমরা এক্ষণে যেসকল দুঃখদায়ক সময়ের বর্ণন করিব, তাহাতে তদ্রূপ মনুষ্যেরি আবশ্যক হয়।

তিনি মুরসিদাবাদে আসিয়া সর্ফরাজখাঁর পরিবার ও অনুগত লোকদিগকে প্রাণে আঘাত না করিয়া অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন, মুরসিদকুলিখাঁ বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে তাঁহার মরণোত্তর মুদ্রা রত্ন ও অপর অস্থাবর ধন মহারাজ গ্রহণ করিবেন, একারণ নিজ পরিবারের উপকারার্থে কিয়ৎ স্থাবর ক্রয় করিয়া স্বনামে লিখিয়া রাখিলেন, তাঁহার মরণোত্তর যখন যাবৎ সম্পত্তি দিল্লীতে প্রেরিত হইল, তখন ঐ সকল স্থাবর তাঁহার জামাতার অধিকারে ছিল, তাঁহার লোকান্তর হইলে তৎপত্নী সর্ফরাজের মাতা প্রাপ্ত হইলেন, আলিবর্দ্দি ঐ ধনে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকারণ রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে এমত সম্ভ্রম করিতেন, যে কদাচ অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে তাঁহার সম্মুখে বসিতেন না, এইরূপ সুবোধ পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া শত্রুদিগের সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। এবং যে এক কোটী মুদ্রা দিল্লীতে পাঠা ইতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তৎসমেত কিয়ৎ উপায়ন ও স র্ফরাজখাঁর সম্পত্তির কিয়দংশ প্রেরণ করিলেন, এইরূপে মহা রাজকে স্বপক্ষে রাখিলেন, তাঁহারি নিজপুত্র ছিল না, নিজ ভ্রাতা হাজি আহম্মদের তিন পুত্রের সহিত তিন দুহিতার বিবাহ দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ নয়াইস মহাম্মদ ঢাকার অধ্যক্ষ হইলেন, ও কনিষ্ঠ জৈনউদ্দিন বেহারের শুবাদার হইলেন. তাঁহার পুত্রকে আলিবর্দ্দি নিজ উত্তরাধিকারিত্বরূপে পোষ্য পুত্র করিয়া সেরাজ উদ্দোলা নাম দিলেন, এবং মধ্যমকে উড়িষ্যা জয় হইলে তথাকার শুবাদারী দিতে স্বীকার করিলেন।

সুজাউদ্দিন তাঁহার জামাতা মুরসিদকুলির হস্তে উড়িষ্যা নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মীরহবীব নামক দক্ষ মন্ত্রী ছিলেন. তিনি আলিবর্দ্দির পরম সৌভাগ্য হওয়াতে অধীন হইতে চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা ও সাহসী জামাতা বাখর আলি বিপরীত পরামর্শ দিলেন, তাঁহারা সর্ফরাজের মৃত্যু জন্য প্রত্যপকার করিতে ও বহুধনযুক্ত বাঙ্গালা প্রাপ্তি-কারণ চেষ্টা করিতে অতিশয় অনুরোধ করিলেন, তিনি তদনুসারে যে সন্ধি স্থির হইয়াছিল, তাহা ভগ্ন করিলেন, আলিবর্দ্দি ইহা শুনিয়া তাহাকে অবিলম্বে উড়িষ্যা ত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন; তাহাতে মুরসিদ সকল সেনাপতিদিগকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা তাঁহার পক্ষে থাকিবেন কি না, প্রধান সেনাপতি আবেদ আলি কহিলেন, যে তিনি তাঁহাদিগের প্রভুভক্ততায় বিশ্বাস করিতে পারেন, অনন্তর সৈন্য সকল বাঙ্গালায় যাত্রা করিয়া বালেশ্বর উত্তীর্ণ হইল, এবং অতি দুর্ভেদ্য স্থান দেখিয়া শিবির করিল, তদনন্তর আলিবর্দ্দি বার সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, যদি মুরসিদকুলি বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ দুর্গমধ্যে থাকিতেন, তবে আলিবর্দ্দিকে অবশ্যই লজ্জার সহিত প্রত্যাগমন করিতে হইত, কারণ তাঁহার খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুল হইতে ছিল, কিন্তু তাঁহার জামাতা বাখরআলি যুদ্ধার্থে উত্তেজনা করাতে সৈন্য সকল বহির্গত হইয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হইল, ইতিমধ্যে ঐ আবেদআলি, বিশ্বাসঘাত পূর্ব্বক প্রভুকে ত্যাগ করিয়া আলিবর্দ্দির নিকটে আসাতে তিনি সম্পূর্ণ রূপে জয় করিতে শক্ত হইলেন, মুরসিদকুলি যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় দৈবযোগে এক সুরত দেশীয় বণিকের জাহাজ নোঙ্গর করিতে দেখিয়া তিনি বন্ধুবর্গের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া মাসুলিপাটামে চলিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী ও অপর পরিবার

ও ধন কটকে থাকাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলেন, কিন্তু রতিপুরের হিন্দুরাজা তাঁহার সৌভাগ্যকালে যে অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন, বিপৎকালেও তাহা বিস্মরণ হইলেন না, আলিবর্দ্দি কটকে আসিবার পূর্ব্বে তিনি নিজসৈন্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ উপকারির পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নিরাপদে দেকানদেশে গিয়াছিলেন, ঐ স্থানে শুবাদারের গমন সম্ভাবনা ছিল না।

আলিবর্দ্দি একমাস কটকে থাকিয়া রাজকীয় কর্ম্মের নিয়ম করিলেন পরে দ্বিতীয় ভ্রাতৃপুত্র সায়দ আহম্মদকে শাসনকর্ত্তা করিয়া মুরসিদাবাদে আগমন করিলেন, কিন্তু ঐ বালক কুমন্ত্রণায় রত হইয়া সকল কর্ম্ম নষ্ট করিলেন, এক দুষ্টস্বভাব ফকীর তাঁহাকে বশ করিয়া কুপথগামী করিলেন, তাহাতে প্রজারা আক্রান্ত হইয়া অস্থির হইল। মির্জ্জাবাখর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নিরবলম্বে ভ্রমণ করিতেছিলেন, যদি কোন বিষয়ে রাজকর্ম্মের স্খলন হয়, তবেই সুযোগ করিবেন, তিনি এই সময়ে দূতদ্বারা প্রজাদিগের মন প্রদীপ্ত করাতে ঐ নগরে এক রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তাহাতে প্রজারা মির্জ্জাবাখরকে আহ্বান করিয়া সায়দ আহম্মদকে কারালয়ে রাখিলেন, সুতরাং উড়িষ্যায় আলিবর্দ্দির অধিকার নষ্ট হইল।

তিনি এই বিপরীত ঘটনা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং বোধ করিলেন, যে দেকানের শাসনকর্ত্তা নাজিম উলমুলক গুপ্ত ভাবে মির্জ্জাবাখরকে সাহায্য দিয়াছেন, অতএব যে সৈন্যের সহিত ঐদেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহার তিনগুণ সৈন্য লইয়া ত্বরাপূর্ব্বক তদ্দেশের সীমাপর্য্যন্ত আগত হইলেন, তথায় আসিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে উদ্ধার করিবে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলেন, অনন্তর মহানদীতীরে মির্জ্জাবাখর ও আলিবর্দ্দি যুদ্ধকরাতে আলিবর্দ্দি পুনর্ব্বার জয়ী হইলেন, মির্জ্জাবাখর সায়দআহম্মদকে এক শকটোপরি রাখিয়া শুক্লবস্ত্র

দ্বারা বেষ্টন করিয়া পঞ্চশত বর্ষাধারিলোক তাঁহার চতুর্দ্দিগে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের প্রতি আজ্ঞা ছিল; যে যদি যুদ্ধে পরাজয় হয়, তবে তাহারা অস্ত্রাঘাতদ্বারা তাঁহাকে নষ্ট করিবে;ঐ লোকেরা আজ্ঞাবাক্য শ্রবণ মাত্র করিয়াছিল, যখন সায়দআহাম্মদ শকট হইতে অবরোহণ করিলেন, তখন কোন জন কোন অপকার করিল না, একজন মোগল তাঁহাকে হত্যা করিতে ঐ শকটে নিযুক্ত থাকিয়া স্বয়ং মারাপড়িয়াছিলেন । আলিবর্দ্দি খাঁ আনন্দাশ্রুসমেত তাঁহাকে লইয়া কতিপয় দিবস যাপন করিলেন, পরে তাঁহার মাতাপিতার আনন্দার্থে মুরসিদাবাদে পাঠাইলেন, তাঁহার সহিত সৈন্যের কিয়দংশ ও পাথেয় দ্রব্যাদি অনেক পাঠাইলেন, অনন্তর এক নূতন শুবাদার তথায় স্থাপন করিয়া স্বচ্ছন্দ রূপে পঞ্চসহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য ও সেনাপতিদিগের সহিত মৃগয়া করিতে২ প্রত্যাগমন করিলেন ।

যেসকল দুর্ঘটনা বাঙ্গালায় অনেকশত বৎসর পর্য্যন্ত ছিল, তাহা এই সময়ে ঘটিবার উপক্রম হইল, প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে মারহাট্টারা তাঁহারদের চতুর্দ্দিক জয় করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে সকল দেশ অধিকারে রাখিতে না পারিতেন, তাহা সর্ব্বদা লুঠ করিতেন, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা এরূপ লুঠ না করেন, একারণ নিকটস্থ জমিদারেরা রাজস্বের চতুর্থাংশদিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালাদেশে তদবধি তাঁহাদের আক্রমণ হয় নাই, কিন্তু অনন্তর তাঁহারা ঐরূপ করিতে স্থির করিলেন । আলিবর্দ্দি অল্প সহচর লোকের সহিত যখন মেদিনীপুর নগরে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে নাগপুরের রাজা রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে পঞ্চবিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ় মারহাট্টার সৈন্য হঠাৎ তৎস্থানে আসিল, শুবাদারের এমত দুর্ঘটনার উপযুক্ত আহরণ

কিছুমাত্র ছিল না, তিনি সৈন্যের কিয়দংশ বিদায় করিয়াছিলেন, এবং অনেক অংশ মুরসিদাবাদে গিয়াছিল, কেবল কতি সহস্র অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে ছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ শিবির ভঙ্গ করিয়া ত্বরাপূর্ব্বক বর্দ্ধমানে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তিনি এক দিগ্ দিয়া তথায় উপস্থিত হইবা মাত্রে মারহাট্টারা অপর দিক্ দিয়া ঐস্থানে আসিয়া অগ্নি প্রদান করিলেন, অনন্তর তাঁহাদিগের সেনাপতি সংবাদ পাঠাইলেন, যে দশলক্ষ মুদ্রা পাইলে তাঁহারা ক্ষান্ত হয়েন, কিন্তু শুবাদার এরূপ নিয়মে সন্ধি তুচ্ছ করিয়া ঐ অল্প সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মারহাট্টাদিগের প্রতি আক্রমণ করিলেন, মারহাট্টারা চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিয়া তাঁহার তাঁবু ও পাথেয় দ্রব্য অপহরণ করিলেন, ঐ যুদ্ধে তাঁহাকে সৈন্য হইতে পৃথক্ হইয়া কতিপয় অনুযায়ির সহিত রাত্রিকালে মাঠমধ্যে বিশ্রাম করিতে হইল, ঐদিবস তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রধান সেনাপতিদিগের যেরূপ সাহায্য করা উচিত ছিল, তাঁহারা তাহা করেন নাই, ইহাতে তিনি তাহারদিগের প্রতি কৃতঘ্নতা সন্দেহ করিয়া সন্ধি নিমিত্তে পরদিন মারহাট্টাদিগের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন, ভাস্কর পণ্ডিত ঐ দূতকে কহিলেন, যে তোমার প্রভু এক্ষণে সমুদায় পাথেয় দ্রব্য হারাইয়াছেন, এবং তাঁহার সৈন্যেরা ও সেনাপতিরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, অতএব তিনি কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন না, যদি তিনি এক কোটীমুদ্রা ও সমুদায় হস্তী প্রদান করেন, তবে তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রধান রাজা একারণ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিব, আলিবর্দ্দি এইরূপ আপত্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যে যাবৎ তিনি জীবদ্দশায় থাকিবেন, এরূপ অপযশঃ প্রকাশক কর্ম্ম কদাচ করিবেন না, কিন্তু তাঁহার অবস্থায় কোনমতে মঙ্গল ছিল না, তাঁহার শতং সৈন্যেরা শত্রুপক্ষে যাইতেছিল, এবং সেনাপতিরাও শিথিল হইয়া মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টিত

ছিল, অতএব এই দুর্ঘটনায় আলিবর্দ্দিকে সুতরাং নত্ত হইতে হইল, তিনি রাত্রিকালে বালক দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলার হস্ত ধরিয়া অন্যলোক ব্যতিরেকে পদব্রজে প্রধানসেনাপতি মুস্তাফাখাঁর তাঁবুতে চলিলেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ওহে বান্ধব শ্রবণ কর, আমি জানি তোমার অসন্তোষ হইয়াছে, যদি আমার জীবন প্রার্থনা কর, তবে এক্ষণে তাহা গ্রহণ কর, এবং আমাকে ও আমার দৌহিত্রকে একেবারে নষ্ট করিয়া ভয় হইতে মুক্ত হও, যদি তুমি প্রাচীন বন্ধুতা কিছু স্মরণ কর, তবে পুনর্ব্বার আমার সহিত মিলিত হও ও চল, একত্রে মারহাট্টা দিগের সহিত যুদ্ধ করি, ইহাতে মুস্তাফা অন্যান্য অসন্তুষ্ট সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিলেন, ও তাঁহারা একে২ সকলেই শপথ করিলেন, যে তাঁহারা জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে থাকিবেন, .পরদিন প্রাতঃকালে আলিবর্দ্দি শত্রুদিগের মধ্যদিয়া পথ করিয়া কাটোয়ায় যাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং তাঁহারা সমস্ত দিন অল্পে২ যুদ্ধ করিতে২ চলিলেন, রাত্রি হইলে মারহাট্টারা পুনর্ব্বার নূতন আক্রমণ করিলেন, মীরহবীব আহত হইয়া তাহারদের হস্তে পড়িলেন, এবং আলিবর্দ্দি তাঁহাকে অতিশয় ঘৃণা করাতে তিনি তাঁহাদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক বৎসর বাঙ্গালার দুঃখজনক হইয়াছিলেন, সুবাদারের সৈন্যেরা অতি ক্লেশে একত্র থাকিয়া পরদিন পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন, কিন্তু যুদ্ধ ব্যতিরেকে এক অঙ্গুলি গমন করিতে পারেন নাই, তাঁহারদের তাঁবু ও পাথের দ্রব্য কামান ধনুক ও খাদ্যদ্রব্য কিছুই ছিল না, রাত্রিকালে যখন শত্রুরা ত্যাগ করিত, তখন বৃক্ষমূলে শয়ন করিতেন, কিন্তু শত্রুপক্ষের অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত থাকাতে তাঁহারদের সুস্থতা প্রায় ছিল না, খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রযুক্ত তাঁহারা পত্রমূল ভক্ষণ করিতেন, সাত্তজন ভদ্রলোকেরা তিন পোয়া তণ্ডুল পাইয়া পরম সম্ভোগ বোধ

করিলেন, অনন্তর কাটোয়া দৃষ্টিগোচর হওয়াতে তাঁহারা বোধ করিলেন, যে তথায় বিশ্রাম ও অধিক খাদ্যদ্রব্য পাইবেন, কিন্তু ভাস্কর পূর্ব্বেই তাঁহার অশ্বারূঢ় সৈন্য পাঠাইয়া অগ্নিদান পূর্ব্বক তৎস্থানের গৃহাদিদগ্ধ ও শস্য নষ্ট করিয়াছিলেন। আলি বর্দ্দি তথায় উপস্থিত হইয়া আবশ্যক দ্রব্যের কারণ মুরসিদা বাদে লোক প্রেরণ করায় তথা হইতে অধিকদ্রব্য আসিল।

ঐস্থানে শুবাদারের এইরূপ ব্যবহার দ্বারা মারহাট্টারা চমৎকৃত হইল, এবং অনুমান করিল, যে অপর বহুবিধ উপযোগি দ্রব্যের সহিত সৈন্য আসিবে, তাহাতে তিনি অতি ভয়ানক হই-বেন, অনন্তর ১৭৪২ শালের বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহার প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিতে নিশ্চয় করি-লেন, কিন্তু তাঁহার নূতন বন্ধু মীরহবীব বাঙ্গালা পরিত্যাগের পূর্ব্বে আর কিঞ্চিৎ অধিক লইতে ইচ্ছুক ছিলেন, অতএব কতি সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যের সহিত একদিবসে কাটোয়া হইতে মুরসি-দাবাদে যাইলেন, আলিবর্দ্দি তাঁহার পশ্চাৎ২ আসিলেন, কিন্তু তিনি আসিবার পূর্ব্বে মীরহবীব নগরের বহির্দেশ লুঠ করিয়া ঐ ধনী বণিক জগৎ সেটের বাটী হইতে প্রায় দুইকোটী টাকা লইয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার অদর্শন প্রযুক্ত মারহাট্টা সেনাপতি বর্ষাগমনে ভীত হইয়া বীরভূমি পর্য্যন্ত গমন করিয়া ছিলেন, মীরহবীব তথায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পুন-র্ব্বার কাটোয়ায় আসিতে উত্তেজনা করিলেন, তৎস্থান ঐ ঋতু পর্য্যন্ত প্রধান সেনাপতির আবাস হইল, আলিবর্দ্দি ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে রহিলেন, এবং মুরসিদাবাদ নিবাসি ব্যক্তিরা স্বরক্ষায় সন্দিগ্ধ হইয়া গঙ্গাপারে নিজ২ সম্পত্তি প্রেরণ করিলেন, শুবাদা রের পরিবার মধ্যে অনেকেই সেইরূপ করিলেন, মীরহবীব মারহাট্টাদিগের সহিত আসিয়া হুগলি লুঠ করিলেন, এবং বালেশ্বর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত দেশ নিজ অধীন করিলেন,

তিনি কলিকাতার নিকট আসাতে ইংরাজেরা দুর্গ মেরামত করিলেন, এবং শত্রু হইতে উত্তমরূপে রক্ষিত হইবার নিমিত্তে আবাসের চতুর্দ্দিগে এক খাল খনন করিলেন, যে খাল এক্ষণে অদৃশ্য হইয়াছে, তথাপি তাহার নাম মারহাট্টাখাল অদ্যাপি আছে।

অনন্তর শুবাদার মারহাট্টাদিগের দূরী করণার্থে অদ্ভুত চেষ্টা করিলেন, তিনি নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এবং গোলন্দাজ দিগকে নিয়ম মতে রাখিলেন, এই সকল উদ্যোগের মধ্যে বাকী রাজস্বের আদায় কারণ দিল্লীহইতে দূত আসিল, আলিবর্দ্দি মহারাজকে লিখিলেন, যে মারহাট্টারা এদেশের তৃতীয়াংশ অধি কার করিয়াছে, এবং তাহাদের নিবারণার্থে যে সৈন্য রক্ষা করিতে হইল, তাহার ব্যয় নিমিত্তে অবশিষ্ট রাজস্বের আবশ্যক হয়, অতএব স্বাভাবিক কর পাঠাইতে তিনি অশক্ত। মহারাজ অনুস ন্ধানদ্বারা দেখিলেন, যে উহা সত্য বটে, একারণ অযোধ্যার শুবাদারের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, যে তদ্দেশে সাহায্যার্থে তিনি অগ্রসর হইবেন, কিন্তু তিনি পাটনায় আসিয়া এমত লক্ষণ প্রকাশ করিলেন, যে আলিবর্দ্দি তাঁহার আগমন অপেক্ষা প্রত্যাগমনে অধিক আনন্দিত হইলেন, মহারাজ মারহাট্টাদি গের প্রধান সেনাপতি বাল্যজী রায়কে লিখিলেন, যে তিনি বাঙ্গা লায় গিয়া নাগপুরের মারহাট্টাদিগকে দূরীভূত করেন, নতুবা অ ন্যান্যদেশের চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিতে সমর্থ হইবেন না।

আলিবর্দ্দি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বর্ষাবসানে কাটোয়ায় যে স্থানে মারহাট্টারা ছিলেন, তথায় চলিলেন, তিনি রাত্রিযোগে নৌকার সেতু দ্বারা নদী পার হইয়া প্রভাতকালে শত্রুদিগের প্রতি আক্রমণ করাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, এবং প্রথমত পাশ্চাত্য পর্ব্বতে অনন্তর মেদিনীপুরে পলায়ন করিল, আলিবর্দ্দি তাহাদের বিশ্রাম করিতে নাদিয়া ক্রমাগত

অনবর্ত্তী হওয়াতে তাহারা বালেশ্বরে অনন্তর চিল্ক দীঘীপার হইয়া সর্ব্বতোভাবে এতদ্দেশ হইতে বহির্ভূত হইল।

কিন্তু তাঁহার নূতন উপদ্রোহ ঘটিল, তিনি বিজয় পূর্ব্বক মরসিদাবাদে আসিয়া দেখিলেন, যে দুই প্রস্তুত নূতন মারহাট্টাদিগের সৈন্য ঐ নগরের নিকটস্থ দেশ সকল লুঠ করিতেছে, সেনাপতি ভাস্করের উপদেশানুসারে নাগপুরের রাজা রঘুজী এক প্রস্তুত নূতন সৈন্যের সহিত এতদ্দেশ আক্রমণ করিতে আসিতেছিলেন, অতএব আলিবর্দ্দি খাঁ যখন উড়িষ্যায় তাঁহার সেনাপতির প্রতি আক্রমণ করিতেছিলেন, তখন ঐ মহাশয় স্বয়ং অন্যদিকদিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া রাজধানীর অতি নিকটে শিবির করিয়াছিলেন, এবং বাল্যজীরায় মহারাজের প্রার্থনায় নাগপুরের মারহাট্টাদিগকে তাড়না করিতে আসিলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দি তাঁহার সাহায্য না পাইলে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন, তিনি ভগলপুর উত্তীর্ণ হইলে আলিবর্দ্দি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন, অতি বন্ধুতা পূর্ব্বক প্রথম দর্শনের পরে শুবাদার রঘুজীকে তাড়াইতে ঐ নূতন বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বাল্যজী রায়ের বাঙ্গালা রক্ষাকরা ব্যতিরেকে লুঠ করিতে মানস ছিল, অতএব তিনি কহিলেন, যে বেহার দেশীয় রাজস্বের চতুর্থাংশ আমি অনেক বৎসরাবধি পাইনাই, তাহা দেহ, তাহাতে তিনি যাবৎ প্রাপ্য কহিলেন, শুবাদারকে তাহা সমুদায় দিতে হইল, কিন্তু তিনি প্রাপ্ত হইলেও অন্য মারহাট্টা সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন না, আলিবর্দ্দিকে সুতরাং একাকী যাইতে হইল, ঐসময়ে রঘুজী বাল্যজীর সহিত শুবাদারের সন্ধি শুনিয়া শিবির ভঙ্গকরা উচিত বুঝিলেন, পরে, আলিবর্দ্দির আগমনমাত্রে তাঁবু ভঙ্গ করিয়া পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিলেন, বাল্যজী এই পলায়ন শুনিবামাত্রে ঐ স্বদেশীয় সৈন্যের অনুসন্ধানে শীঘ্র আসিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন, তাঁহারা

যেসকল দ্রব্য লুঠ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁবুমধ্যে ছিল, সকলি তাঁহার হস্তগত হইল, তাঁহারা ত্বরায় এতদ্দেশ হইতে পলায়ন করিলেন, বাল্যজী স্বদেশীয় মারহাট্টাদিগের ঐ ধন প্রাপ্ত হইয়া ও আলিবর্দ্দি হইতে চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে গমনের উচিত সময় বোধ করিলেন ॥

১৭৪৪ শালের বর্ষাকাল গত হইলেই ভাস্কর পণ্ডিত, সরস বিংশতি সহস্র সৈন্যের সহিত বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে প্রেরিত হইলেন, তাঁহার প্রতি আজ্ঞা ছিল, যে গত বৎসরে শুবাদার বাল্যজীকে যাবৎ ধন দিয়াছেন, যদি তাবৎ তাঁহাকে দেন, তবে তিনি ক্ষান্ত হইবেন, আলিবর্দ্দি পুনঃ২ আক্রমণদ্বারা ক্লান্ত হইয়া স্থির করিলেন, যে ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক শত্রু নাশ করিবেন, নিজ সেনাপতি মুস্তাফাখাঁর নিকটে কহিলেন, যে তিনি এই প্রতারণায় সাহায্য করেন, তিনি প্রথমত অস্বীকার করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে বেহার রাজ্য প্রদান করিতে স্বীকার করাতে তিনি সম্মত হইলেন, অনন্তর আলিবর্দ্দি তাঁহাকে ও অপর সেনাপতিকে মারহাট্টাদিগের নিকটে পাঠাইলেন, তাঁহারা ভাস্কর পণ্ডিতকে কহিলেন, যে যদি তিনি এক দিবস শুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তবে তাঁহার প্রার্থনীয় প্রদান করিবেন, তিনি লোভদ্বারা অন্ধ হইয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন, সাক্ষাৎ করিবার দিবসে তাঁবুর চতুর্দ্দিগে অস্ত্রধারী মনুষ্য স্থাপিত হইল, ভাস্কর ও তাঁহার প্রধান সেনাপতিরা দুরাচার শঙ্কা করিয়া খড়্গপানি হইয়া আলিবর্দ্দির তাঁবুতে আসিলেন, তাঁহারা আসিবামাত্রে আলিবর্দ্দি খাঁ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনবার কহিলেন, মহাসাহসিক ভাস্কর কোন মহাশয়, অনন্তর তিনি নির্দ্দিষ্ট হইবামাত্রে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, এই দস্যুদিগকে নষ্ট কর তাঁহার লোকেরা অস্ত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ মারহাট্টা সেনাপতিদিগের

উপরি পড়িলে তাঁহারা প্রাণরক্ষার্থে বহুযত্ন করিলেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া প্রত্যেকে কাটা পড়িলেন, তথায় এই ব্যবহার দেখিয়া মুস্তফা খাঁ নিজ সৈন্য লইয়া কাটোয়ার মার কাট্টা সৈন্যের নিকটে চলিলেন, এবং শুবাদারকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে উপদেশ করিলেন, কিন্তু তিনি ভাস্করের মস্তক দেখিয়া চক্ষুরানন্দ না করিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাহা নিষ্পন্ন হইলে তিনি মুস্তাফার সাহায্যার্থে চলিলেন, কিন্তু কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে শত্রুরা পলায়ন করিয়াছে, কারণ সেনাপতি দিগের মৃত্যু শুনিবামাত্রে তাহারা ত্বরায় স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর শুবাদার বিশ্রাম পাইলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ শিবির মধ্যে অতি ভয়ানক শত্রু উপস্থিত হইল, এপর্য্যন্ত মুস্তাফা খাঁ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, এবং তাঁহার সাহস দ্বারা তিনি বাঙ্গালার রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ও মারহাট্টাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তদনন্তর মুস্তাফা প্রজাস্বরূপে আর থাকিতে পারিলেন না, জমিদারদিগের কোন প্রার্থনা করিতে হইলে শুবাদারকে না বলিয়া তাঁহার নিকটে নিবেদন করিতেন, তাহাতে শুবাদার বোধ করিলেন, যে তাঁহার ভৃত্য তাঁহার প্রভু হইয়াছেন, মুস্তাফা বেহার দেশের রাজ্য দান প্রতিজ্ঞা শীঘ্র সম্পন্ন করিতে কহিলেন, শুবাদার তাহা না দিবার মানস করিলেন, তিনি স্মরণ করিলেন, যে বেহারদেশের উপায় দ্বারা তিনি স্বয়ং সর্ফরাজকে দমন করিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন, সেইরূপ মুস্তাফাও তদ্দেশমাত্রে সন্তুষ্ট না থাকিয়া বাঙ্গালা গ্রহণে ইচ্ছা করিবেন; অতএব উভয়পক্ষে ঈর্ষা উপস্থিত হইল মুস্তাফা অস্ত্রধারী সৈন্য ব্যতিরেকে কদাচ রাজসভায় যাইতেন না, অনন্তর স্পষ্টরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যে তিনি শুবাদারের

কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, ও তাঁহার পূর্ব্ব প্রাপ্য প্রার্থনা করাতে হিসাব না দেখিয়াই সপ্তদশ লক্ষমুদ্রা দত্ত হইল, পরে তিনি শুবাদারকে পদচ্যুত করাইবার কারণ সেনাপতিদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন, ঐ রাজ্য তাঁহারদিগের মধ্যে বিভাগ করিতে উদ্যম করিলেন, কিন্তু তাঁহারা আলিবর্দ্দির সহিত মিত্রতা রক্ষা করাতে তিনি অষ্ট সহস্র অশ্বারূঢ় ও তাবৎ পদাতিক লইয়া বাঙ্গালা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজমহল লুঠ করিয়া মুঙ্গের অধিকার করিয়া পাটনায় শিবির করিলেন, তথাকার শুবাদার জৈনউদ্দিন যে অল্পসৈন্য সংগ্রহ করিতে ক্ষম হইলেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আসিলেন, কিন্তু মুস্তাফাও নগর গ্রহণ করিতে পারিতেন, যদি তাঁহার হস্তী না আহত হইত, তিনি হস্তী হইতে অবরোহণ করাতে সৈন্যেরা প্রভুকে না দেখিয়া ভীত ও আহত হইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু সপ্তদিন পর্য্যন্ত দুই সৈন্যের মধ্যে ক্রমিক দ্বন্দ্ব হইল, অষ্টমদিবসে মস্তাফা ঐ নগরে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার নয়নে এক বাণ বিদ্ধ হওয়াতে তথা হইতে অযোধ্যারাজ্যে পলায়ন করিলেন।

মস্তাফা যখন প্রভুর বিদ্রোহ করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তৎকালে বাঙ্গালা আক্রমণার্থে তাঁহার সাহায্য করিতে মারহাট্টাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, রঘুজী তাহাতে ইচ্ছাপ্রযুক্ত তাঁহার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর প্রতি হিংসাকারণ ও অধিক লুঠ পাইবার কারণ ক্রোধে দগ্ধপ্রায় হইলেন, অতএব এক প্রস্তুতসৈন্যের সহিত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া মুরসিদাবাদের নিকটে আসিলেন, আলিবর্দ্দি মস্তাফার অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন, কিন্তু মারহাট্টাদিগের আগমন শুনিয়া সত্বরে ফিরিয়া আসিলেন, মুস্তাফাও বেহারে আসিয়া নূতন বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইতে উদ্যোগ করিলেন, অতএব শুবাদার দুই শত্রু

আমাতে অতিশয় বিপত্তিতে পড়িলেন, তিনি নিজ জামাতা জৈনউদ্দিনকে উপদেশ করিলেন, যে মুস্তাফার প্রতি মনোযোগ রাখিবেন, ও তাঁহার বাঙ্গালার আগমনরোধ করিবেন, অনন্তর কালবিলম্বার্থে রঘুজী এদেশ আক্রমণ না করেন, এতদর্থে দূত প্রেরণ করিলেন, তাহাতে রঘুজী অহঙ্কার পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, যে তাঁহার ক্ষমাকরণের মূল্য তিন কোটী টাকা দিতে হইবে, শুবাদার তাহা একেবারে অস্বীকার না করিয়া দুই মাস পর্য্যন্ত আশায় রাখিলেন; ইতিমধ্যে জৈনউদ্দিন মুস্তাফার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মারাতে তাঁহার সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইল।

শুবাদার এই জয় শ্রবণে এক শত্রু হইতে আপনাকে মুক্ত দেখিয়া মারহাট্টাদিগের নিকটে অহঙ্কার পূর্ব্বক উত্তর পাঠাই যাতে উভয়পক্ষে বর্দ্ধমানে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন, পরে অনেকবার যুদ্ধ হইল, তাহাতে রঘুজী ক্ষয় পাইলেন, এবং শুবাদারের সেনাপতি সমসেরখাঁ ও সরদারখাঁ এই দুইজনের বিশ্বাসঘাতকতা না থাকিলে রঘুজী বন্দীহইতেন। কাটোয়ায় এক নিষ্পত্তিকারি যুদ্ধ হওয়াতে মারহাট্টারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, তাহাদের অনেক লোক মারা পড়িল, এবং অবশিষ্ট লোকেরা স্বদেশে পলায়ন করিল, অনন্তর আলিবর্দ্দি যে দুই সেনাপতিরা মারহাট্টাদিগের সহিত মিল করিয়াছেন এমত বুঝিলেন, ঐ বিশ্বাস ঘাতকদিগকে বিদায় করিলেন, তাহারা ছয় সহস্র অনুগত লোকের সহিত বেহারের অন্তঃপাতি দুর্বঙ্গনামক স্থানে গমন করিল। অতঃপর যে অল্পকাল বিরোধ শূন্য হইল, তন্মধ্যে শুবাদার তাঁহার দুই দৌহিত্র জৈন উদ্দিনের পুত্রদিগের বিবাহ ঘটা পূর্ব্বক সমাপ্ত করিলেন।

কটক অঞ্চলে তৎকালে ও মারহাট্টাদিগের অধিকার ছিল, আলিবর্দ্দি তথা হইতে তাহাদিগকে তাড়াইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া উত্তম সেনাপতি মীরজাফরকে যুদ্ধার্থে পাঠাইলেন, জাফর মেদি-

নীপুরে গিয়া সুভোগে রত রহিলেন, এবং শত্রুরা আগমন করিলে তিনি বর্দ্ধমানে আসিলেন, কিন্তু ঐসৈন্যের এক সেনাপতি আতাউল্লাখাঁ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন, পূর্ব্বাবধি কিছুকাল পর্য্যন্ত এক মহন্ত তাঁহাকে শুবাদার হইবার আশা দেওয়াতে তিনি এই বিজয়দ্বারা তাঁহার প্রভুকে পদচ্যুত করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন, মীরজাফরকে বেহার দেশ দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষে আনিলেন, কিন্তু ঐ সেনাপতি উত্তম বন্ধুদিগের পরামর্শদ্বারা ঐ মানস ত্যাগ করিলেন, আলিবর্দ্দি এই বিশ্বাস ঘাতকতা শ্রবণমাত্রে ত্বরাপূর্ব্বক তথায় গিয়া মীরজাফর ও আতাউল্লাখাঁ উভয়কে কর্ম্ম হইতে বিদায় করিয়া দিলেন, এবং এই দুই সেনাপতি ও কিয়দংশ সৈন্য হ্রাস হইলেও তিনি যুদ্ধদ্বারা মারহাট্টাদিগকে দমন করিয়া ১৭৪৮ শালের বর্ষাকালের পূর্ব্বে মরসিদাবাদে আসিলেন।

অনন্তর নূতন বিশ্বাসঘাতকতা উপস্থিত হইল, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বেহারের শাসনকর্ত্তা জৈনউদ্দিন কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজধানীতে আসিয়া রাজসভার সৌন্দর্য্য দ্বারা মোহিত হইয়াছিলেন, তিনি ভ্রাতাদিগের অক্ষমতা ও পিতৃব্যের বার্দ্ধক্য স্মরণ করিয়া বুঝিলেন, যে অল্প চেষ্টাদ্বারা বাঙ্গালার শুবাদার হইতে পারিবেন, অতএব তিনি আলিবর্দ্দিকে লিখিলেন, যে দুইসেনাপতি সমসেরখাঁ ও সর্দারখাঁকে তিনি বিদায় করিয়াছেন, তাহারা দুর্ব্বৃত্ততে ক্রমিক সৈন্যবৃদ্ধি করিতেছে, অতএব তাহারদের পরাজয় অথবা রাজসরকারে নিযোগ করা উচিত, তাহাতে যদি তাঁহার আজ্ঞা হয়, তবে তাহাদিগকে তাহারদের অনুগত লোকের সহিত সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করেন, তাহার মানস ছিল, যে সৈন্যবৃদ্ধি করিয়া সিংহাসনের নিমিত্তে বিবাদ করেন, ইহাতে শুবাদার অনিচ্ছা পূর্ব্বক সম্মত হইলেন। জৈনউদ্দিন ঐ সেনাপতি দিগকে নিজকর্ম্মে প্রবেশার্থ আহ্বান করিতে তিন প্রস্তুত দূত প্রেরণ

করিলেন, অনন্তর সন্ধি নিয়ম স্থির হইলে তাঁহারা সহ সৈন্যের সহিত গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিলেন, এবং ঐ শাসনকর্ত্তাকে নদী পার হইয়া তাঁহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করাতে তিনি যাইলেন, ও তাঁহারা তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, এবং তিনি তাঁহাদিগের ও তাঁহাদের সৈন্যদিগের পার হইবার কারণ নৌকা আহরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, অনন্তর ঐ শাসন কর্ত্তার নিকটে এক্ষণের সেনাপতিদিগের সাক্ষাৎ করিতে যাইবার দিনাস্থির হইল, কিন্তু তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের বিশ্বাস না থাকাতে তিনি কেবল গৃহস্থিত ভৃত্যের সহিত থাকিয়া তাঁহাদিগের গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন, প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার নির্বিরোধে হইল, দ্বিতীয়দিনে ক্রমেং তাঁহারদের সৈন্যদ্বারা রাজপুরী পরিপূর্ণা হইল, এবং শাসন কর্ত্তার নিকটে যে সকল সেনাপতিরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তিনি তাম্বূল বিতরণ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহাদের একজন একাঘাতে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন, পুরী মধ্যে তৎক্ষণাৎ রাজবিদ্রোহের ঘোষণা হওয়াতে তাঁহার ভৃত্যেরা কৃপাণপাণি হইয়া বহির্গত হইলেন, কিন্তু ঐ বঞ্চক দিগের নিবারণ করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাঁহারা তন্মধ্যে নগর অধিকার করিয়া ছিলেন।

সমসেরখাঁ পুরীলুঠ করিয়া মৃতশাসন কর্ত্তার পিতা হাজি আহম্মদের অন্বেষণার্থে লোক প্রেরণ করিলেন, ঐ বৃদ্ধের নিমিত্তে এক দ্রুতগামি অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি তাহাদ্বারা পলায়ন করিতে পারিতেন, কিন্তু ধন ও স্ত্রীলোকদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া বিলম্ব করাতে দুরাচারিরা তাঁহাকে আটক করিল, অনন্তর সপ্তদশ দিবস পর্য্যন্ত ধন প্রকাশার্থে তাঁহার অতিশয় যন্ত্রণা করাতে তিনি অবশেষে দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন, পরে বিদ্রোহ কারিরা প্রায় সপ্ততিলক্ষ টাকার স্বর্ণ

ও রূপ্য পাইলেন, এবং তিনি যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ক্রমে২ যে সকল গুপ্তস্থান প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাটীর সেই সকল স্থান খনন করিয়া বহুমূল্য রত্ন পাইলেন, জৈনউদ্দিনের পত্নী ঐ বঞ্চক পাঠানদিগের হস্তে পড়িলেন, এই সকল লুট দ্রব্যদ্বারা তাঁহারা সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র অশ্বারূঢ় ও তাবৎ পদাতিক সৈন্য আজ্ঞাধীনে প্রাপ্ত হইলেন।

আলিবর্দ্দিখাঁ যখন শুনিলেন, যে তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র মারাপড়িয়াছেন, ও তাঁহার কন্যা বন্দী হইয়াছেন, এবং বেহারদেশ নষ্ট হইয়াছে তখন অতিশয় শোকাবিষ্ট হইলেন, পাটনায় এইরূপ ঘটনার কালে তাঁহার পুরাতন শত্রু, মারহাট্টারা মীরহবীবের অধীনে আসিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া রাজনগরকে কম্পান্বিত করিল; কিন্তু ঐ বৃদ্ধ শুবাদারের মনের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র হয় নাই, তিনি স্বয়ং যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন, মুরসিদাবাদ নিবাসি লোক দিগকে আপন২ ধন ও পরিবার নদীপারে লইয়া রক্ষাকরিতে উপদেশ করিলেন, অতএব যে সকল লোক পলায়নে শক্তছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঐ নগর পরিত্যাগ করিলেন।

শুবাদার পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও অষ্ট সহস্র পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঐ দ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, মারহাট্টারা তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা পরিবর্ত্ত করিলেন, তাঁহারা তদ্দেশ লুঠ না করিয়া শুবাদারের আগমনের পূর্ব্বে পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইবার আশায় পর্ব্বতীয় দেশদিয়া শীঘ্র চলিলেন, সমসেরখাঁ ও সর্দারখাঁ নিজসৈন্যের সহিত পাটনা হইতে বাহিরে আসাতে মারহাট্টা দিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, আমাদের বোধ হইতেছে, যে জৈনউদ্দীনের মৃত্যু পাটনা লুঠ ও বাঙ্গালায় আগমন কেবল মীরহবীবের কল্পনানুসারে হইয়াছিল, কারণ তথায় উপস্থিতি মাত্রে তিনি ও মহারাষ্ট্রীয়

দিগের প্রধান উভয়ে তাঁহাদের তাঁবুমধ্যে ঐ দুইজন পাঠান সেনাপতিকে লইয়া তাঁহাদিগের মস্তকোপরি সম্ভ্রমজনক মুকুট অর্পণ করিলেন, যেরূপ প্রধান ব্যক্তিরা অধীন লোকের প্রতি করিয়া থাকেন, পরদিন মীরহবীব সেনাপতিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহারদিগের আবাসে গমন করিলেন, তাঁহারা স্বাভাবিক বিনয়ের পরে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আটক করিলেন। এবং কহিলেন, যে তাঁহারা কেবল তাঁহার প্রার্থনায় এই দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং যে বিষয় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা সমন্ন করিয়াছেন. অর্থাৎ শাসনকর্ত্তাকে মারিয়া পাটনা অধিকার করিয়াছেন, এবং তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁহারদের প্রাপ্য এক্ষণে প্রার্থনা করেন, তাহাতে যদি তিনি চত্বারিংশৎলক্ষ মুদ্রা নাদেন, তবে তাঁহারা কদাচ তাঁহাকে ত্যাগ করিবেননা, মীর হবীব নিরুপায় হইয়াজনরব করিলেন যে শুবাদারের সৈন্য তাঁহার হস্তগত আছে, এই জনরব জন্য গোলযোগ হওয়াতে দুইলক্ষ মুদ্রা মাত্র দানে মোচন পাইলেন, উভয় পক্ষে এইরূপ বিবাদ শুবাদারের শুভদায়ক হইল, কারণ ঐ বিবাদ দ্বারা পরদিবসীয় যুদ্ধে ঐ উভয় সৈন্যের ঐক্য হইল না, ঐ যুদ্ধে শুবাদার সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন, এবং ঐ উভয় বিদ্রোহিরা মারাপড়িলেন, ও তাঁহাদের মস্তক ছিন্ন হইয়া শুবাদারের হস্তি পাদে বদ্ধ হইল। ইহা যথার্থ বটে, যে ঐ যুদ্ধকালে সমুদায় মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালি সৈন্যের বাম পার্শ্বে অগ্রসর হইল কিন্তু যখন সকল বিপক্ষ সৈন্যেরা বিদ্রোহকারি দিগের প্রতি আক্রমণ করিল, তখন তাহারা এক খাড়ী মধ্যে রহিল, মীরহবীব শুবাদারের জয় দেখিয়া কোন আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যুদ্ধ স্থান হইতে পলায়ন করিলেন, অনন্তর আলিবর্দ্দি শত্রু বিজয় পূর্ব্বক পাটনায় প্রবেশ করিয়া রিপুদিগেরদ্বারা যে কন্যা ও দৌহিত্রেরা রুদ্ধছিলেন,

তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তিনি এই বিষয়ে অতি মা-হাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিজ সেনাপতি দিগের সচ্চরিত্র প্রযুক্ত পারিতোষিক দিয়া বিদ্রোহকারিদিগের স্ত্রীপুত্রাদিকে দুরঙ্গ হইতে আনিলেন; এবং তাঁহাদিগের প্রতি অধিক দয়া প্রকাশ করিয়া ইচ্ছাচারি করিলেন, মীরহবীব যে পর্য্যন্ত মহা-রাষ্ট্রীয় দিগের পক্ষে গিয়াছিলেন, তদবধি অষ্টবৎসর আলিব র্দ্দির আজ্ঞাক্রমে তাঁহার পরিবারেরা কারাগারে রুদ্ধ ছিলেন, আলিবর্দ্দি এই উত্তম সময়ে তাঁহারদিগের স্বাধীন করিতে ঐ বিপক্ষের তাঁবুতে রক্ষকলোক সমভিব্যাহারে নিরুদ্বেগে পাঠা ইলেন, তিনি জৈনউদ্দিনের পুত্র তাঁহার দৌহিত্র সেরাজউদ্দৌ লাকে বেহারের শাসনকর্ত্তা করিলেন, ও রাজা জানকীরামকে তাঁহার নায়েব করিলেন, অনন্তর নিজ ভ্রাতৃপুত্র সায়দ আহ ম্মদকে পুরণীয়ার ফৌজদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, এই সকলনি য়োগানন্তর পাটনা হইতে নিজ রাজধানীতে আসিলেন, অতি অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি আতাউল্লাখাঁর ও মীরজাফরখাঁর অপরাধ মার্জনা করিয়া পুনর্ব্বার অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, যখন ঐ বিদ্রোহাচারী সেনাপতিদিগের সহিত যুদ্ধার্থে চলিলেন; তখন আতাউল্লাকে মুরসিদাবাদের কর্ত্তৃত্বপদে রাখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আতাউল্লার স্বাক্ষরিত পত্র পথিমধ্যে রোধ করিয়া দে-খিলেন, যে তাহাতে তিনি বিপক্ষের সহিত শীঘ্র মিল করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব এই দ্বিতীয়বার অবিশ্বাসের কর্ম্মে সুবাদার অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, যে তাঁহার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে ঐ বঞ্চক নগর হইতে দূরীকৃত হয়, অতএব ঐ দুরাত্মা প্রায় সপ্ততি লক্ষ নগত টাকা ও নানাবিধ রত্ন লইয়া মুরসিদাবাদ হইতে প্রস্থান করিলেন, যখন তিনি ভগল পূরের দ্বিতীয় ফৌজদার ছিলেন, তখন ঐধন উপার্জন করিয়া ছিলেন, অতএব এইরূপে আমরা আলিবর্দ্দির রাজত্বের অবস্থা

বোধ করিতে পারি যে তিনি যে সকল কর্ম্মকারি লোকদিগকে নিযুক্ত করিতেন, তাঁহারদিগের প্রতি নিজ২ অধীন দেশলুট করিয়া ধনসঞ্চয় করিতে অনুমতি থাকিত, তাহাতে কর্ম্মকারিরা বর্দ্ধিষ্ণু হইতেন ও দরিদ্র প্রজারা মারাপড়িতেন।

আলিবর্দ্দি কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া উড়িষ্যা হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাড়াইতে পুনর্ব্বার সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন, তাঁহার উপস্থিতি মাত্রে তাহারা পলায়ন করিল, তিনি সাক্ষাৎ যুদ্ধে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না, কেবল পর্ব্বতোপরি ও বনমধ্যে তাড়া তাড়ি করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার আগমন মাত্রে মীরহবীব বন হইতে বহির্ভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ লুঠ আরম্ভ করিলেন, আলিবর্দ্দিকে সুতরাং পুনর্ব্বার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে হইল, তিনি এপর্য্যন্ত বর্ষাকালের পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরে আসিতেন, কিন্তু তৎকালে ঐ দস্যুদিগ হইতে তদ্দেশ উদ্ধার করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া মেদিনীপুরে বর্ষাকাল পর্য্যন্ত শিবির করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু যখন এই সকল উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইল, তখন ঐ হতভাগ্য শুবাদার নূতন বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মদ্বারা ভীত হইলেন।

তিনি নিজ দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলাকে তাঁহার পিতা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, এবং ঐ বালক তাঁহার অতিশয় স্নেহদ্বারা ভ্রষ্টস্বভাব হইয়াছিলেন, কতিপয় দুরাচারি মনুষ্য তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ঐ প্রিয় মাতামহের প্রতি মন বিরক্ত করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য লইতে চেষ্টা করিবার উদ্যোগী করিয়া দিলেন, তিনি তাহাদের পরামর্শে রত হইয়া আলিবর্দ্দিকে তাঁহার দুষ্ট ব্যবহার নিমিত্তে তিরস্কার করিয়া এক পত্র লিখিলেন, এবং ঐ সকল অনুগত লোকের সহিত পাটনায় চলিলেন, তাঁহার ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা নামমাত্র ছিল, তিনি তথায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মাতামহের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিতে

স্থির করিলেন, আলিবর্দ্দি এই যাত্রা শুনিয়া হতজ্ঞান হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন, কারণ যদি তিনি পাটনায় আক্রমণ করেন, তাহাতে তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র পাছে মারাপড়েন, তিনি সৈন্যত্যাগ করিয়া সত্বরে মুরসিদাবাদে আসিলেন, কিন্তু তথায় একদিন মাত্র থাকিয়া ঐ বালকের অন্বেষণার্থে চলিলেন, সেরাজ উদ্দৌলা পাটনার সম্মুখে আসিয়া জানকীরামকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন, ঐ নায়েব শাসনকর্ত্তা জানিতেন, যে যদি তিনি ঐ নগর ত্যাগ করেন, তবে শুবাদারের অসন্তোষ হইবে; কিন্তু যদি ঐ বালক মারা পড়েন, তবে শুবাদার তাঁহাকে কদাচ ক্ষমাকরিবেন না, তাহাতে তাঁহার পরম সন্তোষ হইল, যে সেরাজ উদ্দৌলা ভীত হইয়া অতিদূরে রহিলেন, তাঁহার যষ্টি জন সাহসী অনুগত লোকেরা ঐ নগরের চতুর্দিগে যে এক মৃণ্ময় ভিত্তি ছিল, তাহার কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তথাকার রক্ষকেরা বাধা দেওয়াতে বীরত্বরূপ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মারাপড়িলেন, তাঁহাদের প্রভু পশ্চাৎ২ আসিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধকালে অতিদূরে এক গৃহমধ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন, ঐ নায়েব শাসনকর্ত্তা তথা হইতে তাঁহাকে কোন আঘাত ব্যতিরেক রুদ্ধ করিয়া নিরাপদে পুরীমধ্যে আনিলেন। আলিবর্দ্দি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দে অতিশয় উন্মত্ত হইবাতে নিজ ভৃত্যেরা তাঁহাকে উপহাস করিতে প্রায় উদ্যত হইয়াছিল, তিনি ঐ বিদ্রোহাচারি দৌহিত্রকে দেখিতে এমত ব্যগ্র হইলেন, যে কোন উপপতি তাহার উপপত্নীকে দেখিতে তাদৃশ কদাচ হয়েন না, যখন সমক্ষদর্শন হইল, আলিবর্দ্দি তাঁহার দুরাচার নিমিত্তে কোন ভৎর্সনা না করিয়া তাঁহার গলদেশ ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে চুম্বন করিলেন, দৌহিত্র প্রাপ্তি জন্য অতিশয় আনন্দ হওয়াতে তাঁহার জ্বর হইল, ও তাহাতে জীবন প্রায় ক্ষয় পাইল, ইতি

মধ্যে উড়িস্যাস্থিত মহারাষ্ট্রীয়েরা ও মীরহবীব তাহার বিপদ সময় শুনিয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন, অতএব উত্তমরূপে সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই আলিবর্দ্দিকে সসৈন্যে মেদিনীপুরে যাত্রা করিতে হইল, তথায় তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া উড়িস্যা পর্য্যন্ত তাহারদের অন্বেষণার্থে চলিলেন, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইত, একারণ সসৈন্যে মুরসিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

যুদ্ধশ্রমে উভয় পক্ষেই ক্লান্ত হইল, ঐ দশবৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধের মধ্যে প্রথম বার ভিন্ন সকল বারেই শুবাদার বিজয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্রীয়েরা এদেশের যে দুরবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে অসহিষ্ণু হইলেন, তাঁহারদের উপদ্রোহ দ্বারা রাজস্বের এমত হানি হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার রাজত্বের প্রথমাবধি দিল্লীতে এক মুদ্রা প্রেরণ করিতে পারেন নাই, মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাগীরথীর পশ্চিম কটক হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ প্রতিবৎসর লুঠ করিতেন, সকল গ্রামে অগ্নি প্রদান করিতেন, প্রজাদিগকে মারিতেন, ও শস্য সকল নষ্ট করিতেন, অতএব প্রজাদিগের দুঃখ যৎপরোনাস্তি এমত হইয়াছিল, একারণ তাঁহারা শুবাদারের নিকটে আসিয়া কহিলেন যে যদি তিনি তাঁহারদিগের বার্ষিক শস্যনাশ নিবারণ করেন, তবে তাঁহারা নিয়মিত রাজস্ব হইতে অধিক দিতে স্বীকার করেন, আলিবর্দ্দি প্রজাদিগের ও আপনার শোক নিবারণার্থে ইচ্ছুক হইলেন; তৎকালে তিনি পঞ্চসপ্ততি বর্ষবয়স্ক ছিলেন, ও অতিশয় পরিশ্রমদ্বারা ক্ষীণ হইয়াছিলেন, এবং দশবৎসর যুদ্ধ করিলেন, অতঃপরে মরণের পূর্ব্বে রাজ্যের নিয়ম করিতে ইচ্ছুক হইলেন, এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা ও মীরহবীব সর্ব্বদা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটে সন্ধি নিমিত্তে

এক দূত প্রেরিত হইবামাত্রে তাঁহারা শুবাদারকে অধিক প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তিনি চিরন্তন যুদ্ধ প্রযুক্ত তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালার চৌট বলিয়া প্রতিবৎসর দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের পূর্ব্ব প্রাপ্য পরিশোধার্থে রাজস্ব দিবার কারণ নায়েব শাসনকর্ত্তার স্বরূপে মীরহবীবের হাতে উড়িষ্যা দেশ রাখিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এবং সুবর্ণরেখানদী বাঙ্গালার দক্ষিণ সীমা স্থির করিলেন, যে মহারাষ্ট্রীয়েরা কদাচ সে নদী পার হইবেন না, অতঃপর মীরহবীবের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল, তিনি আলিবর্দ্দির দর্প খর্ব্ব করিয়া উড়িষ্যার প্রভু হইলেন, কিন্তু ঐ বিভব ভোগ অধিককাল হইল না, ঐ সন্ধির পরবৎসরে মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুদিগের সহিত তাঁহার আবশ্যকতা না থাকাতে তাঁহারা শঠতা পূর্ব্বক তাঁহাকে মারিলেন, অনন্তর চারি বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৫৫ শালে আলিবর্দ্দি জীবনের শেষকর্ম্ম মধ্যে উড়িষ্যা দেশ একেবারে মহারাষ্ট্রীয় দিগকে প্রদান করিলেন।।

তিনি এইরূপে ১৭৫১ শালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া কিঞ্চিৎকাল সুস্থ হইলেন, তাঁহার বয়স যদ্যপিও অধিক হইয়াছিল, তথাপি তিনি যুবাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধজন্য অপকার শুধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন, যে সকল গ্রাম দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলেন, যে সকল লোক পলায়িত ছিল, তাহাদিগকে পুনরাহ্বান করিলেন, কৃষকদিগকে আগামি ধন দান করিলেন, অর্থাৎ কর্ম্মকরিবার পূর্ব্বেই ধন দিলেন, এবং সর্ব্বশক্তিদ্বারা কৃষিকর্ম্মের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। তিনি নিজরাজ্যের প্রথম দশ বৎসর যুদ্ধবিষয়ে যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শেষ পঞ্চ বৎসর নির্বিরোধকালেও সেইরূপ বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি সুনিয়ম পূর্ব্বক কর্ম্মে মনোযোগ করিতেন, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ নিয়মিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য

ছিল, এই রূপ সর্ব্বদা যত্নদ্বারা এতদ্দেশ সবল হইল, এবং মহারা ষ্ট্রীয়দিগের অপকার প্রায় বিস্মৃত হইল।

মহারাষ্ট্রীয় দিগের সহিত সন্ধির পরে ১৭৫৬ শাল পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যমধ্যে বর্ণনার উপযুক্ত কিছুই ঘটে নাই, অনন্তর তিনি অধিক যত্নপূর্ব্বক যে মাহাত্ম্যের মন্দির করিয়া ছিলেন, তাহা একেবারে মগ্ন হইল, আলিবর্দ্দির ভ্রাতুপুত্র নেয়াইস মহম্মদ যাঁহাকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন, তাঁহার ঐ দৌহিত্র ইক্রাম উদ্দৌলা ঐ বৎসরের প্রথমে মরাতে মহাম্মদ বিবেচনা শূন্য হইলেন, এবং আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি. যে শুবাদারের অপর দৌহিত্র সেরাজউদ্দৌলা মাতামহের আদরদ্বারা সম্পূর্ণ রূপে দুষ্ট চরিত্র হইয়াছিলেন, তিনি সকল দুষ্কর্ম্মেই রত ছিলেন, এবং কোনজন তাহাতে কোন বিপরীত কথা বলিতে সমর্থ হইত না, তিনি কামুকসহচর দিগের সহিত মুরসিদাবাদের সকল পথে আড়ম্বরী পূর্ব্বক বিহার করিতেন, এবং স্ত্রীপুরুষ সাধারণ সকলের প্রতি নানাপ্রকার উপদ্রোহ করিতেন, নগরের প্রজারা তাঁহাকে আসিতে দেখিলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতেন, হে পরমেশ্বর আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা কর। তাঁহার প্রিয় ও নির্ব্বোধ বৃদ্ধ মাতামহ অশীতি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই সকল দৌরাত্ম্যের কোন সংবাদ লইতেন না, তাহাতে সুতরাং ঐ দুরাচারী অধিক সাহসী হইলেন, তিনি ঢাকার নায়েব শাসনকর্ত্তা হুস্সিনকুলি খাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সপরিবারে মারিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই ইচ্ছা সাফল্যার্থে প্রথমতঃ একব্যক্তি অনুগত লোককে ঐ নগরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঐ লোক তথায় সেই মহাশয়ের ভাগিনেয়কে সর্ব্বলোকের সমক্ষে দিবাভাগে মারিয়াছিলেন, অনন্তর সেরাজ উদ্দৌলা মাতামহের নিকটে হুস্সিন কুলিখাঁকে মারিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, আলিবর্দ্দি উত্তর করিলেন, যে তাঁহার প্রভু নেয়াইস মহাম্মদের অনুজ্ঞা ব্যতি

রেকে ইহাকরা যাইতে পারেনা, এবং এই দৌরাত্ম্য করিতে নিষেধ করিয়া এবিষয় তাঁহাকে নাদেখিতে হয়, এই মানসে মুরসিদাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃগয়া করত রাজমহলে চলিলেন, তাঁহার বৃদ্ধপত্নী সেরাজউদ্দৌলার মাতামহী নেয়াইসের নিকটে স্বয়ং গিয়া তাঁহার নির্দ্দোষ বন্ধু এবং ভৃত্যকে মারিতে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন, নেয়াইসের পত্নী ঘসিতী বেগম অন্যান্য লোকের প্রার্থনামধ্যে ঐ বিষয়ে নিজ প্রার্থনা প্রকাশ করিলেন, নেয়াইস এই সকল লোকের নিবেদন দ্বারা পরাজিত হইয়া অনুমতি করিলেন, সেরাজ উদ্দৌলা ঐ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাটী গমন কালে হস্সিন কুলিখাঁর গৃহের নিকটে গিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া নিজসমক্ষে টুকরা২ করিয়া কাটিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং ঐ সময়ে তাঁহার এক অন্ধভ্রাতাকে আনাতে তাহাকেও ঐ রূপ করিলেন, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা কহেন, যে এইসকল অসঙ্গত হত্যাতে আলিবর্দ্দির পরিবারে পরমেশ্বরের শাঁপ হইল, কিঞ্চিদনন্তর নেয়াইস মরিলেন, দুইমাসমধ্যে তাঁহার ভ্রাতা সায়দ আহম্মদ পূরনীয়ার শাসনকর্ত্তা মরিলেন আলিবর্দ্দি দৌহিত্রের চরিত্রের দ্বারা ভগ্নচিত্ত হইয়া এবং দুই ভ্রাতৃপুত্রের মরণে শোকাতুর হইয়া ১৭৫৬ শালের ৯ আপ্রেলে লোকান্তর গত হইলেন ॥

আলিবর্দ্দির যুদ্ধে ও সন্ধিতে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে দৃঢপ্রতিজ্ঞা ছিল, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে তিনি পঞ্চসপ্ততি বর্ষবয়সে উড়িষ্যামধ্যে সসৈন্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, বাঙ্গালার রাজ্যপ্রাপ্তির পর দশবৎসর পর্য্যন্ত ভিন্ন দেশীয় শত্রু কিম্বা নিজ বঞ্চকসেনাপতিদিগের সহিত যুদ্ধে ক্রমিক নিযুক্ত ছিলেন, অনন্তর অন্তিম পঞ্চবর্ষ মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না, তাহাতেও তাঁহার কর্ম্ম অতিশয় প্রশংসনীয় ছিল, তাঁহার সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ কলিকা

তার ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে পুনঃ২ উত্তেজনা করিতেন; তাহাতে তিনি সর্ব্বদাই উত্তর করিতেন, যে স্থল মধ্যে তাঁহার অধিক কর্ত্তব্য আছে; ও এসময়ে সমুদ্রে অগ্নি দিলে কে নির্ব্বাণ করিবে; তিনি আর বলিতেন, যে ইংরাজদিগের সমুদ্রে যে সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিলে সেই শক্তি দ্বারা এতদ্দেশীয় বণিকদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্য নষ্ট হইবে, তাঁহার রাজ্যকালে ফরাসিরা ওলন্দাজেরা ও ইংরাজেরা নির্ব্বিরোধি এবং সুরক্ষিত ছিলেন, কেবল দুইবার মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাড়াইতে ধনের আবশ্যকতা হওয়াতে তিনি তাঁহাদিগ হইতে সাহায্য লইয়াছিলেন, তাঁহার মনে উদয় হইত যে তিনি যে রাজ্য পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের হস্তগত হইবে, যেহেতু তাঁহার দৌহিত্র ইংরাজদিগের অহিতেচ্ছু ছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন, একারণ তাঁহার ভয় প্রকাশ করিলেন, যে তাঁহার মরণোত্তর ইউরোপীয়েরা হিন্দুস্থানের নিকট পর্য্যন্ত অধিকার করিবেন তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক মহৎ ভ্রম এই ছিল, যে অতিশয় কুকর্ম্মান্বিত দৌহিত্রের প্রতি হতজ্ঞান হইয়া স্নেহ করিতেন, কিন্তু অত্যন্ত বিলম্বে তিনি ঐ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, যখন তিনি মরণ শয্যায় ছিলেন, তখন তাঁহার কোন ভৃত্য তাঁহার উত্তরাধিকারির নিকটে তাঁহাকে সোপরোধ করিতে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে আমার মরণোত্তর সেরাজ উদ্দৌলাকে যদি তাঁহার মাতামহীর সহিত তিন দিবস পর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে থাকিতে দেখহ, তবে তোমার আপনার শুভাশা করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়।

ঐ সময়ে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত ছিল, আলিবর্দ্দি খাঁ অতি সাহসিক যোদ্ধা ও উত্তম রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালা জয় করিতে না পারেন, এনিমিত্তে দশবৎসর পর্য্য

স্ত তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং তাহাতে পুনঃ২ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিলেন, কিন্তু তথাপি অবশেষে তাঁহাকে সন্ধি পূর্ব্বক প্রতিবৎসর রাজস্ব রূপে দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিতে হইল, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ববৎসরে তাঁহার রাজ্য তিন শুবার মধ্যে উড়িষ্যা একেবারে ত্যাগ করিতে হইল, অনন্তর তাঁহার সিংহাসনে চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক অহঙ্কারী ক্রুর দুর্বল ও দুরাচার এক বালক আরূঢ় হইলেন, তাঁহার কেবল আত্মসুখ ব্যতিরেকে অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না, অতএব বাঙ্গলা ও বেহার তাঁহার অধিকারে রাখা অসাধ্য হইল, এসুখ্যাত আলিবর্দ্দি মরাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার উপদ্রোহ করিতে আরম্ভ করিল, এবং এতদ্দেশ ঐ ক্রূরদিগের হস্তগত হইবার নানা প্রকার সুযোগ হইল, কিন্তু ঈশ্বরীয় ইচ্ছা তাহার বিপরীত হইল, বাঙ্গালার রাজ্য ও অবশেষে হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য অতঃপরে ইংরাজদিগের হইবার উপক্রম হইল, আলিবর্দ্দির মৃত্যুকালে ইংরাজদিগের ভারতবর্ষের প্রভু হইবার কোন আশা ছিল না, তাঁহারা যেরূপে ক্রমে২ এতদ্দেশ জয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা আমরা বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করি।

১৭৫৬ শালের ১০ আপ্রিলে সেরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার ও বেহারের রাজা হইলেন, তৎকালে দিল্লীর মহারাজ এমত ক্ষীণাবস্থায় ছিলেন, যে নূতন শুবাদার তাঁহা হইতে অনুজ্ঞাপত্র প্রার্থনা নিরাবশ্যক বুঝিলেন, শুবাদার রাজ্যের প্রথমতঃ তাঁহার পিতৃব্য নেযাইস মহম্মদের পত্নীর সমস্ত ধন অপহরণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, ঐ রমণীর স্বামী ষোড়শবৎসর পর্য্যন্ত ঢাকার শাসনকর্ত্তা থাকিয়া অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া লোকান্তরগত হইলে তিনি পতিধনে অধিকারিণী হইয়াছিলেন, ঐ ধনরক্ষার্থে তিনি যে সকল সৈন্য রাখিয়াছিলেন, তাহারা আবশ্যক সময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, সুতরাং

সমুদায় সম্পত্তি নির্ব্বিরোধে সুবাদারের পুরীতে প্রেরিত হইল, এবং ঐ রমণী বাসস্থান হইতে দূরীকৃত হইলেন, রাজবল্লভ ঢাকায় নেয়াইস মহাম্মদের নায়েব থাকিয়া মুসলমান দিগের রাজ্যকালে যেরূপ রীতি চলিত ছিল, তদনুসারে সমুদায় দেশ লুট করিয়া অধিক ধন সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, আমরা বর্ণনা করিয়াছি, যে ১৭৫৬ শালের প্রথমে নেয়াইসের মৃত্যু হয়, আলিবর্দ্দি তখন সিংহাসনে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, রাজবল্লভ তৎকালে মুরসিদাবাদে থাকাতে সেরাজ উদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কারাগৃহে স্থাপন করিয়া ঢাকায় তাঁহার সম্পত্তি আটক করিতে চর প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস ঐ সংবাদ শুনিয়া সমুদায় ধন ও পরিবার লোক নৌকায় তুলিয়া গঙ্গাসাগর অথবা জগন্নাথ তীর্থে গমনচ্ছলে কলিকাতায় আসিলেন ১৭মার্চ তথায় আসিয়া তথাকার শাসন কর্ত্তা ড্রেকসাহেবদ্বারা ঐ নগরে বাস করিতে অনুজ্ঞাত হইলেন এবং পিতার মোচন সংবাদ যে পর্য্যন্ত না শ্রবণ করেন তাবৎ তথায় থাকিতে স্থির করিলেন, সেরাজউদ্দৌলা ঐ ধন নিহস্ত হওয়াতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন, যে কৃষ্ণদাস শীঘ্র দূরীকৃত হইবেন, ঐ মনুষ্য কোন বিশ্বাসজনকলিপি ব্যতিরেকে আসাতে ড্রেক সাহেব তাঁহাকে নগর হইতে বহির্ভূত করিলেন।

অনন্তর ইউরোপ হইতে সংবাদ আসিল, যে অতি অল্প কালের মধ্যে ইংরাজদিগের ফরাসিদের সহিত যুদ্ধ হইবে, ফরাসিরা নদীতীরে অতি বলবান ছিলেন, এবং ইংরাজদিগের কলিকাতায় যে সৈন্য ছিল, চন্দ্রনগরে তাঁহাদের তাহার দশগুণ ছিল, অতএব ইংরাজেরা দুর্গ শুধরিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এই সমাচার তৎকালে সিংহাসনস্থিত দুরন্ত বালকের কর্ণগোচর শীঘ্র হইল, সুবাদার সর্ব্বদাই ইংরাজদিগের দ্বেষী ছিলেন, তিনি

কঠিনরূপে ড্রেক সাহেবকে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে আজ্ঞা করিলেন, যে নূতন দুর্গ কদাচ করিবেন না, ও পুরাতন দুর্গ ভগ্ন করিবেন, এবং অবিলম্বে কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করিবেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, যে সেরাজ উদ্দৌলার পিতৃব্য সায়দ আহম্মদ আলিবর্দির দুই এক মাস পূর্বে মরিয়াছিলেন, ও তাঁহার সমুদায় ধন সৈন্য এবং পূরণীয়ার রাজত্ব নিজপুত্র শোকতজঙ্গকে দিয়াছিলেন, এবং তিনি ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সুবাদার হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, উভয়েই তুল্যরূপে কর্কশ ক্রূর ও নির্বুদ্ধি ছিলেন, অতএব তাঁহারা পরস্পর মিলপূর্বক অধিক কাল থাকিতে পারিবেন না, ইহা স্পষ্ট হইল। সেরাজ উদ্দৌলা পদ প্রাপ্তিমাত্রে মাতামহের সমুদায় ভৃত্য ও সেনাপতি দিগকে বিদায় করিয়া অতি লম্পট স্বভাব যুবাপুরুষ দিগকে অনুগ্রহ পাত্র করিলেন, তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে দুষ্কর্ম্মে সাহস প্রদান করিত, তাহারা প্রতিদিন অবিচার ও নিষ্ঠুরতা করিতে অনুরোধ করিত, এইরূপে কোন মনুষ্যের ধন ও কোন স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষা পাইত না। এতদ্দেশীয় প্রধান লোকেরা এই সকল উপদ্রোহ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্যকোন লোককে ঐ সিংহাসনে নিযুক্ত করিতে পারেন, এমত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি শোকতজঙ্গের প্রতি হইল, যদ্যপিও তিনি সেরাজ উদ্দৌলা অপেক্ষা উত্তম ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা মঙ্গলের আশা করিয়াছিলেন। অবিলম্বে ষড়যন্ত্র হইল; এবং তাঁহাকে এই সকল দেশের নাজিম করিতে মহারাজার অনুজ্ঞাপত্র প্রার্থনায় দিল্লীতে দূত প্রেরিত হইল, ঐ নিবেদন পত্রে প্রতি বৎসর মহারাজকে এককোটী মুদ্রা পাঠাইতে স্বীকার ছিল; অতএব সুসিদ্ধ হইল।

সেরাজ উদ্দৌলা এই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নিজসৈন্য সংগ্রহ করিয়া পূরণীয়ার প্রতি চলিলেন, ও জ্যেষ্ঠতাতপুত্রকে নষ্ট করিতে স্থির করিলেন, যখন সৈন্যেরা রাজমহল পর্য্যন্ত গিয়া গঙ্গাপার হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন সেরাজ উদ্দৌলা কলিকাতার শাসনকর্ত্তা ড্রেক সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন. তাহার উত্তর পাইলেন, তাহাতে দৃঢ়রূপে লিখিত ছিল, যে তিনি সুবাদারের আজ্ঞামতে চলিবেন না, এই উত্তর প্রাপ্তিমাত্রে তাঁহার অসীমক্রোধ হইল, পরে ইংরাজদিগকে রাজ্যের অপকারিদিগের আশ্রয় দান জন্য ও তাঁহার রাজ্যে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিয়াছেন; এজন্য দোষী করিয়া তাঁহাদের মূলোৎপাটন করিতে ভয় দেখাইলেন, এবং তথাকার শিবির ভঙ্গপূর্ব্বক নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন, আগমনকালে কাশীম্বাজারের কারখানা লুঠ করিলেন, এবং যে সকল ইউরোপীয় লোকদিগকে তথায় পাইলেন, তাহাদিগকে কারালয়ে স্থাপন করিলেন।

কলিকাতায় ইংরাজেরা ষষ্টি বর্ষ হইতেও অধিককাল পর্য্যন্ত নির্বিরোধে থাকাতে মনোযোগের অল্পতা প্রযুক্ত তাঁহাদের দুর্গ নষ্ট হইতে ছিল, তাঁহারা এমত আপৎ শূন্য হইয়াছিলেন, যে ভিত্তির অশীতি হস্তমধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের রক্ষক একশত সপ্ততি মনুষ্য ছিল, তাহার মধ্যে ষষ্টিজন মাত্র ইউরোপীয়। তাঁহাদের বারুদ পুরাতন ও নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, কামান সকল মলিন হইয়াছিল। সেরাজ উদ্দৌলা ঐ নগরের আক্রমণার্থে চত্বারিংশৎ বা পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্যের সহিত ও উত্তম একদল গোলন্দাজের সহিত আসিতেছিলেন, ইংরাজেরা দেখিলেন, যে কোনমতে বাধা দিবার উপায় নাই, একারণ সন্ধি প্রার্থনায় পুনঃ২ পত্র প্রেরণ করিলেন, এবং অধিক টাকা দিতে স্বীকার করিলেন,

কিন্তু শুবাদার কিছু শুনিলেন না, তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যে একেবারে তাঁহাদের শেষ করিবেন, অতএব কোন উত্তর না পাঠাইয়া ক্রমিক আসিতে ছিলেন, ১৬ জুন তাঁহার অগ্রসর সৈন্যেরা চিতপুরে উপস্থিত হইল, কিন্তু ইংরাজেরা গড়ের বহির্ভাগে কতিপয় সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারা ঐ সৈন্য মধ্যে এমত গোলাবর্ষণ করিল; যে তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিয়া দমদমায় শিবির করিল।

১৭ তারিখ শুবাদারের সৈন্যেরা নগর বেষ্টন করিয়া পরদিন চতুর্দিগে আক্রমণ করিল, পরে ভিত্তির নিকটস্থ গৃহ সকল অধিকার করিয়া এমত ভয়ানক অগ্নি রক্ষা করিল, যে কোন জন দুর্গোপরি বহির্ভূত হইতে পারিল না, ঐ দিবসে অধিক লোক মারা পড়িল, এবং অনেকে আহত হইল, মুসলমানেরা গড়ের বহিরংশ অধিকার করাতে ইংরাজদিগের গড়মধ্যে প্রস্থান করিতে হইল, রাত্রিকালে দুর্গের চতুর্দিগস্থ কতিপয় বৃহৎগৃহে অগ্নি প্রদান করাতে অতিশয় উত্তাপ হইল, কর্ত্তব্যের অবধারণার্থে যুদ্ধসভা প্রস্তুত হইল, সেনাপতিরা কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া কহিলেন, যে পলায়ন ব্যতিরেকে রক্ষা নাই, এতদ্দেশীয় বহুলোক দুর্গমধ্যে থাকাতে যে খাদ্যদ্রব্য ছিল, তাহা সপ্তাহের অধিক হইতে পারে না, অতএব দুর্গের ধারে যে সকল নৌকা ছিল, তদুপরি পরদিন প্রাতঃকালে প্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগকে তুলিয়া পরে পুরুষেরা আরোহণ করিয়া এ নগর পরিত্যাগ করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু ঐ দুর্গ মধ্যে এমত কোন প্রধান লোক ছিলেন না, যে ঐ যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সকলেই আজ্ঞা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, আজ্ঞা শুনিতে কেহই ছিলেন না, ঐ সময়ে স্ত্রীলোকেরা নৌকায় উঠিলেন, দুর্গস্থিত লোকেরা ও নৌকাস্থিত লোকেরা তুল্যরূপে ভীত হইলেন, তীরস্থিত প্রত্যেকেই বেগে ধাবমান হইলেন, নাবিকেরা শীঘ্র নৌকা বাহির করিতে লাগি

লেন, সকলেই আপনঃ রক্ষাচিন্তা করিয়া যে নৌকা প্রথমে পাইলেন, তাহাতেই উঠিলেন, শাসনকর্ত্তা ড্রেক্ সাহেব ও প্রধান সেনাপতি প্রথমতঃ পলায়ন করিলেন, অতি অল্পকালের মধ্যে সমুদায় নৌকা প্রস্থান করিল, কতিপয় জাহাজের নিকটে ও কতিপয় হাওড়ায় চলিল, কিন্তু অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক সৈন্য ও ভদ্রলোকেরা পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলেন, যখন শাসনকর্ত্তার পলায়ন বিদিত হইল, অবশিষ্টেরা একত্র হইয়া হালওএল সাহেবকে প্রভু করিলেন। পলায়িত লোকেরা যে সকল জাহাজে ছিলেন, সে সকল জাহাজ নদীর এক ক্রোশ দূরে গিয়া নোঙ্গর করিয়াছিল, ১৯ জুন বিপক্ষেরা পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া তাড়িত হইল, অতএব তথায় আসিয়া সৈন্যদিগের উদ্ধারার্থে জাহাজে ইঙ্গিত প্রেরিত হইল, এবং তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইত, কিন্তু যে দুই দিন পর্য্যন্ত দুর্গ স্ববশে ছিল, তন্মধ্যে পোতস্থিত লোকেরা যাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের রক্ষার্থে কোন চেষ্টা করিলেন না, তাঁহারদের এক মাত্র আশা ছিল, যে প্রিন্স জর্জ্জ নামক জাহাজ চিত্পুরে নোঙ্গর করিয়াছিল, হালওএল সাহেব ঐ জাহাজকে গড়ের ধারে আসিতে আজ্ঞা করিয়া দুইজন ভদ্রলোককে পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ জাহাজ আসিবার কালে পথিমধ্যে ভূমিতে এমত রুদ্ধ হইল, যে পুনর্ব্বার তাহার মোচন হইল না, এইরূপে ঐ হতভাগ্য সৈন্যদিগের শেষ আশাও নষ্ট হইল, ১৯ তারিখ রাত্রিকালে বিপক্ষেরা দুর্গের চতুর্দ্দিগস্থ অবশিষ্ট গৃহ সকলে অগ্নিপ্রদান করিল, ২০ তারিখ পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর আক্রমণ করিল, হালওএল সাহেব তাহারদের বাধার চেষ্টা বিফল দেখিয়া সুবাদারের সেনাপতি মাণিকচন্দ্রের নিকটে সন্ধিনিমিত্তে এক পত্র পাঠাইলেন, দুই প্রহর চতুর্থ ঘণ্টার সময়ে শত্রুদিগের একজন দাহনিবারণার্থে ইঙ্গিত করাতে ইংরাজেরা বোধ করিলেন, যে সেনাপতি হইতে

উত্তর আসিয়া থাকিবে, একারণ কামানে অগ্নিদান রোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা এইরূপ করিবামাত্রে বিপক্ষেরা ভিত্তির নিকটে আসিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল, এক ঘণ্টার মধ্যে দুর্গে তাঁহাদের অধিকার হইল, অনন্তর তাঁহারা তথাকার গৃহ সকল লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পঞ্চম ঘটিকার সময়ে সেরাজ উদ্দৌলা এক দোলায় আসিলেন তাঁহার সম্মুখে ইউরোপীয়েরা আনীত হইল, হালওএল সাহেবের হস্ত বদ্ধ ছিল, কিন্তু শুবাদার তাহা মোচন করিতে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, যে তাঁহার মস্তকের এক গাছি কেশ কেহ স্পর্শ করিবে না, এবং কহিলেন, কি আশ্চর্য্য যে অতিঅল্প মনুষ্য চারিশত গুণে অধিক সৈন্যের সহিত এতাবৎ কালপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল, তিনি সহজমূর্ত্তিতে দরবার আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণদাসকে তাঁহার নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন, ইংরাজদিগের প্রতি আক্রমণের এক প্রধান কারণ এই ছিল, যে তাঁহারা ঐ মনষ্যকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, অতএব বোধ হইয়াছিল, যে ঐ ব্যক্তির কঠিন দণ্ড হইবে, কিন্তু নবাব তাহা ব্যতিরেকে তাঁহাকে এক সম্ভ্রমজনক পরিচ্ছদ দিলেন।

এবং ষষ্ঠঘটিকার পরে সপ্তম ঘটিকার মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন ও এতদ্দেশীয় একসেনাপতির অধীনে ঐ দুর্গ সমর্পণ করিলেন, তথায় ঐ সময়ে একশত ষটচত্বারিংশৎ জন ইউরোপীয় বন্দী ছিলেন, তাহার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ও দ্বাদশ জন আহত সেনাপতি ছিলেন, ঐ অধিকৃত মহাশয় রাত্রিকালে তাঁহারদিগকে নিরুদ্বেগে রাখিতে স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অপরাধি সৈন্যদিগের অবরোধের নিমিত্তে ঐ দুর্গমধ্যে এক গৃহ ছিল, তাহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশ হস্ত ও বিস্তার নয় হস্ত মাত্র এবং বায়ু গমনার্থে প্রতিদিগে একং গবাক্ষ ছিল, এই ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে অতি গ্রীষ্মসময়ে মুসলমানেরা সমুদায় ইউরোপীয়দিগকে রুদ্ধ করি-

লেন. সুতরাং ঐ রজনীতে অসম্ভব ক্লেশ হইল, বন্দীরা অবিলম্বে অনিবার্য্য পিপাসাগ্রস্ত হইলেন, এবং রক্ষকদিগ হইতে যে জল প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে কেবল হতজ্ঞানকরিল, প্রতিজননিঃশ্বাস নিঃক্ষেপার্থে গবাক্ষদ্বারের নিকটে যাইতে বিবাদ করিতে লাগিলেন, এবং একেবারে এই যাতনার শেষ করিতে রক্ষকদিগের নিকটে প্রার্থনা করিলেন, যে তাঁহাদিগকে গুলি করেন, একেং অনেকেই মরিয়া পড়িলেন, অবশিষ্টেরা ঐ শবসমূহোপরি দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস নিঃক্ষেপের স্থান পাইলেন, তদ্দ্বারা অল্পলোক বাঁচিয়া ছিল, পরদিন প্রাতঃকালে যখন দ্বার মোচন হইল, এক শত ষট্‌চত্বারিংশৎ লোকের মধ্যে কেবল ত্রয়োবিংশতি জীবদ্দশায় ছিলেন, ব্লাকহোল নামে হত্যা অর্থাৎ অন্ধকারান্বিত গর্ত্তে রুদ্ধ করিয়া বধ, ইহা বিখ্যাত ছিল, সে বিষয় কলিকাতার লুটে অতি ভয়ানক ছিল, এবং সকলদেশে সকল মনুষ্যের অতি নব তুল্য ঐ দুঃখের স্মরণ আছে, ও প্রায় এই বিষয়ের নিমিত্তে সেরাজউদ্দৌলা ক্রূরতায় রাক্ষস তুল্য হইয়াছেন, কিন্তু তিনি পরদিন প্রাতঃকালাবধি এই ঘোরতর ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না, সমুদায় দোষ মানিকচাঁদ নামক হিন্দু করিয়াছিলেন, কারণ ঐ নিশিতে দুর্গ তাহার অধীনে ছিল, ২১ জুন প্রভাতে নবাব ঐ অবস্থা শুনিয়া অতিশয় ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন. যে সকললোক ব্লাকহোলে রুদ্ধ হইয়াও বাঁচিয়া ছিলেন, হালওএল সাহেব তন্মধ্যে একজন ছিলেন, শুবাদার তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ধনস্থান প্রকাশ করিতে কহিলেন. কিন্তু তথায় পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা মাত্র পাওয়াতে শুবাদারের আশ্চর্য্য বোধ হইল। সেরাজ উদ্দৌলা নয় দিবস পর্য্যন্ত কলিকাতার নিকটে থাকিয়া ঐ স্থানের নাম আলিনগর রাখিয়া মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন, ২ জুলাই তিনি গঙ্গাপার হইয়া ওলন্দাজদিগকে ও ফরাসিদিগকে আনুকূল্য করিতে কহিলেন, ও যদি তাঁহারা অস্বী

কার করেন, তবে তিনিই ইংরাজ দিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সেইরূপ করিবার ভয় দেখাইলেন, ওলন্দাজেরা সার্দ্ধ চারি লক্ষ মুদ্রা ও ফরাসিরা সার্দ্ধ তিন লক্ষ মুদ্রা দিয়া নিস্তার পাইলেন, যে বৎসরে কলিকাতা অধিকার হইল, ও ইংরাজেরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন, সেই বৎসরে অর্থাৎ ১৭৫৬ শালে ডেনেরা ভূমির সনন্দ পাইয়া শ্রীরামপুর নগর আরম্ভ করিলেন।

সুবাদার জয়দ্বারা প্রফুল্ল হইয়া মুরসিদাবাদে আসিয়া পুর্ণীয়ার শাসনকর্ত্তা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র শোকৎজঙ্গের প্রতি নূতন আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন, তাঁহার সহিত বিরোধো থাপন করিতে আপনার এক ভৃত্যকে তথাকার ফৌজদার করিয়া জেষ্ঠতাত পুত্রকে আজ্ঞা করিলেন, যে তিনি ঐ ব্যক্তিকে তৎ কর্ম্ম করিতে স্থাপন করিবেন, তাহাতে ঐ বালক ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উত্তর লিখিলেন, যে তিনি ব্যবস্থামতে এতদ্দেশের সুবাদার হইয়া দিল্লী হইতে নিয়োগ পত্র পাইয়াছেন, এবং নবাবকে আজ্ঞা করিলেন;যে তিনি মুরসিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করেন, সেরাজ উদ্দৌলা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একনিমেষ বিলম্ব ব্যতিরেকে সৈন্যদিগের সহিত একত্র হইয়া পূরণীয়ায় যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন, শোকতজঙ্গ ও নিজসৈন্যদিগের প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধ বিষয়ে কিছু মাত্রজানিতেন না, ও কোনজনের পরামর্শ শুনিতেন না, তাঁহার সেনা পতিরা সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইয়া এক দৃঢ়স্থানে উপস্থিত হইলেন, ঐ স্থানের সম্মুখে এক ঝিল ছিল, ও তাহাতে কেবল একমাত্র সেতু ছিল, তথায় সৈন্যেরা শিবির করিল, কিন্তু তাহাদের কোন কর্ত্তা ছিল না, সুতরাং প্রকৃত কর্ম্মের কোন প্রস্তাব হয় নাই, সেনাপতিদিগের যে২ স্থান ভাল বোধ হইল, সেই২ স্থানে নিজ২ সৈন্য স্থাপন করিলেন, অবশেষে সেরাজ উদ্দৌলার

সৈন্যেরা ঐ ঝিলের সম্মুখে আসিয়া শত্রুদিগের প্রতি কামান করিতে আরম্ভ করিল, বৃহৎ কামানদ্বারা শোকৎজঙ্গের সৈন্যেরা অত্যন্তবিরক্ত হইল, তাহাতে তিনি নির্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত অশ্বারোহ সৈন্যদিগকে ঝিল উত্তীর্ণ হইয়া সংগ্রাম করিতে আজ্ঞা করিলেন, তাহারা বহুক্লেশে জলকর্দম পার হইয়া শুষ্ক ভূমিতে উপস্থিত হইবামাত্রে সেরাজ উদ্দৌলার সৈন্যেরা চতুরতা পূর্ব্বক তাহাদের আক্রমণ করিল, এই তুমুলযুদ্ধকালে শোকৎজঙ্গ স্ত্রীলোকদিগের সহিত আনন্দভোগ করিতে তাঁবুমধ্যে গিয়া মদ্যপানে এমত মত্ত হইলেন, যে সহজরূপে বসিতে শক্তি রহিল না, তাঁহার সেনাপতিরা পশ্চাৎ আসিয়া সৈন্যদিগের আধিপত্য করিতে অনুরোধ করিলেন, অনন্তর তাঁহাকে এক গজোপরি বসাইলেন, ও এক ভৃত্যকে তাঁহার অবলম্বনার্থে নিযুক্ত করিলেন, এইরূপে তিনি ঝিলের ধারপর্য্যন্ত আসিবামাত্রে বিপক্ষের সৈন্য হইতে, এক গোলা আসিয়া কপালে লাগাতে তিনি হাওদার উপরে মরিয়া পড়িলেন, সৈন্যেরা তাঁহার নিপাত দেখিয়া শ্রেণীভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিল, দুই দিবস পরে সুবাদারের সেনাপতি মোহনলাল পূরণীয়া অধিকার করিয়া তাহাতে প্রাপ্ত প্রায় নবতিলক্ষ মুদ্রা ও শোকৎজঙ্গের রমণীসকল মুরসিদাবাদে পাঠাইলেন, সেরাজউদ্দৌলা এই যুদ্ধে হতসাহস হইয়া রাজমহলের অধিক গমন করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদ্বারাই বিজয় হইল, এমত বিশ্বাস করিয়া বিপুল আড়ম্বরী পূর্ব্বক মুরসিদাবাদে আসিলেন।

আমরা এক্ষণে ইংরাজদিগের বিষয় বর্ণনা করি, কলিকাতা আক্রমণ করাতে তাঁহাদের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, ড্রেক সাহেব লজ্জিতরূপে স্বদেশীয় লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজ হইতে সাহায্য প্রার্থনায় দূত প্রেরণ করিয়া নদীমুখে পোতোপরি বহুলোকের সহিত ছিলেন, কিন্তু তথায় রোগদ্বারা অধিক লোক মারা পড়িল।

কলিকাতায় যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তাহার সংবাদ মান্দ্রাজে যাইবামাত্রে তথাকার শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সভাসদ্ ভয়ে নিমগ্ন হইলেন, তাঁহারা সকল বিষয়েই বিপদ দেখিলেন, কারণ ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিদিন প্রবল হইতে ছিল, কিন্তু পণ্ডিচারিতে ফরাসিরা যদ্যপিও অতি বলবান ছিল, ও যদ্যপিও নিজসৈন্য অতি অল্প ছিল, তথাপি তাঁহারা বাঙ্গালায় সাহায্য প্রথমতঃ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কতিপয় পোত প্রস্তুত পুরঃসর কিয়ৎ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, ওয়াট্সন্ সাহেব নাবিক সেনাপতি হইলেন, এবং কর্ণেল ক্লাইব সাহেব ভূমিচর সেনার অধ্যক্ষ হইলেন, তিনি ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে ভারতবর্ষে রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, পরে তিনি রণেচ্ছুক থাকাতে যুদ্ধকর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া মহাযোদ্ধাস্বরূপে খ্যাত হইলেন, বাঙ্গালায় আসিবার সময়ে তাঁহার বয়স একত্রিংশৎবর্ষ ছিল, তিনি বয়সে বালক কিন্তু ব্যাবহারে অতি প্রাচীন ছিলেন। মান্দ্রাজে উদ্যোগ করিতেই অধিক কাল যাপন হইল ১৭৫৬ শালের আক্টোবর মাসের পূর্ব্বে জাহাজ সকল বাহির হইতে পারে নাই, পরে উত্তর পূর্ব্ব দেশ হইতে বায়ু হওয়াতে তাঁহাদের কলিকাতায় আসিতে ছয় সপ্তাহ হইল, এবং সকল জাহাজ আসিলেও দুইখান অতিবিলম্বে আসিল, কলিকাতা নগর উদ্ধারার্থে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল; তাহা সমুদায়ে নয় শত ইউরোপীয় ও পঞ্চদশ শত এতদ্দেশীয় সিপাই ছিল, ২০ডিসেম্বর তাঁহারা ফলতায় আসিলেন, ২৮তারিখ মায়াপুর পর্য্যন্ত আসিলেন, ঐ স্থানে তৎকালে মোগলদিগের এক দুর্গ ছিল, ক্লাইব সাহেব রাত্রিযোগে সমুদায় সৈন্য অবতারণ করিলেন, কিন্তু তথাকার পথপ্রদর্শকেরা তাঁহাকে কুপথে লইয়া গিয়াছিল, একারণ তাঁহারা ঐ দুর্গের নিকট যাইবার পূর্ব্বে

সূর্য্যোদয় হইল, সুবাদারের সেনাপতি মানিকচাঁদ অধিষ্ঠাতায় রূপে কলিকাতা হইতে আসিয়া তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিলেন, তাঁহার সৈন্যেরা যদি উচিত কর্ম্ম করিতে পারিত, তবে ইংরাজেরা পরাজিত হইতেন, ক্লাইব সাহেব অবিলম্বে বিপক্ষের প্রতি কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন, পরে এক গোলা মানিকচাঁদের হাওদার মধ্য দিয়া যাওয়াতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়া কলিকাতায় পলায়ন করিলেন, অনন্তর শঙ্কাপ্রযুক্ত তৎস্থলেও থাকিতে অসমর্থ হইয়া পঞ্চশত লোক রক্ষক রাখিয়া ত্বরা পূর্ব্বক মুরসিদাবাদে প্রভুর নিকটে গমন করিলেন, ক্লাইব সাহেব স্থল পথে কলিকাতায় চলিলেন; কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে জাহাজ সকল আসিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে ঐ স্থান জয় করিয়াছিল, এবং ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি তথাকার লোক সকল নাবিক সেনাপতির অধীন হইল, এইরূপে এক মনুষ্যের নাশ ব্যতিরেকে কলিকাতা পুনঃপ্রাপ্ত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

ক্লাইব সাহেব উত্তমরূপে জানিতেন, যে নবাবকে ভয় প্রদর্শন না করিলে তিনি কদাচ সন্ধি করিবেন না, অতএব কলিকাতা পুনর্ব্বার অধিকারের দুই দিবস পরে তৎকালে প্রধান বাণিজ্যের ও অধিক ধনের স্থান হুগলি নগর জাহাজ ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া লুঠ করিলেন। ইহা বোধ হইতেছে, যে কলিকাতা অধিকারের পরে তিনি মরসিদাবাদে সেটদিগের নিকটে সমাচার পাঠাইয়াছিলেন, যে তাঁহারা ইংরাজদিগের ও নবাবের মধ্যস্থ হইয়া সন্ধি নিষ্পন্ন করেন, এবং ইহাও উক্ত আছে যে সেরাজউদ্দৌলা প্রথমতঃ আনন্দের সহিত তাঁহারদের পরামর্শ শুনিতেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, যে ক্লাইব সাহেব হুগলিস্থিত বাণিজ্যস্থান অধিকার করিয়া লুঠ করিয়াছেন, তখন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় যাত্রা করিতে সৈন্য

দিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, তিনি ৩০ জানুয়ারি সসৈন্যে হুগলিতে নদীপার হইয়া ২ ফিব্রুয়ারি ক্লাইবের শিবির হইতে পাদক্রোশ মধ্যে আসিয়া নগরের পশ্চাৎভাগে তাঁবু ফেলিলেন, ক্লাইবের সৈন্য তৎকালে সপ্তশত ইউরোপীয় ও দ্বাদশ শত এতদ্দেশীয় ছিল, কিন্তু নবাবের সৈন্য প্রায় চত্বারিংশৎ সহস্র ছিল, সেরাজউদ্দৌলা আসিবামাত্রে ক্লাইব সাহেব সন্ধি প্রস্তাব করিতে তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন, এবং সামঞ্জস্য করিতে ইচ্ছা জানাইলেন, এইরূপে নবাবের নিকটে দূত প্রেরিত হইল, তাহাতে যদ্যপিও তাঁহার সন্ধিবিষয়ক উক্তি ছিল, তথাপি তাঁহারা স্পষ্টরূপে দেখিলেন, যে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা সেরূপ নহে, তাঁহার আগমনে কলিকাতার চতুর্দিগস্থ লোকেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন, ইংরাজদিগের খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল, অতএব ক্লাইব সাহেব নবাবের প্রতি একবার আক্রমণ করা উচিত বুঝিয়া ৪ ফিব্রুয়ারি রাত্রিকালে নাবিক সেনাপতির জাহাজে গিয়া তাঁহা হইতে ছয়শত নাবিক লোক লইয়া রাত্রি দুই প্রহর একঘণ্টার সময়ে তাহারদিগের সহিত তীরে অবতরণ করিলেন, দ্বিতীয় ঘটিকার সময়ে সমুদায় সৈন্যেরা অস্ত্রধারী হইল, এবং চতুর্থ ঘটিকায় নবাবের শিবিরের প্রতি ধাবমান হইল, ক্লাইব সাহেব সমুদায়ে সার্দ্ধত্রয়োদশ শত ইউরোপীয় ও অষ্টশত সিপাইর সহিত বিংশতিগুণে অধিক সৈন্য আক্রমণ করিতে সাহসপূর্ব্বক গমন করিলেন, শীতান্তে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ প্রভাতকালে এমত নিবিড় কুজ্ঝটিকা হইল, যে কোন মনুষ্য সম্মুখে ছয়হস্ত পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত না, এইরূপ সময়ে ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতে২ বিপক্ষের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের সর্ব্ব সমেত দুইশত বিংশতি লোক মারা পড়িল ও আঘাত পাইল, কিন্তু নবাবের ইহা হইতে অতি অধিক অংশ নষ্ট হইল, এই সাহসপূর্ব্বক আক্রমণে নবাব অসম্ভব ভীত হইয়া দেখিলেন, যে কিরূপ সাহসিক

শত্রুর সহিত তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, এবং তৎক্ষণাৎ চারি ক্রোশ দূরে শিবির নাড়িয়া লইলেন. ক্লাইব পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু সেরাজউদ্দৌলা যুদ্ধে মনঃপীড়া পাইয়া সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া ৯ ফিব্রুয়ারি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন, ঐ সন্ধিদ্বারা ইংরাজেরা পূর্ব্ববৎ সমুদায় ক্ষমতা পাইলেন, তাঁহাদের বাণিজ্য দ্রব্য এদেশে আনিতে পথিমধ্যে শুল্ক রহিত হইল, এবং কলিকাতা সুরক্ষিত করিয়া মুদ্রালয় স্থাপন করিতে অনুমতি পাইলেন, এবং নবাব যে সকল দ্রব্য লইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রতিদান করিতে হইল, ও যে সকল দ্রব্য নষ্ট হইয়াছিল, তাহার মূল্য দিতে হইল, এই সকল সন্ধি নিয়ম নবাবের পক্ষে অতি অনুকূল ছিল, কারণ তিনি বুঝিলেন, যে ইংরাজেরা বিজয়ী হইয়াছেন, কিন্তু ক্লাইব সাহেব জানিতেন, যে ইউরোপে ইংরাজদিগের ফরাসিদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাঁহার যাবৎ সৈন্য ছিল, চন্দ্রনগরে ফরাসিদিগেরো তাবৎ ছিল, অতএব তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে নবাব হইতে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ॥

ঐ উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধের সমাচার কলিকাতায় আসিলে ক্লাইব ফরাসিদের নিকটে প্রস্তাব করিলেন, যে ভারতবর্ষে উভয় জাতিরা পক্ষপাতশূন্য থাকেন অর্থাৎ কেহ কাহাকে আক্রমণ করিবে না, চন্দ্রনগরের শাসনকর্ত্তা উত্তর করিলেন, যে তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে নিতান্ত ইচ্ছুক আছেন, কিন্তু যদি কোন ফরাসিদের অধিক সম্ভ্রান্ত সেনাপতি আইসেন, তবে তিনি এ সন্ধি ভঙ্গ করিতে পারেন, ক্লাইব দেখিলেন, যে এমত কোন ব্যবস্থা নাই, যাহাতে নির্ভয় করা যায়, ও ফরাসিদিগের এতাবৎ অধিক সৈন্য যেপর্য্যন্ত চন্দ্রনগরে থাকিবে, তাবৎ কলিকাতার রক্ষা কোনমতে নাই, এবং তিনি জানিতেন, সেরাজউদ্দৌলা কেবল ভয়প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছেন, অতএব প্রথম অবসর হইবামাত্রে যুদ্ধোদ্যোগ করিবেন, সর্ব্বদা

ফরাসিদিগের সহিত বন্ধুতা করিবার চেষ্টায় ছিলেন, এবং তাঁহাদের সাহায্যার্থে কিয়ৎ পদাতিক প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে যাহা হউক ক্লাইব নবাবের অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে তৎস্থান আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু এইরূপ করিতে অনুজ্ঞার্থে নবাবের নিকটে যে সকল প্রার্থনা হইয়াছিল, তাহা তিনি ছলত সম্পন্ন করিতেন না, অবশেষে নাবিক সেনাপতি ওয়াট্সন সাহেব তাঁহাকে একপত্র লিখিলেন, যে তাঁহার যেরূপ আশা ছিল, তদনুসারে সৈন্য আসিয়াছে অতএব তাঁহার রাজ্যে এমত যুদ্ধ প্রজ্বলিত করিবেন, যে সমুদায় গঙ্গার জলে নির্বাণ করিতে পারিবে না, ইহাতে সেরাজউদ্দৌলা অতিশয় ভীত হইয়া ১৭৫৭ শালের ১০ মার্চ নম্রতা পূর্ব্বক একপত্র লিখিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে যাহা উত্তম বোধ হয়, তাহাই করহ, ক্লাইব সাহেব এই উত্তরকে ফরাসিদের আক্রমণার্থে অনুমতি স্বরূপ মানিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে ভূমিপথে চলিলেন, এবং নাবিক সেনাপতি ওয়াট্সন সাহেব জাহাজের সহিত নদীদিয়া গিয়া ঐ নগরের প্রান্তভাগে নোঙ্গর করিয়া রহিলেন, ক্লাইব সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক সাহসের সহিত যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তৎস্থানের পরাভব প্রায় পোতদ্বারাই হইল, ভারতবর্ষ মধ্যে ইংরাজেরা এপর্য্যন্ত যত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ইহা অতি তুমুল হইয়াছিল, নয় দিবস পর্য্যন্ত বেষ্টনের পরে ঐ স্থান অধীন হইল, এবিষয়ে এক জনশ্রুতি আছে, যে ইংরাজেরা উৎকোচদ্বারা ফরাসিদের সেনা ও সেনাপতিদিগকে নষ্ট করিয়া ধূর্ত্ততা পূর্ব্বক চন্দ্রনগর নাশ করিয়াছেন। ইহার মূল কারণ পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে ইংরাজদিগের জাহাজের আগমন রোধ করিবার নিমিত্তে ফরাসিদের শাসনকর্ত্তা নদীমধ্যে কিয়ৎ নৌকা মগ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল একস্থানে অতি অপ্রশস্ত বর্ত্ম ছিল, ও তাহা অতিঅল্প লোকে জানিত, তরণীয় নামক একজন ফরাসিদের সেনাপতি কোন কারণ বশত শাসনকর্ত্তা রিনাদদ্বারা

ঘৃণিত হইয়া ক্লাইবের পক্ষে আসিয়া ঐ পথের উপদেশ করিলেন, পরে ঐ ব্যক্তি ইংরাজদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কিঞ্চিৎধন উপার্জ্জন করিয়া ফ্রান্স দেশে বৃদ্ধ পিতাকে তাহার কিয়দংশ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তদ্ধন বিশ্বাস ঘাতক হইতে আসিয়াছে বলিয়া ফিরিয়া পাঠাইলেন, তাহাতে তরণীয় এমত দুঃখিত হইলেন, যে তিনি নিজদ্বারে গাত্রমার্জনী গলায় দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ।।

সেরাজ উদ্দৌলার সহিত সন্ধিদ্বারা ইংরাজেরা মুদ্রালয় ও দুর্গ করিতে অনুমতি পাইলেন, কিন্তু ঐ বিষয়ের নিমিত্তে পূর্ব্বে ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত বৃথা যত্ন করিয়াছিলেন, যে প্রাচীন দুর্গ নবাব অনায়াসে অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা গুপ্তভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ঐ সন্ধির পরে ক্লাইব সাহেব এমত দুর্গ আরম্ভ করিলেন, যে এতদ্দেশীয় কোন সৈন্য তাহা অধিকার করিতে না পারে ১৭৫৭ শালে তিনি অদ্যাপি স্থিত এই দুর্গ দৃঢ়তররূপে আরম্ভ করিলেন, তিনি যখন ইহার কল্পনা করিলেন, তখন তাহাতে কি পর্য্যন্ত ব্যয় হইবে, তাহা চিন্তা করেন নাই, যদ্যপি ও তাহাতে ক্রমে২ দুইকোটী মুদ্রা ব্যয় হইল, তথাপি একবার আরম্ভ করিয়া তাহার কোন অংশ পরিবর্ত্ত করিতে পারেন নাই, এবং ঐ বৎসরে এক মুদ্রালয় স্থাপিত হইল, তাহাতে ১৭৫৭ শালের ১৯ আগষ্ট ইংরাজি মুদ্রা প্রথম আরম্ভ হইল ।

ক্লাইব সাহেব বলপূর্ব্বক ইংরাজদিগের মঙ্গল স্থাপন করিয়া স্পষ্টরূপে দেখিলেন, যে ঐ উপায় দ্বারাই তাহা রক্ষা করিতে হইবে, তিনি প্রথমতই বুঝিলেন, যে ইংরাজেরা স্থিরতর থাকিতে পারিবেন না, তাঁহাদের অবশ্যই অগ্রসর হইতে হইবে, একারণ ফরাসিরা পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় পাদ প্রক্ষেপ করিতে না পারেন, এমত করিতে চিন্তিত ছিলেন । দেকান দেশস্থিত বুস্সি নামক একজন ফরাসি সেনাপতি অনেক জয় করিয়া অতিশয়

শক্তিমান হইয়াছিলেন, সেরাজ উদ্দোলা মুখে ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুতা প্রকাশ করিয়া বুস্সিকে আহ্বান করিতে ছিলেন, ক্লাইব সাহেব তাঁহার পত্র পথিমধ্যে আটক করিয়াছিলেন, নবাব ইংরাজদিগদ্বারা অপমান গ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের ক্ষমা করিতে অশক্ত ছিলেন, তাঁহার ক্রোধ ক্রমে২ অপরিমিত হইল, তাঁহার সভাস্থিত ওয়াটস সাহেবকে একদিন আমেধ করিবার ভয় দেখাইলেন, পরদিন তাঁহাকে সম্ভ্রমজনক পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন, এবং একদিন ক্রোধে ক্লাইব সাহেবের পত্র ছিন্ন করিলেন, পর দিন তাঁহার নিকট নম্রতা স্বীকার করিয়া লিখিলেন; এইরূপে ইংরাজেরা দেখিলেন, যে যাবৎ ঐ ইচ্ছানুযায়ী যুবা বাঙ্গালার রাজা থাকিবেন, তাবৎ তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল নাই, তাঁহারা আত্মরক্ষার নিমিত্তে কি করিবেন, এইরূপ চিন্তায় যখন নিমগ্ন ছিলেন, তখন কতিপয় নবাবের সভাস্থিত অধিকৃত লোকেরা তাঁহাদের নিবেদন করিলেন, যে নবাবের লোভ ও ক্রূরতা দ্বারা তাঁহাদের মন তাঁহা হইতে পৃথক হইয়াছে, ও তাঁহাদের ধন মান এবং জীবন বিপদ সাগরে মগ্ন হইয়াছে তাঁহারা পূর্ব্ববৎসরে শোকৎজঙ্গকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে ঐকমত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা বিপদভয় না করিয়া সেরাজউদ্দোলাকে পদচ্যুত করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনায় গুপ্তভাবে লোকপ্রেরণ করিলেন। যেহেতু হিন্দুদিগের বোধ আছে, যে তাঁহাদের জমিদারেরা সেরাজউদ্দোলা হইতে রক্ষার্থে ইংরাজদিগের আহ্বান করিয়াছিলেন, এইহেতু উচিত বোধে স্থিরতাপূর্ব্বক লিখিতেছি যে বর্দ্ধমান নবদ্বীপ রাজসাহি প্রভৃতির কোন জমিদারেরা এই চক্রমধ্যে ছিলেন না, তাঁহারা কেবল রাজস্ব আদায় করিতেন, এরূপ কর্ম্ম করিতে কিরূপে পারেন। এই প্রসঙ্গের প্রধান মহারাজের বণিক অতিপরাক্রান্ত সেটেরা সৈন্য দিগের আজ্ঞাদায়ক ও ধনাধিপ মীর-

জাফর এবং ওমিচাঁদ ও খোজা ওয়াজিদনামক দুইধনী বণিক এই কয়েক লোক ছিলেন, ইহাঁরাই সেরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে মীরজাফরকে স্থাপনার্থে ইংরাজি সৈন্য আনিতে ক্লাইব সাহেবকে আহ্বান করেন, এবিষয়ে ইংরাজেরা দেখিলেন, যে তাঁহাদের সাহায্য ব্যতিরেকেও পরিবর্ত্ত হইবে; তাহাতে যদি সহায়তা করেন, তবে অবশ্য কিঞ্চিৎ লভ্য হইবে, সভাস্থিত প্রায় সকলেই ক্লাইবক্লি ঐ ষড়যন্ত্রে যুক্ত হইতে সংশয় করিলেন, নাবিক সেনাপতি ওয়াটসন সাহেবও বিবেচনা করিলেন, যে এদেশে এপর্য্যন্ত যে সকল লোকেরা ক্ষুদ্র বণিক ছিল, তাহারা যে দেশের অধিপতিকে পদচ্যুত করিতে যায়, ইহাও বড় সাহসিক উদ্যোগ বটে, কিন্তু ক্লাইব সাহেবের অন্তঃকরণ অতি বলবৎ ও সাহসিক ছিল, এবং বিপৎ সময় উপস্থিত হইলে তাহার মন অত্যন্ত উৎসাহ যুক্ত হইত।

তিনি মুরশিদাবাদস্থিত ওয়াটস সাহেব দ্বারা আপ্রেল মে দুই মাস পর্য্যন্ত নবাবের আমলাদিগের সহিত ঐ গুপ্ত প্রস্তাব এমত গুপ্ত ভাবে চালাইলেন, যে সেরাজউদ্দৌলা একেবারে প্রকৃত সময় ভিন্ন পূর্ব্বে কদাচ সন্দেহ করেন নাই, যখন তাঁহার বোধ হইল, তখন মীরজাফরকে আহ্বান করিয়া কোরাণস্পর্শে শপথ করাইলেন, যে তিনি তাঁহার বিশ্বাসী থাকিবেন, সমুদায় বিষয় প্রস্তুত হইলে ওমিচাঁদ ঐ প্রস্তাব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি অতি ধনী ও তথাপি অতিশয় লোভী ছিলেন, যাব ধন প্রাপ্ত হইবে, তাহার বিংশতিতম ভাগ তাঁহাকে দিতে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া একদিবস সায়ংকালে ওয়াটস সাহেবের নিকটে আসিয়া কহিলেন, যে যদি তাঁহাকে ত্রিংশৎ লক্ষ মুদ্রা অধিক দিতে স্বীকার না লিখিয়া দেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ শুবাদারের নিকটে গিয়া সমুদায় চাতুরী প্রকাশ করিবেন, তাহাতে ওয়াটস সাহেবের ও এতন্মধ্যস্থিত

অন্যান্যলোকের তৎক্ষণাৎ প্রাণ নাশহইতে পারিত, ওয়াটস্ সাহেব কালবিলম্বার্থে ঐ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিয়া অবিলম্বে কলিকাতায় সংবাদ লিখিলেন, ক্লাইব সাহেব ঐ সমাচার শ্রবণে হতজ্ঞান হইয়া এরূপ কুৎসিত উপায় দ্বারা ধনচেষ্টা করাতে ওমিচাঁদকে সকলের শত্রু দেখিলেন, এবং কোন চাতুরীদ্বারা তাঁহার পরাভব করা উচিত বুঝিলেন, পরে ওয়াটস সাহেবকে স্বীকার করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং দুইপ্রস্তুত সন্ধিপত্র করিলেন, তাহার একেতে ওমিচাঁদকে ত্রিংশৎ লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার ছিল, অপরে ছিল না, ঐ পূর্ব্বোক্ত পত্র তাঁহার মনস্তুষ্টি নিমিত্তে তাঁহাকেই দর্শিত হইল, পরে মীরজাফরের সহিত এক নিয়ম স্থির হইল, যে ইংরাজদিগের সৈন্য আসিবামাত্রে তিনি প্রভুসৈন্য ত্যাগ করিয়া নিজঅধীন সৈন্যের সহিত তাঁহাদের পক্ষে আসিবেন ॥

এইরূপে সমুদায় প্রস্তুত হইলে ক্লাইব সাহেব সেরাজউদ্দৌলাকে একপত্র লিখিলেন, তাহাতে ইংরাজদিগের প্রতি তিনি যেং অপকার করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল, অর্থাৎ তাঁহাকে সন্ধিভঙ্গদোষে অপরাধি করিলেন, তিনি লিখিলেন যে নবাব ইংরাজদিগের নষ্টদ্রব্যের যে মূল্য দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা দিলেন না, তিনি ফরাসিদিগকে ইংরাজদিগের দূরীকরণার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, অতএব রাজসভাস্থিত প্রধান ব্যক্তিদিগের বিবেচনাদ্বারা এই সকল বিবাদ ভঙ্গ করিতে স্বয়ং মুরসিদাবাদে চলিলেন, এই লিখিয়া পত্র সমাপ্ত করিলেন, সুবাদার এই লিখনের ধারানুসারে বিশেষত ক্লাইবের আগমনসংবাদে ভীত হইয়া সসৈন্যে পলাশী চলিলেন, ক্লাইব ১৭৫৭ শালের জনমাসের প্রথমে সসৈন্যে বহির্ভূত হইয়া ১৭ তারিখে কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া পরদিন তথাকার দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন,

১৯ তারিখে অতিশয় বর্ষা আরম্ভ হইল, পরে ক্লাইব অগ্রসর হইয়া নবাবের সহিত সংগ্রাম করিবেন. কিম্বা প্রত্যাগমন করিবেন, এ-বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইলেন, কারণ মীরজাফরের কোন চিহ্ন পাইলেন না, তাঁহা হইতে এক পত্র মাত্রও প্রাপ্ত হইলেন না, তিনি এক যুদ্ধীয় সভা প্রস্তুত করিলেন; তাহাতে সকলেই যুদ্ধ ত্যাগ করিতে স্থির করিলেন, ক্লাইব প্রথমত তাঁহারদের বিবেচনা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলক্ষণরূপে বিবেচনা করিয়া অবশেষে সমুদায় বিপদগ্রস্ত করিয়াও যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন, তিনি উত্তম রূপে দেখিলেন, যে যদি এতাবৎপর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রত্যাগমন করেন, তবে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের মঙ্গল একেবারে মগ্ন হইবে, ২২ জুন সূর্য্যোদয় কালে সৈন্যেরা নদীপার হইতে আরম্ভ করিল, দুইপ্রহর চতুর্থ ঘটিকার সময়ে সমুদায় লোক অপরতীরে উত্তীর্ণ হইল, এবং অবিশ্রামে চলিয়া রাত্রি দুই-প্রহর এক ঘটিকার সময়ে পলাশীর নিকুঞ্জে উপস্থিত হইল, প্রভাতকালেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ক্লাইব সাহেব মীরজাফর ও তাঁহার সৈন্যকে ব্যগ্র হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ৩৫কালেও তাঁহারদের দর্শন হইল না। নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক ছিল; তিনি কতিপয় স্তাবকলোক-দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সেনাদিগের পশ্চাৎভাগে তাঁবুমধ্যে ছিলেন, যখন মীরমদন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তখন মীরজাফর সসৈন্যে তাঁহার নিকটে থাকিয়াও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না, পরে প্রায় দুইপ্রহরের সময়ে এক কামানের গোলা মীরমদনের প্রতি বি-ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় ছিন্ন করাতে তিনি নবাবের তাঁবুমধ্যে আনীত হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিলেন, নবাব তখন অতিশয় ভীত হইয়া সকল ভৃত্যদিগের চাতুরীশঙ্কা করিতে লা-গিলেন, তিনি মীরজাফরকে আহ্বান করিয়া তাঁহার পাদে উষ্ণীষ রাখিয়া অতি নম্রতা পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, যে তাঁহার

মাতামহের নিমিত্তে তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আবশ্যক সময়ে তাঁহার পক্ষে থাকেন, জাফর প্রভু ভক্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার প্রমাণস্বরূপে নবাবকে পরামর্শ দিলেন, যে অদ্য অধিক বেলা হইয়াছে অতএব সৈন্যদিগকে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা করুন, আগামি দিনে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা সৈন্য আনিয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিব, নবাবের সেনাপতি মোহনলাল ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইয়াছেন, এমতসময়ে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা পাইয়া অসম্মতিপূর্ব্বক তাহা মানিলেন, তাঁহার প্রস্থানদ্বারা সৈন্যদিগের মনোভঙ্গ হওয়াতে তাহারা চতুর্দ্দিগে পলায়ন করিল, ক্লাইবসাহেব এইরূপে অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়প্রাপ্ত হইলেন। সেরাজউদ্দৌলা এক উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিয়া দুই সহস্র অশ্বারূঢ়ের সহিত তাবৎরাত্রি গমন করিয়া পরদিন অষ্টঘণ্টার সময়ে মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, পরে সকল সেনাপতি ও মন্ত্রিদিগকে তাঁহার নিকটে আসিতে সমাচার দিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজ২ গৃহে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্বশুরও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, তিনি সমস্তদিন পুরীমধ্যে প্রায় একাকী থাকিয়া হতাশপ্রায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কতিপয় আচ্ছাদিত শকটোপরি নিজপত্নী ও প্রিয়পাত্রদিগকে আরোহণ করাইয়া তাহাতে যাবৎস্বর্ণ ও রত্ন থাকিতে পারে তাবৎ লইয়া রাত্রি দুইপ্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে ভগবানগোলায় পলায়ন করিলেন, পরে ফরাসিদিগের সেনাপতি লা সাহেবের নিকট যাইবার মানসে তথায় নৌকা আরোহণ করিয়া চলিলেন, তাঁহাকে পাটনা হইতে আসিতে পূর্ব্বেও এক পত্র লিখিয়াছিলেন।।

এই যে পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের শুভাদৃষ্ট হইল তাহাতে ইংরাজদিগের বিংশতি ইউরোপীয় সৈন্য ও পঞ্চাশৎ সিপাহী হত ও আহত হইল। যুদ্ধের পরে মীরজাফর ক্লাইব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিজয় নিমিত্তে তাঁহার বন্দনা করি-

লেন, অনন্তর উভয়ে একত্র হইয়া মুরসিদাবাদে চলিলেন, এবং মীরজাফর রাজপুরী অধিকার করিলেন, পরে নগরের প্রধান লোকেরা ও রাজকীয় আমলারা তথায় আসিয়া দরবার আরম্ভ করিলেন, ক্লাইব সাহেব আসন হইতে উঠিয়া মীরজাফরের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন, এবং বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন, অনন্তর তাঁহারা অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও ক্লাইব সাহেবের দেও- য়ান রামচাঁদ মুনসী নবকৃষ্ণের সহিত ধনাগারে যাইয়া [illegible]- লেন, স্বর্ণ ও রজতে দুইকোটী মুদ্রা হইতেও অধিক [illegible] কালের ইতিহাস লেখকে বলেন, যে উহা কেবল বাহ্য কোষ ছিল, কিন্তু তথায় অন্তঃপুর মধ্যে যে গুপ্ত ভাণ্ডার ছিল, তাহা ক্লাইব সাহেব না জানিতে পারেন, এই প্রকারে সতর্কপূর্ব্বক রক্ষিত ছিল, ঐস্থলে স্বর্ণ রজত ও রত্নেতে প্রায় অষ্টকোটী মুদ্রা ছিল, এবং ঐ ইতিহাস বেত্তা কহেন, যে মীরজাফর ইমরাবেগ খাঁ রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ এই কয়েক জনে ঐ ধন সামঞ্জস্য করিয়া লই- লেন, এবং ইহাও অযথার্থ বোধ হয় না, কারণ রামচাঁদের মাসি- ক বেতন তৎকালে ষষ্টিমুদ্রা ছিল, কিন্তু তিনি দশবৎসর পরে এককোটী পঞ্চবিংশতিলক্ষ মুদ্রা রাখিয়া মরিলেন, তথা নবকৃষ্ণ মুনসীর মাসিক বেতন ষষ্টিমুদ্রার অধিক ছিল না, তিনি কিঞ্চিৎ পরে রাজা নবকৃষ্ণ হইয়া মাতৃশ্রাদ্ধে নয়লক্ষ টাকা ব্যয় করি- লেন।

অতঃপরে ইংরাজদিগের দুর্ভাগ্য ঘুচিল, ১৭৫৬ শালের জুন মাসে তাঁহাদের কারখানা লুঠ হইল, বাণিজ্য রোধ হইল, এবং অধ্যক্ষেরা ক্রূরতাপূর্ব্বক হত হইলেন, ও তাঁহাদের বাঙ্গালায় স্থিতিরোধ হইল, কিন্তু ১৭৫৭ শালের জুনমাসে তাঁহারা কেবল ঐ কারখানা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, এমত নহে, প্রধান শত্রু সেরাজ উদ্দৌলাকেও পরাভব করিয়া আপনাদের মনোনীত নবাব ক-

রিলেন, এবং তাঁহাদের বিপক্ষ ফরাশিদের বাঙ্গালা হইতে তাড়াইলেন, কেবল মুরশিদাবাদে ধনাগার হইতে ক্ষতি পূরণ কর্ত্তব্য ছিল, তাহাতে সরকারের ক্ষতিনিমিত্তক কোম্পানীকে কোটীমুদ্রা দত্ত হইল, কলিকাতার লুটদ্বারা যে সকল ভদ্র ইংরাজদিগের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাদের পঞ্চাশৎ লক্ষমুদ্রা ও এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিংশতিলক্ষ মুদ্রা এবং আরমানীয়দিগের সপ্ত লক্ষ মুদ্রা দত্ত হইল, এতদ্ভিন্ন স্থল জলচর সৈন্যদিগের অধিক পারিতোষিক দত্ত হইল, এবং যে সকল সরকারের সেনাপতিরা মীরজাফরকে নবাব করিলেন, তাঁহারাও এবিষয়ে বঞ্চিত হয়েন নাই, ক্লাইব সাহেব ষোড়শলক্ষ পাইলেন, ও অন্যান্য সভাপতিরা অল্প অংশ পাইলেন, এবং ইহা স্থিরীকৃত হইল, যে ইংরাজদিগের পূর্ব্বে যেরূপ ক্ষমতা ছিল, তাহা তাঁহারা সকলি পাইবেন, মহারাষ্ট্রীয় খালের মধ্যে ও তাহার বাহিরে দ্বাদশ শত হস্তপর্য্যন্ত সমুদায় ভূমি তাঁহাদের হইল, এবং কলিকাতার দক্ষিণ কুলপী পর্য্যন্ত জমীদারী কোম্পানীর হইল, তথা ফরাসিরা কদাচ বাঙ্গালায় থাকিতে পারিবেন না, ইহা স্থির হইল।

সেরাজউদ্দৌলা ভগবানগোলা হইতে প্রস্থান করিয়া পত্নী দুহিতাপ্রভৃতির আহারার্থে পাক করিতে রাজমহলে অবতরণ করিলেন, তিনি পূর্ব্বে যে এক ফকীরের অপকার করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে যাইবামাত্রে ঐ ফকীর তাঁহার অন্বেষণার্থি লোকদিগের সংবাদ করিলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, তিনি এক সপ্তাহপূর্ব্বে যে সকল লোকের সহিত আলাপ করেন নাই, তাহাদের নিকটে অতিশয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার রোদনে বধির হইয়া সকল স্বর্ণ রত্ন অপহরণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার মুরশিদাবাদে আনিল, সেরাজউদ্দৌলার ঐ নগরে আগমন কালে মীরজাফর অধিক পরিমাণে আফিন সেবা করিয়া স্বাভাবিক নিদ্রায় মগ্ন

ছিলেন, তাঁহাকে অতিদুরাত্মা পুত্র মীরন তাঁহার আগমন শুনিয়া নিজগৃহের নিকটে আসেধ করিতে আজ্ঞা করিলেন, পরে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে মন্দলোকদিগের নিকটে প্রস্তাব করিলেন, যে তথায় গিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন, কিন্তু তাহারা একে২ অস্বীকার করিল; অবশেষে আলিবর্দ্দির প্রতিপালিত মহাম্মদিবেগ নামক এক দুরাত্মা ঐ দুষ্টক্রিয়া স্বীকার করিল, ঐ জন হতভাগ্য রাজার গৃহে যাইবামাত্রে তিনি তাহার বৃত্তান্ত জানিয়া অতিখেদজনক স্বরে কহিলেন, হুশ্মিনকুলিখাঁর হত্যার প্রায়শ্চিত্তার্থে আমি অবশ্য মরিব, এইবাক্য সমাপ্ত হইবামাত্রে ঐ মনুষ্যাধম ছুরিকা বাহির করিয়া পুনঃ২ আঘাতদ্বারা তাঁহাকে [illegible] লেন, এইস্থানে হুশ্মিনকুলির প্রতিফল হইল, এই শেষ উক্তি করিয়া তিনি মৃত হইয়া তাহার পাদে পতিত হইলেন, এই রূপ মৃত্যুর পরে তাঁহার শরীর টুকরা২ করিয়া ছিন্ন হইল, ও অপমান পূর্ব্বক হস্তির উপরে আরোপিত হইয়া লোকাকীর্ণ রাজপথ দিয়া গোরস্থানে প্রেরিত হইল, এই সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হয়, অর্থাৎ অষ্টদশ মাস পূর্ব্বে সেরাজউদ্দোলা যেস্থানে হুশ্মিন কুলিখাঁকে কাটিয়া ঐ নির্দোষি ব্যক্তির রক্তপাত করিয়াছিলেন, সেইস্থানে ঐ হস্তিপক কোন কারণ বশত কিঞ্চিৎ কাল হস্তি-স্তব্ধ করাতে, ঐ বিদ্ধশরীর হইতে কিয়ৎ রক্তবিন্দু পতিত হইল

দ্বাদশ অধ্যায়।

তিন দেশের সর্ব্বত্র মীরজাফরের প্রভুত্ব এককালে স্বীকৃত হইল, কিন্তু শীঘ্র সকলে বোধ করিল, যে তিনি কর্ম্মোপযুক্ত বুদ্ধিমান্ নহেন, এবং অতি দুর্ব্বল ও নিষ্ঠুর ও শোষক ছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তি শুবাদারদিগের অধীনে যে সকল হিন্দু আমলারা অধিক-ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমত তাঁহাদের ঐ ধন অপ-হরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তিনি প্রথমে রাজারায়দুর্ল্লভনামক প্রধানমন্ত্রির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ঐ মহাশয়ের যেরূপ ধন

ছিল, সেইরূপ ছয় সহস্র নিজসৈন্য ছিল, এবং যেসকল মহাশয়রা মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপন করেন, তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ছিলেন, সেরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিতে যখন ষড়-যন্ত্র হইয়াছিল, তখন রায়দুর্লভ ষড়যন্ত্রকারিদিগের নিকটে প্রস্তাব করেন, যে সেরাজউদ্দৌলার পরিবর্ত্তে মীরজাফরকে নবাব করা উচিত হয়, মীরজাফর তথাপি এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিলেন, মীরজাফর তাঁহাকে এমত বিদ্বেষী বোধ করি-লেন, যে তিনি সেরাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠভ্রাতার পক্ষে আছেন, এইরূপ সন্দেহপ্রযুক্ত ঐ নির্দ্দোষী যে সেরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা তাহার প্রাণনাশ করিলেন, দুর্লভ কেবল ইংরাজদিগের শরণা-গত হইয়া প্রাণরক্ষা পাইলেন। নবাব বহুকালাবধি বেহারের নায়েব শাসনকর্ত্তা রামনারায়ণের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া তৎ-পদে নিজ ভ্রাতাকে স্থাপন করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু ক্লাইব সাহেব কহেন, যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহা অপেক্ষায় নির্বোধ ছিলেন, মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা রাজারামসিংহ নবাবের প্রতি ভগ্নচিত্ত হইলেন, কারণ নবাব তাঁহার ভ্রাতাকে কারাগারে রোধ করি-য়াছিলেন, পূরণীয়ার নায়েব শাসনকর্ত্তা আদলসিংহ রাজসভার কুমন্ত্রণাদ্বারা রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন, এইরূপে জাফরের রাজ্য প্রাপ্তির পর পঞ্চ মাসের মধ্যে তিন প্রদেশে তিন বি-দ্রোহ উপস্থিত হইল, মীরজাফরকে সুতরাং ক্লাইব সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল, কারণ তাঁহার প্রতি বাঙ্গালায় সকলের বিশ্বাস ছিল, তিনিও বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, যেহেতু তিনি যুদ্ধব্যতিরেকে ঐ তিন বিবাদ ভঙ্গ করিলেন,। নবা-বের অতিশয় বিনয়প্রযুক্ত তিনি ইংরাজিসৈন্যের সহিত পাট-নায় গমনোদ্যত হইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, নবাব ইংরাজদিগকে যাবদ্ধন দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার অ-ধিক অংশ অদত্ত থাকাতে ক্লাইব সাহেব রাজধানীতে আসিয়া

তাহার পরিশোধার্থে নিয়ম করিতে কহিলেন, তাহাতে নবাব তাঁহাকে বর্দ্ধমান নবদ্বীপ ও হুগলি এই কয়েক স্থানের রাজস্ব ধার্য্য করিয়া দিলেন, এই বিষয়ে অবধারণ হইলে এতদ্দেশীয় ও ইংরাজি সৈন্য ঐকমত্যে পাটনায় চলিল, রামনারায়ণ ক্লাইবের নিকটে আসিয়া কহিলেন, যে যদি ইংরাজেরা তাঁহাকে রক্ষা করেন, তবে তিনি ঐ প্রভুরপ্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবেন, ক্লাইব তাঁহার অধীনতা গ্রহণ করাইতে নবাবের সমীপে যথেষ্ট হেতুবাদ করাতে অবশেষে নবাব স্বীকার করিলেন, রামনারায়ণ তৎক্ষণাৎ তাঁবুতে আসিয়া মীরজাফরের সম্মান করিয়া স্বপদে দৃঢ়ীকৃত হইলেন, অনন্তর ক্লাইব ও নবাব উভয়ে রায়দুর্লভের সহিত মুরসিদাবাদে আসিলেন রায় দুর্লভ দেখিলেন, যে যাবৎ ইংরাজেরা তথায় আছেন, তাবৎ তাঁহার আত্মরক্ষা আছে। এইরূপ তাঁহাদের কর্ম্মের পরিমাণ হওয়াতে মীরণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কারণ তাঁহার ও তাঁহার পিতার মানস ছিল, যে পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের দমন করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি অপহরণ করেন, কিন্তু এই সন্ধিদ্বারা তাঁহাদের শক্তি স্থিরীকৃত হইল; তাঁহারা উভয়েই ক্লাইবের শক্তিতে অহিত জ্ঞান করিতেন, জাফর নামমাত্রে তিন দেশের সুবাদার ছিলেন, কিন্তু সেরূপ সামর্থ্য ছিল না, সকল বিষয়ের কর্ত্তা ক্লাইব সাহেব ছিলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা যেসকল প্রধান লোকদিগকে নবাবের নিকটে উত্তমকথা কহিবার নিমিত্তে ধনপ্রদান করিতেন, সম্প্রতি তাঁহাদের ইংরাজদিগের উপাসনা করিতে হইল, মুসলমানেরা দেখিলেন, যে বিজ্ঞ হিন্দু লোকেরা শক্তিহীন নবাবের উপাসনা নাকরিয়া কোন প্রার্থনা করিতে হইলে ক্লাইবের অনুবর্ত্তী হইতেন, তিনিও এমত বিবেচনা পূর্ব্বক ও পরিমিতরূপে ব্যবহার করিতেন, যে যাবৎপর্য্যন্ত তিনি কার্য্যনিষ্পাদক ছিলেন, তাবৎ কোন বিরোধ ছিল না॥

সম্প্রতি বাঙ্গালা মধ্যে এক নূতন শত্রু উপস্থিত হইল, দিল্লীস্থ হতভাগ্য মহারাজের পুত্র সাহআলম পিতার সহিত বিরোধ করিয়া প্রয়াগ ও অযোধ্যার শুবাদারের সহিত মিল করিয়া কিয়ৎ সৈন্যের সহিত বেহার দেশ আক্রমণ করিতে আসিলেন, ঐ দুই শুবাদারের এতদ্দেশে প্রভুত্ব হয় কি না, ইহা দেখিতে যেরূপ মানস ছিল, যুবরাজের সাহায্য করিতে সেরূপ ছিল না, যুবরাজ ক্লাইবকে পুনঃ২ পত্র লিখিলেন, যে যদি তিনি তাঁহার ইচ্ছায় সাহায্য করেন, তবে তাঁহাকে কোন২ প্রদেশ প্রদান করিবেন, তাহাতে ক্লাইব উত্তর লিখিলেন, যে তাঁহার ভক্তি মীরজাফরের নিকটে বদ্ধ আছে, অপর মহারাজ তাঁহার বিদ্রোহাচারি পুত্রকে আসেধ করিয়া পাঠাইতে ক্লাইবের প্রতি আজ্ঞা লিখিলেন, তৎকালে মীরজাফরের সৈন্যেরা বেতনাভাব প্রযুক্ত এমত অবাধ্য হইয়াছিল, যে ঐ আক্রমণ নিবারণার্থে যুদ্ধোপযুক্ত ছিল না. অতএব ক্লাইবের নিকটে নিবেদন করাতে ১৭৫৮ শালে তিনি অবিলম্বে পাটনায় যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই ঐ ব্যাপারের প্রায় নিষ্পত্তি হইয়াছিল, প্রয়াগের শুবাদার ও যুবরাজ নয়দিবস পর্য্যন্ত পাটনা বেষ্টন করাতে তৎস্থানের অধিকার হইত, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন, যে ইংরাজেরা আসিতেছেন; ও অযোধ্যার শুবাদার প্রয়াগের শুবাদারের অভাবকালে সুযোগ পাইয়া তাঁহার রাজধানী বেষ্টন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি যুবরাজকে স্বকীয় উপায় করিতে রাখিয়া স্বরাজ্যরক্ষার্থে সত্বরে চলিয়া যুদ্ধে মারা পড়িলেন, অনন্তর যুবরাজের সৈন্যেরা তাঁহাকে ত্বরায় পরিত্যাগ করিল, কেবল তিনশত মনুষ্য দুঃখভাগী হইতে তাঁহার অনুযায়ী রহিল, তিনি অতিশয় দূরবস্থাগ্রস্ত হইয়া ক্লাইবের নিকটে ভিক্ষা করাতে ক্লাইব দানশীলতা প্রযুক্ত তাঁহাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দি-

লেন, মীরজাফর এইরূপে নির্ভয় হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে ক্লাইবকে ওমরা নাম দিয়া এক নিষ্কর জাইগির প্রদান করিলেন, কলিকাতার ঐ জমিদারির নিমিত্তে কোম্পানিতে রাজস্ব দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, উহার বার্ষিক রাজস্ব তিন লক্ষ মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

কিঞ্চিৎকাল পরে মীরজাফর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসাতে ক্লাইব অতি মান্যতা পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, মীরজাফরের তথায় স্থিতিকালে ওলন্দাজদিগের পঞ্চদশ শত সেনার সহিত সপ্ত যুদ্ধজাহাজ আসিয়া নদীমুখে নোঙ্গর করিল, ইহা শীঘ্র প্রকাশ পাইল যে তাঁহারা নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে আসেন নাই, তিনি ইউরোপীয় সৈন্য আনিয়া ইংরাজদিগের পরাক্রম রোধ করিবার কারণ কিয়ৎকালাবধি চূঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের সহিত বন্ধুতা করিতেছিলেন, এবং এই সকল ছলনা আলিবর্দ্দি খাঁর অনুগ্রহ পাত্র খোজা ওয়াজিদ নামক একজন কাশ্মীরদেশীয় বণিকদ্বারা সম্পন্ন হয়, তিনি সমুদায় লবণের একচেটিয়া করিয়াছিলেন, এবং এমত ধনবান্ ছিলেন, যে প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত, এবং একবিষয়ে নবাবকে পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা উপায়ন দিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে মুরসিদাবাদে ফরাসিদের অধ্যক্ষ ছিলেন, পরে চন্দননগরের লুঠদ্বারা তাঁহাদের সর্বনাশ হইলে ইংরাজদিগের পক্ষে আসিলেন, তিনি সেরাজউদ্দৌলার অতি বিশ্বাসী থাকিলেও যে সকল মহাশয়েরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে ইংরাজদিগের আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি তন্মধ্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, ঐ রাজপরিবর্ত্ত হইলেও ইংরাজদিগের নিকটে তাঁহার আশা পূরণ না হওয়াতে তাঁহাদের নিবারণার্থে ওলন্দাজদিগের এক প্রস্তুত বৃহৎ সৈন্য আনিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তৎকালে চূঁচুড়ায় সভা দুই অংশে বিভক্ত হইল, এক অংশের প্রধান বিশ-

ড়েম নামক তাঁহাদের শাসনকর্ত্তা ক্লাইবের বন্ধু ছিলেন, এবং তিনি চিরস্থায়ি নির্বিরোধের ইচ্ছুক ছিলেন, বর্ণেট সাহেব অপরাংশের প্রধান ছিলেন, তাঁহার পক্ষের লোকেরা অতি দুরাত্মা ও চচূড়ার মধ্যে পরাক্রান্ত ছিল। ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের রক্ষার্থে নদীমধ্যে তাঁহাদের জাতীয় নাবিকলোক নিবারণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় আপদ নিবারণ করিবার আশায় অধিক সৈন্য প্রার্থনায় বটবীয়াতে লিখিলেন।

এই সৈন্যাগমনে ক্লাইব বৃহৎ বিপত্তিতে পড়িলেন, ইংরাজেরা ও ওলন্দাজেরা বন্ধুভাবে ছিলেন, এবং ওলন্দাজদিগের যে সৈন্য ছিল, তাহার তৃতীয়াংশ মাত্র তাঁহার ছিল, কিন্তু ক্লাইব স্বাভাবিক নির্ভয় শক্তি পুরঃসর যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া কহিলেন, যে ভারতবর্ষস্থিত সরকারি আমলারা নিজগলায় রজ্জু দিয়া কর্ম্ম করেন, তিনি বাঙ্গালায় ফরাসিদিগের শক্তি নাশ করিয়া ওলন্দাজদিগের শক্তি হ্রাস করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, এবং মীরজাফরকে কহিয়াছিলেন, যে ওলন্দাজি সৈন্যদিগের শীঘ্র প্রস্থান করিতে আজ্ঞা করেন, তাহাতে নবাব উত্তর করিয়াছিলেন, যে তিনি স্বয়ং হুগলিতে গিয়া তদ্বিষয় নিষ্পন্ন করিবেন, কিন্তু তিনি তথায় আসিয়া ক্লাইবকে লিখিলেন, যে ওলন্দাজদিগের সহিত এই নিয়ম করিয়াছেন, যে তাঁহারা সুসময়ে জাহাজ বিদায় করিবেন, ক্লাইব সহজেই ঐ চাতুরী বুঝিয়া নদীমধ্যে ওলন্দাজি নৌকার আগমন রোধ করিতে মনস্থ করিয়া কলিকাতার দক্ষিণে তানানামক স্থানে উত্তম রক্ষা করিলেন, কিন্তু প্রথমে দ্বন্দ্ব করিতে উদ্যোগ করিলেন না। ওলন্দাজেরা জাহাজ আনিয়াই দুর্গ আক্রমণ করিলেন, পরে তথায় ব্যাঘাত পাইয়া সপ্তশত ইউরোপীয় ও অষ্টশত

শ্রুতয়দেশীয় সৈন্য অবতারণ করিয়া গঙ্গার পশ্চিমতীর দিয়া পদব্রজে চুচুড়ায় গমন করিলেন, ক্লাইব পূর্ব্বেই ঐ স্থান ও চন্দননগরের মধ্যে শিবির করিতে তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্য কর্ণেল ফোর্ড সাহেবের সহিত পাঠাইয়াছিলেন, ওলন্দাজি সৈন্য অগ্রসর হইয়া চুচুড়ার একক্রোশদক্ষিণে শিবির করিল, ফোর্ড সাহেব দুই জাতির বিরোধ না দেখিয়া আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে সভার আজ্ঞার্থে লিখিলেন, ক্লাইব সাহেব তাসক্রীড়া করিতেছিলেন, এমত সময়ে ঐ পত্র পাইয়া পেনশীল দ্বারা তদামনে পশ্চাৎক্রূরীতিতে উত্তর লিখিলেন " প্রিয়তম ফোর্ড অবিলম্বে যুদ্ধ কর আমি পরদিনে সভার অনুমতি পাঠাইব,, ফোর্ড এই আজ্ঞা শুনিবামাত্রে ওলন্দাজি সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া একদণ্ডমধ্যে তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, প্রায় তৎসমকালে তাঁহাদের যেসকল জাহাজ নদীমধ্যে আসিয়াছিল, তাহা ইংরাজেরা অধিকার করিলেন, সুতরাং ঐ সাহসিককর্ম্মের শেষ হইল, চুচুড়ার যুদ্ধের শেষ হইবামাত্রে ছয় সাত সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যের সহিত রাজপুত্র মীরণ আসিলেন, যদি ওলন্দাজেরা জয়ী হইতেন, তবে তিনি অবশ্যই তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইতেন, কিন্তু তদভাবে তিনি তাঁহাদের অন্বেষণার্থে ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন, কর্নেল ফোর্ড যুদ্ধাবসানে চুচুড়া বেষ্টন করিলেন, ঐ নগর বহুকাল স্বাধীন থাকিতে পারিত না, কিন্তু ওলন্দাজেরা সত্বরে ক্লাইবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারা যুদ্ধের ব্যয় দিতে এবং ক্লাইব ও তাঁহাদের জাহাজ ফিরিয়া দিতে সম্মত হইলেন, অতঃপর ক্লাইব সাহেব ধনে মানে বিপুল হইয়া এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত অধিক পরিশ্রমদ্বারা শারীরিক সুস্থতা শূন্য হইয়া বন্‌শিটার্ট সাহেবের হস্তে রাজকীয়কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া ১৭৬০ শালের ফিব্রুয়ারি মাসে ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

কিন্তু এতদ্দেশীয় বিরোধের নিষ্পত্তি হইল না। প্রাচীন নবাব মীরজাফর নিজপুত্র মীরণের হস্তে রাজকীয় শক্তি অর্পণ করিলেন, ঐ নূতন নবাব অহঙ্কার দ্বারা আমলা লোকদিগকে ও অপকার দ্বারা প্রজালোকদিগকে তুচ্ছ করিতেন, তাঁহার দুরাচারদ্বারা সকল লোকে সেরাজউদ্দৌলার দোষবিস্মরণ হইল, সর্ব্বসাধারণের অসন্তোষদ্বারা দিল্লীস্থ মহারাজের পুত্র সাহআলম দ্বিতীয়বার বেহারে আসিতে সাহস করিলেন, এবং পূরণীয়ার শাসনকর্ত্তা খাদম হুসেনখাঁ নিজসৈন্যের সহিত তাঁহার পক্ষে আনুকূল্য করিতে উদ্যোগ করিলেন, যুবরাজ বেহারের সীমা কর্ম্মনাশা নদীপার হইয়া শুনিলেন, যে সাদুৎজাংউজির জিয়াউদ্দীন উলমলুক তাঁহার পিতাকে মারিয়া হিন্দুস্থানের সম্রাট হইয়া অযোধ্যার শুবাদারকে উজির অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শক্তিহীন ও প্রজাহীন মহারাজ ছিলেন, তাঁহার রাজধানীও শত্রুহস্তে ছিল, সুতরাং নিজরাজ্যে পলায়িত ব্যক্তিতুল্য ছিলেন। যুবরাজ পাটনাআক্রমণ করিলে, ঐ সাহসী রামনারায়ণ তৎস্থানের একপ্রকার রক্ষা করিয়া অতিশয় বিনয়পুরঃসর মুরসিদাবাদে লিখিলেন, যে তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরিত হয়, তৎকালে কর্ণেল কালিয়ড সেনাপতি হইয়াছিলেন, তিনি ইংরাজি সৈন্য লইয়া নবাবি সৈন্য ও মীরণের সহিত একত্র হইয়া চলিলেন, তৎকালে ঐ সর্ব্বঘৃণিত দুরাত্মা দুই জন সেনাপতির প্রাণনাশ করিয়া ছুরিকাদ্বারা স্বহস্তে অন্তঃপুরস্থিত দুই রমণীর শিরশ্ছেদ করিলেন, আলিবর্দ্দির দুই বিধবা দুহিতা নেওয়াযিস মহম্মদ ও সায়দআহম্মদের পত্নী ঝম্বতীবেগম ও এমানবেগম কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ঢাকায় অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, মীরণ এই যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহাদের প্রাণনাশার্থে আজ্ঞা পাঠাইলেন, ঢাকার শাসনকর্ত্তা তাহা করিতে অস্বীকার করাতে মীরণ একজন নিজভৃত্য পাঠাইলেন, ও তাহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন,

যে তাঁহাদের মুরসিদাবাদে আনয়নচ্ছলে নৌকায় আরোপণ করিয়া তাঁহাদের নৌকামগ্ন করিবে এবং ঐ দুরাত্মা প্রভুর আজ্ঞা কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক সুসিদ্ধ করিল, যখন নৌকামজ্জনার্থে ঘাতকেরা ছিপি খুলিতে ছিল, তখন কনিষ্ঠা ভগিনী অধোলিখিত খেদোক্তি করিল, হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমরা উভয়ে পাপি ও দোষি বটে কিন্তু মীরণের কোন অপকার করিনাই, বরঞ্চ এই সংসারে সে জন সকল বিষয়ে আমাদিগদ্বারা উপকৃত হইয়াছে, মীরণ গমনকালে স্মারক অর্থাৎ স্মরণ রাখিবার বহিতে তিনশত লোকের নাম লিখিলেন, যে প্রত্যাগমন হইলে তাহাদের হত্যা করিবেন, কিন্তু তাঁহার আর প্রত্যাগমন হইল না।

কর্ণেল কালিয়দ যে পর্য্যন্ত না যাইতে পারেন, রামনারায়ণকে তাবৎ মহারাজের সহিত সংগ্রাম করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি ঐ পরামর্শ না শুনিয়া যুদ্ধ করাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন, পাটনা রক্ষাশূন্য হওয়াতে মহারাজ একআঘাতেই অধিকার করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি দেশ লুঠ করিয়া কালযাপন করিলেন, ইতিমধ্যে কালিয়দ সাহেব সৈন্যের সহিত আসিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুদিগের প্রতি গমন করিতে প্রস্তাব করিলেন, তাহাতে মীরণ কহিলেন, যে ২২ ফিবুয়ারির মধ্যে তারা শুদ্ধি হয় না, ২০ তারিখে মহারাজ ঐ মিলিত সৈন্য আক্রমণ করাতে মীরণের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু কালিয়দ স্থিরতর হইয়া সাহসপূর্ব্বক মহারাজকে আক্রমণ করিয়া শীঘ্র তাঁহার সৈন্যদিগকে তাড়াইলেন, সাহআলম ঐ রাত্রিতে শিবির ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রহইতে পঞ্চক্রোশান্তে পলায়ন করিলেন, পরে তাঁহার সেনাপতি পর্ব্বত মধ্যদিয়া গমন করিয়া অকস্মাৎ মুরসিদাবাদ অধিকার করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং তদনুসারে তাঁহারা শীঘ্র যাত্রা করিলেন, কিন্তু মীরণ দ্রুতগামি নৌকাদ্বারা ঐ বিপদ

পিতাকে জানাইলেন, অনন্তর মহারাজ পর্ব্বত হইতে বহির্ভূত হইয়া রাজধানী হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে আসিলেন, কিন্তু শীঘ্র আক্রমণ না করিয়া তথায় বিলম্ব করাতে কালিয়দ সাহেব তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া উপস্থিত হইলেন, উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা পরস্পর দর্শনযোগ্য স্থানে রহিল, পরে মহারাজের নিকটে ইংরাজেরা যুদ্ধ প্রস্তাব করিলে তিনি ঝটিতি ভীত হইয়া পুনর্ব্বার পাটনায় গমন পূর্ব্বক তৎস্থানে দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিলেন, এবং পূরণীয়ার শাসনকর্ত্তা খাদম হস্সিনখাঁ তৎকালে সাহায্য করিবার সংবাদ পাঠাইয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন, মহারাজ নয় দিবসপর্য্যন্ত পাটনা আক্রমণ করাতে ঐ নগর অবশ্য তাঁহার হস্তগত হইত ইতিমধ্যে কাপ্তান নক্স অতিঅল্প সৈন্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি কর্ণেল কালিয়দদ্বারা প্রেরিত হইয়া বর্দ্ধমানহইতে ত্রয়োদশ দিনে উত্তরিলেন, পরে রাত্রিকালে শত্রুদিগের অবস্থানিরীক্ষণ করিয়া পরদিন বৈকালে তাহারা নিদ্রা যাইতেছে এমত সময়ে আক্রমণ করাতে মহারাজের সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল; তিনি নিজ তাঁবুতে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন, দুই এক দিবস পরে খাদমহস্সিন খাঁ পূরণীয়াদেশীয় ষোড়শ সহস্র সৈন্যের সহিত হাজিপুরে আসিয়া পাটনা আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন, কাপ্তান নক্স অতিঅল্প ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য সমুদায়ে সহস্র লোকের মধ্যে লইয়া নদীপার হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন, ঐ সকল যুদ্ধমধ্যে ইহা অতি সাহসিক ব্যাপার ছিল, এবং ইহাতেই এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগকে অতি পরাক্রান্ত জানিলেন, এবং রাজা শেতাবরায়ও ইহাতে অতিসাহসদ্বারা খ্যাতহইলেন, তাহার কারণ ইংরাজেরা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন, পূরণীয়ার শাসনকর্ত্তা পরাজিত হইয়া মহারাজের সহিত

যুক্ত হইলেন, অনন্তর কর্ণেল কালিয়দ ও মীরণ আসিয়া পদে২ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বর্ষাকাল আরম্ভ হইল কিন্তু ইংরাজি সেনাপতি তথাপি ঐ অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিলেন না ১৭৬০ শালের ২জুলাই রাত্রিকালে অতিশয় ঝড় বৃষ্টিহইল, মীরণ ঐ সময়ে তাঁবুমধ্যে গল্প শুনিতেছিলেন, ইতি মধ্যে এক বজ্রাঘাতে তিনি ও দুইজন তাহার সহচর মারাপড়ি লেন, এই দুরবস্থায় কালিয়দকে শত্রু অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় আসিতে হইল, পরে তিনি ঐ ঋতুপর্য্যন্ত তথায়সৈন্য দিগের আবাস করিলেন ॥

মীরণ অতিশয় দুরাচারী তথাপি তাহার পিতার রাজত্বের প্রধান অবলম্বন ছিলেন, তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস লেখ কেরা কহেন, যে ঐ দুর্ব্বল ও সুভোগী বৃদ্ধের যে যৎকিঞ্চিৎ বিবে চনা ছিল, তাহাও নষ্ট হইল, রাজকীয় কর্ম্মের কোন নিয়ম রহিল না, সৈন্যেরা পূর্ব্বপ্রাপ্য বেতনার্থে রাজপুরীর চতুর্দিগে কলরব করিতে লাগিল, মীরকস্সিম নামা নবাবের জামাতা বাহি র্ভূত হইয়া নিজধনদ্বারা তাহাদের সন্তোষ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরে ইংরাজ দিগের বহুব্যয় সাধ্য যুদ্ধ উপস্থিত হই ল, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র ও ধন রহিল না, যে অধিক ধন তাঁহারা অ- চিন্তনীয়রূপে পাইলেন, তাহা ও বিনা বিবেচনায় ব্যয় হইল, তাঁহারা তখন নবাবের নিকটে আবেদন করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোষ শূন্য হইয়া ছিল, সুতরাং তাঁহাদের ঋণকরণের আবশ্যক হইল, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, যে ঐরূপ অবস্থা বহুকাল থাকিবে না, নবাব মীরকস্সিমকে দৌত্যকর্ম্ম করিতে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, কোম্পানির তৎকালের প্রধান অধ্যক্ষ বন- শিটার্ট সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব তাঁহার বুদ্ধি বিশেষরূপে জানি লেন, দ্বিতীয়বার দৌত্য কর্ম্মের আবশ্যক হওয়াতে মীরকস্সিম পুনঃপ্রেরিত হইলেন, তাহাতে শাসনকর্ত্তা সাহেবের স্থিরবোধ

হইল, যে বাঙ্গালায় কর্ম্মোদ্ধার কেবল ঐ মনুষ্য দ্বারা হইতে-পারে, এক্কারণ তাঁহাকে নায়েব নাজিম করিবার প্রস্তাব করি-লেন, মীরকসসিম ও তাহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন, পরে বনশিটার্ট সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব কিয়ৎসৈন্য সমভিব্যাহারে মুরসিদাবাদে গিয়া নবাবের নিকটে ঐ প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু নবাব তাহাতে অতি অসম্মত হইলেন, কারণ তিনি জানিতেন, যে এবিষয়ে তাঁহার জামাতা শক্তিমান হইবেন ও তিনি নিজসভায় পুত্তলিকা প্রায় থাকিবেন; বনশিটার্ট সাহেব নবাবের অসম্মতি দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইলেন, কিন্তু মীরকসসিম মহারাজের সহিত মি লিত হইবার ভয় প্রদর্শন করাইলেন, কারণ তিনি উত্তম রূপে বুঝিলেন, যে এতাবৎ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবার পর মুরসিদাবাদে কোনমতে তাঁহার রক্ষা নাই, অতএব বনশিটার্ট সাহেবকে বল-পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে হইল, তিনি রাজবাটীতে ইংরাজি সৈন্য থাকিতে আজ্ঞা করিলেন, মীরজাফর তাহা দেখিয়া অধীন হই লেন, এবং তাঁহার প্রতিআজ্ঞা হইল, যে কলিকাতায় বা মুর-সিদাবাদে বাস করেন, তিনি বুঝিলেন, যে যদি মুরসিদাবাদে থাকেন, তবে তথায় প্রধান থাকিয়া সর্ব্বশূন্য হইতে হইবে, এবং জামাতা হইতে অপমান হইবে, অতএব কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তিনি এক সাধারণ নর্ত্তকীকে অন্তঃপুরে রাখিয়া তাহার অতিশয় বশীভূত ছিলেন, যে রমণী কিঞ্চিৎকাল পরে মণিবেগম নামে প্রসিদ্ধা হইলেন, মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন যে মীরজাফর ও ঐ নারী প্রস্থানের পূর্ব্বে অন্তঃপুরেগিয়া মুরসিদা বাদের অনেক রাজারা ক্রমে২ যে সকল অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করি-য়াছিলেন, তাহা সমভিব্যাহারে লইয়া মর্য্যাদাজনক রক্ষকের সহিত কলিকাতায় আসিলেন ॥

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায়॥

ইংরাজদিগের ইচ্ছানুসারে ১৭৬০ শালের ৪মার্চ মীরকসিম বেহার ও বাঙ্গালাদেশের শুবাদার হইলেন, ইহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপে কোম্পানিকে বর্দ্ধমান দেশ দিলেন, এবং কলিকাতার সভাপতিদিগকে বিংশতি লক্ষমুদ্রা দিলেন, ও তাঁহারা ঐ ধন পরস্পর বণ্টন করিয়া লইলেন। মীরকসিম অতি শক্তিমান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তিনি রাজ্য প্রাপ্তিমাত্রে ইংরাজদিগকে মীরজাফরের সৈন্যদিগকে ও নিজভৃত্যদিগকে যেধন দিতে স্বীকার করিয়া ছিলেন, প্রথমে উত্তমরূপে তাহার গণনা করিয়া পরে পরিশোধার্থে উপায় করিলেন, রাজসভার ব্যয়লাঘব করিলেন, এবং মীরজাফরের রাজ্যকালে আলস্য প্রযুক্ত আমলারা যে অধিকধন লইয়া ছিলেন, যত্নপূর্ব্বক তাহার হিসাব দেখিয়া ফিরিয়া লইলেন, তিনি জমিদারদিগের পূর্ব্বদেয় আদায় করিয়া সকলস্থানের নূতন মূল্য নিরূপণ করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে দুইদেশের বার্ষিক রাজস্ব ১৪২৪৫০০০ মুদ্রা ছিল, তিনি তাহাহইতে ২৫৬২৪০০০ মুদ্রা করিলেন, তৎকালে প্রজাদিগের এমত অধিক কর অসহ্য হইল, এই উপায়দ্বারা শীঘ্র ভাণ্ডার পূরণ করিয়া দেয়পরিশোধ করিলেন, তাঁহার নিজ সৈন্যেরা নিয়মমতে বেতন পাইয়া আজ্ঞাবর্ত্তী রহিল, তিনি ইংরাজদিগেরদ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের অধীনতা মোচনার্থে বিলক্ষণ যত্ন করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন, যে যদ্যপিও সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি যে সকল লোক তাঁহাকে পদস্থিত করেন, এদেশে তাঁহারাই যথার্থ নবাবের শক্তি এবং ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন, তিনি কলিকাতাস্থিতসভার অধীনতা মোচনে কেবল বলব্যতিরেকে অন্য উপায় না-দেখিয়া সৈন্য বৃদ্ধিতে মনোযোগ করিলেন, তিনি অকর্ম্মণ্য সেনাদিগের বহিষ্কৃত করিয়া অপর সৈন্যদিগকে ইংরাজি রীতানু

সারে সুশিক্ষিত করিলেন, এবং পারসীকান্তর্গত ইস্পাহান নামে প্রধান নগরে জাতজর্ঝিনখাঁ অথবা গ্রেগরিখাঁ নামক একজন আরমানীয়কে সেনাপতি করিলেন: ঐ জন অসম্ভব বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তিনি প্রথমত বস্ত্র বিক্রয় করিতেন, কিন্তু যুদ্ধোপযোগি বুদ্ধি-থাকাতে মীরকস্সিম তাঁহাকে স্বকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, তিনিও দৃঢ়তা পূর্ব্বক প্রভুকে ইংরাজদিগের অনধীন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন, তিনি বন্দুক নির্ম্মাণ করিলেন, ও কামান নির্ম্মাণ করিতে অভ্যাস করিলেন, এবং গোলন্দাজ দিগকে শি্ক্ষিত করিলেন: অতএব তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তি সৈন্য এমত উত্তম হইল, যে বাঙ্গালায় কোন রাজার সেরূপ ছিল না, মীরকস্সিম ইংরাজদিগের অগোচরে নিজকম্পনার সম্পূর্ণতা করিবার কারণ মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে রাজধানী করিলেন, তথায় তাঁহার আরমানীয় সেনাপতি বন্দুক নির্ম্মাণের কারখানা করিলেন, এবং তথাকার বন্দুকের যে প্রশংসা অদ্যাপি আছে, সে কেবল ঐ যুবা জর্ঝিন খাঁ হইতে হইয়াছে, তিনি তৎকালে ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক ছিলেন, ।।

১৭৬০ শালের বর্ষাবসানে মেজর কাণক সাহেব মহারাজের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন, মহারাজ তদবধি বেহারের ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেছিলেন, কার্ণক তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সন্ধি প্রস্তাবার্থে রাজা শ্বেতাবরায়ের নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষপূর্ব্বক সম্মত হওয়াতে ঐ ইংরাজি সেনাপতি মহারাজের তাঁবুতে গিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন, ইতিমধ্যে মীরকস্সিম মহারাজের সহিত ইংরাজদিগের কথোপকথন শুনিয়া ভীত হইলেন, এবং যদি তাঁহার পক্ষে কোন অপকার ঘটে তাহা নিবারণার্থে স্বয়ং পাটনায় গমন করিলেন, মেজর কার্ণক সাহেব তাঁহাকে সাহআলমের নিকটে যাইতে নিবেদন করিলেন, কিন্তু তিনি অতিশয় অহঙ্কার প্রযুক্ত তাহা করিলেন না, অবশেষে স্থির হইল যে ইংরাজদিগের কার

থানায় উভয় পক্ষে আসিলেন, তথায় একক্ষণিক সিংহাসন প্রস্তুত হইল, তদুপরি ঐ তিমরবংশীয় স্বরাজ্যে পলায়িত হিন্দুস্থানের মহারাজ বসিলেন, মীরকসিম স্বাভাবিক পূজা পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিলেন, মহারাজ তাঁহাকে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার শুবাদারীতে স্থাপিত করিলেন, তিনি ও করস্বরূপে চতুর্বিংশতি লক্ষ মুদ্রা বর্ষে২ দিতে স্বীকার করিলেন অনন্তর মহারাজ দিল্লীতে যাত্রা করিলেন, কার্ণক সাহেব কর্ম্মনাশার তীর পর্য্যন্ত তাঁহার সহচর থাকিলেন, তথায় বিদায় কালে মহারাজ কহিলেন, যে ইংরাজদিগের যখন ইচ্ছা হইবে, তখনি তিনি এই তিন দেশের দেওয়ানী তাঁহাদের দিবেন। এখানেইহা বলা উচিত হয়, যে ১৭৫৫ শালে যদ্যপিও উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয় দিগের দত্ত হওয়াতে অন্যান্য দেশহইতে পৃথক হইয়াছিল, তথাপি সুবর্ণরেখানদীর উত্তরভাগে এতদ্দেশীয় নবাবের অধীন থাকাতে উড়িষ্যানামে বিদিত ছিল।।

কসিমআলি সমুদায় জমিদারদিগের সম্পূর্ণরূপে অধীন করিলেন, কিন্তু পাটনার শাসনকর্ত্তা রামনারায়ণের কিছুই করিতে পারেন নাই, তিনি অতিশয় ধনিরূপে বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু যথার্থ ইংরাজদিগের দ্বারা রক্ষিত ছিলেন, তিনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত হিসাব পরিষ্কার করেন নাই, কারণ ঐ সময়ে যুদ্ধার্থ সৈন্যদ্বারা বেহারের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল, নবাব কহিলেন, যে যাবৎ রামনারায়ণ দেয় পরিশোধ না করেন, তাবৎ ইংরাজদিগের প্রাপ্য দিতে পারিবেন না, তাহাতে কলিকাতাস্থিত সভায় দুই অংশ হইল, এক অংশ মীরকসিমের বিপক্ষ হইল, ও সেপক্ষে শাসনকর্ত্তা বনশিটার্ট সাহেব ছিলেন, সেপক্ষ তাঁহার সপক্ষ হইল, পরে বনশিটার্ট সাহেবের পক্ষ প্রবল হওয়াতে পাটনাস্থিত রামনারায়ণের রক্ষক ইংরাজি সৈন্য দিগের আহ্বান হইল, রামনারায়ণের সুতরাংশুবাদারের দয়াব্যতিরিক্তউপায় রহিল না,

শুবাদার অবিলম্বে তাঁহাকে আটক করিয়া আসেধ করিলেন, গুপ্তধন প্রকাশার্থে তাঁহার ভৃত্যদিগকে অতিশয় ক্লেশ দিলেন, কিন্তু তথাপি রাজকীয় ব্যয়োপযুক্ত হইতে অধিক ধন প্রাপ্ত হইল না, বন্ শিটার্ট সাহেবের রাজত্বমধ্যে এই এক প্রধানভুল-ছিল, কারণ এই ব্যাপারদ্বারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের ইংরাজ দিগের সহায়তায় বিশ্বাস ভঙ্গ হইল।

মীরকসিম এপর্য্যন্ত উত্তমরূপে রাজত্ব করিলেন, অতঃপর কোম্পানির ভৃত্যদিগের লোভদ্বারা কিরূপে তাঁহার পতন হইল, তাহা বর্ণনা করি। ভারতবর্ষে কোন দ্রব্যস্থানান্তর করিতে হইলে মাসুল দিতে হইত, এবং ঐ মাসুলদ্বারা অধিকাংশ রাজস্ব উৎপন্ন হইত, কিন্তু রাজস্ববৃদ্ধির এবড় কুৎসিত রীতি ছিল, কারণ ইহাতে বাণিজ্যের ব্যাঘাত হইত, তথাপি ঐ রীতি তৎকালে প্রবল ছিল, এবং ১৮৩৫ শালের পূর্ব্বাবধি ইংরাজেরা ও অন্যথা করেন নাই, যখন ইংরাজি কোম্পানিতে উত্তম বাণিজ্যশক্তিপাইলেন, তখন বার্ষিক তিন সহস্র মূদ্রাদানে তাঁহাদের মাসূল রহিত হইল, কলিকাতাস্থিত প্রধান অধ্যক্ষ যে দস্তকে স্বাক্ষর করিতেন, শুল্কগ্রাহিদিগের তাহা দেখাইলে কোম্পানির দ্রব্য বিনা শুল্কে যাইতে কেবল কোম্পানির বাণিজ্যে এইরূপ সুগম ছিল, কিন্তু ইংরাজেরা নিজমনোনীত নবাব স্থাপন করিয়া এদেশে এমত বলবান্ হইলেন, যে প্রায় কোম্পানির সকল ভৃত্যেরা নিজ নিজ বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্লাইবসাহেব যে পর্য্যন্ত এদেশে ছিলেন, তদবধি তাঁহারা এতদ্দেশীয় বণিক্‌দিগের তুল্য শুল্ক দিতেন, কিন্তু তিনি স্বদেশে গমন করিলে এই সভাদ্বারা দ্বিতীয় নবাব স্থাপিত হওয়াতে ইংরাজেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ হইয়া মাসূল ব্যতিরেক বাণিজ্য করিতে স্থির করিলেন, বাঙ্গালায় তাহাদের সামর্থ্য এমত অধিক ছিল, যে নবাবের

কোনভদ্র লোক তাঁহাদের প্রতিবন্ধক হইতে পারিতেন না, অতএব ইংরাজেরা ক্রমেং অধিক দুরন্ত হইলেন, তাঁহাদের গোমস্তারা ইচ্ছানুসারে ইংরাজি নিশান গাড়িয়া এতদ্দেশীয় বণিকলোকদিগকে ও সরকারি আমলা দিগকে বহুবিধ যাতনা দিতেন, কোন ইংরাজের স্বাক্ষরিত দস্তক পাইলে, স্বয়ং কোম্পানি তুল্য সম্ভ্রান্ত হইতেন, যদি নবাবের আমলারা কোন ব্যাঘাতকরিতেন, ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা তৎক্ষণাৎ সিপাই পাঠাইয়া তাঁহাদের কারাগারে রোধ করিতেন, মাসুল ব্যতিরেকে নিজ দ্রব্য চালান করিতে হইলে নাবিক কোম্পানির নিশান তুলিয়া দিতেন, এইরূপে নবাবের শক্তি নষ্ট হইল, এতদ্দেশীয় বণিকদিগের সর্বনাশ হইল, এবং ভদ্র ইংরাজেরা বিপুল ধনী হইলেন, সুবাদারের রাজস্ব অতিক্ষীণ হইল, কারণ ইংরাজেরা যেরূপে মাসুল দিতেন না, সেইরূপে তাঁহাদের ভৃত্য বলিয়া সকলেই রাজকর মুক্ত হইতেন, মীরকাসিম এই সকল ক্লেশবিষয়ে কলিকাতার সভায় অভিযোগ করিলেন, এবং যদ্যপি ইহার নিবারণ না হয়, তবে এককালে রাজ্যনাশ করিবার ভয় দেখাইলেন।

বন্‌শিটার্ট সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব এই দোষ নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এই দোষদ্বারা অন্যান্য সভাপতি দিগের লভ্য থাকাতে তাঁহাদের যত্ন বিফল হইল, পরে ঐ অবস্থার এমত বৃদ্ধি হইল, যে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে ইংরাজ দিগের গোমস্তা কর্ত্তৃক নিরূপিতমূল্যে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে হইল, অতঃপর মীরকাসিম স্পষ্টরূপে ইংরাজদিগকে শত্রু বোধ করিলেন, এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল বন্‌শিটার্ট সাহেব তাহা নিবারণার্থে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বয়ং মুঙ্গেরে গমন করিলেন, মীরকাসিম সৌহার্দ্য পূর্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রকৃতসময়ে কোম্পানির ভৃত্যদিগের

দৌরাত্ম্য ও বিনাশুল্কে বাণিজ্যদ্বারা দেশের অপকার বিষয়ে কটূক্তিতে অভিযোগ করিলেন, বন্‌শিটার্ট সাহেব তাঁহার সান্ত্বনার্থে সচেষ্টক হইয়া প্রস্তাব করিলেন, যে এতদ্দেশীয় লোকেরা ও ইংরাজেরা তুল্যরূপে সকলদ্রব্যে শতকরা নয় টাকা মাসূল দিবেন, এবং কহিলেন যে কলিকাতাস্থিত সভার অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে এমত ব্যবস্থা করিতে তাঁহার সামর্থ্য নাই, কিন্তু এইরূপ করিতে তিনি পরামর্শ দিবেন, নবাব অতিশয় অসম্মতি পূর্ব্বক তাহাতে স্বীকার করিয়া কহিলেন, যদি এদোষ পরিহার না হয়, তবে সমুদায় মাসূল রহিত করিয়া ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকের তুল্যতা করিলেন, বন্‌শিটার্ট সাহেব ঐ বিষয় সভায় প্রস্তাব করিতে সত্বরে কলিকাতায় আসিলেন, মীরকসিম তাঁহাদের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া শুল্কগ্রাহিদিগের প্রতি ইংরাজদিগের দ্রব্যে শতকরা নয়টাকা আদায় করিতে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা করিলেন, ইংরাজেরা তাহাদিতে অস্বীকার করিয়া এতদ্দেশীয় আমলাদিগের রুদ্ধকরিলেন, এবং নানাদেশীয় কারখানার প্রধান লোকেরা স্বস্বস্থানহইতে শীঘ্র কলিকাতায় আসিলেন, কেবল হষ্টিংস সাহেব ব্যতিরেকে সকলেই শতকরা নয়টাকা মাসূলবিষয়ে বন্‌শিটার্ট সাহেবের প্রস্তাব ঘৃণাপূর্ব্বক ত্যজ্য করিলেন, তাঁহারা কেবল লবণ বিষয়ে সার্দ্ধ দুই মুদ্রা দিতে সম্মত হইলেন, । মীরকসিম তৎকালে নেপালে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় সুসিদ্ধ হইলেন না, তথাহইতে প্রত্যাগমন কালে শুনিলেন, যে কলিকাতার সভাপতিরা মাসূল দিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার আমলাদিগকে আটক করিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালা ও বেহার সমুদায় অঞ্চলে মাসূল রহিত করিলেন, সভাপতিরা তাহাতে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, তাঁহাদের ইচ্ছা যে নবাব নিজপ্রজা হইতে পূর্ব্ববৎ মাসূল আদায় করি-

বেন, ও ইংরাজদিগকে বিনামাসূলে বাণিজ্য করিতে দিবেন, ক্রোধপূর্ব্বক তাঁহাদের কথোপকথন হইতে লাগিল, হষ্টিংস সাহেব কহিলেন, যে প্রধান রাজা মীরকাসিম নিজ প্রজাদিগের ভাল কি কারণে না করিবেন, তাহাতে ঢাকার কারখানার কর্ত্তা বাটসনসাহেব কহিলেন, যে এইবাক্য নবাবের অধীনলোকের উচিত বটে, কিন্তু এসভাপতিদের যোগ্য নহে, হষ্টিংসসাহেব প্রত্যুত্তর করিলেন, যে অতি নির্ব্বোধ না হইলে এমত বাক্য বলে না, ঐ আবশ্যক বিষয়ে সভাপতি দিগের এইরূপ স্বভাবে কথোপকথন হইল, অবশেষে তাঁহাদের নির্দ্ধারণ হইল, যে এতদ্দেশীয় বাণিজ্যে পূর্ব্বোক্ত শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতে মীরকাসিমের প্রবৃত্তিকারণ আমিয়াট সাহেব এবং হে সাহেব তথায় প্রেরিত হইলেন, তাঁহারা তথায় গিয়া বহুবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং প্রথমত বোধ হইল, যে এবিষয়ের নিষ্পত্তি হইতে পারে, কিন্তু কোম্পানির ভৃত্যমধ্যে অতিদুরন্ত ও পাটিনার কর্ম্মে প্রধান ইলিস সাহেবের দুরাচারদ্বারা সন্ধির আশা নষ্ট হইল, নবাব আমিয়াটসাহেবকে বিদায় করিয়া ইংরাজদিগের কারাগারস্থিত নিজ ভৃত্যদিগের মোচনার্থে প্রতিভূস্বরূপে হে সাহেবকে রাখিলেন, ইলিস সাহেব আমিয়াট সাহেবকে নবাব পুনর্ব্বার না প্রেরণ করিতে পারেন, এমত বুঝিয়া সহসা পাটনা নগর অধিকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা মদ্যপানে মত্ত হইয়া বিশৃঙ্খল হওয়াতে শুবাদারের অধিক সৈন্য আসিয়া ঐ নগর পুনরধিকার করিল, এবং ইলিস সাহেব ও অন্যান্য ইউরোপীয়েরা কারাগারে রুদ্ধ হইলেন, কসিম আলি এই পাটনার ব্যাপার শুনিয়া দেখিলেন, যে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল, একারণ বহিঃস্থিত কারখানার সকল ইউরোপীয়দিগের আটক করিতে ও কলিকাতার পথিমধ্যে আমিয়াট সাহেবকে রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন, ঐ মহাশয় মুরসিদাবাদের নিকটে যাইতেছেন; এমত

সময়ে তথাকার অধিকৃতের নিকটে ঐ আজ্ঞা আসাতে তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, আমিয়াট সাহেব তাহা না মানাতে মহৎ কলহ উপস্থিত হইল, তাহাতে তিনি মারা পড়িলেন, মুরসিদাবাদস্থিত জগৎসেটের গৃহের প্রধান বণিকেরা ইংরাজদিগের পক্ষে আছেন, এরূপ সন্দেহপ্রযুক্ত মীরকসসিম তাঁহাদের মুঙ্গেরে আনিয়া দমনে রাখিলেন ॥

আমিয়াট সাহেবের মৃত্যুসংবাদ ও ইলিস সাহেবের আর তাঁহার সহচরদিগের আমেধের সংবাদ কলিকাতায় আসিবা মাত্রে সভাপতিরা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন, বন্‌শিটার্ট সাহেব ও হেষ্টিংস সাহেব পাটনাস্থিত ভদ্রলোকেরা যেপর্য্যন্ত মীরকসসিমের হস্ত হইতে মুক্ত না হয়েন, তাবৎ ক্ষান্ত রাখিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না, সভ্যের অধিকাংশ দ্বারা ইংরাজি সৈন্যদিগের তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা হইল, এবং তৎকালে তাঁহারা মীরজাফরকে পুনর্ব্বার রাজ্যার্পণ করিতে স্থির করিলেন, কারণ তিনি ইংরাজদিগের বিনামাসুলে বাণিজ্যে ও এতদ্দেশীয় বাণিজ্যে পূর্ব্ববৎ মাসুলস্থাপনে অনুমতি করিতে স্বীকার করিলেন, ঐ বৃদ্ধ মহাশয় দ্বিসপ্ততিবর্ষবয়স্ক ও কুষ্ঠরোগদ্বারা গতিশক্তিরহিত তথাপি ইংরাজি সৈন্যের সহিত কলিকাতাহইতে মুরসিদাবাদে চলিলেন ॥

মীরকসসিম সৈন্যশিক্ষার্থে বহুবিধ আয়াস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সৈন্য এরূপ উত্তম ছিল, যে এতদ্দেশীয় কোন রাজার কদাচ সেরূপ ছিল না, তাঁহার আরমাণীয় সেনাপতি জর্ঝিনখাঁও যুদ্ধবিষয়ে নিপুণ ছিলেন, কিন্তু তথাপি দীর্ঘকাল যুদ্ধ হইল না, নবাবের সেনাপতিদের পরস্পর অনৈক্য হওয়াতে ১৭৬৩ শালের ১৯ জুলাই কাটোয়ায় তাঁহার সৈন্যেরা পরাজিত

হইল, ২৪ তারিখ ইংরাজেরা মতিঝিলে শ্রেণীবদ্ধ নবাবের সৈন্যদিগের পরাজয় করিয়া মুরসিদাবাদ অধিকার করিলেন, ২ আগষ্ট সুতির নিকটে গরিয়াতে একযুদ্ধ হইল, তাহাতেও মীরকসিমের সেনারা আঘাত পাইলেন, নবাব রাজমহলের সমীপে উদয় নল্লে দৃঢ়তর শিবির করিয়াছিলেন; তাঁহার সমুদায় সৈন্য তথায় গমন করিল, তিনি স্বয়ং এপর্য্যন্ত মুঙ্গেরে ছিলেন, অতঃপর উদয়স্থিত সৈন্যের নিকটে যাইতে স্থির করিলেন, কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় বন্দীলোকদিগের প্রাণ নষ্ট করিলেন, লিখিত আছে, যে পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণের গলায় বালুকাপূর্ণ গোণী বদ্ধ করিয়া নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন, এবং ঢাকার নায়েব শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পুত্র রায়রয়াম কৃষ্ণদাস প্রভৃতি রাজা উমেদসিংহ রাজা বনীয়াদ সিংহ রাজা ফতেসিংহ ও অন্যান্য লোককে হত্যা করিলেন, এবং সেটবংশীয় দুই ধনীবণিককে দুর্গস্থিত বুরুজ হইতে নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন, যে স্থলে ঐ হতভাগ্যেরা মরিলেন, নাবিকেরা অনেকক্ষণপর্য্যন্ত তাঁহাদের আন্দোলন করিয়াছিলেন। কসিমআলি এই সকল হত্যা করিয়া উদয়স্থিত সৈন্যের নিকটে চলিলেন, আকটোবর মাসের প্রথমে ইংরাজেরা তাঁহার শিবিরে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিলেন, পরাভবের দুই এক দিবস পরে তিনি মুঙ্গেরে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্বেষণার্থে যে সকল ইংরাজি সৈন্য আসিতেছিল, তাহার পরাভবে স্বয়ং অক্ষম বুঝিয়া সসৈন্যে পাটনায় পলায়ন করিলেন, যে সকল ভদ্র ইংরাজেরা তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের সমভিব্যাহারে লইলেন, মুঙ্গেরহইতে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় দিনে রেয়ানদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, দৈবাৎ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সৈন্যমধ্যে কলরব উপস্থিত হইল, সকলেই নদীপার হইতে ব্যগ্র দৃশ্য হইল, এবং কতিপয় মনুষ্য

এক মৃতশরীর নিখাতার্থে লইয়া যাইতেছিল, পরে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, যে ইহা প্রধান সেনাপতি জর্ঝিনখাঁর শরীর, এইবাক্য শ্রবণে নবাবের সন্তোষ হইল। ইতিহাস দ্বারা বোধ হইতেছে যে দিবাবসানে তিন চারি জন মোগল বলপূর্ব্বক তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে মারিয়াছেন, এবিষয়ে জনশ্রুতি হইল, যে তাঁহারা প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়াছিলেন, পরে সেনাপতি তাঁহাদের দূরীকরণ করাতে তাঁহারা খড়্গ বাহির করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে প্রাপ্য কিছুই ছিল না, নয়দিবস পূর্ব্বে সমুদায় দত্ত হইয়াছিল, ইহাতে স্থির এই, যে কাসিম আলি সেনাপতির বধার্থে তাঁহাদের প্রেরণ করিয়াছিলেন. তাহার কারণ খোজাপেট্রুনা নে বিদিত জর্ঝিনের এক ভ্রাতা কলিকাতায় ছিলেন. বন্শিটার্ট সাহেবের ও হেষ্টিংসসাহেবের সহিত তাঁহার পরম বন্ধুতা ছিল, অতএব তিনি গুপ্তভাবে জর্ঝিনকে লিখিয়াছিলেন, যে তিনি নবাবের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, ও নবাবকে আটক করিতে চেষ্টা করেন, নবাবের প্রধান চর এবিষয় জানিতে পারিয়া রাত্রি দুইপ্রহর একঘণ্টার সময়ে প্রভুকে জাগাইয়া কহিলেন, যে তাঁহার সেনাপতি এইরূপে বিশ্বাস ঘাতক হইয়াছেন. পরে চতুর্বিংশতি ঘটিকার মধ্যে তৎকালের অতিপ্রধান ঐ আরমানীয় সেনাপতি জর্ঝিন মারাপড়িলেন ॥

মীর কাসিম ত্বরাপূর্ব্বক পাটনায় পলায়ন করাতে মুঙ্গের ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, পরে তিনি দেখিলেন, যে তাঁহাকে ঐ রূপে পাটনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এদেশ হইতে পলায়ন করিতে হইবে, ইংরাজদিগের প্রতি তাঁহার অসীম ক্রোধ হইল, তিনি পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে কারাগার স্থিত লোকদিগের মৃত্যুবাঞ্ছা করিয়া সেনাপতিদের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, যে তাঁহারা কারালয়ে গিয়া ঐ সকল লোকদিগের প্রাণ নাশ করেন,

তাঁহারা উত্তর করিলেন, যে, ঐ সকল লোকের হস্তে অস্ত্র দিয়া বাহির করুন, আমরা যুদ্ধ করিব, নতুবা আমরা হত্যাকারক নহি, যে বিনাপরাধে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিব, পরে নবাব সমরু নামক একজন ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে তাহাদের সংহারার্থে প্রেরণ করিলেন, ঐ দুরাত্মা পূর্ব্বে ফরাসিদের সার্জন ছিল, এবং তৎকালে মীরকস্সিমের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ ঐ কর্ম্মের ভার লইয়া কিয়ৎ সৈন্যের সহিত তথায় গিয়া ঐ নিরস্ত্র লোকদিগকে গুলিদ্বারা মারিল, কেবল ফুলার্টন সাহেব প্রাণরক্ষা পাইলেন, অন্য সকলেই মারাপড়িলেন। ঐ পাটনার হত্যাকাণ্ডে অষ্ট চত্বারিংশৎ জন ইংরাজেরা ও সার্দ্ধশত সৈন্যেরা প্রাণ হারাইলেন, সমরু অতঃপর নানারাজার উপাসনা করিয়া অবশেষে সর্দ্ধান দেশের রাজত্ব পাইলেন, যে সকল ভদ্র ইংরাজেরা মারা পড়িয়াছিলেন; তন্মধ্যে কলিকাতার সভাপতি ইলিস সাহেব হে সাহেব ও লষিংটন সাহেব ছিলেন, ১৭৬৩ শালের ৬ নবেম্বর পাটনা ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, ও মীরকস্সিম অযোধ্যার শুবাদারের নিকটে পলায়ন করিলেন, এইরূপে প্রায় চারিমাসের মধ্যে যুদ্ধের শেষ হইল, পরবৎসর ২২ আকটোবর ইংরাজি সেনাপতি বকসরে অযোধ্যার সৈন্যের সহিত যুদ্ধকরিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন, এই জয়ের পরে উজিরের সহিত যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে বলা উচিত নহে, কেবল এই মাত্র বলি, যে তিনি মীরকস্সিমকে প্রথমতঃ আশ্রয় দিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ধন অপহরণ করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু নবাব পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় উপদ্রোহ করেন নাই, ।।

মীরজাফর দ্বিতীয়বার বাঙ্গালারাজ্যে স্থাপিত হইয়া দেখিলেন, যে ইংরাজদিগের যে ধন দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কোনমতে দিতে পারেন না, তৎকালে তিনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন, এবং

ক্রমেং রোগের বৃদ্ধি হওয়াতে ১৭৬৫ শালের জানুয়ারি মাসে চতুঃসপ্ততিবর্ষ বয়সে মুরসিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তিনবাব নির্দ্ধারণ করা মহারাজের কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তুতিনি এমত শক্তি বিহীন ছিলেন, যে স্বকীয় রাজধানীতে যাইবার উপায় ছিল না; অতএব ইংরাজদিগের যেরূপ স্বেচ্ছা হইল, তাহাই করিলেন, সভাপতিরা মনিবেগমের গর্ব্ভজাত মীরজাফরের পুত্র নজমউদ্দৌলাকে বহুধন লইয়া নবাব করিলেন, তাঁহার সহিত তাঁহারা নূতন নিয়ম করিলেন. সৈন্যদ্বারা দেশরক্ষা তাঁহাদের অধীন রহিল, এবং দেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারার্থে নবাবদ্বারা এক নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিলেন, নবাব ঐ কর্ম্মে দুরাত্মা নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সভাপতিরা নিশ্চিতরূপে তাঁহাকে অস্বীকার করিলেন, ভাবি শাসনকর্ত্তাদিগের পাঠান্ত বন্সিটার্ট সাহেব তাঁহার দোষ বিলক্ষণরূপে লিখিলেন, অবশেষে আলিবর্দ্দির কুটুম্ব মহম্মদ রেজাখাঁ তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

কোর্ট আবডিরেক্টরেরা ভারতবর্ষস্থিত ভৃত্যদিগের দুরাচার দ্বারা ঐ সকল উপদ্রোহ অর্থাৎ মীরকসসিম ও উজিরের সহিত সংগ্রাম এবং পাটনার হত্যা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, তাঁহাদের এই ভয় ছিল, যে তাঁহারা যে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ও নষ্ট হইতে পারে, তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, যে ঐ দেশ যে জন জয় করিয়াছেন, তাঁহার তুল্য আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবেন না; অতএব ক্লাইব সাহেবকে পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মের প্রতীকার করিতে প্রার্থনা করিলেন, ক্লাইব সাহেব রাজাদ্বারা তথায় মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ও ইংলণ্ডে গমনোত্তর ডিরেক্টরেরা তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা করেন নাই, এবং তাঁহার জাইগির কাড়িয়া লইয়াছিলেন,

তথাপি তিনি ভারতবর্ষে আগমন স্থির করিলেন, তিনি সম্পূর্ণ শক্তির সহিত বাঙ্গালার প্রধান সেনাপতিত্বকর্ম্মে ও শাসন কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইলেন, ডিরেকটরেরা তাঁহাকে কহিলেন, যে তাঁহাদের ভৃত্যবর্গের বাণিজ্যই দুঃখের কারণ হইয়াছে, অতএব তাহা রহিতকরা কর্ত্তব্য। এক নবাবের পরে অপর নবাব স্থাপন করাতে অতীত অষ্টবর্ষের মধ্যে ভৃত্যবর্গেরা এতদ্দেশীয়লোক হইতে দুইকোটী অপেক্ষা অধিক মুদ্রা উপায়ন পাইয়াছেন, এরূপ উপায়ন নিবারণ করিতে কহিলেন, তাঁহারা অপরআজ্ঞা করিলেন, যে যুদ্ধবিষয়ক বা বিচার বিষয়ক সকল ভৃত্যেরা নিয়মিত থাকিবেন, তাঁহারা চারি সহস্রের অধিক যে উপঢৌকন পাইবেন, তাহা সরকারি ভাণ্ডারে পাঠাইবেন, এবং কর্ত্তা সাহেবলোকদিগের অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে সহস্রের অধিক মুদ্রা উপহার লইতে পারিবেন না॥

ক্লাইবসাহেব এই সকল উপদেশ লইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন, তিনি ১৭৬৫ শালের ৩ মে কলিকাতায় অবতরণ করিয়া দেখিলেন, যে সকলবিপত্তিদ্বারা কোর্ট আবডিরেকটরেরা ভীত হইয়াছিলেন, তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে, কিন্তু রাজকীয় কর্ম্ম নিয়মশূন্য হইয়াছে, সভাপতিরা অবধি কোন ব্যক্তিই কোম্পানির মঙ্গল দেখেন না, সকল ভৃত্যদিগের ইচ্ছা ছিল, যে কোন উপায়দ্বারা শীঘ্র ধন সঞ্চয় করিয়া ইংলণ্ডে যাইতে পারেন. সকল অংশেই অবিচার হইতেছিল, এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের প্রতি এমত দৌরাত্ম্য হইতেছিল, যে ইউরোপীয় নামে ঘৃণা জন্মাইল, রাজসভায় শিষ্টতা বা মর্য্যাদা কিছুই ছিলনা, কোর্ট আবডিরেকটরেরা গত বৎসরে আজ্ঞা পাঠাইয়াছিলেন, যে তাঁহাদের ভৃত্যেরা উপায়ন গ্রহণ না করেন, কিন্তু ঐ আজ্ঞা প্রাপ্তিকালে প্রাচীন নবাব মীরজাফর মরণ শয্যায় থাকাতে সভাপতিরা ঐ আজ্ঞা বহিতে না লিখিয়া নবাবের মরণোত্তর

নূতন নবাব করিয়া তাঁহা হইতে অসংখ্যক উপায়ন লইলেন, এবং ঐ পত্রে ডিরেক্টরেরা লিখিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের ভৃত্যেরা নিজং বাণিজ্য ত্যাগ করিবেন, কিন্তু ঐ আজ্ঞার পরেই সভাপতিরা নূতন নবাবের সহিত ব্যবস্থা করিলেন, যে তাঁহারা বিনাশুল্কে পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য করিবেন। ক্লাইব সাহেব আগমন মাত্রে ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞা চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, সভাপতিরা বন্‌শিটার্ট সাহেবকে যেরূপে দমনে রাখিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেইরূপে রাখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক্লাইবের ঐ মহাশয় অপেক্ষা অধিক সামর্থ্য ছিল, তিনি তাঁহাদের উপঢৌকন না লইয়া নিয়মিত থাকিতে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করিলেন, যে সকল ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করিলেন, তিনি তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলেন, কেহ২ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, এবং যাঁহারা বুঝিলেন, যে এদেশ হইতে অধিক ধন পাইয়াছেন, তাঁহারা গৃহ গমন করিলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইলেন॥

২৪ জুন ক্লাইব কলিকাতাহইতে পশ্চিম দেশে যাইয়া সন্ধি করিতে স্থির করিলেন, কারণ যুদ্ধদ্বারা সমুদায় রাজস্ব নষ্ট হইতেছিল, নজুম উদ্দৌলার সহিত নূতন নিয়মপত্র করিয়া দেশের কর্ত্তব্য ইংরাজদিগের অধীন করিলেন, নবাবের ধর্ম্মাধিকরণের ব্যয়ার্থে বার্ষিক পঞ্চাশত্‌লক্ষ মুদ্রা দিতে নিয়ম করিলেন, এবং ঐ ধন মহম্মদ রেজাখাঁ রাজা দুল্লভরাম ও জগৎসেট এই কয়েক লোকের পরামর্শানুসারে ব্যয় করিতে ব্যবস্থা করিলেন, পরে অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি হইল, কিন্তু তাঁহার যাত্রার অতি প্রধান ফল এই ছিল, যে কোম্পানিতে মহারাজ হইতে তিন দেশের দেওয়ানী পাইলেন, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ইংরাজেরা যখন প্রার্থনা

করিবেন, তিনি তখনি ঐ পদ দিবেন, এরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন, ক্লাইব সাহেব প্রয়াগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন, তিনিও নিঃসন্দেহে তাহা করিলেন, ১২ আগষ্ট মহারাজ বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী কোম্পানির নিমিত্তে ক্লাইবসাহেবকে দিলেন. তিনিও মহারাজকে রাজস্বহইতে প্রতিমাসে দুই লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলেন। এস্থলে ইহা বলা উচিত, যে মহারাজ স্বরাজ্যে পলায়িত থাকাতে তাঁহার নিশ্চল সিংহাসন ছিল না, দুইখান ইংরাজদিগের ভোজ্যাসনযোগ্য কাষ্ঠাসন বিচিত্রবস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া তাঁহার সিংহাসন হইল, মহারাজ ঐ আসনে বসিয়া দুইকোটী বার্ষিক রাজস্বসমেত তিন কোটী প্রজাদিগকে ইংরাজদিগের অধীন করিলেন, এবিষয়ে মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন, যে অন্যসময়ে এরূপ আবশ্যককর্ম্মে বিজ্ঞতম মন্ত্রী ও ক্ষমতাপন্নদূতদিগকে প্রেরণ করিতে হইত, এবং নানাপ্রকার বাদানুবাদ হইত, কিন্তু তৎকালে পশুপালবিক্রয় অপেক্ষা ঐ মহৎ কর্ম্ম অল্পকালে হইল, পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরাজদিগের এই ঘটনা অতি শুভদায়ক ছিল, কারণ ঐ যুদ্ধের পরে তাঁহারা যথার্থ দেশের কর্ত্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহাদের কেবল বিজয়ী বোধ করিতেন, পরে মহারাজের এই প্রমাদদ্বারা প্রজারা তাঁহাদের যথার্থ দেশের স্বামী দেখিলেন, এবং মুরশিদাবাদের নবাব নিষ্ফল হইলেন, অনন্তর ক্লাইব সাহেব ৭ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥

কোম্পানির ভৃত্যেরা নিজ২ বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকাতে নানাপ্রকার আপদ ঘটিয়াছিল, অতএব কোর্ট আব ডিরেকটরেরা পুনঃ২ তাহা নিবারণের আজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভৃত্যেরা সর্ব্বদা আজ্ঞালংঘন করিতেন, তাঁহাদের শেষ উপদেশে প্রায় সন্দেহ ছিল না, কিন্তু ক্লাইবসাহেব দেখিলেন, যে দেও

স্থানীবিষয়ের ব্যবস্থাজ্ঞ কোম্পানির ভৃত্যদিগের বেতন অত্যল্প অতএব অযথার্থ উপায় ব্যতিরেকে অধিক লভ্য হয় না, একারণ তিনি বাণিজ্য ক্রমিক রাখিলেন, কিন্তু তাহার রীতি উত্তম করিলেন, তিনি এক বাণিজ্যের সভাস্থাপন করিলেন, তাহা-দ্বারা গুবাক তবাক ও লবণ এই কয়েক দ্রব্যের বাণিজ্য চলিল, তাহাতে শুল্ককরা ৩৫ টাকা মাসূল কোম্পানির ভাণ্ডারে দিতে এবং অবশিষ্ট লভ্য যুদ্ধার্থক ও বিচারার্থক সকল ভৃত্যদিগের বণ্টন করিয়া দিতে নিয়ম করিলেন, রাজ সভাপতিদের অধিক অংশ হইল, নীচপদস্থিত ব্যক্তিদের অল্পং হইল। ক্লাইব সাহেব ডিরেকটরদিগকে এই কল্পনা নিবেদনকালে লিখিলেন যে তাঁহারা শাসনকর্ত্তার বেতনবৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে তাঁহার বাণিজ্যের আবশ্যকতা থাকে না, কিন্তু এই উত্তম পরামর্শ পঞ্চ দশবৎসর পর্য্যন্ত গ্রাহ্য হয় নাই। ডিরেকটরেরা এই নূতন সভা শুনিয়া কটুবাক্যে নিন্দা করিয়া তাহার স্থাপনের নিমিত্তে ক্লাইবকে দোষী করিলেন, এবং তাহা নিবারণের আজ্ঞা করিয়া সকল ভৃত্যদিগের বাণিজ্য নিষেধ করিলেন॥

ভারতবর্ষে রাজকীয় কর্ম্মের অধিক ব্যয়দ্বারা সমুদায় রাজস্ব এপর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছিল, কোম্পানির যদ্যপিও নামমাত্রে অধিক আয় ছিল, তথাপি তাঁহাদের সর্ব্বদা ঋণ করিতে হইত, তাঁহাদের ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সকল ভৃত্যেরা নির্দয় হইয়া লুঠ করিতেন। যখন ইংলণ্ডে ক্লাইবের নিকটে জিজ্ঞাসা হইল যে এমত অধিক আয়সত্ত্বে কোম্পানি কিকারণ নির্দ্ধন হই-লেন; তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যেকোন ব্যক্তিকে হিসাব করিতে নির্ভর করা যায়, তিনি সঞ্চয় করেন কিন্তু ফলতঃ সৈন্য দ্বারা অধিক ব্যয় হইত; ইংরাজি সৈন্যেরা যেপর্য্যন্ত নবাবের নামে যুদ্ধ করিত, তিনি তাহাদের পারিতোষিকস্বরূপে অধিক

ধন দিতেন, ঐ পারিতোষিকের নাম ছিল, দ্বিগুণ বাটা সৈন্যেরা এমত অধিককালপর্য্যন্ত ঐ পারিতোষিক পাইয়াছিল, যে পরে চিরকালের ন্যায্যপ্রাপ্য বোধ করিল ক্লাইব দেখিলেন যে সৈন্যদিগের ব্যয়লাঘব না হইলে কোন মতে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হইবে না, এবং জানিতেন যে ঐ লাঘবের কল্পনায় প্রচণ্ডরূপে বাধা হইবে, কিন্তু তিনি এমত দৃঢ়চিত্ত ছিলেন, যে একেবারে দ্বিগুণ বাটারোধের আজ্ঞা দিলেন, ইহাতে সেনাপতিদের অতিশয় অপকার হওয়াতে তাঁহারা কহিলেন, যে তাঁহাদের বাহুবলদ্বারা দেশের জয় হইয়াছে, অতএব তাঁহাদের উপকার করা উচিত, হয়, কিন্তু তাহাতে ক্লাইবের মানস ফিরিল না, তিনি তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি সৈন্যের ব্যয়লাঘব করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, অনন্তর সেনাপতিরা তাঁহাকে আপনাদের ইচ্ছায় অধীন করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন, তাঁহারা গুপ্তভাবে পরস্পর সংবাদ করিয়া একদিনে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্থির করিলেন, ক্লাইব সাহেব প্রধান সেনাপতিদের কর্ম্ম পরিত্যাগ শুনিয়া অতি বিপদগ্রস্ত হইলেন, সমুদায় সৈন্যদিগের ঐকমত্যসন্দেহ করিয়া নানাপ্রকার বিপত্তির সম্ভাবনা করিলেন, তাঁহার বয়সে এমত কঠিন বিষয় কদাচ ঘটে নাই, মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার দেশ আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন, এবং সৈন্যেরা অধিপতিশূন্য হইল, কিন্তু ক্লাইব স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশ করিয়া মান্দ্রাজ স্থিত সেনাপতিদিগের আসিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং যে সকল সৈন্যাধ্যক্ষেরা অন্যান্যতুল্য বিদ্রোহী ছিলেন না, তাঁহাদের পুনর্ব্বার ফিরাইলেন, প্রধান ষড়যন্ত্রকারিদিগের পদচ্যুতিপূর্ব্বক আটক করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইলেন, এই কঠিনব্যবহারদ্বারা সৈন্যদিগের পুনর্ব্বার অধীন করিয়া ও রাজ্যের বহুকালাবধি বিপদ দূর করিলেন ॥

ক্লাইব সাহেব ভারতবর্ষে বিংশতি মাস থাকিয়া কোম্পানির কর্ম্মের সুনিয়ম করিলেন, রাজকীয় ব্যয়ের হ্রাস করিলেন, এবং দেওয়ানী পাইয়া বর্ষে২ প্রায় দুইকোটী মুদ্রা আয়বৃদ্ধি করিলেন, তিনি সৈন্যদিগের অতি ভয়ানক বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া সুশিক্ষিত করিলেন, এই নানাপ্রকার পরিশ্রমদ্বারা শরীর অপটু হওয়াতে তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইতে হইল, বাঙ্গালায় প্রথম আগমনাবধি দশ সংসর পরে ১৭৬৭ শালের ফিবরুয়ারিমাসে জাহাজে আরোহণ করিলেন, ইহাও তাঁহাকে বলা যাইতে পারে যে এই দশবৎসরে তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন, পূর্ব্বোক্ত দোষ নিবারণকালে তাঁহার অনেকে বিপক্ষ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের কেহ২ বহুধন লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথাস্থিত ভারতবর্ষসম্পর্কীয়গৃহে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন. অতএব ক্লাইবের ইংলণ্ডে গমন হইলে তাঁহারা তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্ট নামক সভাতে ও ডিরেক্টরদিগের সভাতে কটূক্তিপূর্ব্বক অপমান করিলেন, তিনি সকল পক্ষ হইতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ দেখিলেন, অতএব সাম্রাজ্যস্থাপন করিয়াও শত্রুদিগের হিংসাদ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া ১৭৭৪ শালের ২২ নবম্বর অপঘাতমৃত্যুতে প্রাণত্যাগ করিলেন॥

ইংরাজেরা দেওয়ানী পাইয়া ছিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করিতে অনুমতি পাইয়া ছিলেন, কিন্তু কিরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা জানিতেন না, কোম্পানির ইউরোপীয় ভৃত্যেরা এপর্য্যন্ত সরকারি বা স্বকীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ভূমিজকরের বিষয়ে কিছুই জানিতেন না, পূর্ব্ববর্ত্তি শুবাদারেরা ঐ কর্ম্মের ভার হিন্দুদিগের দিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা ধীর ও হিসাবে পারগ ছিলেন, ইংরাজেরা যে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অনভিজ্ঞ ছিলেন, বিশেষত তাঁহাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা তাঁহারা নাজানি-

তে পারেন, এমত বিবিধ চেষ্টা করিতেন, অতএব তাঁহাদের সকলি পূর্ব্ববৎ রাখিতে হইল, রাজা শ্বেতাব রায় বেহারের দেওয়ান হইয়া পাটনায় রহিলেন, মহম্মদ রেজাখাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া মুরসিদাবাদে রহিলেন, এইরূপে ১৭৭২ শালপর্য্যন্ত প্রায় সপ্তবৎসর রাজ্য চলিল, পরে ইংরাজেরা স্বহস্তে নির্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন, ঐ কালের মধ্যে দেশ প্রায় অরাজক হইয়াছিল, জমিদারেরা ও প্রজারা কোনজনের অধীন থাকিবেন তাহা জানিতে পারেন নাই, ॥

নবাবের ও তাঁহার মন্ত্রিদিগের হস্তে বিচারের ভার নামমাত্র ছিল, কিন্তু ইংরাজেরা সর্ব্বত্র এমত পরাক্রান্ত ছিলেন, যে এতদ্দেশীয় আমলারা তাঁহাদের দমন করিতে পারিতেন না, এবং পার্লিয়ামেণ্টের আজ্ঞানুসারে কলিকাতাস্থিত বড় সাহেবের এমত ক্ষমতা ছিল না, যে মহারাষ্ট্রীয় খালের বহিঃস্থিত দোষি ব্যক্তির দণ্ডকরেন, অতএব ইংরাজদিগের দেওয়ানী প্রাপ্তির পরে সপ্তবৎসর পর্য্যন্ত দেশের গোলযোগ ও দুঃখের অবধি ছিলনা, ॥

রাজত্বের অনিয়মদ্বারা তস্করদিগের সাহসবৃদ্ধি হওয়াতে সকলজিলায় ডাকায়িতের দল হইল, তাহাতে কোন ব্যক্তির বিষয়ের রক্ষা ছিল না, ডাকায়িতী এমত চলিত হইল, যে ১৭৭২ শালে স্বহস্তে রাজকর্ম্ম লইবার কালে কোম্পানিকে কঠিন ব্যবস্থা করিতে হইল, তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন, যে ডাকায়িতলোককে ধরিয়া তাহার নিজগ্রামে ফাঁসিদিবেন, তাহাতে তাহার পরিবারলোক দেশের দাসস্বরূপে থাকিবে, এবং ঐ গ্রামের প্রত্যেক লোকের অপরাধানুসারে অর্থদণ্ড করিবেন, ॥

ঐ অরাজক কালেই প্রায় অনেক নিষ্করভূমি হয়, মহারাজদ্বারা বাঙ্গালার রাজস্বের ভার ইংরাজদিগের নিকটে ন্যস্ত হইলে ও তাহার আদায় কলিকাতায় না হইয়া মুরসিদাবাদে হইত, এবং

ভাণ্ডার ও তথায় ছিল, রাজস্ববিষয়ের নিষ্পত্তি মহম্মদরেজাখাঁ রাজাদুর্লভ রাম এবং অতিখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভ্রাতারাজা কান্তসিংহ এই তিন বাঙ্গালিদ্বারা হইত. তাঁহারা সমুদায় নিয়ম করিতেন; এবং কর আদায় ও প্রেবণ করিতেন, কেবল তাঁহাদের অমনোযোগদ্বারা রাজস্বের প্রধান আদায় কারকমাত্র ছিলেন. যে জমিদারেরা তাঁহারা প্রায় চত্বারিংশৎলক্ষ বিগাভূমি ব্রাহ্মণ দিগকে নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের দৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে এইরূপে রাজস্বের ত্রিংশৎ বা চত্বারিংশৎলক্ষ বার্ষিক কর নষ্ট হইয়াছিল, এইরূপ জমিদারদিগের সরকারি ধনের অপহরণদ্বারা এবং মুরশিদাবাদের ভাণ্ডারস্থিত আমলাদিগের চৌর্য্যদ্বারা দুইকোটী মুদ্রা বার্ষিক কর থাকিলেও ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজদিগের রাজস্বে ধন কিছুই ছিলনা. প্রত্যুত ঋণ হইয়াছিল, ॥

ভৃত্যদিগের লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য নিবারণার্থে কোর্ট আবডিরেকটর দিগের শেষআজ্ঞা প্রাপ্তির দ্বিতীয়বৎসরে অর্থাৎ ১৭৬৭ শালে ক্লাইব সাহেবের পরিবর্ত্তে বরিলষ্ট বাঙ্গালার বড়সাহেব হইলেন, ডিরেকটরেরা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে দেশীয় বাণিজ্য সর্ব্বরূপে দেশীয় লোকেরা করিবেন, তাহাতে কোন ইউরোপীয় লোকেরা নিযুক্ত থাকিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের ভৃত্যদিগের বেতন অল্প থাকাতে তাঁহারা ভূমিজ রাজস্ব হইতে শতকরা সার্দ্ধ দুইমুদ্রা যুদ্ধার্থক ও বিচারার্থক সমুদায় ভৃত্যদিগের উচিতমতে বণ্টন করিয়া দিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লাইবসাহেবের যাত্রার পরে কোম্পানির কর্ম্মে পুনর্ব্বার অনিয়ম হইল, ভারতবর্ষে সরকারি আয় অধিক হইলেও ব্যয় ততোধিক হইল, ভাণ্ডারের শূন্যতায় প্রতিদিন ভয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ১৭৬৯ শালের আকটোবিরমাসে কলিকাতায় বড়সাহেব হিসাবদ্বারা দেখিলেন, যে অধিক ঋণ হইয়াছে, এবং আরো

অধিক ঋণকরণের আবশ্যকতা হইয়াছে, ভাণ্ডার পূরণের উপায় এইমাত্র ছিল: যে কোম্পানির ভৃত্যেরা যে ধন উপার্জ্জিত করিতেন, তাহা বড়সাহেব কোষে লইয়া লণ্ডনে কোর্টআবডিরেকটর হইতে দিতে আজ্ঞা পাঠাইতেন, ডিরেকটরদিগের ঐ সকল হুণ্ডীর টাকা দিতে অন্য কোন উপায় ছিল না, কেবল ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হইত, তাহা বিক্রয় করিয়া দিতেন, পরে কলিকাতাস্থিত বড়সাহেব ও প্রধান সভা এইরূপে অধিক ঋণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বদেশে অতি অল্প দ্রব্য প্রেরণ করিতেন, অতএব ডিরেকটরেরা হুণ্ডীর টাকা দিতে অসমর্থ হইয়া কলিকাতার বড়সাহেবের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, যে তিনি তদ্রূপ হুণ্ডী নাপাঠাইয়া একবৎসরের নিমিত্তে কলিকাতায় ঋণ করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের ভৃত্যেরা ফরাসি ওলন্দাজ ও দিনামার্ দিগেরদ্বারা ইউরোপে নিজ২ ধন পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎচন্দনগর চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরের ভাণ্ডারে ধনদিয়া ইউরোপের অন্যান্য কোম্পানিহইতে প্রাপ্তির আজ্ঞা লইতেন, তাঁহারা ঐ ধনদ্বারা দ্রব্য ক্রয় করিয়া পাঠাইতেন, ঐ দ্রব্য প্রায় হুণ্ডীর দানযোগ্য সময়ের পূর্ব্বে ইউরোপে গিয়া বিক্রীত হইত, এইরূপে ভিন্নদেশীয়দিগের বাণিজ্যার্থে ধনাভাব ছিলনা, কিন্তু ইংরাজিকোম্পানির অতিশয় দুরবস্থা হইল, পরে ডিরেকটর দিগের নিষেধ থাকিলেও কলিকাতাস্থিত রাজসভাকে ১৭৬৯ শালে খত লিখিয়া ঋণ করিতে হইল, এবং ইংলণ্ডে হুণ্ডী পাঠাইতে হইল, তাহাতে লণ্ডনে কোম্পানির কর্ম্মের শেষ হইল ॥

১৭৬৫ শালে জাফরখাঁর পরিবর্ত্তে নজমউদ্দৌলা নাজির হইয়া পরবৎসরে মরিলেন, পরে সেকউদ্দৌলা তৎপদে স্থাপিত হইয়া ১৭৭০ শালে বসন্তরোগে মরিলেন, তাঁহার ভ্রাতা মবারিকউদ্দৌলা তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন, কলিকাস্থিত সভাদ্বারা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি নবাবদিগের রাজসভার ব্যয়ার্থে যেধন নির্দ্দিষ্ট

ছিল, তাঁহাকেও তাহাই দিতে স্বীকার হইল, কিন্তু ডিরেক্টরেরা তাহার হ্রাস করিয়া বৎসরে ষোড়শ লক্ষ মুদ্রা দিতে আজ্ঞা করিলেন ॥

বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে ১৭৭০ শাল অতিদুর্ভিক্ষ নিমিত্তে চিরস্মরণীয় আছে, ঐ দুর্ভিক্ষদ্বারা বাঙ্গালা দেশ প্রায় মনুষ্য শূন্য হইয়াছিল, দরিদ্রলোকের যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা মনুষ্যসাধ্য নহে, ইহাতে তৃতীয়াংশ মনুষ্য নষ্ট হইয়াছিল, এই উক্তিদ্বারা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। ঐ বৎসরে ডিরেক্টরেরা মুরসিদাবাদে ও পাটনায় রাজস্বক্ত একং সভা স্থাপন করিলেন, এবং আজ্ঞা করিলেন, যে তাহাতে ইংরাজদিগের সভ্য ভৃত্যেরা নিযুক্ত থাকিয়া রাজস্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, এবং বিধিমতে কার্য্য নির্বাহ হয় কি না, তাহা দেখিবেন, কিন্তু তথাপি রাজস্বের নির্বাহ এতদ্দেশীয় লোকের হস্তে রহিল, মহম্মদ রেজাখাঁ মুরসিদাবাদে রহিলেন, এবং রাজা স্বেতাবরায় পাটনায় রহিলেন, ভূমি বিষয়ের যে কোন কাগজপত্র সকলেই তাঁহাদের মুদ্রাচিহ্ন ছিল ॥

বরিলষ্ট সাহেব ১৭৬৯ শালে এদেশের কর্তৃত্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে কার্টির সাহেব তৎপদ পাইলেন, কিন্তু কলিকাতাস্থিত রাজসভার ক্ষীণতাপ্রযুক্ত কোম্পানির সর্ব্বনাশ হইবার উদ্যোগ হইল, অতএব কলিকাতার পূর্ব্ব বড় সাহেব বনশিটার্ট স্ক্রাফটন ও কর্নেল ফোর্ড এই কয়েক সাহেবকে দোষোদ্ধার করিতে এবং ব্যয়ল ঘবার্থে পাঠাইতে স্থির হইল, কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষে কদাচ আসিতে পারিলেন না, তাঁহারা যে জাহাজে আরোহণ করিলেন, তাহা অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইলে, পরে কি হইল, তাহার সংবাদ পাওয়া যায় না, বোধ হয়, তৎস্থিত লোকের সহিত সমুদ্রমধ্যে মারা পড়িয়াছে ॥

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

১৭৭২ শালে কার্টিয়র সাহেব অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিলে, ওয়ারেন হষ্টিংস সাহেব তৎকর্ম্ম পাইলেন, ভারতবর্ষে কোম্পানির নিযুক্ত যে সকল মনুষ্য ছিলেন, তাঁহাদের সকল অপেক্ষা তিনি অতি প্রধান ছিলেন, তিনি ১৭৪৯ শালে অষ্টাদশবর্ষবয়সে সভামধ্যে আসিয়া অতিপরিশ্রমপূর্ব্বক এতদ্দেশীয় রাজনীতি ও ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ১৭৫৭ শালে তাঁহার বয়স ষড়্‌বিংশতিবর্ষ মাত্র থাকিলেও ক্লাইব তাঁহাকে মুরশিদাবাদের দরবারে রাখিয়াছিলেন, ঐ কর্ম্ম তৎকালে অতি প্রধান ও কেবল বড়সাহেবের নীচে ছিল, বনশিটার্ট সাহেব যখন কলিকাতায় সর্ব্বোপরি হইলেন, তখন তাঁহার কেবল হষ্টিংস সাহেবের প্রতি বিশ্বাস ছিল, ১৭৬১ শালের ডিসেম্বর মাসে হষ্টিংস সাহেব কলিকাতার সভায় আসিলেন, এবং বনশিটার্ট সাহেবের মতে কেবল তাঁহার মত ছিল, নতুবা সকল সভাপতিদের মত বিপরীত ছিল, সকলে যেরূপ চৌর্য্য করিতেন, তিনি সেরূপ ছিলেন না, তাঁহার সহচরেরা এক নবাব রহিত করিয়া অপর নবাব স্থাপনদ্বারা বিপুল ধন সঞ্চয় করিলেন, কিন্তু তিনি কদাচিৎ কিঞ্চিৎ লইয়াছেন, এমত সন্দেহও হয় নাই, তিনি ১৭৬৫ শালে তাঁহার বন্ধু বনশিটার্ট সাহেবের সহিত যখন গৃহ গমন করিলেন, তখন এমত নিঃস্ব ছিলেন যে ভিন্নদেশীয় লোক হইতে অল্পধন ঋণ করিতে হইল, তাঁহার অধীন খোজাপেট্রুস তাহাও তাঁহাকে দিলেন না, । ১৭৭০ শালে তিনি মান্দ্রাজস্থিত সভায় দ্বিতীয় অধিপতি হইয়া আসিলেন, এবং তথায় এমত উত্তমরীতি করিলেন, যে ডিরেকটরেরা তাঁহাকে অতিশয় ধন্যবাদ দিলেন, এবং যখন কলিকাতায় বড়সাহেবের কর্ম্ম খালি হইল, তখন তাঁহারা বুঝিলেন, যে হষ্টিংস সাহেব হইতে তৎকর্ম্মে অধিক উপযুক্ত কেহই নাই,

অতএব তিনি চত্বারিংশৎবর্ষ বয়সে বাঙ্গালার বড় সাহেব হইলেন ॥

এতদ্দেশীয় লোকদ্বারা ভূমিজ করের নিষ্পত্তি করায়, ডিরেকটরেরা ঘৃণা করিলেন, এবং ক্রমেং আয় হ্রাস দেখিয়া দেওয়ানী প্রাপ্তির সপ্তবৎসর পরে যথার্থ দেওয়ান হইতে স্থির করিলেন, অর্থাৎ ইউরোপীয় ভৃত্যদ্বারা রাজস্ব আদায় ও তাহার নিষ্পত্তি স্বহস্তে করিতে আরম্ভ করিলেন, এই নূতন নিয়ম সকল হষ্টিংস সাহেব নিষ্পন্ন করেন. তিনি ১৩ আপ্রিল বড় সাহেব হইয়া ১৪ মে সভাহইতে আজ্ঞা করিলেন, যে রাজস্বের কর্ম্ম তাঁহারা স্বয়ং চালাইবেন, ইউরোপীয় যে সকল আমলারা রাজস্ব আদায় করেন, তাঁহাদের নাম কালেকটর থাকিবে, এবং কিয়দ্বর্ষের নিমিত্তে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে, পরে আজ্ঞা হইল, যে চারিজন সভাপতি এক সম্প্রদায় হইয়া দেশের সর্ব্বত্র গমন করিয়া সমুদায় নিষ্পত্তি করিবেন, ঐ সম্প্রদায়ে কৃষ্ণনগরে বিস্তর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ভূমির কর এমত অল্পদিতে লোকে স্বীকার করিল, যে তাঁহারা নিলাম করিয়া বৃদ্ধি করিতে স্থির করিলেন, যদ্যপি প্রাচীন জমিদার অথবা তালুকদারেরা উপযুক্ত ধন দিতে স্বীকার করিতেন, তবে তাঁহাদের পূর্ব্ববৎ অধিকারে রাখিতেন, নতুবা তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র বৃত্তি দিয়া তৎপদে লোকান্তর স্থাপন করিতেন, এবং তৎকালে মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় ভাণ্ডার আনীত হইল, কারণ তাহাতে বড়সাহেবের দৃষ্টি থাকিবে এবং এই সকল পরিবর্ত্তদ্বারা দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্মের পরিবর্ত্ত আবশ্যক হইল, প্রতি জিলায় দুইং আদালত স্থাপিত হইল, ফৌজদারী বিষয়ে কাজি ও মুফতির সহিত কালেকটর সাহেব বিবেচনা করিতেন, এবং দেওয়ানী বিষয়ে

দেওয়ান ও অন্যান্য আমলার সহিত ঐ কালেকটর বিচার করিতেন, অপর ঐ সময়ে পুনর্ব্বিচারার্থে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত কলিকাতায় স্থাপিত হইল, সদর দেওয়ানীতে দেওয়ানী বিষয়ের ও সদর নিজামতে ফৌজদারীবিষয়ের পুনর্ব্বিচার আরম্ভ হয়, ইহার পূর্ব্বে বিচার্য্যবস্তুর তুরীয়ভাগ আদালতে বিচারকর্ত্তা লইতেন, তাহা তদবধি রহিত হইল, ও গুরুতর ধনদণ্ড রহিত হইল, এবং উত্তমর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে অধমর্ণকে আসেধ করিতেন, তাহা রহিত হইল; প্রতি পগনান্বিত মণ্ডলের প্রতি দশটাকা পর্য্যন্ত অভিযোগের নির্ভর হইল, ইংরাজদিগের স্বমতানুসারে বাঙ্গালায় রাজস্বের এই প্রথম উদ্যম হইল॥

ডিরেক্টরেরা কহিয়াছিলেন, যে মহম্মদ রেজাখাঁর দুরাচার দ্বারা বাঙ্গালায় রাজস্বের হানি হইয়াছে, তাঁহার পদপ্রাপ্তি অবধি তাঁহারা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতেন, কারণ তিনি যখন মীরজাফর আলির নায়েব হইয়া ঢাকা অঞ্চলে ছিলেন, তখন সেখানে কিয়ৎ লক্ষ মুদ্রার ন্যূনতা হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের স্মরণ ছিল, এবং ১৭৭০ শালের মহাদুর্ভিক্ষকালে নিজ লাভার্থে চাউলের এক চেটিয়া করিয়াছিলেন, একারণ কেহ২ তাঁহার প্রতি অভিযোগ করিয়াছিল, অতএব সন্দেহ হইল, যে তিনি রাজস্বহরণ ও প্রজাপীড়ন করিয়াছেন, । মুরসিদাবাদে তাঁহার পদ সর্ব্বোপরি ছিল, তিনি নায়েব শুবাদারস্বরূপে রাজস্বের সমুদায় বিলি করিতেন, এবং নায়েব নাজিমস্বরূপে দেশরক্ষার ভার তাঁহারি ছিল, ডিরেক্টরেরা জানিতেন, যে তাঁহার এরূপ পদসত্ত্বে কোন জন তাঁহার দোষোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব তাঁহাকে সপরিবারে আটক করিয়া কলিকাতায় রাখিতে ও সমুদায় তাঁহার কাগজ পত্র আটক করিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন, হষ্টিংস সাহেব দশদিনমাত্র সভাস্থিত হইয়া রাত্রিশেষে ঐ আজ্ঞা পাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে

মুরশিদাবাদস্থিত মিডিলটন সাহেবকে লিখিলেন, যে তিনি মহম্মদরেজাখাঁকে কলিকাতায় পাঠাইবেন, মিডিলটন সাহেব তাঁহাকে সপরিবারে নৌকায় আরোপণ করিয়া তৎপদে প্রতিনিধি রহিলেন. রেজাখাঁ চিতপুরে আসিলে এইরূপ ব্যবহারের কারণ জানাইতে একজন সভাপতি প্রেরিত হইলেন, এবং হষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে লিখিলেন, যে তিনি ডিরেকটরদিগের ভৃত্য আছেন, একারণ তাঁহাদের আজ্ঞা মানিতে হইল, কিন্তু বিরলে তাঁহার মঙ্গলের চেষ্টা করিবেন ॥

বেহারের নায়েব দেওয়ান শ্বেতাবরায়ের প্রতি ঐরূপ সন্দেহ থাকাতে তিনি কলিকাতায় আনীত হইলেন. তাঁহার বিচারের শীঘ্র শেষ হইল, তাহাতে তাঁহার কোন দোষের প্রমাণ হইল না, সুতরাং তিনি সম্ভ্রম পূর্ব্বক বিদায় হইলেন. তৎকালের মুসলমান ইতিহাসলেখকে তাঁহার বিচারের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহেন, যে অন্যান্য এতদ্দেশীয় সবল ব্যক্তির ন্যায় অধীনলোক হইতে বলপূর্ব্বক ধনগ্রহণ করিতেন. তাঁহাকে অপরাধীস্বরূপে আনাতে যে অপরাধ হইয়াছিল, তাহার মার্জ্জনার্থে সভাপতিরা তাঁহাকে সম্ভ্রমজনক পরিচ্ছদ দিয়া বেহারের রায়রয়ান করিলেন, কিন্তু তাঁহার যে অপমান হইয়াছিল, তাহাতে অতিশয় মানসিক ব্যথা পাইয়াছিলেন, ইংরাজদিগের যে সকল এতদ্দেশীয় ভৃত্যছিল, তাহার সকল অপেক্ষা শ্বেতাবরায় অধিক মান্য ছিলেন, অতএব তাঁহার মানসে রাজত্বচ্যুতি কলিকাতায় প্রেরণ ও সম্ভাবিতদোষের বিচার সহ্য হইল না, তিনি পাটনায় প্রত্যাগমনের পরে অতি ক্ষীণ হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন, তাঁহার পুত্র কলিয়ানসিংহ অবিলম্বে তৎপদে স্থাপিত হইলেন, পাটনায় যে অতি সুখ্যাত আঙ্কুর ফল হয় তাহার আদি কারণ শ্বেতাবরায় ছিলেন, তিনি প্রথমে তথায় ঐ আঙ্কুরের ও খরমুজের চাস করেন ॥

মহম্মদরেজাখাঁর বিচার হইতে অধিক বিলম্ব হইল ঐ কলঙ্কিত নন্দকুমার তাঁহার দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি সর্ব্ব-প্রকারদোষে দোষী ছিলেন, একারণ প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, যে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইবে কিন্তু দুই বৎসরপর্য্যন্ত অনেক অনুসন্ধানের পরে তিনি নির্দোষ হইলেন, তথাপি রাজকীয় কর্ম্ম পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে তাঁহার স্থানান্তর করণের পরে তাঁহার নিজামতের কর্ম্ম নানা অংশে বিভক্ত হইল, নবাবের শিক্ষার ভার মণিবেগমের রহিল, এবং তাঁহার ধনব্যয়ের ভার হষ্টিংসসাহেব নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে দিলেন, তাহাতে অনেক সভাপতিরা বিস্তর আপত্তি করিলেন, তাঁহারা কহিলেন, যে গুরুদাস অতি বালক, অতএব তাঁহাকে নিযুক্ত করিলে ইংরাজদিগের অবিশ্বাসী তাঁহার পিতাকেই নিযুক্ত করা হয়, হষ্টিংস সাহেব তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া ঐ পরিবারে অনুগ্রহ করিয়া ঐ কর্ম্ম দিলেন ॥

অতঃপর ইংলণ্ডে কোম্পানির কর্ম্ম শেষ হইল, ১৭৬৭ শালে ক্লাইবসাহেবের গমনাবধি ১৭৭২ শালে হষ্টিংসসাহেবের নিয়োগ পর্য্যন্ত পঞ্চসৎসর ভারতবর্ষে যেরূপ সুব্যবস্থা ছিল না, ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগের ব্যবহার ততোধিক ছিল, কোম্পানি প্রায় নির্দ্ধন হইল, এমত সময়ে ভাগিদিগকে শতকরা সার্দ্ধদ্বাদশমুদ্রা ভাগ দিতে স্থির হইল, যদি উত্তমরূপে তাঁহাদের কর্ম্ম চলিত, তবে উহা কদাচ নাায্য হইত না, এইরূপ নির্ব্বোধের কর্ম্ম করিয়া ডিরেক্টরেরা পশ্চাৎ ভাণ্ডার শূন্য দেখিলেন, অতএব তাহাদের ইংলণ্ডের বাণিগাপণ হইতে প্রথমে চত্বারিংশৎ লক্ষ পরে বিংশতিলক্ষমুদ্রা ঋণ করিতে হইল, এবং অবশেষে খত লিখিয়া কোটীমুদ্রা ঋণ করিতে রাজমন্ত্রির নিকটে যাইতে হইল ॥

কোম্পানির এইরূপ দুরবস্থা ব্যক্ত হইলে পার্লিয়ামেণ্ট সভ্য-

পতিরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে নিশ্চয় করিলেন, তাঁহারা এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্যাপারে মনোযোগ করেন নাই; কোম্পানির রাজত্বদ্বারা যে সকল দোষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার পরীক্ষার্থে এক সমাজ স্থাপিত হইল, তাঁহাদের সংবাদদ্বারা সভাপতিরা বুঝিলেন, যে সমূলে পরিবর্ত্ত না করিলে কোম্পানির রক্ষা কোনমতে নাই, পার্লিয়ামেণ্টে ঐ দোষ শুধরিবার নানা প্রকার প্রস্তাব হইল, ডিরেক্টরেরা ঐ প্রস্তাব সর্ব্বশক্তিতে নিবারণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কুব্যবহার এমত স্পষ্ট ছিল, এবং সকললোকে তাহাতে এমত বিরক্ত ছিলেন, যে তাঁহাদের বাধা না শুনিয়া পার্লিয়ামেণ্টে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন, অতএব ভারতবর্ষীয় রাজ্যের সমুদায় রীতি দেশে বিদেশে পরিবর্ত্তিত হইল, নূতন ডিরেক্টর করিবার রীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল, তাহাদ্বারা ইংলণ্ডের অনেক দোষ নিবারণ হইল, এবং বর্ষে২ ছয়জন ডিরেক্টর দিগকে বিদায় করিয়া তৎপদে অপর ছয় জন নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হইল, এবং বাঙ্গালার বড়সাহেবকে সমুদায় ভারতবর্ষের বড়সাহেব করিয়া রাজকীয়ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্য তাঁহার অধীন রাখিতে আজ্ঞা হইল, অপর বড়সাহেব ও অন্য সভাসদ্দিগের মধ্যে যে পরস্পর প্রাধান্যের বিবাদ হইত, তাহাতে বড়সাহেবকে সর্ব্বপ্রধান ও কলিকাতারাজ্যের আজ্ঞাদায়ক করাতে তাহার নিষ্পত্তি হইল, বড়সাহেব অন্য সভাসদ ও অপরবিচার কর্ত্তাদিগের বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়া বার্ষিক বেতন বড়সাহেবের সার্দ্ধ দুইলক্ষ ও অপর সভাসদদিগের প্রত্যেকে অশীতি সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত হইল, অপর নিয়ম হইল; যে কোম্পানির অথবা ইংলণ্ডরাজের কর্ম্মকারী কোনজন উপায়ন লইতে পারিবেন না, এবং ভারতবর্ষীয় রাজ্যের যে কোন কাগজ পত্র যাইবে, তাহা রাজমন্ত্রিবর্গের নিকটে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগের প্রতি আজ্ঞা হইল ॥

পরে বিচারার্থে কলিকাতায় এই বড়আদালত স্থাপিত হইল, উহাতে অশীতি সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বেতন এক প্রধান বিচারকর্ত্তা ও প্রত্যেকে ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা বেতনে তিনজন ক্ষুদ্র বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, এবং এই নিয়ম হইল, যে তাঁহারা কোম্পানির অধীন থাকিবেন না, ও রাজা স্বয়ং তাঁহাদের নিয়োগ করিবেন, এবং তাঁহারা কেবল ব্রিটনদেশীয় প্রজাদিগের তদ্দেশীয় নিয়মানুসারে বিচার করিবেন, পার্লিয়ামেণ্টদ্বারা এই যে সকল ভারতবর্ষের নিয়ম হইল, ১৭৭৪ শালের ১আগষ্ট অবধি তাহার প্রচার হইবে॥

এই ব্যবস্থা সমাপন হইলে বাঙ্গালার বড়সাহেবের সমুদায় ভারতবর্ষে মনোযোগ হইল, কিন্তু আমরা বাঙ্গালাদেশের সংক্ষেপ ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ঐ রাজ্যের বিবরণ করিব, অতএব বড়সাহেবের আজ্ঞানুসারে ক্রমেং হিন্দুস্থানের নানাস্থানে যে সকল জয় হয়, তাহার জ্ঞানার্থে পাঠকবর্গ ভারতবর্ষীয় ইতিহাস দৃষ্টি করিবেন॥

হষ্টিংসসাহেব এমত ক্ষমতা পূর্ব্বক বাঙ্গালার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন, যে প্রথমত তিনিই সমুদায় ভারতবর্ষের বড়সাহেব হইলেন, ইংলণ্ডে তাঁহার বুদ্ধি ও কর্ম্মের সুসিদ্ধি বিদিত থাকিলেও যে সকল লোকেরা এদেশের কিছুই জানিতেন না, তাঁহারা ও অধম চরিত্র বলিয়া তাঁহার হিংসা করিতেন, কলিকাতার প্রধান সভায় বারওয়েল সাহেব কর্ণেল মন্‌সন্ সাহেব সরজান ক্লেবরিংসাহেব এবং ফ্রানসিস সাহেব এই কয়েক মহাশয়েরা নূতন সভাসদ হইলেন, ইহার মধ্যে বারওয়েল সাহেব পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে সভা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, অপর তিন মহাশয়েরা হষ্টিংসসাহেবের নিতান্ত হিংসক হইয়া আসিয়া তাঁহার সকল কল্পনায় দোষ দেখিতে লাগিলেন, হষ্টিংসসাহেব তাঁহাদের মান্দ্রাজে আগমন শুনিয়া বিশ্বাস প্রকাশার্থে পূর্ব্বেই এক পত্র

লিখিলেন, পরে তাঁহারা খাজরীতে আসিলে প্রধান সভাসদ সাক্ষাৎ করিতে প্রেরিত হইলেন, এবং বড়সাহেবের একজন নিজ লোক অভ্যর্থনা করিতে প্রেরিত হইলেন, পরে তাঁহারা কলিকাতায় আসিলে লার্ডক্লাইব ও বন্‌শিটার্টসাহেব অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা পূর্ব্বক গৃহীত হইলেন, তাঁহাদের সম্মানার্থে সপ্তদশ তোপ হইল, ও সমুদায় সভাসদেরা একত্র হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রচুর অহংকার প্রযুক্ত সন্তোষ হইল না, তাঁহারা কোর্টআবডিরেকটরে অভিযোগ পূর্ব্বক লিখিলেন, যে তাঁহাদের উচিত সম্মান হয় নাই, তাঁহাদের অভ্যার্থনা করিতে সৈন্যেরা আহূত হয় নাই, সম্মানার্থে বহুসংখ্যক তোপ হয় নাই, এবং তাঁহারা সভাস্থলে আনীত না হইয়া বরংহষ্টিংস সাহেবের বাটীতে আনীত হইলেন, এবং যে রাজসভার অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন, তাহাতে কোন ঘটা হইল না, ॥

১৪ আকটোবর ঐ তিন সভাসদেরা খাজরীতে আসিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কলিকাতায় আসিতে পঞ্চদিবস হইল, ২০তারিখ প্রথম সভা হইল, কিন্তু বারওয়েল সাহেব সে পর্য্যন্ত না আসাতে কেবল নূতন রাজত্বের ঘোষণা মাত্র হইল, আগামি সোমবার ২৫ তারিখ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার স্থির হইল, উক্তসময়ে সভা হইলে হষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষীয় কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে ঐ অনভিজ্ঞ সহচরদিগের সম্মুখে সরকারিকর্ম্মের সকলবিষয়ে কোম্পানির অবস্থা জানাইলেন, কিন্তু ঐ প্রথম সভায় এমত বিবাদ উপস্থিত হইল, যে তাহাতে প্রায় সপ্তবর্ষপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজকীয় কর্ম্ম স্থিররূপে হয় নাই, বারওয়েলসাহেব কেবল বড়সাহেবের পক্ষে ছিলেন, অপর তিন সভাসদের মত সকলবিষয়ে তন্মতের বিপরীত হইত, তাঁহাদের পক্ষে অধিক হওয়াতে বড়সাহেব শক্তি শূন্য হইলেন, যথার্থরূপে সকল শক্তি তাঁহাদের হইল, হষ্টিংস সাহেবের প্রতিদ্বেষপ্রযুক্ত তাঁহারা যে বিষয়ে বাদানুবাদ করি-

তেন, তাহাতে হেতু প্রায় ছিলনা, কেবল ক্রোধ মাত্র মূল ছিল, অতএব পার্লিয়ামেণ্টের এই নতন কম্পনাবধি ১৭৮০ শাল পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের মধ্যে যে এই ভিন্ন মতাবলম্বিসভা একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, হেষ্টিংস সাহেব মিডলটনসাহেবকে [illegible] তে স্থাপিত করিয়াছিলেন, ঐ সভা সদেরা স্বপক্ষে আধিক্য হওয়াতে প্রথম সভায় দুইদিন পরে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, এবং হষ্টিংস সাহেব নবাবের সহিত যেরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা না মানিয়া তাঁহা-হইতে অধিক প্রার্থনা করিলেন, হেষ্টিংসসাহেব তাঁহাদের একপ কার্য্যে নিরস্ত রাখিতে বিস্তর নিবেদন করিলেন, তিনি কহিলেন, ইহাতে অত্যন্ত অপকার হইবে, কারণ ইহাতে সর্ব্বত্র বিদিত হইবে, যে রাজসভায় মতভেদ হইয়াছে, যেহেতু এতদ্দেশীয় লোকেরা জানে যে রাজসভার প্রধান বড় সাহেব যদি তাঁহাকে শক্তিহীন দেখে তবে সহজে বুঝিবে যে রাজসভায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সভাসদেরা ক্রোধপ্রযুক্ত তাহা শুনিলেন না, অতএব তাঁহাদের ব্যবহারে মূর্খতা ও অবিবেচনা সর্ব্বত্র বিদিত হইল।

দেশস্থলোকেরা অবিলম্বে রাজসভার বিবাদ দেখিয়া বুঝিলেন যে হষ্টিংস সাহেব পূর্ব্বে প্রধান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কোন সামর্থ্য নাই, অতএব যে সকল মনুষ্যেরা তাঁহার বিচারে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহারা ফান্সিসের নিকটে ও তাঁহার অন্য বন্ধুদিগের নিকটে অভিযোগ করিলেন, তাঁহারাও তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, বর্দ্ধমানের মৃত রাজা তিলকচন্দ্রের পত্নী স্বীয় পুত্রের সহিত ঐ সময়ে কলিকাতায় আসিয়া নিবেদন পত্র পাঠাইলেন, যে রাজার মরণাবধি ইংরাজদিগকে ও তাঁহাদের ভৃত্যদিগকে উৎকোচদানে তাঁহার নয়লক্ষমুদ্রা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে হষ্টিংসসাহেব পঞ্চদশ সহস্রমুদ্রা লইয়াছেন, হষ্টিংস

সাহেব তাহার বাঙ্গালি বা পারসীক হিসাব দেখিতে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু রাণী তাহার কিছুই পাঠাইলেন না, তৎকালে লোকের মর্য্যাদামান প্রধানরাজসভাসদের অধীন ছিল, কিন্তু হষ্টিংস সাহেবের বিপক্ষেরা তাঁহার অপমান করিবার মানসে ঐ রাণীর বালকপুত্রকে স্বহস্তে এক খেলোয়াৎ পারিতোষিক দিলেন, হষ্টিংস সাহেবের দোষ দেখাইতে সমর্থলোকদিগের প্রতি পারিতোষিক হইতে লাগিল, সুতরাং বাঙ্গালার সকল স্থান হইতে তদ্রূপলোকেরা আনীত হইল, হষ্টিংস সাহেবের বহুবিধ নিন্দা শীঘ্র২ আসিতে লাগিল, এতদ্দেশীয় এক জন আবেদন করিল যে হুগলির ফৌজদার বৎসরে ৭২০০০ মুদ্রা বেতন পায়েন, তাহা হইতে ৩৬০০০ হষ্টিংস সাহেবকে ও ৪০০০ তাঁহার দেওয়ানকে দিয়া থাকেন, অতএব ৩২০০০ মুদ্রা বার্ষিক বেতনে তিনি ঐ কর্ম্ম প্রার্থনা করেন। যে মহাশয় এতদ্দেশীয় ব্যবহার জানেন, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে এ কিরূপ দোষ কিন্তু ইহাও রাজসভায় গ্রাহ্য হইল, এবং ঐ সভাসদের অধিকাংশই সাক্ষ্য লইয়া তাহা নিশ্চিত বলিলেন, এবং ঐ ফৌজদারকে বিদায় করিয়া ঐ আবেদনকারিকে তৎকর্ম্ম না দিয়া লোকান্তরকে অল্প বেতনে দিলেন। এক মাসের মধ্যে অপর অপবাদ হইল, মণিবেগম নয়লক্ষ টাকার হিসাব দিতে পারেন নাই, তাঁহাকে পিড়াপিড়ী করিলে কহিলেন, যে হষ্টিংস সাহেব যখন তাঁহাকে পদস্থিত করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে সার্দ্ধলক্ষ টাকা ভোগার্থে দিয়াছিলেন, হষ্টিংস সাহেব কহিলেন যে ঐ ধন তিনি লইয়া সরকারি হিসাবে ব্যয় করিয়া কোম্পানির লভ্য করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ দেখাইলেন, যে বাঙ্গালার নবাব কলিকাতায় আসিলে প্রত্যহ ব্যয়ার্থে সহস্রমুদ্রা পাইতেন, তাঁহার এই উত্তরদ্বারা সভাসদ্দিগের

সন্তোষ হইল না, কিন্তু ঐ ধন কোম্পানির হিসাবে ব্যয় হয় নাই, এরূপ অনুমানে কোন প্রমাণ ছিল না॥

তৎকালে যে কোন অখ্যাতি গ্রাহ্য হওয়াতে ঐ সর্ব্বনিন্দিত নন্দকুমারও হষ্টিংস সাহেবের নামে অভিযোগ করিলেন, তিনি কহিলেন, যে মুরশিদাবাদে মণিবেগমকে ও তাঁহার নিজ পুত্র গুরুদাসকে নবাবের গৃহকর্ম্মে নিয়োগকালে বড় সাহেব তিন লক্ষ মুদ্রা লইয়াছেন. তাহাতে ফ্রান্সিস সাহেব ও তৎপক্ষীয় মহাশয়েরা সাক্ষ্যদানার্থে নন্দকুমারকে ঐ সভায় আনিবার প্রস্তাব করিলেন; হষ্টিংস সাহেব কহিলেন যে তিনি যে সভায় কর্ত্তা আছেন সেখানে ঐরূপ দোষী ব্যক্তিকে আসিতে দিবেন না, ও এইরূপ অধীনতাধীন সমুদায় ভারতবর্ষীয়লোকের নিকটে বড় সাহেবের কর্ম্ম ঘৃণিত করিবেন না, অতএব ঐ বিবেচনা বড় আদালতে সোপরোধ করিলেন পরে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ঐ সভাহইতে বহির্ভূত হইলেন, বারওয়েল সাহেব তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন, অনন্তর ফ্রান্সিস সাহেব ও তৎপক্ষীয় মহাশয়েরা নন্দকুমারকে আহ্বান করিলেন, নন্দকুমার এক পত্র পড়িয়া কহিলেন, যে মণিবেগম যে উৎকোচ দিয়াছেন, তাহা আমাকে এইপত্রে লিখিয়াছিলেন. মণিবেগম ঐ সভায় আর এক পত্র লিখিয়াছিলেন, সরজান ডাইলি ঐ পত্র বাহির করিলেন, সকলে ঐ উভয় পত্রের তুল্যতা আছে কি না, এই বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, যে উভয়ে মুদ্রা তুল্য কিন্তু হস্তাক্ষর বিভিন্ন ছিল, নন্দকুমারের মৃত্যু অনন্তর ঐ দুষ্টতা প্রকাশ পাইল, যে বাঙ্গালার সকল প্রধান মনুষ্যের কৃত্রিম মুদ্রা তাঁহার নিকটে ছিল, অতএব ঐ পত্র নন্দকুমার কৃত্রিম করিয়াছিলেন, ও ঐ মুদ্রাঙ্ক তাঁহার দ্বারা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই. কিন্তু সভাসদেরা নন্দকুমারের বাক্য সত্য জানিয়া হষ্টিংস সাহেবকে ঐ ধন প্রত্যর্পণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, তিনি তাহা সর্ব্বপ্রকারে অস্বীকার করি-

লেন, ঐ অভিযোগের শেষ না হইতে২ হষ্টিংস সাহেব বড় আদালতে নন্দকুমারের নামে ঐ কমন্ত্রণানিমিত্তে অভিযোগ করিলেন পূর্ব্বোক্ত তিন সভাসদ্ বড় সাহেবের সহিত অপ্রণয় প্রকাশ করিতে নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন. একপ ব্যবহার ভারতবর্ষে তদবধি কদাচ হয় নাই, এইরূপে ক্লাবিরিং সাহেব ও তৎপক্ষীয়েরা হষ্টিংসসাহেবের বিপক্ষতা করিয়া বহুকালাবধি রাজস্বের অনিয়ম করিলেন।

হষ্টিংস সাহেব নন্দকুমারের প্রতি অভিযোগ করিলে কতিপয় দিনের পরে কমলউদ্দিন নামক একজন নন্দকুমার কৃত্রিমতাপূর্ব্বক কোন বিষয়ে তাহার নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া ঐ বড়আদালতে আবেদন করিলেন, তাহাতে নন্দকুমারের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে ১৭৭৫ শালের জুলাই মাসে তাঁহার ফাঁসি হইল, এতদ্দেশীয়লোকেরা কলিকাতানগরে ভারতবর্ষ মধ্যে অতি প্রধান ও ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের ফাঁসি দেখিয়া বজ্রাঘাত তুল্য বোধ করিলেন, ইংরাজদিগদ্বারা উচ্চপদস্থিত এতদ্দেশীয় লোকের হত্যা এই প্রথম হইল, এবিষয়ে উক্ত আছে যে এদেশীয় লক্ষাধিক লোকেরা ঐ ফাঁসি কাষ্ঠের চতুর্দ্দিগে শেষপর্য্যন্ত ছিল, তাহারা বুঝিয়াছিল যে তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিবেনা কিন্তু যখন দেখিলেক নিতান্ত তাঁহার প্রাণনাশ হইল, তাহারা একত্র হইয়া সকলেই শুদ্ধ হইতে গঙ্গাস্নানে চলিল নন্দকুমারের মৃত্যুতে সকলে হষ্টিংস সাহেবকে দোষী বোধ করিলেন, কারণ তাঁহাদের বোধ হইল যে তিনি ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার যথার্থ এই যে বড়আদালতের ঐরূপ নিয়ম ছিল এবং কি স্বৎবর পরে ঐ আদালতের প্রতিকূলে যে সকল বিষয়ের অভিযোগ হয়, তাহার মধ্যে ঐ এক বিষয় ছিল, কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, যে এতদ্দেশীয় সকল লোক অপেক্ষা নন্দকুমারের চরিত্র অতিকুৎসিত ছিল, বাঙ্গালার বড় সাহেবেরা একে২ অ-

নেকে তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়াছিলেন, তিনি ইংরাজদিগের বিপক্ষের সহিত মিল করিয়া তাঁহাদের বিদ্রোহ করিবার চেষ্টায় ছিলেন, তাহার প্রকাশ হইয়াছিল, এবং পলাশীর যুদ্ধের পরে নানাজাতীয়ের সহিত ঐক্য করিয়াছিলেন চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু তথাপি এইরূপে অনবেতে হইল বড় আদালতে যে দোষজন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল, ঐ দোষ তিনি ঐ আদালতস্থাপনের চারি বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি সুতরাং ঐ আদালতের অধিকারে ছিলেন না, হিন্দুশাস্ত্রমতে তাঁহার দোষ প্রাণ নাশক ছিলনা, অতএব তাঁহার হত্যা উত্তম বিচারপূর্ব্বক হয় নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার অধিক ধন ছিল, তিনি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে এক কোটীহইতে অধিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন ॥

মহম্মদ রেজাখাঁর বিচারের যে নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তাহার সংবাদ ইংলণ্ডে যাইলে ডিরেক্টরেরা কহিয়াছিলেন, যে তাঁহার নির্দোষিতা হওয়াতে ও তাঁহার দোষদায়ক নন্দকুমারের ভ্রষ্টতা প্রকাশে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন যে নবাবের গৃহকর্ম্মে গুরুদাসের পরিবর্ত্তে মহম্মদরেজাখাঁ নিযুক্ত হইবেন। পরন্তুর কলিকাতাস্থিত সদর নিজামত আদালতে বিচারার্থে রাজনগর সময় নাথাকাতে সভাসদেরা পূর্ব্বমত এতদ্দেশীয় লোকের অধীনে ফৌজদারী রাখিতে স্থির করিলেন, অতএব ঐআদালত কলিকাতাহইতে মুরশিদাবাদে স্থাপিত করিয়া মহম্মদরেজাখাঁকে তাহার প্রধান অধ্যক্ষ করিলেন ॥

ষোড়শঅধ্যায় ॥

ক্রমে২ কর বৃদ্ধির আশায় ১৭৭২ শাল হইতে পঞ্চবৎসরের নিমিত্তে সকল ভূমির ইজারা হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম বৎসরেই দৃষ্ট হইল, যে জমিদারেরা যাবৎ দিতে পারেন ও তাঁহাদের যাবৎ দিবার মানস ছিল, তাহাহইতে অল্পে তাঁহারা চুক্তি করিয়াছেন,

ঐ রাজস্বের অধিকাংশের আদায় হইল না, সমুদায় পঞ্চ বৎসরে রাজস্ব ডাকে এককোটী অষ্টাদশলক্ষ মুদ্রা পাঠাইতে হইল, কিন্তু তথাপি জমিদারদিগের নিকটে এককোটী বিংশতি লক্ষ মুদ্রা বাকী রহিল, তন্মধ্যে অধিকাংশের প্রাপ্তি সম্ভাবনাও ছিল না, উভয়পক্ষীয় সভাসদেরা নূতন চুক্তি করিবার রীতি স্বদেশে পাঠাইলেন, কিন্তু ডিরেকটরেরা উভয় রীতিই অগ্রাহ্য করিলেন, ১৭৭৭ শালে পাট্টার সময় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে এক বৎসরের নিমিত্তে ভূমির ইজারা হইল, এবং ১৭৮২ শালপর্য্যন্ত ঐ রীতিতে বর্ষেং ইজারা হইত, এইরূপ নিয়মের তাৎপর্য্য এই ছিল যে পূর্ব্ব তিন বৎসরের প্রাপ্য উত্তমরূপে আদায় হইবে, এবং কোনমতে পূর্ব্ব জমিদারদিগকে দিবার সম্ভাবনা থাকিলে অপর লোককে দত্ত হইত না ॥

১৭৭৬ শালের সেপটেম্বর মাসে কর্ণেল মনসন মরিলে তৎপক্ষীয় সভাপতি দুইজন থাকাতে হষ্টিংস সাহেব পুনর্ব্বার শক্তিমান হইলেন, কারণ তাঁহার আজ্ঞা বলবতী ছিল ॥

১৭৭৮ শালের শেষে নবাব মবারিক উদ্দৌলা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজসভায় এক প্রার্থনা পত্র লিখিলেন, যে মহম্মদ রেজাখাঁকে তাঁহার কর্ম্ম রহিত করেন, কারণ তিনি তাঁহার প্রতি কঠিনতা করিয়া থাকেন, হষ্টিংস সাহেবের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ঐ নায়েব শুবাদারী কর্ম্ম রহিত হইল, এবং নবাবের গৃহকর্ম্মের ভার মনিবেগমের রহিল, কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় কোর্ট আব ডিরেকটরেরা অতি অসন্তুষ্ট হইলেন. তাঁহারা এবিষয় শুনিবামাত্রে আজ্ঞা করিলেন, যে ঐ কর্ম্ম পুনঃ স্থাপন করিয়া মহম্মদরেজাখাঁকে দিবেন, এবং মনিবেগমের প্রতি নবাবের শরীর রক্ষার ভার রহিত করিলেন ॥

১৭৭৮ শালে বাঙ্গালি অক্ষরে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হওয়াতে বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে ঐশাল চিরস্মরণীয় আছে, এন হালহেড

নামক অতি বুদ্ধিমান এক জন ভদ্র সাহেব ১৭৭০ শালে সভ্যকর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তিনি এতদ্দেশীয় ভাষাশিক্ষায় নিমগ্ন হইয়া এমত ব্যুৎপত্তি করিলেন, যে ইহার পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় সেরূপ হয় নাই। ১৭৭২ শালে এতদ্দেশীয় কর্ম্মে ইউরোপীয় আমলাদিগের নিয়োগকালে হষ্টিংস সাহেব বিবেচনা করিলেন, যে ঐ আমলাদিগের এতদ্দেশীয় ব্যবস্থা জানা উচিত হয়, অতএব তাঁহার সাহায্যদ্বারা হাল্‌হেড্‌ সাহেব এদেশীয় গ্রন্থ হইতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া ১৭৭৫ শালে মুদ্রিত করিলেন। তিনি এমত পরিশ্রমপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন, যে সকলে বোধ করেন যে ইংরাজদিগের মধ্যে প্রথমে তিনিই উত্তমরূপে ঐ ভাষায় বিদ্বান হইয়াছিলেন, তিনি ১৭৭৮ শালে ঐ ভাষায় এক ব্যাকরণ করিলেন, ঐ ভাষার ব্যাকরণ ইহার পূর্ব্বে ছিল না, ঐ ব্যাকরণ হুগলিতে মুদ্রিত হইল, কারণ তৎকালে রাজধানীতে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। চিরকাল স্মরণযোগ্য চার্লস উল্‌কিন সাহেব ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষায় রত ছিলেন, এবং তিনি অতি উত্তম শিল্পী ও অদ্ভুতকর্ম্মে উদ্যোগী ছিলেন, তিনি প্রথমে স্বহস্তে বাঙ্গালি অক্ষর খোদিত করিয়া তাহাতে সীসক ঢালিয়া অক্ষর করিলেন, পরে ঐ অক্ষরদ্বারা তাঁহার বন্ধু হাল্‌হেড্‌সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হইল ॥

বড় আদালতের ও রাজসভার পরস্পর বিবাদদ্বারা বহুকালাবধি দেশের অতিশয় দুঃখ হইয়াছিল, ১৭৭৪ শালে ঐ আদালত কোম্পানির রাজ্যের অনধীন হইয়া স্থাপিত হয় ঐ আদালতের বিচারকর্ত্তাদিগের আগমনকালে বোধ ছিল যে প্রজাদিগের প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য হইয়াছে, ও ঐ দুঃখনিবারণের প্রধান উপায় বড় আদালত হইল; ঐ মহাশয়েরা চাঁদপালের ঘাটে অবতরণ করিয়া দেখিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা খালিপায়ে গমন ক-

রিতেছে তাহাতে এক জন কহিলেন, ওহে বন্ধু দেখহ এদেশের লোকের প্রতি কিরূপ দৌরাত্ম্য হইতেছে, এদেশে বড় আদালতের আবশ্যকতা নাহইলে স্থাপনা হয় নাই, আমার বোধ হয় আমাদের আদালতে ছয়মাসের মধ্যে এই দুঃখি লোকদিগের পাদুকা ও মোজাধারা সুখভোগ হইবে। ঐ আদালতের শক্তি ভারতবর্ষস্থিত সমুদায় ইংরাজলোকের উপরি ও মহারাষ্ট্রীয় খালের মধ্যে নিবাসি এতদ্দেশীয়লোকের উপরি হইল, এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কোম্পানির কর্ম্মকারি অথবা বিটেনদেশীয় লোকের কর্ম্মকারি জনের উপরি শক্তি হইল. এই নিয়মদ্বারা বিচারকর্ত্তারা দেশের অন্যান্যস্থলস্থিত লোকদিগকে ঐ আদালতের অধিকারে আনিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা কহিলেন যে যেসকল মনুষ্যেরা করপ্রদান করিয়া থাকেন. তাঁহারা সকলেই কোম্পানির কর্ম্মকারির মধ্যে আছেন, অতএব পার্লিয়ামেন্টের এই ভুল ছিল যে তাঁহারা উত্তমরূপে ঐ আদালতের শক্তিনির্দ্ধারিত করেন নাই, এবং একস্থলে পরস্পর নিরপেক্ষ ও বিরোধী দুই পক্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে দুই পক্ষে অবিলম্বে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল, বড় আদালত স্থাপিত হইবা মাত্রে নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, যে কোন জন তথায় গিয়া যদি শপথপূর্ব্বক বলিতেন যে সার্দ্ধদুইশত ক্রোশান্তেস্থিত এক জমিদার তাঁহার অধমর্ণ আছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার আহ্বানপত্র হইত, ও ঐ জমিদারকে আনয়ন করিয়া কারালয়ে স্থাপন হইত, তাহাতে যদি ঐ জমিদার কহিতেন যে তিনি ঐ আদালতের অধিকারে নাই, তবে সর্ব্বদাই তাঁহার মোচন হইত, কিন্তু তাহাদ্বারা তাঁহার অপমানের মার্জন হইত না। এইরূপ রীতির ফল শীঘ্র দৃশ্য হইল, যেসকল প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর দিতেন না, যখন জমিদারদিগকে ও ইজারদারদিগকে কলিকাতায় আহ্বান হইল, তখন তাঁহারা কোনমতে কিছুই দিলেন না,

প্রথম বৎসরে ঐ আদালতের এই রূপ আহ্বানপত্র প্রায় সকল জিলায় প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাতে সর্বত্র অতিশয় ভয় ও শাঙ্কিত হইল, সকল প্রজারা অতিভয়ানক ও নূতন বিপদে নিমগ্ন হইলেন, যে নিয়মদ্বারা তাঁহাদের কলিকাতায় বিচারার্থে আনয়ন হইত, তাহা তাঁহাদের রীতি বুদ্ধির বহির্ভূত ছিল, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতেন না॥

রাজস্ব আদায় নিমিত্তে স্থানে২ যে সমাজ স্থাপিত ছিল; বড় আদালতে তাহার শক্তি হীন করিয়া তাহাতেও স্বশক্তি বিস্তার করিলেন; তৎকালে যদি কোন জমিদার বহুকালাবধি রাজস্ব না দিতেন তবে প্রাচীন রীতিমতে তাঁহাকে কারাগৃহে স্থাপন হইত, বড় আদালতে ঐরূপ নিয়মে নিজ হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, জমিদারেরা পূর্বমতে রুদ্ধ থাকিলে তাঁহাদের বড় আদালতে আবেদন করিতে পরামর্শ দিতেন, ও তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রতিভূ লইয়া মোচন করিতেন, ঐ আদালতে নিবেদনদ্বারা আদেশ মোচন দেখিয়া জমিদারেরা সুতরাং কর দিতেন না, এইরূপে রাজস্বের আদায় প্রায় স্থগিত হইল, বড় আদালতে ক্রমে২ সরকারি সমুদায় কর্মে হস্তক্ষেপ করিলেন, ভূমি বিষয়ের অভিযোগ তথায় আনীত হইলে বিচার কর্তারা তদ্দেশীয় ধর্মাধিকরণে সমর্পণ না করিয়া স্বয়ং নিষ্পত্তি করিতেন, যদি কোন জমিদার স্বীকৃত কর না দিতেন, তবে তাঁহার ভূমি বিক্রীত হইত, তাহাতে ক্রেতাকে ঐ আদালতে আনয়ন হইত ও তাহাতে তাঁহার সর্বনাশ হইত যদি কোন জমিদার কোন বিষয় ক্রয় করিয়া তাহার কর আদায় করিতেন, তাহাতেও নিঃস্ব ব্যক্তিরা তাঁহার নামে অভিযোগ করিলে তাঁহার অপমান ও অর্থদণ্ড হইত॥

এইরূপে বড় আদালতে দেশের অন্যান্য স্থলে ফৌজদারী বিষয়েও সামর্থ্য বিস্তার করিলেন, কিন্তু রাজসভাদ্বারা ঐ বিষয় দূর

শিদাবাদের নবাবের হস্তে নিঃক্ষিপ্ত ছিল, ঐ আদালতের বিচারকর্ত্তারা কহিলেন যে মবারিকউদ্দৌলা কল্পিত নবাব ও এক তৃণতুল্য মনুষ্য তিনি কোনমতে নৃপতুল্য নহেন, এবং বড়আদালতের অধিকার সমুদায় রাজ্যে বিস্তৃত আছে; অতএব তিনি ইংলণ্ডীয় রাজার ও তাঁহার নিয়মের বশীভূত নাথাকিলেও ঐ আদালতে তাঁহার প্রতি আহ্বান পত্র বাহির করা উচিত বুঝিলেন, বিচারকর্ত্তাদিগের এইমত ছিল, যে এদেশের রাজস্বও রাজস্ব আদায় সমুদায় তাঁহাদের অধীন আছে, এবং যেজন তাঁহাদের আজ্ঞা অমান্য করিবে, তাহাকে ইংলণ্ডীয় নিয়মানুসারে কঠিন দণ্ড দিবেন; তাঁহারা কহিতেন যে এই আদালত কোম্পানির ভৃত্যবর্গের এদেশীয়লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য ও অবিচার নিবারনার্থে হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের একপ অধিক শক্তি নাহইলে কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে, তাঁহাদের মানস ছিল যে রাজসভাকে শক্তিবিহীন করিয়া সকলবিষয়ে বড়আদালতের শক্তিস্থাপন করেন ॥

ইহা উত্তমরূপে প্রকাশার্থে আমরা এক দেওয়ানী বিষয় ও এক ফৌজদারী বিষয় লিখি। পাটনায় এক জন ধনী মুসলমান একপত্নী ও এক ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া মরিয়াছিলেন; এবং অনেকে কহেন যে তিনি ঐ ভ্রাতৃপুত্রকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন, উভয় পক্ষে ঐ ধন লইয়া বিবাদ উপস্থিত করিলেন, পরে তথাকার ধর্ম্মাধিকরণে ঐ বিষয়ের অভিযোগ হইলে বিচারকর্ত্তারা তৎকালীন রীত্যনুসারে কাজিকে ও মুফতিকে সাক্ষ্যলইয়া মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করিতে পাঠাইলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে উভয়পক্ষেরি কাগজপত্র কৃত্রিম তাহাতে কোন ব্যক্তিই যথার্থ অধিকারী বোধ হইল না, অতএব মুসলমানি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত বুঝিয়া চতুর্থাংশ ঐ বিধবাকে

ও অবশিষ্ট ঐ পোষ্য ভ্রাতৃপুত্রের পিতা মৃতধনির ভ্রাতাকে দিলেন। ঐ বিধবা বড় আদালতে পুনর্বিচারার্থে আবেদন করিল, এবিষয়ে ঐ আদালতের অধিকার ছিল না, কিন্তু বিচারকর্ত্তারা অধিকারমধ্যে আনয়নার্থে কহিলেন যে মৃতধনী কোম্পানির করপ্রদ অতএব কোম্পানির কর্ম্মকরমধ্যে ছিলেন, এবং সমুদায় সরকারি কর্ম্মকারির উপরি তাঁহাদের অধিকার আছে॥

এবং আরো কহিলেন যে ইংরাজি ব্যবস্থামতে পাটনার বিচারকর্ত্তাদিগের এরূপ সামর্থ্য নাই যে তাঁহারা কোন বিষয়ে বিচার করিতে লোক প্রেরণ করেন অতএব ঐ বিষয় পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে স্থির করিলেন, পরে ঐ বিধবার পক্ষে নিষ্পত্তি করিয়া তাঁহাকে তিন লক্ষ মুদ্রা দেওয়াইলেন, অধিকন্তু তাঁহারা ঐ কাজি ও মুফ্‌তি ও ঐ ভ্রাতৃপুত্রকে ধৃত করিতে এক সারজন প্রেরণ করিলেন, এবং তাহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে চারি লক্ষ টাকার প্রতিভূ নাপাইলে তাঁহাদের কদাচ মোচন করিবেন না, কাজি কাছারি হইতে যাইতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহাকে কারাগৃহে লইয়া যাইল, ইহাতে লোকের মনে কিরূপ উদয় হইবে এই বিবেচনায় তথাকার আদালতের বিচারকর্ত্তারা অতিশয় ভীত হইলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে রাজসভার শক্তি নষ্ট হইয়াছে, ও যথার্থ বিচারের রোধ হইল, অতএব ভাবিদোষাক্রমণ নিবারণার্থে তাঁহারা কাজির প্রতিভূ হইলেন, বড় আদালতের বিচারকর্ত্তারা তদ্দেশীয় আদালতের আজ্ঞাক্রমে যে সকল লোক ঐ বিষয় বিচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে আটক করিতে সিপাই পাঠাইলেন. ঐ কাজি অতি বৃদ্ধ ও ঐ আদালতে বহুকাল বিচার করিয়াছিলেন, পরে কলিকাতায় আগমনকালে পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল, মুফতিরা চারি বৎসরপর্য্যন্ত কারালয়ে থাকিয়া পার্লিয়ামেণ্টের নিয়মদ্বারা উদ্ধৃত হইলেন, তাঁহাদের এইমাত্র অপরাধ ছিল যে তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি-

লেন। ঐ বিচারকর্ত্তারা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তদ্দেশীয় আদা-লতের বিচারকর্ত্তার নামে বড় আদালতে অভিযোগদ্বারা তাঁহার ১৫০০০ মুদ্রা দণ্ড করিলেন ঐ ধন কোম্পানির কোষ হইতে দত্ত হইল॥

বড় আদালতের বিচারকর্ত্তারা যে রীতিতে দেশের ফৌজদারী কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার এক উদাহরণ পশ্চাৎ লিখিতেছি, ঐ আদালতের এক জন উকিল ঢাকায় বাস করিতেন ঐ নগরের ফৌজদারী আদালতে একজন পিয়াদার নামে দৌরাত্ম্যের অভিযোগ হইল পরে তাহাতে দোষ প্রমাণ হওয়াতে যে পর্য্যন্ত সে ক্ষতি ধরিয়া না দিবে, তদবধি কারাগৃহে রাখিতে আজ্ঞা হইল পরে তাহাকে বড়আদালতে আবেদন করিতে পরা-মর্শ দেওয়াতে সে তাহা করিল, তাহাতে এক জন বিচারকর্ত্তা ঐ পিয়াদাকে নিরর্থক আসেধ নিমিত্তে ঐ ফৌজদারী আদালতের দেওয়ানকে রোধ করিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন. ঐ ইউরোপীয় উকিল একজন এদেশীয় লোককে ফৌজদারের বাটীতে পাঠাই-লেন. ফৌজদার আদালতের আমলা ও বন্ধুবর্গবেষ্টিত ছিলেন, ইতিমধ্যে ঐ লোক তথায় প্রবেশ করিয়া তাহার দেওয়ানকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বাধা দেওয়াতে তাঁহাকে প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিতে হইল, ঐ উকীল তাহা শুনিবামাত্রে এক প্রস্তুত অস্ত্রধারীমনুষ্য লইয়া বলপূর্ব্বক ঐ বাটীতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন, ফৌজ-দার তাঁহার স্ত্রীলোকেরা যে বাটীতে আছেন তাহাতে এইরূপ উপদ্রোহ দেখিয়া দ্বাররোধ করিলেন, তাহাতে তুমুলবিবাদ উপস্থিত হইল ঐ উকিলের একজন সহচর ফৌজদারের পিতার মস্তকে আঘাত করিল. এবং তিনি স্বয়ং ফৌজদারের ভগিনী-পতির প্রতি পিস্তল করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণনাশ হইল না। হাইদনামক বড় আদালতের একজন বিচারকর্ত্তা এই

বিষয় শুনিয়া ঢাকার সেনাপতিকে আজ্ঞা লিখিলেন যে তিনি ঐ উকিলের সাহায্যতা করেন, এবং ঐ উকীলকে বিজ্ঞাপন করিতে লিখিলেন যে তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারে বড় আদালতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ও ঐ আদালতদ্বারা তাঁহার উপযুক্ত সহায়তা হইবে। ঢাকার আদালতে বড় সাহেবকে লিখিলেন যে অতঃপর সমুদায় ফৌজদারী বিচার রোধ হইল, এবং এইরূপ উপদ্রোহের পরে আর কোন এদেশীয় আমলারা স্বকার্য্য করিবেন না।।

বড় সাহেব ও অন্যান্য তৎসভাসদেরা দেখিলেন যে বড়আদালতদ্বারা রাজসভার শক্তি নষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোন বাধা দিতে সাহস হয় না কারণ বিচারকর্ত্তারা বলেন যে তাঁহারা রাজার নিযুক্ত লোক কোম্পানির রাজ্যের সমুদায় আমলা অপেক্ষা প্রধান শক্তিমান এবং তাঁহাদের আজ্ঞা না মানিলে দণ্ড ভয় দেখাইতেন কিন্তু অতঃপর এমত এক বিষয় উপস্থিত হইল যে তাহাতে উভয়পক্ষের বিবাদের শেষ হইল।।

[illegible] সালের ১৩ আগষ্ট কাশীযোড়ার রাজার নামে তাঁহার কলিকাতাস্থিত প্রতিনিধি কাশীনাথ বাবুদ্বারা এক অভিযোগ আরম্ভ হইল, ঐ রাজার আহ্বানপত্র ও তিন লক্ষ টাকার প্রতিভূ প্রার্থনা হইল, ঐ আহ্বানপত্র নিবারণার্থে তিনি পলায়ন করিলেন তাহাতে ঐ পত্র নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিল, পরে তাঁহার স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সম্পত্তি আটক করিতে অপরপত্র প্রেরিত হইল, তথাকার দণ্ডনায়ক ঐরূপ করিতে ষষ্টি পদাতিক ও এক সারজন পাঠাইলেন, তাহাতে ঐ রাজা রাজসভায় নিবেদন করিলেন যে তাহারা আসিয়া তাঁহার ভৃত্যদিগকে আঘাত করিয়াছে তাঁহার গৃহভঙ্গ করিয়াছে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে সমুদায় ধনলুঠ করিয়াছে, দেবমন্দির অপবিত্র করিয়াছে ও বিগ্রহহইতে অলঙ্কার হরণ করিয়াছে, রাজস্ব আদায় নিষেধ করিয়াছে এবং প্রজাদিগের ভবিষ্যৎকর দিতে নিষেধ করিয়াছে

অতঃপর বড়সাহেব সতর্ক হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কারণ যদি এরূপ দেখিয়াও কিছুই না বলেন তবে অবশ্যই রাজত্বের শেষ হইবে তিনি রাজাকে ঐ আদালতের শক্তি মানিতে নিষেধ করিলেন এবং তথাকার সেনাপতির প্রতি ঐ দণ্ডনায়কের লোকদিগকে রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন রাজার গৃহ লুঠ ও ঐ সকল উপদ্রোহ সমাপন হইলে ঐ আজ্ঞা যাইল, কিন্তু যাইবামাত্রে তৎপক্ষীয় সমুদায় লোক রুদ্ধ হইল, এই কালে বড়সাহেব সমুদায় জমিদার ও তালুকদার এবং চৌধুরিদিগের নিকটে আজ্ঞা পাঠাইলেন যে যাবৎ তাঁহারা ব্রিটেন দেশীয় প্রজা না হয়েন অথবা কোন বিশেষ নিয়মে বদ্ধ না হয়েন তাবৎ কদাচ ঐ আদালতের শক্তি মানিবেন না, এবং প্রদেশীয় সেনাপতিদিগের প্রতি ঐ আদালতের সাহায্য করিতে নিষেধ করিলেন ॥

বড়আদালতের বিচারকর্ত্তারা ঐ সারজন এবং তাঁহার সকললোকের আসেধ শুনিবামাত্রে কলিকাতাস্থিত কোম্পানির নিযোগকর্ত্তার প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে লাগিলেন ও সাধারণ কারালয়ে তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন. পরে কাশীনাথ বাবুর অভিযোগে আমলাদিগের আসেধাজ্ঞাদানহেতু বড়সাহেবকে তাঁহার সভাস্থলোকের সহিত আহ্বান করিলেন, কিন্তু হষ্টিংস সাহেব একেবারে উত্তর করিলেন, যে তিনি কিম্বা তাঁহার সহচরেরা বিচারকর্ত্তাদিগের স্বশক্তিকল্পিত নিয়মানুসারে আজ্ঞা শুনিবেন না, ১৭৮০ শালের মার্চমাসে এইরূপ ঘটনা হইল. ও কলিকাতানিবাসি ব্রিটেনদেশীয়েরা এবং বড়সাহেব সভাস্থলোকের সহিত পার্লিয়ামেণ্টে ঐ আদালতের দৌরাত্ম্যমোচন প্রার্থনা করিলেন, তথায় এবিষয়ে উত্তম বিবেচনার পরে এক নূতন নিয়ম হইল, তাহাতে ঐ আদালতের বাঞ্ছিত সমুদায়দেশের অধিকার লুপ্ত হইল, ॥

ঐ নূতন নিয়মের আজ্ঞা আসিবার পূর্ব্বে হষ্টিংস সাহেব বিচা

রকর্ত্তাদিগের মুখে আহার দিয়া বড়আদালতের সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তিনি প্রধান বিচারকর্ত্তা সর ইলিজা ইম্পিকে পঞ্চসহস্রমুদ্রা মাসিক বেতন আর ছয়শতটাকা বাটীভাড়ার নিমিত্ত অধিক দিয়া সদরদেওয়ানী আদালতে প্রধান বিচারকর্ত্তা করিলেন, এবং ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধে চুচুড়া ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তথায় একজন ক্ষুদ্র বিচারকর্ত্তাকে নূতন পদ করিয়াদিলেন, অতঃপর কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বড়আদালতের আপত্তি শুনাযায় না, এইসময়ে হষ্টিংস সাহেব নানাস্থানে আদালতের উন্নতি করিলেন, তিনি নানাস্থানে দেওয়ানী বিষয়ের বিচারার্থে দেওয়ানী আদালত স্থাপন করিলেন, এবং যে সকল প্রদেশীয় আদালত পূর্ব্বেছিল, তাহাদের কেবল রাজস্ব বিষয়ে নির্ব্বাহ করিতে আজ্ঞা করিলেন। ঐ প্রধান বিচারকর্ত্তা সদর দেওয়ানী আদালতে থাকিয়া দেশের সমুদয় দেওয়ানি আদালতের উপদেশার্থে কিয়ৎ বিধি কল্পনা করিলেন. অবশেষে ঐ বিধি সমুদায়ে নবতি সংখ্যক হইল, এবং তাহাই লার্ড কর্ণওয়ালিসের দেওয়ানী ব্যবস্থা গ্রন্থের মূল হইল॥

সর ইলিজা ইম্পির ঐ কর্ম্মে নিযোগ সংবাদ ইংলণ্ডে যাইলে কোর্ট আবডিরেকটরেরা ইহা অতিশয় অপরাধ বোধ করিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন, যে হষ্টিংস সাহেব কেবল বিরোধভঙ্গ নিমিত্তে একর্পকরিয়াছেন. কিন্তু ইহা অবৈধ হইয়াছিল, ঐ রাজ্যে সর ইলিজাইম্পিকে আহ্বান করিয়া তাঁহার ঐ কর্ম্ম গ্রহণ নিমিত্তে অভিযোগ হইল, তাঁহার বিচারার্থে সরগিলবর্ট ইলিয়ট সাহেব নিযুক্ত হইলেন, যিনি পরে লার্ডমিণ্টনামে ভারতবর্ষের বড়সাহেব হইয়াছিলেন॥

১৭৮০ শালের ২৯ জানুয়ারি কলিকাতায় নূতন সংবাদ পত্র হইল, ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে তাহা কদাচ প্রকাশ হয় নাই

অতঃপর চারি বৎসর পর্য্যন্ত হষ্টিংস সাহেব বাঙ্গালার কর্ম্মে প্রায় বিরত থাকিয়া বারাণসী ও অযোধ্যার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, এবং মাইসরদেশীয় রাজা হাইদর আলির সহিত যুদ্ধ ও ভারতবর্ষীয় সমুদায় দেশে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার পশ্চিম দেশীয় ব্যবহার ইংলণ্ডে কোর্টআবডিরেক্টরেরা ও পার্লিয়ামেণ্ট সভাপতিরা উভয়েই নিন্দা করিয়াছিলেন এবং হৌসআব কামানসতে ও প্রস্তাব হইয়াছিল যে তিনি ইংলণ্ডের সম্মান ও উপকারের প্রাতিকূল্য করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে স্বদেশে আহ্বান উচিত হয় কিন্তু সকলের সম্মতি না হওয়াতে তিনি স্বপদে রহিলেন, ১৭৮৪ শালের শেষে অযোধ্যায় পুনর্যাত্রা করিয়া ১৭৮৫ শালের প্রথমে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন পরে মেকফরসন সাহেবের হস্তে ধনাগার ও ফোর্ট উলিয়ম রাজ্য সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া জুনমাসে তথায় উপস্থিত হইলেন ॥

১৭৮৩ শালে এদেশের পরমোপকারক ক্লেবিলণ্ডসাহেব লোকান্তর গমন করিলেন, তিনি অতি বাল্যকালে সভ্যকর্ম্ম লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, আগমনমাত্রে ভগলপুর জিলার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, পরে ঐ স্থানের দক্ষিণ অঞ্চলে পর্ব্বত শ্রেণীতে যে সকল বন্য অসভ্য জাতিরা বাস করিত তাহাদের প্রতি প্রতিবাসিলোকেরা অতিশয় দৌরাত্ম্য করাতে তিনি তাহাদের উন্নতি নিমিত্তে মনোনিবেশ করিয়া শক্ত্যনুসারে তাহাদের সুখী করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিলেন, এবং তাহাতে তিনি সুসিদ্ধ হইলেন, তাঁহার ব্যবস্থাদ্বারা দেশের শ্রী অবিলম্বে ফিরিল, যে সকল লোকেরা অপকারিদিগের লুঠ করিত তাহাদের নির্বিরোধ চরিত্র হইল, কিন্তু ঐ দেশে উত্তম কৃষিকর্ম্ম নাথাকাতে অতিশয় পীড়া হইত, তাহাতে ক্লেবিলণ্ডের শরীর পীড়িত হওয়াতে তাঁহাকে সমুদ্রে যাত্রা করিতে

হইল, ও তথায় ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল, কোর্টআবডিরেক্টরেরা তাঁহার গুণে বাধ্য হইয়া তাঁহার স্মরণার্থে এক স্তম্ভ নির্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং যেসকল পর্ব্বতীয় দরিদ্রলোকের তিনি সভ্যতা করিয়াছিলেন তাহারা তাঁহার গুণের স্মরণার্থে এক স্তম্ভ নির্মাণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিল, ইউরোপীয় ব্যক্তির স্মরণার্থে এদেশীয় লোকেরা কেবল ঐ স্তম্ভ মাত্র করিয়াছেন ॥

১৭৮৩ শালে সরউলিয়ম জোনস বড় আদালতের বিচারকর্ত্তা হইয়া এদেশে আসিলেন তিনি স্বদেশে অতি পণ্ডিতরূপে খ্যাত ছিলেন, তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের প্রধান হেতু এই ছিল যে তিনি এদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস ধর্ম্ম ও রীতি অনুসন্ধান করিতে পারিবেন অতএব আগমনমাত্রে তিনি সংস্কৃত অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার পণ্ডিত পাওয়া দুর্ঘট হইল, কারণ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ধর্ম্মভাষা ও ধর্ম্মগ্রন্থ অপবিত্রলোকদিগের জানাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন, পরে বহুযত্নে এক উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য পঞ্চশত টাকা মাসিক বেতনে তাঁহাকে ভাষা অধ্যাপন করিতে সম্মত হইলেন, জোনসসাহেবের সংস্কৃতে এমত ব্যুৎপত্তি হইল যে তিনি মনুসংহিতা ইংরাজি করিলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রীতি ভাষা ও রাজকীয় নিয়মের অনুসন্ধানার্থে ১৭৮৪ শালে এসিয়াটিকসোসাইটি নামে সভা কলিকাতায় স্থাপন করিলেন, যেসকল ব্যক্তিদের ঐ অনুসন্ধানে অনুরাগ ছিল তাঁহারা ঐকর্ম্মে তাঁহার সহায়তা করিলেন, এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানদ্বারা এবিষয়ে প্রথমত ইউরোপীয় সকল লোকের মানস হইল, হষ্টিংসসাহেব ঐ সভার অতিশয় উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিলেন, যেসকল ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন তাঁহাদের সকল অপেক্ষা সরউলিয়ম জোনস অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং অদ্যাপি এদেশীয় উত্তম

পণ্ডিতেরা তাঁহার নামে অতিশয় মর্য্যাদা করিয়া থাকেন, তিনি এদেশে দশবৎসর থাকিয়া ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষবয়সে মরিলেন॥

হষ্টিংসসাহেব ইংলণ্ডে যাইবামাত্রে ডিরেকটরেরা প্রকাশিত বাক্যে তাঁহার চরিত্রের গ্রাহ্যতা প্রকাশ করিলেন তাঁহার ভারতবর্ষীয় অনেক কর্ম্মে নিন্দা ছিল, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে তিনি সবুদ্ধি ও দৃঢ়তাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং ক্লাইবসাহেব এই সাম্রাজ্য জয় করেন তিনি ইহার দৃঢ়তা করেন তাঁহার প্রতি যেসকল তিরস্কার হইয়াছিল, তাহা তৎকর্ত্তৃক নিযুক্তএতদ্দেশীয়লোকের প্রতি উপযুক্ত ছিল, তাঁহার অধিকার কালে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কান্তবাবু ও দেবীসিংহ এই তিনজনের প্রধান শক্তি ছিল, ও তাহারা বিপুলধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই তিন জনের মধ্যে দেবী সিংহ অতিদুষ্ট চরিত্র ছিলেন, তিনি জমিদার থাকিয়া প্রজাদিগের অত্যন্তক্লেশ দিয়া ধনার্জ্জন করিয়াছিলেন, ঐ নিন্দিত দুরাত্মার সর্ব্বত্র বিশেষত দিনাজপুর প্রদেশে ক্রূরতা ব্যবহার যেজন পূর্ব্বে শুনেন নাই তাঁহার শ্রবণ কালে অবশ্যই ভয়ানক বোধ হয়; ইংলণ্ডে এই সকল বিষয়ে হাষ্টিংসসাহেবের নিন্দা হইয়াছিল কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকেরা উত্তমরূপে জানিতেন যে প্রভুর আজ্ঞার ও ভৃত্যদিগের দৌরাত্ম্যের মধ্যে কি পর্য্যন্ত ভিন্নতাছিল তাঁহার রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসর রাজসভাপতিরা শক্ত্যনুসারে তাঁহার অপমান ও মনস্তাপ করিয়া ব্যাঘাত করিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে বড়আদালতদ্বারা তাঁহার শক্তি প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়াছিল কিন্তু তিনি উদারতাপূর্ব্বক কহিলেন যে তিনি স্বপদ পরিত্যাগ করিবেন না কারণ সে অতি কঠিন ব্যাপার ছিল তাঁহার এমত সাহস ও শক্তি ছিল যে অত্যন্ত বিপদেও তাঁহাকে পরাভব করিতে পারিত না রাজত্বের শেষাবস্থায় তিনি হাইদর আলির সহিত যুদ্ধে নিবিষ্ট হওয়াতে

সমুদায় রাজস্ব ব্যয় হইল, তিনি পুনঃ২ ধনাভাবে ক্লেশ পাইতেন কিন্তু ধনপ্রাপ্তি নিমিত্তে কখন২ আশ্চর্য্য উপায় করিয়াছিলেন অতএব তিনি সর্ব্বাংশে মহাত্মা ছিলেন, এতদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহার অতিশয় সম্ভ্রম করিয়া থাকেন, এবং অদ্যাপি সন্তানাদিকে স্নেহপূর্ব্বক ওয়ারেনহেষ্টিংসসাহেবের নামোচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

১৭৮৩ শালে কোম্পানির রাজকীয় ব্যাপারে পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টিগোচর হইল, এবং প্রধানমন্ত্রী ফাকসসাহেব ভারতবর্ষীয় রাজত্ববিষয়ে এক নূতন রীতি প্রস্তাব করিলেন, যদি সেরীতি চলিত হইত তবে এতদ্দেশ কোম্পানির বিহস্ত হইত, কিন্তু ইংলণ্ডীয়রাজ তাহাতে বিমুখ হইলেন, ও ফাক্স সাহেব পদচ্যুত হইলেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে উলিয়ম পিট্‌সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইলেন, তৎকালে তাঁহার বয়স চতুর্বিংশতিবর্ষমাত্র ছিল, কিন্তু তিনি অমাত্য তথা উত্তম বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তিনি এতদ্দেশীয় রাজ্য নির্ব্বাহার্থে এক নূতন রীতির প্রস্তাব করিলেন তাহা স্বয়ং রাজার ও পার্লিয়ামেণ্টের উভয়েরি গ্রাহ্য হইল, ইহার পূর্ব্বে কোর্ট আবডিরেকটরেরা রাজমন্ত্রির আজ্ঞাবিনির্মুখে এদেশ শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭৮৪ শালে পিট্‌সাহেবের নিয়মপত্র দ্বারা ভারতবর্ষীয় রাজকীয় ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করিতে বোর্ড আবকমিসনর অথবা কাণ্ট্রোল নামে কতিপয় কর্ম্মকারকের এক সমাজ স্থাপিত হইল, ঐ সমাজাধিপতিরা রাজাজ্ঞায় নিযুক্ত হইলেন এবং কোম্পানির বাণিজ্যভিন্ন ভারতবর্ষীয় সকল কর্ম্মে তাঁহাদের হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা রহিল, অতএব ইংলণ্ডে এতদ্দেশীয় রাজত্বের নির্ব্বাহ রাজমন্ত্রী ও কোম্পানি উভয়দ্বারা হইতে আরম্ভ হইল॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

হেষ্টিংসসাহেব সারজন মেক্‌ফর্‌সন্ সাহেবের হস্তে রাজ্যের ...ঃ

ক্ষেপ করিয়াছিলেন কোর্টআবডিরেক্টরেরা তাঁহার গৃহগমন সংবাদ পাইয়া লার্ডকর্ণওয়ালিসকে শাসনকর্ত্তৃত্ব সেনাপতিত্ব ও আজ্ঞাদায়কত্ব এই মিলিত তিন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, তিনি অতিপ্রাচীন ভদ্রবংশীয় এবং ধনবান্ ও সুবুদ্ধি ছিলেন, তিনি নানাস্থানে বিবিধ প্রকার সরকারিকর্ম্ম করিয়া সকল বিষয়ে বিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তিনি ১৭৮৬ শালে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন পরে যে সকল বিবাদদ্বারা হষ্টিংসসাহেবের রাজত্ব দুর্ব্বল হইয়াছিল তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র ও প্রধান শক্তিদ্বারা তাহার একেবারে শেষ হইল, তিনি সপ্তবৎসর পর্য্যন্ত সুসিদ্ধিপূর্ব্বক দেশরক্ষা করিলেন মাইসরদেশের অধিপতি হাইদর আলির পুত্রটিপূসুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার দর্প খর্ব্ব করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ রাজ্যের অধিকাংশ ও যুদ্ধের বহুব্যয় ইংরাজদিগকে দিয়া সন্ধি করিতে হইল ॥

ইংলণ্ডে হষ্টিংসসাহেবের প্রতি লোকের হিংসাক্রমেং প্রবৃদ্ধা হইল পরে ১৭৮৮ শালের ১৩ ফিব্রুয়ারি হৌসআবকামানস্ হৌস আবলার্ডসের নিকটে তাঁহার অপরাধ ও দুশ্চরিত্র নিমিত্তে অভিযোগ করিলেন; অসাধারণ প্রাগল্ভ্য পূর্ব্বক তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল তাহাতে রাজকীয় পরিবার সমুদায় কুলীনকুলীনা ও ইংলণ্ডস্থিত ক্ষমতাপন্ন লোকেরা তাঁহার দোষদর্শকরূপে ঐ সম্ভ্রান্ত সভায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহার চরিত্রের যেরূপ বাচনি হইল ইহার পূর্ব্বে রাজকীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কদাচ সেরূপ হয় নাই, নানাপ্রকারে তাঁহার বিচারে সাতবৎসর বিলম্ব হইল পরে ১৭৯৫ শালের ২৩ আপ্রিল হৌস আবলার্ডসের প্রায় সকলেই তাঁহার প্রতি যেং দোষের অভিযোগ হইয়াছিল তাহার মোচন করিলেন ॥

বাঙ্গালা ও বেহার দেশের ভূমিজ রাজস্বের চিরন্তন চুক্তি করাতে ভারতবর্ষে কর্ণওয়ালিসের নাম চিরস্মরণীয় আছে, সর্ব্বদা রাজস্ব আদায়ের পরিবর্ত্ত হওয়াতে কোর্টআবডিরেক্ট-

রেরা দেশের অপকার বোধ করিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন যে দেওয়ানী প্রাপ্তি অবধি প্রায় ত্রিংশৎবৎসর অতীত হইল, অতএব ইউরোপীয় আমলারা ভূমিবিষয়ে বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাকিবেন. তাঁহারা বহুপ্রকার বিতর্ক করিলেন, যে এক্ষণে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথার্থ রাজস্ব আদায় হইতে পারে, এবং তাহা হইলে প্রজাদিগের পক্ষে ও রাজ্যের পক্ষে মঙ্গল হয়, অতএব চিরকালের নিমিত্তে রাজস্বের নির্দ্ধারণ করিতে তাঁহারা নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু লাডকর্ণওয়ালিস দেখিলেন, যে এবিষয়ে রাজসভার যথেষ্টজ্ঞান নাই. অতএব কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন রীত্যনুসারে বর্ষেং রাজস্বের চুক্তি করিলেন, এবং তৎকালে কর আদায় কারিদিগের প্রতি কতিপয় প্রশ্ন পাঠাইলেন, যে তাঁহাদের উত্তরদ্বারা ভূমিজ রাজস্বের উত্তমজ্ঞান হইতে পারে তাঁহারা যেং নিবেদন পাঠাইলেন, তাহা সম্পূর্ণ ছিল না, কারণ উহা কেবল এতদ্দেশীয় আমলাদিগদ্বারা লিখিত হইয়াছিল, ঐ আমলারা এবিষয়ে বিলক্ষণ ধনাৰ্জ্জন করিলেন. ঐ সকল সংবাদ যদ্যপিও অসম্পূর্ণ ছিল তথাপি তৎকালে তদপেক্ষা উত্তম পাওয়া যাইত না, অতএব দশবৎসরের নিমিত্তে চুক্তি হইল, এবং ঘোষণা হইল, যে যদি কোর্ট আবডিরেকটরেরা ইহা গ্রাহ্য করেন, তবে ঐরূপ নিয়ম চিরস্থায়ি হইবে জান্ সোর নামক একজন কোম্পানির সভ্যভৃত্যমধ্যে অতি প্রধান রাজস্ববিষয়ে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে নিযুক্ত হইলেন, ঐ বিষয় তিনি যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন, তিনি চিরন্তন চুক্তির প্রস্তাব করিয়া স্বয়ং বাধা পাইয়াছিলেন, তথাপি উহা করিতে রাজসভাকে অনির্ব্বচনীয় সাহায্য দিয়াছিলেন, ঐ দশ বার্ষিক নিষ্পত্তিতে ইহা নির্দিষ্ট ছিল যে যেসকল জমিদারেরা এপর্য্যন্ত কেবল রাজস্ব আদায়মাত্র করিতেন, তাঁহাদের অতঃপর ভূমির স্বামী বোধ হইবে ও তাঁহাদের সহিত করের চুক্তি হইবে যে সকল

প্রাচীন রাজস্বের খাতা এতদ্দেশীয় আমলারা নষ্ট করিতে পারেন নাই, সে সকল অন্বেষণ করাতে অতীতকালের রাজস্বের গড়হিসাবে রাজস্বের স্থিরতা হইল, ঐ সময়ে মধ্যস্থ ও মধ্যস্থের রাজস্ব আদায় নিষিদ্ধ হইল, অতএব জমিদারদিগের এবিষয়ে ব্যয়ের অল্পতা হইল, রাজসভায় আরো কহিলেন যে নিষ্কর ভূমির সহিত এচুক্তির কোন সম্বন্ধ রহিল না ঐ সকল ভূমির বিষয়ে তাঁহারা আদালতে বিচার করিয়া যাহা যথার্থ বুঝিবেন তাহা রাখিবেন ও অন্যথা বুঝিলে তাহার ব্যাঘাত করিয়া ঐ ভূমি গ্রহণ করিবেন, এই সমুদায় প্রস্তাব কোর্টআবডিরেক্টরদিগের নিকটে প্রেরিত হইবামাত্রে তাঁহারা অবিলম্বে গ্রাহ্য করিয়া ঐবিষয় চিরস্তন করিতে লার্ডকর্ণওয়ালিসকে লিখিলেন ১৭৯৩ শালের ২২ মার্চ বাঙ্গালা ও বেহার দেশের রাজস্বের নির্দ্ধারণ চিরস্তন করিতে ঘোষণা হইল, তাহাতে বাঙ্গালা ও বেহারদেশে ৩১০৮৯১৫০ মুদ্রা এবং বারাণসীতে ৪০০৬১৫ মুদ্রা বার্ষিক কর স্থির হইল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, যে চিরস্তন চুক্তিদ্বারা বাঙ্গালার মঙ্গল হইয়াছে, যদ্যপি পূর্ব্বমত পুনঃ২ রাজস্বের পরিবর্ত্ত হইত, তবে দেশের এমত উত্তম অবস্থা কদাচ হইত না, কিন্তু ইহাতে দুই দোষ হইয়াছিল, প্রথমতঃ ভূমি সকল ও তাহার মূল্য উত্তমরূপে না জানাতে কোন২ স্থানের অতি অধিক ও কোন২ স্থানের অতি অল্প কর ধার্য্য হইয়াছিল, দ্বিতীয়ত কৃষকদিগের রক্ষার্থে কোন উপায় হয় নাই, এতদ্দেশীয় যে সকল রাজস্ব আদায়কারি ব্যক্তিরা জমিদার পদাভিষিক্ত হইলেন, কৃষকদিগের মধ্যে অনেকের তদপেক্ষা অধিক লভ্য ছিল॥

বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে ১৭৯৩ শালে অপর স্মরণীয় আছে, ব্রিটেনদেশীয় রাজত্বের রাজনিয়ম বাঙ্গালায় ঐ শালে প্রথমে হয়, ক্রমে২ যেসকল নিয়ম হইয়াছিল লার্ডকর্ণওয়ালিস তাহা

সংগ্রহ করিয়া অনেক প্রকার নূতন নিয়মের সহিত একত্র করিয়া একগ্রন্থ প্রকাশ করিলেন, ঐ গ্রন্থ ভাবি সকল নিয়মের মূলীভূত হইল, ১৭৯৩ শালের ঐ যাবৎ নিয়ম কঠিনতাবৰ্জ্জিত ও অতি বিজ্ঞতাপূর্ব্বক হইয়াছিল, এবং তাহাতে বড়সাহেবের প্রতি সকলের অতিশয় শ্রদ্ধা হইল. ঐ নিয়ম সকল এদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইল, সম্প্রতিকার এদেশীয় লোকেরা অবশিষ্ট নিয়মে অজ্ঞ থাকিলেও ১৭৯৩ শালের ঐ নিয়ম অদ্যাপি এমত অভ্যস্ত রাখিয়াছেন যে ইচ্ছাক্রমে তাহার প্রমাণ দেখাইতে পারেন ঐ নিয়ম ফরষ্টরসাহেব বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিলেন, তিনি তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বাঙ্গালা জানিতেন, তিনি কিয়ৎকাল পরে বাঙ্গালাভাষার অভিধান প্রথমে প্রস্তুত করেন, উত্তম বিদ্বান এন, বি, এড্‌মনষ্টোনসাহেব ঐ নিয়ম সকল পারসীক ভাষায় অনুবাদিত করেন, এবিষয়ে উক্ত আছে যে তাঁহার ঐ মিনতিদ্বারা রাজসভাপতিরা এমত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে দশসহস্রমুদ্রা পারিতোষিক দিলেন, ঐ নিয়মদ্বারা ধর্ম্মাধিকরণে যে রীতি হইল তাহা এতদ্দেশীয় লোকের দেওয়ানী আদালতে পদবৃদ্ধির পূর্ব্বাবধি প্রায় চত্বারিংশৎবর্ষপর্য্যন্ত ছিল. লার্ড কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী আদালতে ক্রমে২ বিচারার্থে পাঁচ থাক করিলেন, যথা মুনসেফ এবং সদর আমীন ও রেজিষ্টর ও জিলার বিচারকর্ত্তা ইঁহাদের সর্ব্বোপরি আট২ জিলায় এক২ ধর্ম্মাধিকরণ এবং ভারতবর্ষ মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালত সর্ব্বশেষ হইল, কর্ণওয়ালিস উৎকোচ লোভ নিবারণার্থে কোম্পানির সভ্যভৃত্যদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলেন, কিন্তু তৎকালে এদেশীয় ভৃত্যদিগের বেতন অতি অল্প স্থির হইল, ইউরোপীয় আমলারা অতিউচ্চপদে কিয়ৎ শতমুদ্রা মাসিক পাইতেন, তাঁহাদের কিয়ৎ সহস্র হইল, এদেশীয় লোকের পূর্ব্বে অতি উত্তম বেতন ছিল; যেমন ফৌজ-

দারেরা বর্ষে ষষ্টি বা সপ্ততি সহস্র মুদ্রা পাইতেন; এবং দেশের নায়েব দেওয়ানের বর্ষে নয়লক্ষটাকা বেতনছিল, কিন্তু১৭৯৩ শালে প্রধানপদস্থিত এদেশীয় লোকের মাসিক বেতন শতমুদ্রার অধিক রহিল না, সে যাহা হউক তথাপি লার্ডকর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থা দেশের সর্ব্বত্র প্রিয় বোধ হইল, তিনিই কেবল রাজসভার স্থিরতা করিলেন, ও চিরন্তন চুক্তিদ্বারা এদেশীয় লোকের মনোভীষ্ট সিদ্ধি করিলেন, প্রজারা যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে তাঁহার দয়া ও বুদ্ধির উপযুক্ত বটে কোর্টআবডিরেক্টরেরা তাঁহার গুণবোধপ্রকাশার্থে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষগৃহনামক যে বাটী আছে তাহাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং তিনি যে দিবস ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিলেন, তদবধি বিংশতিবৎসরপর্য্যন্ত তাঁহাকে ৫০০০০ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি দিয়াছিলেন ॥

২৮ আক্টোবর সরজান্‌ষোর বড়সাহেবের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি বাল্যকালে ভারতবর্ষে সভ্যকর্ম্মে আসিয়া অবিলম্বে উত্তমবুদ্ধি ও বিবেচনাদ্বারা খ্যাত হইলেন, তিনি দশবার্ষিক চুক্তিকালে এদেশীয় রাজস্ববিষয়ে ঐ সর্ব্ববিদিত বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন পরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট্‌সাহেবের সম্মুখে ঐ লিখন প্রেরিত হওয়াতে তিনি লেখকের বুদ্ধিমত্তা ও পারগতা দ্বারা এমত চমৎকৃত হইলেন যে কোর্ট আবডিরেক্টরদিগের সভাস্থহইতে আহ্বান করিয়া তথায় লার্ডকর্ণওয়ালিসের অনন্তর ষোরসাহেবকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে স্থির করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বেরোনেট উপাধিদ্বারা সম্ভ্রান্ত করিলেন, তাঁহার পদপ্রাপ্তির পরবৎসরে ঐ অপক্ষপাতি বিচারকর্ত্তা এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সরউলিয়মজোনস্‌ সপ্তচত্বারিংশৎবর্ষবয়সে প্রাণত্যাগ করিলেন, তিনি সরজান্‌ষোরের পরমাত্মীয় ছিলেন, অতএব ষোরসাহেব তাঁহার জীবনের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেন ॥

১৭৯৫ শালে নবাব মবারিকউদ্দৌলা মরিলে তাঁহার পুত্র নাজির উলমুলক পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তৎকালে মুরসিদাবাদের নবাবনিয়োগ অতি সামান্য কর্ম্মছিল অতএব এই বলিলাম যে তাঁহার পিতার যে মাসিক ছিল তাহা তাঁহার রহিল। সরজানশোর লার্ডটেনমৌথনামে পঞ্চবৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষ শাসন করিয়া স্বপদ পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলেন, ঐ কাল মধ্যে লিখনোপযুক্ত কোন বৃত্তান্ত ঘটে নাই, তাঁহার রাজত্বের শেষাবস্থায় বিপদ উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার সৈন্যেরা অসন্তোষের চিহ্ন দেখাইতে লাগিল, মাইসরদেশের রাজা টিপুসুলতান ফরাসিদিগের সহিত তৎকালে ঐকমত্য করিলেন, ফরাসিদিগের তৎকালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল, সুলতান নিজসাহায্যার্থে তাহাদের সৈন্য প্রার্থনা করিলেন ইংরাজেরা শেষ যুদ্ধে তাঁহার দর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল, এবং প্রতিহিংসা করিতে ক্রোধে দগ্ধপ্রায় ছিলেন, এবং ফরাসিদিগের সাহায্যদ্বারা ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদিগের দূরীকরণের আশা করিয়াছিলেন, কোর্ট আবডিরেকটরেরা এই সকল অবস্থা অবগত হইয়া একজন সুবুদ্ধি বড়সাহেব পাঠাইতে স্থির করিলেন, তাঁহারা লার্ডকর্ণওয়ালিসকে পুনর্ব্বার রাজ্যভার লইতে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, তাহাতে তিনিও সম্মত হইলেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের উদ্যোগকালে তিনি আইরলণ্ডের বড়সাহেব হইলেন।।

ডিরেকটরেরা তৎক্ষণাৎ লার্ডমরিংটন সাহেবকে ঐ উচ্চপদপ্রদান করিলেন, তাঁহার নাম পরে মারকুয়িস্ ওয়ালেসলি হইল লার্ড কর্ণওয়ালিসের ভ্রাতার নিকটে তিনি শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতিশিক্ষায় সতত রত ছিলেন তিনি ১৭৯৮ শালের ১৮ মে কলিকাতায় আসিলেন, তাঁহার ঐ বিপৎ

কালের উপযুক্ত ভবিষ্যদ্দৃষ্টিশক্তি ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি সকলি ছিল, তিনি ভারতবর্ষীয় কর্ম্মে হস্তার্পণ করিবামাত্রে এই মহারাজ্যবিষয়ে যে সকল বিপদের সম্ভাবনা ছিল তাহা অদৃশ্য হইল, এবং সকললোকের মনে বিশ্বাস হইল তিনি যখন ভারতবর্ষে আসিলেন তখন কোম্পানির প্রতি লোকের এমত অবিশ্বাস ছিল যে কোম্পানির কাগজের বার্ষিক বৃদ্ধি শতকরা বারটাকা থাকিলেও তাহার বিক্রয়কালে শতকরা চারিটাকা ক্ষতি হইত আর সৈন্যেরা অতি দুর্ব্বল ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং উত্তরে সিন্ধিয়ারা ও দক্ষিণে টিপুরা ভয়প্রদর্শন করাইতেছিল ও ফরাসিরা ক্রমে২ ভারতবর্ষে শক্তি প্রাপ্ত হইতে ছিল তিনি অতিশীঘ্র সৈন্যদিগের সুনিয়ম করিলেন ফরাসিদের যে সেনাপতিরা হাইদ্রাবাদে বিপুল সৈন্য রাখিয়াছিল তাহাদের দূরীকৃত করিয়া তাহাদের সঞ্চিত সৈন্যদিগের ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে তথায় এক প্রস্তুত ইংরাজি সৈন্যস্থাপিত করিলেন পরে টিপুর সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন, কারণ তিনি সকল শত্রু অপেক্ষা পরিপক্ক হইয়াছিলেন কিন্তু মান্দ্রাজের সভাপতিরা তাঁহার বাঞ্ছার সাহায্য নাকরিয়া বিপরীত হওয়াতে তিনি অবিলম্বে স্বয়ং তথায় যাইলেন এবং তাঁহাদের দুরাচারের দমন করিয়া সমুদায় কার্য্যভার স্বয়ং লইলেন পরে শীঘ্র এক প্রস্তুত সৈন্য প্রস্তুত হইয়া ১৭৯৯ শালের ২৭ মার্চ টিপুর সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল তাহাদের গতি এমত ত্বরাপূর্ব্বক হইয়াছিল যে ৪ মে টিপুর রাজধানী শৃঙ্গাপাটাম ইংরাজদিগের হস্তগত হইল টিপু স্বয়ং যুদ্ধে মারা পড়িয়াছিলেন অতএব এইরূপে হাইদর পরিবারের রাজ্যের শেষ হইল কোর্টআবডিরেকটরেরা এই তেজস্বি বৃদ্ধি শ্রবণ করিয়া বড়সাহেবকে পঞ্চাশৎ সহস্রমুদ্রা বার্ষিকবৃত্তি করিয়া দিলেন ৷৷

১৭৯৯ শালের আক্টোবর মাসে ডাক্তার মার্শমন সাহেব ও ওয়ার্ডসাহেব এবং তাঁহাদের বন্ধুলোকেরা বাঙ্গালার মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীরামপুরে প্রোটেষ্টাণ্টমিসনরি অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ানদিগের মত বিশেষ লোককে ভজনা করাইবার নিমিত্তে ইতস্ততঃ দূত প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিলেন ডাক্তার কেরিসাহেব ছয় বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়া মালদা অঞ্চলে ছিলেন, তিনি অবিলম্বে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইলেন, সর্ব্ব বিদিত আছে যে শ্রীরামপুর মিসন তাহা ঐ তিন ব্যক্তি স্থাপন করেন ইহার প্রধান অভিপ্রায় এই ছিল যে ভারতবর্ষ মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রচার করেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ছাপাখানা করিলেন এবং চারলস উলকিন্ সাহেবের বাঙ্গালা অক্ষর ক্ষুদিতে এতদ্দেশীয় যে লোক সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাকে পাইয়া প্রায় এতদ্দেশীয় সকল প্রকার অক্ষরের মূল প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিলেন তাঁহারা মহাভারত রামায়ণ ও অন্যান্য বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়া এভাষার উন্নতিতে প্রথম প্রবৃত্তি দিলেন, এবং নিজ ধর্ম্মপুস্তক সকল বাঙ্গালায় সংস্কৃতে ও ভারতবর্ষে চলিত অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিতে নিযুক্ত রহিলেন তাঁহারা ইউরোপীয় রীত্যনুসারে প্রথমে বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করিলেন তাঁহারা বিনাপুরস্কারে এতাদৃশ পরিশ্রম করিতেন এবং নিজ২ যে অধিক আয় ছিল তাহাও ঐ বিষয়ে ব্যয় করিতেন তাঁহাদের চেষ্টাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ উন্নতি হইল সেরূপ অন্য কোন জনের যত্নে হয় নাই, এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে এদেশের সভ্যতা ও উন্নতির উদ্রেক প্রথমে শ্রীরামপুরে হয় ।।

লার্ডওয়ালেস্লি দেখিলেন যে সভ্যভৃত্যেরা এদেশীয় ভাষা উত্তমরূপে জানেন না, অতএব ১৮০০ শালে কলিকাতায় ফোর্ট-উলিয়মনামক পাঠশালা স্থাপন করিলেন, যাহাকে কোম্পানির

বারিক বলা যায় সকল কোম্পানির কেরানিরা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া প্রথমে তথায় থাকিতে লাগিলেন, পরীক্ষাদ্বারা তাঁহাদের উত্তম বিদ্যা প্রকাশ না হইলে এবং কোম্পানির কর্ম্মে পারগ এমত সংবাদ না হইলে সরকারি কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেন না, তথায় উত্তমোত্তম পণ্ডিত নিযুক্ত রহিলেন, নানাপ্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালায় ও অন্যান্য ভাষায় সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইল এইরূপে এদেশের উন্নতিতে নূতন প্রবৃত্তি হইল, এদেশীয় ভাষাশিক্ষা করাইতে যেং লোক নিযুক্ত ছিলেন তন্মধ্যে উড়িষ্যা নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান ছিলেন, তাঁহার উৎকৃষ্টবুদ্ধির দ্বারা পাঠশালায় অত্যন্ত সম্ভ্রম হইল কোর্ট আবডিরেক্টরেরা এই পাঠশালাস্থাপন শুনিয়া একপ রীতি গ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু এরূপ ব্যাপার অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহার সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিলেন, তথাপি বহুকালপর্য্যন্ত উত্তম পণ্ডিত নিয়োগ করিয়া এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছিল, অতএব আমরা স্থির করিতে পারি যে বাঙ্গালাভাষার শিক্ষা ও উন্নতি নিমিত্তে শ্রীরামপুর মিসনে ও ফোর্ট উলিয়ম পাঠশালায় প্রথম উদ্যম হয় ডাক্তারকেরি সাহেব ঐ স্থলে ঐ ভাষার প্রধান শিক্ষক ছিলেন॥

১৮০৩ শালে লার্ডওয়ালেসলিকে সিন্ধিয়ার সহিত ও হলকারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল, কিন্তু ইহার সমাপ্তি শীঘ্র হইল ঐউভয় প্রবল রাজারা পরাজিত হইয়া খর্ব্ব হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যের অল্প অংশও ইংরাজদিগের সাম্রাজ্যে আসিল না সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজেরা মুসলমানদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী অধিকার করিলেন মহারাষ্ট্রীয়েরা তথাকার মহারাজের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া ক্ষীণ করিয়াছিলেন পরে তাঁহাকে শক্তি ব্যতিরেকে পুনর্ব্বার মহারাজের সম্ভ্রম দিয়া পঞ্চদশলক্ষ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নাগপুরের রাজার সহিত লার্ডওয়ালেসলির বিবাদ উপস্থিত হইল,

তিনি অবিলম্বে এক প্রস্তুত সৈন্য উড়িষ্যায় পাঠাইলেন, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়ন করাতে ১৮০৩ শালের ১৮ সেপ্টেম্বর ইংরাজি সৈন্যেরা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিল এবং আলিবর্দির রাজত্বের শেষ বৎসরে উড়িষ্যাদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের দখল হইয়াছিল অষ্টচত্বারিংশৎবর্ষের পরে বাঙ্গালার সহিত যুক্ত হইল পরীক্ষিত পুরোহিতদিগের প্রতি অতি দয়া ও মান্যতা পূর্ব্বক ইংরাজদিগের ব্যবহার হইল তাঁহাদের প্রতি মন্দিরের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে ও স্বেচ্ছাক্রমে দেবতার কর আদায় এবং ব্যয় করিতে অনুমতি রহিল কিন্তু কতিবর্ষপরে করের বৃদ্ধি করিতে রাজসভাপতিরা মন্দিরের ভার লইয়া সজাতীয় আমলাদ্বারা কর আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন যে কর উৎপন্ন হইত তাহার কিয়দংশ দেবতার ব্যয়ার্থে দত্ত হইত অবশিষ্ট সরকারি ভাণ্ডারে আসিত॥

এদেশে বহুকালাবধি অপর এক রীতি ছিল যে পিতামাতারা নিজ২ সন্তানকে গঙ্গাসাগরে নিঃক্ষেপ করিতেন সন্তানদিগকে তথাকার উপদ্বীপে লইয়া ধর্ম্মমন্ত্র ও পূজাদি সমাপ্ত হইলে সমুদ্রমধ্যে নিঃক্ষেপ করিতেন, এইরূপ ব্যবহার ধর্ম্মার্থে হইত কিন্তু কোন শাস্ত্রে এরূপ করিবার নির্দ্দেশ নাই, ১৮০২ শালের ২০ আগষ্ট বড়সাহেব এইরূপ ব্যবহার নিবারণার্থে এক নিয়ম করিয়া একেবারে তথায় এক প্রস্তুত সেপাই পাঠাইলেন যদ্যপিও এরূপ নিয়মে এতদ্দেশীয় লোকের ধর্ম্মের প্রতি হিংসা করা হইল, তথাপি দেশ মধ্যে কোন জনরব শুনাগেল না, এবং পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে সতীগমনরোধকালে বাদানুবাদে ঐ বিষয়ের উত্থাপন করাতে অনুভব হইল যে তাহা এমত বিস্মৃত হইয়াছে যে এরূপ ব্যবহার ছিল ইহাও অনেকে স্বীকার করিল না।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে লার্ডওয়ালেস্‌লির চরিত্র দেদীপ্যমান

আছে, তাঁহাকে নানাস্থানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, এবং তা-হাতে এই সাম্রাজ্যেরসীমা পূর্ব্বাপেক্ষা তৃতীয়াংশের অধিক বিস্তার করিয়াছিলেন, ও পঞ্চদশকোটি চত্বারিংশৎ লক্ষমুদ্রা পর্য্যন্ত রাজস্বের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অধিক রাজস্ব থাকিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণ হইল ডিরেকটরেরা তাঁহার যুদ্ধজনক উপায়ে রত থাকাতে অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করি-লেন, তাঁহাদের বাঞ্ছা ছিল যে তিনি বিরোধশূন্য রাজনীতি ব্যব-হার করেন তাহাতে তাঁহাদের প্রাপ্তরাজ্যের কিয়দংশ পরি-ত্যাগ করিতে হইলেও স্বীকার ছিল, তাঁহারা এপর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই, যে ভারতবর্ষমধ্যে তাঁহারা সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি কারক হইবেন, অথবা সকল বিষয়ে শক্তিহীন হইবেন, তাঁহা-দের এমত ভূল ছিল যে পার্লিয়ামেন্টের এক নিয়ম লঙ্ঘন করি-য়াছেন বলিয়া লার্ডওয়ালেসলিকে দোষী করিলেন, তিনি দেখি-লেন যে ডিরেক্টরদিগের তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস হইয়াছে, একারণ সভাহইতে প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের পত্রের উত্তর পাঠা-ইলেন পরে রাজসভাহইতে বহির্ভূত হইবার স্থির করিলেন, ১৮০৫ শালের শেষে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন, তথায় উপ-স্থিতিমাত্রে পার্লিয়ামেন্টের মধ্যে ও বাহিরে উভয়স্থলে তাঁহার প্রতি অভিযোগ হইল; তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি ক্লাইব সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব এই দুই মহাশয়ের প্রতি যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ হইল, কিন্তু তাঁহার প্রতি তাদৃশ প্রচণ্ডতা হয় নাই, তাঁহার যে সুবুদ্ধিযুক্ত রাজনীতি ও প্রভাযুক্ত জয়দ্বারা এই সাম্রাজ্যের এমত অধিক বিস্তার হইয়াছিল, তাহার এইরূপ প্রতিফল হইল, পা-র্লিয়ামেণ্টে তাঁহার প্রতি অভিযোগে এই এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইল, যে হৌসআবলার্ডে লাডময়রা সাহেব তাঁহার চরিত্রে তিরস্কার করিয়াছিলেন, এবং কহিয়াছিলেন যে তিনি পার্লিয়া-মেণ্টের নিয়মের বিপরীতে অযথার্থরূপে জয় করিয়াছেন, কিন্তু

তদবধি দশবৎসরের মধ্যে লাডময়রা স্বয়ং বড়সাহেব হইয়া লার্ডওয়ালেসলিকে যে নিমিত্তে নিন্দা করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক যুদ্ধ ও অধিক জয় করিয়াছিলেন, অতএব যাঁহারা এসিয়াতে কদাচ আসেন নাই ও এতদ্দেশীয়লোকমধ্যে ব্যবহার করেন নাই, তাঁহাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যোপায় যথার্থ বিবেচনা করা এমত কঠিন হইতেছে ॥

অনন্তর কোর্টআবডিরেক্টরেরা অধিক হানিতেও বিরোধ ভঙ্গ করিয়া ব্যয়ের লাঘব করিতে স্থির করিলেন, তাঁহারা লার্ড কর্ণওয়ালিসকে নূতন বড়সাহেব করিতে ইচ্ছা করিলেন, তিনি অতিশয় প্রাচীন হইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং কলিকাতায় যাত্রা করিয়া ১৮০৫ শালের ৩০ জুলাই তথায় অবতরণ করিলেন, পরে এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সহিত সন্ধি করিতে অবিলম্বে পশ্চিমদেশে চলিলেন, কিন্তু গমনকালে ক্রমে২ অসুস্থ হইয়া ঐ শালের ৫ আক্টোবর গাজিপুরে প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ ইংলণ্ডে যাইলে কোর্টআবডিরেক্টরেরা তাঁহার সম্মান জানাইতে তাঁহার পুত্রকে ৪০০০০ পৌণ্ড উপায়ন দিলেন ॥

রাজসভায় প্রধান সভাপতি সরজর্জবার্লো তৎক্ষণাৎ তৎপদে বড়সাহেব হইলেন, কোর্টআবডিরেক্টরেরা তাহার ঐ উচ্চপদে নিয়োগ স্থির করিলেন, কিন্তু রাজমন্ত্রিরা তাঁহাদিগকে জানাইলেন, যে একর্ম্মে নিয়োগের ভার তাঁহাদের আছে, এবিষয়ে প্রখর বাদানুবাদ হইল, অবশেষে লার্ডমিণ্টকে বড়সাহেবের কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া বিবাদের শেষ হইল, সরজর্জবার্লোর রাজত্বের মধ্যে এইমাত্র কর্ম্ম হইল, যে রাজসভায় জগন্নাথের নিকটে তীর্থযাত্রিহইতে স্বয়ং করগ্রহণ করিয়া মন্দিরের কর্তৃত্ব করিতে স্থির করিলেন, প্রজাদিগের তথায় গমনে প্রবৃত্তি দিতে নানাপ্রকার উপায় কল্পিত হইল, এইরূপে তথাকার রাজস্বের

বৃদ্ধি হইল, এবং তৎকালে যেং রীতি হইয়াছিল, তাহা তৎপরে ত্রিশবৎসর হইতে অধিককালপর্য্যন্ত প্রবল ছিল॥

লার্ড মিণ্ট ১৮০৭ শালের ৩১ জুলাই কলিকাতায় অবতরণ করিলেন. তাঁহার রাজত্ব ১৮১৩ শালপর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে বাঙ্গালার কর্ম্মে কোন আবশ্যক পরিবর্ত্ত হয় নাই, কেবল কর্ণওয়ালিস ১৭৮৮ শালে স্থানান্তরীকৃত দ্রব্যের মাসুল রহিত করিয়া ১৮০১ শালে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে এক নূতন ও অতি কঠিন রীতি করিলেন. এইরূপে দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি হইল, কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাঘাত ও প্রজাদিগের অত্যন্ত অপকার হইল, ১৮১০ শালে ইংরাজেরা বোর্বোঁ ও মারিসস্নামক দুই উপদ্বীপ ফরাসি হইতে কাড়িয়া লইলেন, এবং পর বৎসরে ওলন্দাজ হইতে বিপুল ধনযুক্ত জাবা উপদ্বীপ কাড়িয়া লইলেন।

পার্লিয়ামেণ্টে বিংশতিবর্ষনিমিত্তে কোম্পানিকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন ১৮১৩ শালে তাহার শেষ হওয়াতে এক নূতন সনন্দ দিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে এদেশীয় কর্ম্মে বিশেষ পরিবর্ত্ত হইল, ইহার দুইশত বৎসর অপেক্ষা অধিক পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই দুই স্থানের মধ্যে বাণিজ্য কেবল কোম্পানির হস্তগত ছিল, কিন্তু কোম্পানিরা প্রথমে ভারতবর্ষে যাতায়াত করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন, পরে তথাকার রাজা হইলেন, ইহাতে বিবেচনা সিদ্ধ এই হইল, যে রাজার বাণিজ্য করা উচিত নহে, অতএব এই বর্ষের নূতন ব্যবস্থা দ্বারা কোম্পানির রাজস্ব রহিল, ও বাণিজ্য বণিক্‌দিগের হইল, পূর্ব্বে কোম্পানির ভৃত্য ভিন্ন ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে আসিতে আজ্ঞা পাইতেন না, কিন্তু তাহা এক্ষণে সহজ হইল, যে সকল লোককে ডিরেক্টরেরা অনুমতি না দিতেন তাঁহারা বোর্ড আবকণ্ট্রোলনামক সমাজ হইতে অনুমতি পাইতেন॥

১৮১৩ শালের ৪ আক্‌টোবর লার্ড মিণ্ট সাহেব ভারতবর্ষের

রাজত্ব লাড ময়রার হস্তে সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন কিন্তু নিজগৃহগমনের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল, ঐ ময়রা সাহেবের নাম উত্তরকালে মারকুয়িস্ আবহষ্টিংস হইল ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

লার্ড হষ্টিংস্ সাহেব রাজত্ব গ্রহণ করিয়া দেখিলেন যে নেপালীয়েরা ক্রমেং ইংরাজদিগের রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতেছে, তথাকার রাজপরিবারেরা গত শতবৎসরের মধ্যে জয়দ্বারা নেপালে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে ক্রমেং রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিয়া লার্ড মিণ্টের রাজ্যকালে নানাপ্রকার বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন, লার্ড হষ্টিংস দেখিলেন যে নেপালীয়দিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল, তিনি বিরোধভঙ্গার্থে শক্ত্যনুসারে সকল উপায় করিলেন, কিন্তু কাটামুণ্ডুর মন্ত্রিদিগের অহঙ্কার দ্বারা ১৮১৪ শালে তাঁহাকে যুদ্ধেচ্ছা করিতে হইল, প্রথম যুদ্ধে কিছুই হইল না, কিন্তু ১৮১৫ শালের যুদ্ধে সেনাপতি আকটরলনির অধীন ইংরাজী সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন, নেপালীয়দিগের স্বরাজ্যের অধিকাংশ দিয়া সন্ধি করিতে হইল।

ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত পিন্দারী জাতীয় বহুসংখ্যক তস্করেরা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বহুকালাবধি তথাকার সমুদায় দেশ লুঠ করিত, তাহারা অবশেষে ইংরাজদিগের রাজ্যে প্রবেশ করিল, তদ্দেশের প্রধান লোকেরা ও অনেক রাজারা তাহাদের রক্ষক ছিলেন, তাহারা পঞ্চশত ক্রোশ হইতে অধিকদূর পর্য্যন্ত লুঠ করিতে আরম্ভ করিল, এবং প্রতিবৎসর তাহাদের নিবারণার্থে ইংরাজি রাজসভাকে এক প্রস্তুত সৈন্য রাখিতে হইত, তাহাতে বহুব্যয় হইতে আরম্ভ হইল, অবশেষে তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ম্মূল করিবার কারণ সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে পরামর্শ স্থির হইল, লার্ড হষ্টিংস কোর্ট আবডিরেকটর হইতে অনুমতি পাইয়া তিন রাজ্যের কিয়ত্ সৈন্য একত্র হইতে আজ্ঞা করিলেন, পরে সৈন্যে

রা ক্রমে২ ঐ দস্যুদিগের আশ্রয় বেষ্টন করিয়া একে২ সমুদায়কে নষ্ট করিল, এবং নিঃশেষরূপে তাহাদের দল ভঙ্গ করিল, কিন্তু সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পিন্দারি দিগের অন্বেষণ করিতেছে, এমত কালে পেষওয়া ও নাগপুরের রাজা ও হলকার এই কয়েক জন মিলিতষড়্‌যন্ত্রদ্বারা এদেশ হইতে ইংরাজ দিগকে তাড়াইবার আশায় ঐকমত্য পূর্ব্বক উদ্যত হইলেন, কিন্তু ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিরা পরাভূত হইলেন, পেষওয়া ও নাগপুরের রাজা রাজ্যচ্যুত হইলেন, এবং তাঁহাদের রাজ্যের অধিকাংশ ইংরাজদিগের রাজ্যসাৎ হইল. এইসকল ব্যাপার মারকুয়িস্ হষ্টিংস সাহেবের আজ্ঞানুসারে কৃত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি দশবৎসর পূর্ব্বে মারকুয়িস ওয়ালেসলির ঐরূপ রাজনীতি দূষ্য করিয়াছিলেন তিনি ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক হইয়াও এরূপ বৃহৎব্যাপারের উপযুক্ত শক্তি ও বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিলেন. পিন্দারিদিগের ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল, এবং ইংরাজেরা ভারতবর্ষমধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইলেন ॥

লার্ডহষ্টিংসসাহেবের পূর্ব্বে এদেশীয়লোকের শিক্ষার্থে কোন উদ্যোগ হয় নাই, এদেশীয়লোকের শিক্ষা দেওয়া রাজনীতি মধ্যে নিন্দিত বোধ ছিল, কারণ তাহাদের মূর্খতায় এই সাম্রাজ্যের এক প্রকার নিরাপদ বোধ ছিল. লার্ডহষ্টিংস সাহেব এই নিষ্ঠুর বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন; তিনি কহিলেন যে প্রজাদিগের মঙ্গলার্থে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে, অতএব তাহাদের সভ্যতাবৃদ্ধি করা ইংরাজদিগের আবশ্যক কর্ম্ম হইয়াছে তাঁহার রাজ্যকালে নূতন সময় উপস্থিত হইল. নানাস্থানে পাঠশালা স্থাপন হইল, এবং এদেশীয় লোকের মনের উচ্চতা করিবার চেষ্টায় ঐ প্রথম উৎসাহ হইল, ১৮১৮ শালের ২৯ মে সমাচারদর্পণনামক সংবাদপত্র ভারতবর্ষমধ্যে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে প্রথমে প্রকাশ হইল লার্ড-

হষ্টিংসসাহেব তাহার এক সংবাদপত্র পাইয়া প্রজাদিগের সভ্য-করিবার এই উত্তম চেষ্টায় ভীত না হইয়া রাজসভায় লইয়া যাই-লেন, পরে চলিত ডাকমশুলের পাদমাত্রে তাহা ইতস্ততঃ পাঠা-ইতে আজ্ঞা করিলেন, এবং প্রায় ঐ সময়ে লার্ড হষ্টিংসের পত্নীর যত্নদ্বারা বিশেষতঃ ডবলিউ বি বেলিসাহেবের ও ডাক্তার কেরি সাহেবের চেষ্টাদ্বারা স্কুলবুকসোসাইটিনামিকা সভা কলি-কাতায় স্থাপিত হইল, এবং এদেশীয় বালকদিগের শিক্ষার্থে পাঠশালাস্থাপন কারণ রাজধানীতে আর এক সভা হইল, এদে-শীয়লোকের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার্থে রেবরেণ্ড মে সাহেবদ্বারা চুচুড়ার নিকটে ও শ্রীরামপুরের ধর্ম্মালয়দ্বারা তথাকার নিকটে একং বৃহৎপাঠশালাস্থাপন হইল, অপর যে হিন্দুকালেজ নামক পাঠশালায় মহৎ২ ব্যক্তিরা ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন তাহাও ঐসময়ে সর এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টহ-রিংটন এবং ডেবিড হের ইত্যাদি সাহেবেরা স্থাপন করিলেন সকল ইউরোপীয়েরা ও এদেশীয়লোকেরা লার্ড হষ্টিংসের এ[illegible] উপকারক উৎসাহ প্রাপ্ত করিলেন এবং অনেক বৎসরাবধি যে সকল পাঠশালার বিষয় কেহ স্বপ্নেও স্মরণ করেন নাই, তাহা অনেকে ধন ব্যয় পূর্ব্বক সাহায্য করিয়া উন্নত করিলেন ॥

১৮২৩ শালের জানুয়ারিমাসে লার্ড হষ্টিংস ভারতবর্ষহইতে গমন করিলেন, তাঁহার অত্যন্ত যত্নদ্বারা নয় বৎসরের মধ্যে কোম্পানির রাজ্য বিস্তীর্ণ হইল এবং রাজস্ববৃদ্ধি ও ঋণক্ষয় হ-ইল ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্যে এমত উত্তম অবস্থা কদাচ হয় নাই, তৎকালে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইল, এবং ব্যয় অপেক্ষা প্রায় দুইকোটী মুদ্রা বার্ষিক আয় অধিক হইল ॥

রাজমন্ত্রিদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম জর্জকানিংসাহেব বোর্ড আব-কাণ্টেরলনামক সমাজে বহুকাল প্রভুত্ব করিয়া ভারতবর্ষীয়কর্ম্মে দক্ষ হইয়াছিলেন, অতএব লার্ড হষ্টিংসকর্ম্ম ত্যাগ করিলে তৎ

কর্ম্মে তিনি নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি আগমনের উদ্যোগ
করিলে পর তাঁহার এক জন সহচর মরাতে ইংলণ্ডে অতিবিশ্বাস-
যোগ্য পদপ্রাপ্ত হইলেন, অতঃপর ডিরেক্টরেরা লার্ড আমহর্ষ্ট
কে বড় সাহেব করিয়া পাঠাইলেন তিনি দশবৎসর পূর্ব্বে পেকিন
শহরে ইংলণ্ডের রাজার দূত হইয়া আসিয়াছিলেন. লার্ড আম-
হর্ষ্টের আগমন ও লার্ড হষ্টিংসের গমনাবধি ১৮২৩ শালের
১ আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রধান সভাপতি জান্ আদম সাহেব বড় সাহে-
বের কর্ম্ম করিয়াছিলেন ছাপাখানার শক্তির সীমানির্দ্ধারণ ক-
রাতে কেবল তাঁহার রাজত্ব নিন্দিতরূপে খ্যাত আছে ॥

লার্ড আমহর্ষ্টকে কলিকাতায় আসিবামাত্রে ব্রহ্মদেশীয়দি-
গের দুরাচারে শীঘ্র মনোযোগ করিতে হইল. ইংরাজেরা যৎকা-
লে বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন তৎকালে ঐ ব্রহ্মদেশীয়
রাজপরিবারেরা আবানগরে রাজত্ব পাইয়াছিলেন পরে ঐ রাজা
মণিপুর ও আসাম জয় করত অহঙ্কারী হইয়া বাঙ্গালা জয়পূর্ব্বক
স্বরাজ্যবৃদ্ধির আশা করিলেন, যেপর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত
মিল ছিল তন্মধ্যে তিনি কাচার ও আরাকানঅঞ্চলে কোম্পানির
রাজ্যমধ্যে সৈন্য পাঠাইয়া সাপুরীনামক উপদ্বীপ আক্রমণ করি-
লেন, এবং তথাস্থিত অল্প সৈন্যদিগের প্রাণনষ্ট করিলেন ঐ
উপদ্বীপ আরাকানের তীরস্থিত টিক্নাফনদীর সম্মুখে আছে,
পরে আবায় তাঁহাকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি
অহঙ্কারপূর্ব্বক উত্তর করিলেন যে যদি ঐস্থানে তাঁহার অধিকারে
সম্মতি না হয় তবে তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন এই সকল
উপদ্রোহদ্বারা ১৮২৪ শালের ৫ মার্চ বড়সাহেব ব্রহ্মদেশীয়-
দিগের সহিত যুদ্ধের প্রসঙ্গ করিলেন. ১১ মে ইংরাজদিগের সৈ-
ন্যেরা ব্রহ্মরাজ্যে অবতরণ করিয়া সমুদ্রতীরে রাঙ্গুনের বহুধনযুক্ত
বাণিজ্যস্থান অধিকার করিল, পরে আসাম ও আরাকানদেশ
এবংমর্গুয়িপ্রদেশের নিকটস্থান অধিকার করিল অনন্তরঅল্পেং

আবানগরের রাজধানীর প্রতি গমন করিল এবং গমনকালে প্রতিস্থান ও নগর অধিকার করত ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদিগের পরাজয় করিয়া চলিল, পরে ১৮২৬ শালের প্রথমে অমরপুরের অতি নিকটে উপস্থিত হওয়াতে তথাকার রাজা নিজপুরীরক্ষার্থে ইংরাজেরা যেরূপ সন্ধির প্রস্তাব করিবেন তাহাতেই সম্মত হইলেন, অনন্তর যান্দাবুনামে সন্ধির নিষ্পত্তি হইল, ঐ সন্ধিতে ব্রহ্মদেশীয়েরা ইংরাজদিগকে মণিপুর আসাম ও আরাকান দেশ ও মার্ত্তাবান প্রদেশের সমুদায় দিলেন, এবং যুদ্ধব্যয়ার্থে কোটী মুদ্রা দিতে সম্মত হইলেন ॥

ইংরাজদিগের সৈন্যেরা যখন ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল, তৎকালে ভরতপুরের কর্ত্তা দুর্জন শালের সহিত বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তিনি নিজ ভ্রাতা মাধোসিংহের সহিত একত্র হইয়া তাঁহাদের পিতৃব্যপুত্র অতিবালক বলবন্ত সিংহের হস্তহইতে রাজত্ব লইবার চেষ্টা করিলেন, সর চারলস মেট্‌কাফ দুর্জনশালের প্রবোধার্থে বিবিধচেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে সকল নিষ্ফল হইল, অতএব বাহুবলে নির্ভর করা আবশ্যক হইল, কিন্তু ঐ স্থান অধিকারকরণ অতি দুঃসাধ্য কর্ম্ম ছিল, ১৮০৫ শালে লার্ডলেক্ সাহেব ঐ স্থান বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাহাতে এমত অধিক সেনা ও সেনাপতিরা মারা পড়িল, যে ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষমধ্যে কোন নগর বেষ্টনে সেরূপ হয় নাই; এবং যদ্যপিও তথাকার রাজা ইংরাজদিগের নিবারণার্থে বিংশতিলক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন, তথাপি ইংরাজেরা সেস্থানের অধিকার করিতে পারেন নাই, অতএব কেবল ঐ দুর্গমাত্র তাঁহারা বেষ্টন করিয়া গ্রহণে অশক্ত হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া জনরব হইল যে তাঁহারা ভরতপুর অধীন করিতে অসমর্থ হইলেন, ঐ দুর্গের চতুর্দিগে মৃন্ময় ভিত্তি ছিল এবং তাহার মূলে খাল ছিল, অধিক সৈন্যেরা যাবৎ ব্রহ্মদেশে নিযুক্ত ছিল, তন্মধ্যে বিংশতি

সহস্র সৈন্য ও একশত কামান ঐ দুর্গের সম্মুখে আনীত হইল, এবং সমুদায় ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইহার পরিণাম দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইলেন, ২৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, পরে ১৮২৬ শালের ১৮ জানুয়ারি সৈন্যদিগের আজ্ঞাদায়ক লার্ড কম্বর মিয়র ঐ স্থান অধিকার করিলেন, দুর্জনশাল ইংরাজদিগের হস্তে পড়িয়া প্রয়াগের দুর্গে প্রেরিত হইলেন, ব্রহ্মদেশের ও ভরতপুরের এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের ত্রয়োদশ কোটী মুদ্রা অপেক্ষা অধিক ঋণ হইল॥

১৮২৭ শালে লার্ড আমহর্ষ্ট পশ্চিম দেশে যাত্রা করিয়া প্রথমে দিল্লীতে যাইলেন এবং ইংরাজদিগের ব্যবহার ও অবস্থা তথাকার রাজাকে জানাইলেন এবং বিশেষরূপে কহিলেন যে ইংরাজদিগের তিমরের পরিবারের যে অধীন ছিল তাহার শেষ হইল আর হিন্দুস্থানের রাজত্ব ও তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে, পলাশীর যুদ্ধের ষষ্ঠিবৎসর পরে এইরূপ উক্তি হইল ইহাতে রাজপরিবারেরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং বিবেচনা করিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বারা তাঁহাদের নানাপ্রকার অপমান হইলেও ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যে তাঁহাদের রাজবৎ সম্ভ্রম ছিল, কিন্তু এক্ষণে রাজদণ্ড চিরকালের নিমিত্তে তাঁহাদের বিহস্ত হইল সমুদায় ভারতবর্ষে প্রজাদিগের এবিষয়ে কিছুই উত্তেজনা না হওয়াতে সুতরাং আর কিছুই প্রকাশ পাইল না॥

লার্ড আমহর্ষ্ট উলিয়ম বটরওয়ার্থ বেলি সাহেবের হাতে রাজত্ব অর্পণ করিয়া ১৮২৮ শালের মার্চ মাসের শেষে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সংবাদ ইংলণ্ডে যাইলে লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কোর্ট আব ডিরেকটরদিগের নিকটে ঐ রাজ্যভার প্রার্থনা করিলেন তিনি বিংশতিবর্ষ অপেক্ষা অধিক কালপূর্ব্বে মান্দ্রাজে বড়সাহেব ছিলেন কিন্তু ডিরেকটরেরা সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে সত্বরে গৃহগমন করিতে আজ্ঞা

করিয়াছিলেন তাঁহারা এবিষয়ে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া ১৮২৭ শালে তাঁহাকে বড়সাহেবের কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে এমত প্রধানকর্ম্মে তাঁহার তুল্য উপযুক্ত লোক ইংল্লণ্ডে ছিল না, তিনি ১৮২৮ শালের ৪ জুলাই কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন প্রায় ছয় বৎসরপূর্ব্বে লার্ড হষ্টিংসসাহেব রাজস্বের উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আগমনকালে পুনর্ব্বার রাজস্বের দুরবস্থা হইল ও সরকারি আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতে লাগিল, তাহাতে ঋণ অধিক হইল. কিন্তু লার্ড বেণ্টিঙ্ক আগমনের পূর্ব্বে ডিরেক্টর দিগের নিকটে বলিয়াছিলেন, যে তিনি ব্যয়ের লাঘব অবশ্য করিবেন অতএব আগমনমাত্রে যুদ্ধার্থক ও বিচারার্থক উভয়বিধ ভৃত্যমধ্যে কোন বিষয়ে সরকারি ব্যয়ের লাঘব হইতে পারে, ইহার অনুসন্ধানার্থে দুই সমাজ স্থাপন করিলেন পরে তাঁহাদের পরামর্শানুসারে সকল বিষয়ে ব্যয়ের লাঘব করিলেন ইহা অতি নিন্দনীয় ব্যবহার হইল এবং লার্ড বেণ্টিঙ্কের লাঘবদ্বারা যে সকল লোকের ক্লেশ হইল, তাঁহারা ঐ ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করাতে তাঁহাকে অত্যন্ত নিন্দা করিলেন সরকারি যে সকল ভৃত্যদিগের ভাগ্যক্রমে ঐ (লাঘব) ঘটিল, তাহাদের তাঁহাহইতে সদ্বিচারের আশাছিল না কেবল ভাবিব্যক্তিহইতে, আশা হইল, এইরূপ তাঁহার প্রতি সকলে আপত্তি করিলেও যেপর্য্যন্ত রাজকীয় ব্যয় লাঘব ও ঋণ নাশের উপায় সুসিদ্ধ নাহইল, তাবৎ দৃঢ়তাপূর্ব্বক স্বমতানুযায়ী ছিলেন ॥

সতীগমনবিধিতে বহুকালাবধি রাজসভার মনোযোগ হইয়াছিল এবং কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত একূপ ব্যবহার হইতেছে ও ইহাতে প্রজাদিগের কিরূপ মনোনিবেশ আছে এবিষয়ে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছিল অনেক আমলারা সংবাদ পাঠাইলেন যে এদেশীয়লোকেরা ইহাতে অত্যন্ত আসক্ত আছেন, অতএব ইহা

রহিত করাতে বিপদ উপস্থিত হইবে লার্ড বেণ্টিঙ্ক এবিষয় অতি যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে ইহা অনায়াসে রহিত করাযায় পরে রাজসভাপতিরা সকলেই তাঁহার মত গ্রাহ্য করাতে ১৮২৯ শালে ৪ ডিসেম্বর ঐ চিরস্মরণীয় নিয়মস্থির হইল তাহাতে ইংরাজদিগের সমুদায় রাজ্যমধ্যে ঐ হত্যাকারি নিষ্ঠুর ব্যবহার রহিত হইল, এদেশীয় অনেক ধনী ও মান্যব্যক্তিরা এই হিতকর্ম্মে অহিত জ্ঞান করিয়া বুঝিলেন, যে তাঁহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে হস্তার্পণ হইল, অতএব এনিয়ম নিবারণার্থে বড়সাহেবের নিকটে আবেদন করিলেন, তিনি সতীগমনরোধ পক্ষে নানাবিধ হেতু দেখাইয়া তাঁহাদের আবেদনে সম্মত হইলেন না, কিন্তু তিনি ঐ আবেদনকারিদিগকে স্থিরতাপূর্ব্বক কহিলেন, যে যদ্যপিও এমত প্রাণনাশক এই ব্যবহার ইংরাজদিগের রাজসভাকে রোধ করিতে হইল, তথাপি অন্যান্য যেসকল বিষয় চলিত আছে তাহা তাঁহারা অগ্রাহ্য করিবেন না, ইতিমধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি এদেশীয় তেজস্বী কতিপয় ব্যক্তিরা সতীগমনরোধ করাতে লার্ডবেণ্টিঙ্ক সাহেবের নিকটে অত্যন্ত ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া এক নিবেদন পত্র পাঠাইলেন, যেসকল ব্যক্তিরা সতীগমনস্থাপন পক্ষে ছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় এক ধর্ম্মসভাস্থাপন করিলেন, এবং চাঁদাদ্বারা বহুধন সংগ্রহ পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয় রাজসভায় ঐ ব্যবহারস্থাপন প্রার্থনায় এক নিবেদন পত্রের সহিত একজন প্রতিনিধি পাঠাইলেন, কিন্তু রাজমন্ত্রিরা তৎপক্ষীয় সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া রোধপক্ষই স্থির করিলেন, নয়বৎসর হইল, ঐবিধির নিষেধ হইয়াছে, কিন্তু অসন্তোষের কিছুই চিহ্ন নাই, বোধহয় ঐ অসভ্য ব্যবহার এক্ষণে স্মরণ শূন্য হইয়াছে, অতএব যদ্যপি ইতিহাসমধ্যে না লেখা যায় তবে এরূপ ব্যবহার ছিল, ইহাও ভবিষ্যৎ লোকে বিশ্বাস করিবে না ॥

১৮৩১ শালে আদালতে অনেক পরিবর্ত্ত হইল এপর্য্যন্ত এদেশীয় লোকেরা অল্পবেতনে ক্ষুদ্র বিষয় বিচারে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বেণ্টিঙ্ক সাহেব অধিক ক্ষমতা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্ভ্রমবৃদ্ধি করিতে স্থির করিলেন, ঐ বৎসরে মুনসেফ ও সদর আমিনের বেতন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইল, এবং অধিক বেতন ও অধিক ক্ষমতার সহিত সদর আলানামে নূতন আমলা স্থাপিত হইল, রেজিষ্টরের কর্ম্ম ও প্রবিন্সিয়াল কোর্ট অর্থাৎ পুনর্বিচারার্থে নানাস্থানের আদালত রহিত হইল, অতএব কেবল এদেশীয়লোকের আদালত ও প্রতিজিলায় এক২ ইউরোপীয় বিচারকর্ত্তার আদালত এবং সদর দেওয়ানী আদালত মাত্র রহিল, এই নূতন রীতির আমল কহিলাম, ঐ রীতি গতঅষ্ট বৎসরাবধি চলিত হইয়াছে, ইহাতে স্থির হইল যে এদেশীয় আমলাদিগের আদালতে প্রথমতঃ অভিযোগ শুনা যাইবে, এবং তথায় নিষ্পত্তি হইলে পুনর্বিচারার্থে ইউরোপীয় বিচারকর্ত্তারা শুনিবেন, লার্ড বেণ্টিঙ্ক ফৌজদারী আদালতের এরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে কোর্ট আব সর্কুট দ্বারা অর্থাৎ নানা স্থানে বিচারার্থে স্থাপিত আদালত দ্বারা ছয়মাস অন্তরে এক২ বার বিচার হইত এবং তৎকালেও তিন মাস অন্তরে কমিসনর সাহেবেরা এক২ বার বিচার করিতেন; লার্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেব আজ্ঞা করিলেন, যে প্রতিমাসে জিলার বিচারকর্ত্তারা এক২ বার ফৌজদারী বিচার করিবেন, তাহাতে কারালয়ে রুদ্ধ লোকদিগের ও সাক্ষিদিগের দুঃখ দূর হইল, লার্ড বেণ্টিঙ্কের রাজ্যকালে এদেশীয় লোকের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে ও সরকারি কর্ম্মের সুগম করিতে যে সকল উন্নতি হইয়াছিল, তাহা এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে বিশেষ রূপে বলা যাইতে পারে না ॥

১৮৩১ শালে রামমোহন রায় ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন, বাঙ্গালায় তত্তুল্য বিজ্ঞলোক বহুকালাবধি হয় নাই, তিনি বিপ্র

কূলে জন্মিয়া রাজসরকারে বিশ্বাসি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন. তিনি বাঙ্গালা সংস্কৃত পারসীক ও ইংরাজী এই কএক ভাষায় নিপুণ ছিলেন, এবং তাঁহার মনে নানাপ্রকার জ্ঞানোদয় ছিল, তিনি স্বদেশীয় লোকদিগকে দেবদেবী ভজনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া বেদোক্ত অদ্বৈতব ধর্ম্মে প্রবৃত্ত দিতেন. ইহা বড় আশ্চর্য্য, যে এদেশীয় হিন্দুরা বেদমতে রত আছে. কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ঐ সকল হিন্দুরা নাস্তিক বলিতেন. অপর যে সকল লোকেরা তাঁহার মতে বিনতি করিতেন: তাঁহারাও তাঁহার উত্তম বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন, এবং বুঝিতেন যে এরূপ মনুষ্য উৎপন্ন হওয়াতে দেশের মর্য্যাদা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে লার্ড আমহর্ষ্ট সাহেবের অধিকারকালে তিমরবংশীয় রাজ পরিবারের প্রধানতা নষ্ট করিয়াছিল. ঐ মহারাজ নষ্টসম্ভ্রম উদ্ধারার্থে ইংলণ্ডে আবেদন করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া রামমোহনরায়কে প্রতিনিধি স্থির করিলেন. হিন্দুদিগের পূর্ব্বকালে সমুদ্রগমনে কোন দোষ ছিলনা. কিন্তু কলিযুগে বোধ আছে যে সমুদ্রগমনে জাতিভ্রষ্ট হয়, রামমোহন রায় স্বজাতীয় লোকের উপহাসে মনোযোগ না করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় অতি সম্মানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা হইল, কিন্তু তাঁহার মানস সিদ্ধ হইল না, তিমরবংশীয়েরা ত্রিংশৎবৎসর পর্য্যন্ত বৃত্তিভোগী থাকাতে বৃটনদেশীয় রাজ্যাধিকারিরা ঐ বংশের প্রধানতা স্বীকার করিলেন না, কেবল রামমোহন রায়ের অনুরোধ প্রযুক্ত তিনি লক্ষমুদ্রা বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়াদিলেন, রামমোহন রায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে লোকান্তর গমন করিলেন, তাঁহার শরীর বৃষ্টলনগরের নিকটে নিখাত আছে।

১৮৩৩ শাল বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে স্মরণীয় আছে কারণ ঐ শালে বড়২ বণিক সকলে নির্দ্ধন হইলেন, তাহাদের কেহ২ পঞ্চাশৎবৎসর পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিয়াছিলেন. সর্ব্বপ্রধান পামর

কোম্পানি, ১৮৩০ সালে বাণিজ্যের শেষ করিলেন, অপর পঞ্চ বণিকেরা তিনচারি বৎসর অধিক পর্য্যন্ত বাণিজ্য রাখিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহারা নির্দ্ধন হইয়া সাধারণ লোকের প্রায় ষোড়শ কোটী মুদ্রা নষ্ট করিলেন, তাঁহাদের অবশিষ্ট বিষয় হইতে দুই কোটী মাত্রও প্রাপ্ত হইল না।

ঐ বৎসরে কোম্পানির সনন্দের বিংশতি বৎসর অতীত হওয়াতে পুনর্ব্বার নূতন সনন্দ হইল, তাহাতে এদেশীয় কর্ম্মের অধিক পরিবর্ত্ত হইল, কোম্পানিকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল, তাঁহাদের কারখানা বিক্রয় করিতে আজ্ঞা হইল, গত বিংশতি বৎসরে তাঁহাদের চীনদেশে বাণিজ্য দ্বারা বহুপকার হইয়াছিল, তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইল, তাঁহারা ২৩৩ বৎসর পর্য্যন্ত বণিক ভাবে ছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া কেবল ভারতবর্ষীয় রাজস্ব মাত্র লইয়া থাকিতে হইল, বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বর্ষে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব হইতে ৬৫ লক্ষ মুদ্রা ইষ্টইণ্ডিয়া সনের ভাগিদিগকে দিতে স্থির হইল, ইহাতে সকলেই যথার্থ রূপে নিন্দা করিয়া থাকেন, কলিকাতায় লেজিসলেটিব কৌন্সেল নামে এক সভা স্থাপন হইল, তাহাতে রাজসভার নিয়মিত সভাপতিরা, ও কোম্পানির ভৃত্যভিন্ন এক জন সভাপতি নির্দ্দিষ্ট রহিলেন, তাঁহাদের কর্ম্ম এই হইল, যে সমুদায় ভারতবর্ষে নিয়ম চালাইবেন, এবং বড় আদালতের নিয়ম দমন করিবেন, অপর সমুদায় দেশের নিয়ম গ্রন্থ করিতে লাকমিসন নামক সমাজ স্থাপন হইল, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বড় সাহেব সর্ব্বপ্রধান হইলেন, অন্যান্য রাজ্য তাঁহার শক্তির অধীন রহিল, এবং বাঙ্গালারাজ্য কলিকাতা ও আগ্রা এই দুই নামে দুই অংশে বিভক্ত হইল, নূতন সনন্দ দ্বারা এই সকল পরিবর্ত্ত হইল ॥

লার্ড বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষতঃ ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান হইয়াছিল ১৮১৩ শালে পার্লিয়ামেণ্টে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে সরকারি রাজস্ব হইতে বর্ষে২ এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইবে, প্রায় সমুদায় ঐ ধন সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যা শিক্ষার্থে ব্যয় হইত, কিন্তু এতদুভয় বিদ্যাই প্রজাদিগের উপকারিণী ছিল না, লার্ডবেণ্টিঙ্কের বিবেচনায় ইংরাজী ভাষার অভ্যাস অতি উপকারি বোধ হইল, অতএব ইংরাজী পাঠশালার স্থাপনে পার্লিয়ামেণ্টের দান অপেক্ষা তিনি অধিক ব্যয় করিলেন, এবং ঐ সময়ে আজ্ঞা করিলেন, যে রাজকীয় সংস্কৃত ও আরবীয় পাঠশালায় ছাত্রদিগের যে বেতন দেওয়া যাইত তাহা বর্ত্তমান বৈতনিক ছাত্রেরা বহিভূর্ত হইলে আর নূতন হইবে না, ইত্যাদি উপায়দ্বারা দেশের সর্ব্বত্র ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় নিতান্ত ইচ্ছা হইল ॥

তাঁহার রাজ্যকালে অপর এক পরমোপকারি কর্ম্ম হইয়াছিল, যে তিনি বহুব্যয়পূর্ব্বক এদেশীয় লোকের চিকিৎসা শিক্ষার্থে কলিকাতায় এক বৈদ্যকশাস্ত্রের পাঠশালা স্থাপন করেন, এদেশীয় লোককে অস্ত্রচিকিৎসায় ও ঔষধ চিকিৎসায় নিপুণ করিতে, শাস্ত্রের নানা শাখা অধ্যাপনার্থে উত্তমোত্তম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন, এবং ঐ পাঠশালাদ্বারা তদনুসারে দেশের উপকার হইবার সম্ভাবনা হইল ॥

লার্ডবেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে এদেশীয় প্রজাদিগের পরিমিত ব্যয় করিবার কারণ সেবিংসব্যাঙ্ক নামে এক আপণস্থাপন হইল এবং তাহাতে অভিষ্ট সিদ্ধি হইল। পরে তিনি ভূমিজশুল্কের প্রতি মনোযোগ করিলেন, বহুকালাবধি এদেশের রীতি ছিল যে এক স্থান হইতে দেশের অপর স্থানে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে শুল্কপ্রদান করিতে হইত, নানাস্থানে রাজপথে জলে

ও স্থলে শুল্কগ্রহণের গৃহ ছিল, তথাস্থিত ভৃত্যেরা সকল দ্রব্যের অন্বেষণ ও রোধ করিত, এইরূপে বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিয়া রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি হইত. অপর ঐ শুল্কস্থানে নিযুক্ত ভৃত্যেরা রাজার এক টাকা গ্রহণস্থলে স্বয়ং দুই টাকা অধিক লইত. তাহারা এমত দৌরাত্ম্য করিত, যে ঐবিষয়ে নিযুক্ত এক জন ইউরোপীয় আমলা ঐ রীতির নাম অভিশাপ রাখিয়াছিলেন, ইংরাজেরা যখন মুসলমান হইতে রাজ্যভার লইলেন, তখন ঐ রীতি চলিত দেখিয়া ক্রমাগত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু লার্ডকর্ণওয়ালিসের অতি মহৎ অন্তঃকরণে ঐ সকল দোষের একবার উদয় হইয়াছিল, ১৭৮৮ শালে তিনি ঐরীতি রহিত করিয়া দেশমধ্যে শুল্ক স্থান রোধ করিয়াছিলেন. এবং দশবৎসর পরে ইংরাজদিগের রাজত্বে রাজস্ববৃদ্ধির ইচ্ছা হওয়াতে ঐ শুল্কের পুনঃস্থাপন হয়, লার্ডবেণ্টিঙ্ক বাঙ্গালার সভ্যকর্ম্মে নিযুক্ত, সি ই টি বেলিয়ন সাহেবকে ঐ রীতির অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ লিখিতে নিযুক্ত করিলেন, পরে শুল্ক রহিত করিবার উত্তম উপায় বিবেচনাতে এক সমাজ স্থাপন করিলেন, যদ্যপিও তাহার রাজত্বকালের মধ্যে শুল্ক রহিত করণের শেষ হয় নাই তথাপি রহিত করণের প্রথম উদ্যোগ প্রযুক্ত তাঁহারি গুণে হইল, ইহা বলিতে হয় ।।

লার্ডবেণ্টিঙ্ক স্বকীয়াধিকারের প্রথমাবধি বাঙ্গালায় নদীতে ও সমুদ্রে বাষ্পনৌকা চালাইতে চেষ্টিত ছিলেন, তিনি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ মধ্যে একমাসে গমনাগমন হয়, এবিষয়ে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ডিরেক্টরেরা ইহাতে নানা প্রকার ব্যাঘাত করিলেন, এবং তিনি বোম্বে ও সুয়েজমধ্যে পত্রাদি প্রেরণার্থে হিউলিন্সেনামিকা তরণী নিযুক্ত করাতে তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছিলেন. লার্ডবেণ্টিঙ্ক তথাপি বাঙ্গালার ও পশ্চিম অঞ্চলের নদীমধ্যে লৌহনির্ম্মিত বাষ্পনৌকা চালাইতে লাগিলেন, এদেশীয় লোকেরা ও ইউরোপীয়ে

রা তাহা এমত ব্যবহার্য্য দেখিলেন, যে ঐ নৌকার সংখ্যা দ্বিগুণ করিতে হইল, এবং বোধ হয় ইংলণ্ড ও এমেরিকায় যে রূপ আবশ্যক তাহা চলিত আছে কালক্রমে এখানেও সেই রূপ হইবে ॥

১৮৩৫ শালের মার্চমাসে লার্ড বেণ্টিঙ্কের রাজত্ব শেষ হইল, তন্মধ্যে কোন দূরবর্ত্তী শত্রু উপদ্রব করে নাই, ইহা নির্ব্বিরোধে যাপন হওয়াতে কেবল প্রজাদিগের উন্নতি হইয়াছিল এবং তৎকর্ত্তৃক কল্পিত উপায়ের ফল যেপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইতেছে তাবৎ তাঁহার রাজত্বের যথার্থ স্বরূপ জানা যাইতে পারে না, তাঁহার কোনং কল্পনায় বিবেচনার অল্পতা ছিল, কিন্তু তথাপি এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের ইতিহাস মধ্যে তাঁহার রাজত্বকাল অত্যন্ত উত্তম গণনীয় আছে, এবং এদেশীয় লোকদিগের তাঁহার নামে বহুকাল ধন্যবাদ করিবার নানা হেতু আছে ॥

॥ সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ ॥